(সমসাময়িক ভারত—একাদশ খণ্ড)

সমসাময়িক ভারত

(দ্বিতীয় কল্প—চৈনিক পরিব্রাজক)

একাদশ খণ্ড

(সমসাময়িক ভারত—একাদশ খণ্ড)

চৈনিক পরিব্রাজক

চতুর্থ খণ্ড

(৺ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রকাশক
শ্রীনলিনাক্ষ রায়
"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
১৩২৪

মূল্য ৩ টাকা

প্রকাশক—শ্রীনলিনাক্ষ রায়
"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়, মোরাদপুর, (পাটনা)

বিলাতের এজেণ্ট—বি. এইচ্. ব্লাক্ওয়েল
৫০, ৫১, ব্রডষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড

কুন্তলীন প্রেস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় কল্প 'চৈনিক পরিব্রাজকে'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার কতকাংশ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে 'সুপ্রভাতে' ও কতকাংশ গত বৎসর 'জগজ্জ্যোতি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। জাপানের সুপ্রতিষ্ঠিত ডাঃ টাকাকসুর সংস্করণ দৃষ্টে এই খণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে।

পরমপূজনীয় শ্রীমন্মাহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর এই খণ্ড তাঁহার মহিমান্বিত নামের সহিত সংযোগ করিতে দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ও গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ মহাস্থবির ও ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয়দ্বয় এই কল্প প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে অগ্রজ-প্রতিম গুণালঙ্কার মহাশয়ের হস্তে মুদ্রিত পুস্তকখানি দিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' ও শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'বুদ্ধদেব' হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি. এ. পূর্ব্বাপর প্রুফ সংশোধনে ও শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ মজুমদার এম্. এ. নির্ঘণ্ট প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও ক্রটী স্বীকার এবং উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়
১লা বৈশাখ, ১৩২৪

পরম পূজনীয়

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ

বৰ্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের

শ্রীকরকমলেষু—

সূচী

চিত্র সূচী

(বহুবর্ণের)

একবর্ণের

ভূমিকা

(৺গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয় লিখিত)

ভূমিকা

(পূজনীয় ৺ গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় লিখিত)

"জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"*

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ভাই-জীবন যে অমূল্য 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ও আমাদের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ তাহারই দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ খণ্ড। এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিবার ভার আমার ন্যায় অযোগ্য-হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আমি চৈনিক ভাষা জানি না, যে যৎকিঞ্চিৎ পালি ভাষা জানি, তাহাতে আমার দ্বারা না লেখাইয়া আই-সিংয়ের ন্যায় মূল্যবান্ গ্রন্থের ভূমিকা উপযুক্ততর ব্যক্তির দ্বারা লেখাইলে গ্রন্থের আরও মূল্য বৃদ্ধি হইত।

আই-সিংয়ের জীবনী, পর্য্যটন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত অধ্যাপক সমাদ্দার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; সুতরাং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার আবশ্যকতা নাই। আই-সিং গ্রন্থ মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাতিমোক্ষ ও সুখদুঃখের কারণাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সম্বন্ধে

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

শ্রীমান্ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সুলিখিত 'বুদ্ধদেব' নামক গ্রন্থ হইতে যে অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন তাহা পাঠেই পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে। চতুরার্য্য-সত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ এই গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

জগতের সমুদয় ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেকেরই দুইটী দিক্ পরিদৃষ্ট হয়; আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। দর্শনের মূল তত্ত্বই ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বা প্রকৃত জীবন। উহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই ধর্ম্মের বাহ্যাবরণ ব্রহ্মচর্য্য, শীল, সংযম প্রভৃতি অনুষ্ঠান; উহাই কাল-সহকারে প্রচলিত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া লোকের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে।

জগতের প্রায় সমুদয় ধর্ম্মের পক্ষে এ কথা সত্য হইলেও, ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম—তথা ভারতের অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় অন্য কোন দেশের ধর্ম্ম তেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে ও সুদৃঢ়ভাবে দর্শনের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পায় নাই ও করিতে পারে নাই, পারিবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ। দর্শন, ভারতীয়-ধর্ম্মের অস্থি-মজ্জা, শোণিত-প্রাণ। দর্শনকে বাদ দিলে কিংবা পৃথক্ করিলে ভারতীয় ধর্ম্ম অচল ও নিৰ্জ্জীব। বীরপূজক-কার্লাইল যেমন তাঁহার প্রিয়তম কবি সেক্সপীয়র থাকিলে রাজ্য, ধন, মান প্রভৃতি অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, সেইরূপ জ্ঞান-দৃপ্ত ভারতবাসীও দর্শনের জন্য স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা; বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন, বিষয়, বৈভব প্রভৃতি সংসারের সর্ব্বস্ব অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, দিয়া থাকেন। দর্শন ভারতবাসীর প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, শান্তপদ আশ্রমজাত বহু সাধনার ধন।

উরুবিল্বের বোধিমণ্ডপে শাক্য-রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে ধর্ম্ম আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা "অভিঞ্‌ঞা সচ্চিকতো ধম্মো" অভিজ্ঞা-বলে সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ অভিধর্ম্ম বা দর্শন।

বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা করিতে গেলে, চতুরার্য্য-সত্যেরই আলোচনা করিতে হয়। চতুরার্য্যসত্য কি ? দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়। সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ঠিক্ এই চারিটি সত্য। চিকিৎসাশাস্ত্রও এইরূপ চতুর্ব্যূহ, যথা—রোগ, রোগের কারণ, রোগমুক্তি ও ভৈষজ্য। ভগবান্ বুদ্ধ, তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে উক্তভাবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই স্থানে সত্য অর্থে "সাংসারিক সত্য।" যত দিন সংসার ও সংসারের ভেদজ্ঞান আছে, ততদিন উহারা "সত্য।" সংসার অতিক্রম করিতে পারিলে, পাপ-পুণ্য জ্ঞান তিরোহিত হইলে, আর উহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। "কথাবত্থুপ-করণে" চারি আর্য্য-সত্য অসংস্কৃত অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ এই অবস্থাত্রয়ের অতীত কিনা এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিভাজ্যবাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, চারি আর্য্য-সত্য অসংস্কৃত নহে, একমাত্র নির্ব্বাণই অসংস্কৃত। দুঃখের আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে কেহ কেহ pessimism বা "দুঃখান্তবাদ" নামে অভিহিত করেন, ইহা ভুল। বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও দুঃখান্তবাদ নহে। দুঃখ পাওয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে ; উহার একমাত্র লক্ষ্য, সকল দুঃখের অবসান করিয়া পরমসুখ নির্ব্বাণ লাভ করা। দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা, বৌদ্ধধর্ম্মের কেন জগতের সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক্, "দুঃখ" কাহাকে বলে।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "জন্ম—দুঃখ, জরা—দুঃখ, ব্যাধি—দুঃখ,

মরণ—দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলন দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ দুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ।" প্রতীত্যসমুৎপাদে ভগবান্ দুঃখের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, বিলাস, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নিরাশা।" আমরা বলিতে পারি,—আমরা যাহা চাহি তাহা না পাইলে এবং যাহা চাহি না তাহা পাইলে মনের যে ভাবান্তর হয় তাহারই নাম দুঃখ। জরা দুঃখ—কারণ আমরা জরা চাহি না; আমরা চাহি চিরযৌবন। ব্যাধি দুঃখ, কারণ আমরা ব্যাধি চাহি না, আমরা চাহি নিত্য আরোগ্য। মৃত্যু দুঃখ, কারণ আমরা মৃত্যু চাহি না; আমরা চাহি অমৃত। অপ্রিয়ের সহিত মিলন দুঃখ, কারণ আমরা শত্রুর মুখ নিরীক্ষণ করিতে চাহি না, আমরা চাহি তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদ। এইরূপ প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ দুঃখ, কারণ যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না; আমরা চাহি, তাহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলন। তাই বুঝি ভগবান্ "অরিয়পরিয়েসন সুত্তে" বলিয়াছেন "জীবনের আর এক সময় আসিল, যখন হইতে আমি জাতের পরিবর্ত্তে অজাতের, জরার পরিবর্ত্তে অজরার, ব্যাধির পরিবর্ত্তে অব্যাধির, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃতের, শোকের পরিবর্ত্তে অশোকের, কলুষের পরিবর্ত্তে নিষ্কলুষ নির্ব্বাণপদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই"—তাই বুঝি ধর্ম্ম-সেনাপতি ভাবাবেশে গাহিয়াছিলেন,—

"চাহিনা জীবন আমি, চাহিনা মরণ,
কালের প্রতীক্ষা শুধু ক'রেছি এখন।"

তাহা হইলে বোধ হয় "দুঃখ" কাহাকে বলে নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে দেখিতে হয় দুঃখসমুদয় কি? কিরূপে ও কি কারণে

দুঃখের উৎপত্তি হয়? কর্ম্মযোগের ভাবে দেখিতে গেলে, তৃষ্ণা বা কামনাই দুঃখের মুখ্য কারণ এবং জ্ঞানযোগের ভাবে দেখিতে গেলে, অবিদ্যাই দুঃখের কারণ; "সুত্তনিপাতে" ভগবান্ কামনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

কামসুখ-ভোগ-বাঞ্ছা করে যেইজন,
তাহাতে কৃতার্থ যদি হয় সেইজন,
নিশ্চয় সে হয় অতি আনন্দিত মন।
প্রাপ্ত তাহা, যার বাঞ্ছা করে নরগণ॥
কিন্তু যার কাম-ভোগ-লাভের বাসনা,
তাহাতে নিস্ফল যদি হয় সেই জনা,
দুঃখ-শল্যে বিদ্ধ হয় তাহার অন্তর,
দুঃখভোগ করে হেথা সেজন বিস্তর॥

ইহাতে বুঝিতে হয়, আসক্তি বা কামনাই জগতের সুখ-দুঃখের কারণ। কিন্তু সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির হাত এড়াইতে না পারিলে নির্ব্বাণের পরমসুখ লাভ করা যায় না। দুঃখের আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়াই যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে দুঃখবাদ বলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের সুখ-দুঃখ উভয়েরই আলোচনা করিয়াছেন।

অবিদ্যা-প্রসঙ্গেও বৌদ্ধসাহিত্যে অনেক উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। কথিত আছে, একদা মার ভগবান্‌কে বলেন,—

"যং বদন্তি মময়িদন্তি যে বদন্তি মমন্তি চ
এত্থ চে তেমনো অত্থি নাম সমণো মোক্‌খসীতি"

যাঁহারা বলেন "ইহা আমার" এবং যাঁহারা বলেন "ইহা আমি,"

হে শ্রমণ যদি এরূপ ধারণা আপনার মনে থাকে, আপনি আমা হইতে মুক্ত নহেন।”

ভগবান্ তদুত্তরে বলেন,—

যং বদন্তি ন তং ময়হং যে বদন্তি ন তে অহং
এবং পাপিয় জানাহি ন মে মগ্‌গম্পি দক্‌খসীতি।

যাঁহারা বলেন “তাহা আমার নহে”, যাঁহারা বলেন তাহা “আমি নহি” হে দুর্ম্মতে, জানিও আমার চিত্তের ভাব এইরূপ, তুমি আমার গতিবিধিও দেখিতে পাইবে না। ইহাতে বুঝিতে হয় যে, আমিত্ব-জ্ঞানই সংসারের মূল, এবং আমিত্ববর্জ্জনই সংসার অতিক্রম করিবার প্রশস্ত উপায়।

ভগবান্ বুদ্ধ উক্ত দ্বিবিধ যোগ ও দ্বিবিধ কারণের সমাবেশ করিয়া বলিয়াছেন, “অবিদ্যা হইতে বা অবিদ্যার কারণ সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (ষড়িন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে বিবিধ দুঃখ হইয়া থাকে, এইরূপে দুঃখের বা জগতের উৎপত্তি হয়।”

এই অপূর্ব্বতত্ত্বের নামই প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য্যকারণ-নীতি। প্রতীত্যসমুৎপাদ যথাযথ ব্যাখ্যা করা এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় দুঃসাধ্য, তথাপি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উহার আলোচনা করা উচিত মনে করি।

“অভিধম্মথসঙ্গহে”র গ্রন্থকার প্রতীত্যসমুৎপাদকে দ্বাদশনিদান, ত্রিকাল, ত্রিসন্ধি, ত্রিবর্ত্ম, বিংশতি আকার, চারিগুচ্ছ ও দ্বিমূলে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। দ্বাদশনিদান—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ,

ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জন্ম ও বিবিধ দুঃখ।

২। ত্রিকাল—অবিদ্যা ও সংস্কার অতীতকাল, জন্ম ও দুঃখ ভবিষ্যৎকাল, অবশিষ্ট ৮টী নিদান বর্ত্তমানকাল।

৩। ত্রিসন্ধি—অবিদ্যা ও সংস্কার আলোচনা করিলে তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব আসিয়া পড়ে। তৃষ্ণা উপাদান ও ভব আলোচনা করিলে তৎসঙ্গে অবিদ্যা ও সংস্কার আসিয়া পড়ে। জন্ম, জরা, মরণ আলোচনা করিলে, তৎসঙ্গে বিজ্ঞান নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা আসিয়া পড়ে।

৪। ত্রিবর্ত্ম (ত্রিপথ) অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান—ক্লেশ বা কলুষবর্ত্ম। কর্ম্ম, ভব ও সংস্কার—কর্ম্মবর্ত্ম। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, সংপ্রাপ্ত ভব, জন্ম ও বিবিধ দুঃখ-কর্ম্মফলবর্ত্ম।

৫। অতীতের পঞ্চকারণে বর্ত্তমান পঞ্চকার্য্য, বর্ত্তমানের পঞ্চকারণে ভবিষ্যতে পঞ্চকার্য্য—এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতি আকার ও চারিগুচ্ছ।

৬। অবিদ্যা ও তৃষ্ণা দ্বিবিধ মূল।

এখানে আমরা নিজের ভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাখ্যা করিব। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ—কারণসমবায়ে কার্য্যসংঘটন। কারণের সাধারণ নাম প্রত্যয়। প্রত্যয়সমূহের মধ্যে যাহা কোন কার্য্যের পক্ষে মুখ্য বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাহার নাম হেতু! যেমন অঙ্কুরের পক্ষে বীজের জীবনী-শক্তি। "পট্ঠানপকরণে" প্রত্যেক চব্বিশ প্রকার নাম আছে—যথা, হেতু, অবলম্বন, অধিপতি, অনন্তর, সমনন্তর ইত্যাদি। "অভিধম্মসঙ্গহে"র

মতে এই চব্বিশটী নামকে সংক্ষেপে চারিটীতে প্রকাশ করা যায় যথা,—হেতু, উপাশ্রয়, কর্ম্ম ও অস্তিত্ব। প্রতীত্যসমুৎপাদের অবিদ্যা সংস্কার প্রভৃতি নিদানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার নাম "তব্‌ভাবভাবীভাবাকার্‌", তাহা হইলে উহা হয় অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য ঘটিলে পরবর্ত্তী কার্য্য ঘটে। অবিদ্যা উৎপন্ন হইলে সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে নিদানগুলির একে একে আলোচনা করা আবশ্যক।

১। অবিদ্যা কি? যাহা বিদ্যা নহে তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান। বায়ুকে যেমন ঘরের বায়ু ও আকাশের বায়ুতে পৃথক্ করা হয়, বৌদ্ধদর্শনেও সেইরূপ অবিদ্যাকে ব্যক্তি ও জগৎ এই দুই দিক্ হইতে পৃথক্ আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও দুটী নাম পরিদৃষ্ট হয় যথা—মায়া ও অজ্ঞান। যে অবিদ্যা কোন ব্যক্তি-বিশেষে নিবদ্ধ নহে, যাহা সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত, তাহা মায়া এবং যাহা ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ, তাহা অজ্ঞান। ব্যক্তির অবিদ্যা মূলভ্রান্তি; উহা বিজ্ঞান, অভিমান, অহঙ্কার বা আমিত্ব-জ্ঞানের মূল ভিত্তি। কাহাকেও আপনার জ্ঞান করিবার পূর্ব্বে নিশ্চিত আমরা তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সৎধারণা পোষণ করি। ব্যক্তির অবিদ্যা, বস্তুতে অবস্তু-জ্ঞান, ও অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান। মায়া বা জগতের অবিদ্যার মধ্যে ব্যক্তির অবিদ্যা, নদীস্রোতে ঘূর্ণিপাক-সদৃশ। মায়া বিশ্বপ্রবাহের নামান্তর মাত্র। জগতের অবিদ্যা ও মায়া ধ্বংস হইবার নহে। বিশ্বপ্রবাহ বন্ধ হইবে, এ কথা ভারতের কোন দর্শন বলে না। জগতের অবিদ্যা ও নির্ব্বাণ মায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উহারা একই বস্তুর দুইটী দিক্ মাত্র। ব্যক্তির চক্ষে বিশ্বপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিলে উহার গতিশীল ও স্থিতিশীল দুইটী

দিক্ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে গতিশীল দিক্ জাগতিক অবিদ্যা বা মায়া এবং স্থিতিশীল দিক্ নির্ব্বাণ বা আধুনিক বেদান্তের ব্রহ্ম। কিন্তু নিরীক্ষণ ও ভেদজ্ঞান করিবার কেহ না থাকিলে এই সকল বিশেষাত্মক নাম প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত যে জ্ঞানযোগ সন্নিবিষ্ট আছে, উহার অনুসন্ধানের শেষসীমা ব্যক্তির অবিদ্যা। "মিলিন্দপঞ্ঞ্ঞ" বলেন, অবিদ্যাই ত্রিকালের মূল এবং অতীতই কালের পূর্ব্বকোটি। কোন কোন পূর্ব্বকোটি জানা যায়, কোন কোন পূর্ব্বকোটি জানা যায় না। পূর্ব্বে সর্ব্বাকারে সর্ব্ব বস্তুই সর্ব্বপ্রকারে অবিদ্যারূপে ছিল; ইহার পূর্ব্বকোটি জানা যায় না। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়া আবার বিলীন হয় ইহার পূর্ব্বকোটি জানা যায়। ইহাতে বুঝিতে হয় যে, জগতের অবিদ্যা বা মায়া অনাদি অনন্ত, কিন্তু ব্যক্তির অবিদ্যা বা অজ্ঞান সান্ত ও সসীম। শঙ্করাচার্য্য বলেন—অবিদ্যা অনাদি অনির্ব্বচনীয়। সাংখ্য বলেন, বিশ্বমূল পরম অব্যক্ত, যাঁহার অন্যনাম প্রধান ও মূলপ্রকৃতি, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র।

২। সংস্কার,—অর্থ কুশল ও অকুশল ধর্ম্ম। সংস্কার ত্রিবিধ যথা—পুণ্যসংস্কার, অপুণ্য-সংস্কার ও আনেঞ্জ-(অরূপ ব্রহ্মের) সংস্কার। সংস্কার অর্থে চেতনা—চিত্তের কার্য্য—প্রবৃত্তি; সাংখ্যের ভাষায় ইহা অনেকাংশে "মহৎ" এবং শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় ইহা অনেকাংশে "অবিবেক"।

৩। বিজ্ঞান—প্রতিসন্ধি (পুনর্জন্ম) ও প্রবৃত্তি-বশতঃ উৎপন্ন বত্রিশ প্রকার—বিপাক—চিত্ত, অহঙ্কার, মমকার, অভিমান, আমিত্ব, মমত্ব। সাংখ্য বলেন, যখন মূলপ্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, তখন গুণত্রয়ের সমুদয় বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবৃত্তি হইতে থাকে।

জীবমাত্রেরই আগে "ইহা করিতে পারি, ইহা করিতে পারিব" এইরূপ মনন বা নিশ্চয়রূপিণী বুদ্ধি উদ্রিক্তা হয়, পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ আলোচনার পর তাহাতে যে "আমি, আমার" ইত্যাদি-আকার অভিমান দেখা দেয়, উহারই নাম অহঙ্কার—যাহা মহৎ বা বুদ্ধির পরভাবী। মূল প্রকৃতির পরভাবী মহৎ, মহতের পরভাবী অহঙ্কার। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে অবিদ্যার পরভাবী সংস্কার; সংস্কারের পরভাবী বিজ্ঞান। শঙ্করের ভাষায় অজ্ঞানের পরভাবী অবিবেক, অবিবেকের পরভাবী অভিমান। সুতরাং দেখা যায়, তিন দর্শনে চিন্তার ধারা অনেকাংশে একরূপ।

৪। নামরূপ—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বিজ্ঞান ও রূপ এই পাঁচটী স্কন্ধ বা সমূহ। তন্মধ্যে প্রথম চারি স্কন্ধের একনাম 'নাম', রূপস্কন্ধের নাম 'রূপ'। "বিভাবনী" টীকা-মতে নাম অর্থে এখানে প্রথম তিন স্কন্ধ, কিন্তু বিজ্ঞান উহাদের সহগামী। নাম চিত্ত ও চৈতসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। চিত্তের সাধারণ নাম মন; চিত্তের অবস্থা বা আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম চৈতসিক। চিত্ত ও চৈতসিক একসঙ্গে একই বস্তু অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। বৌদ্ধদর্শনে ১২১ প্রকার চিত্ত ও ৫২ প্রকার চৈতসিকের উল্লেখ আছে। রূপ-সংজ্ঞার অধীন চারি মহাভূত ও তাহাদের সম্মিলনে উৎপন্ন রূপ। চারিভূতের নাম—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। চারিমহাভূত হইতে উৎপন্ন রূপ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্থল —চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়প্রসাদ রূপ; রূপ—শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শগোচর রূপ ইত্যাদি। বৌদ্ধদর্শনে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ প্রকার রূপের উল্লেখ আছে। নামরূপ-তত্ত্ব বৌদ্ধমনোবিজ্ঞানের আলোচ্য

বিষয় ;—ইহার আলোচনা এই ভূমিকায় অসম্ভব। ইহার সবিস্তার আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে নামরূপ দুইটী বস্তু জ্ঞাপন করে, যথা—চৈতন্য ও জড়। নামরূপতত্ত্বের সহিত সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের নিকটসম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিশেষতঃ স্থবির নাগসেনের নামরূপতত্ত্ব ও সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রায় অনুরূপ। জীবসৃষ্টির পক্ষে নামরূপের সংযোগ একান্ত আবশ্যক। যেখানে সৃষ্টি, যেখানে সংসার সেইখানেই নামরূপ ; নির্ব্বাণ নামরূপের অতীত। নামরূপে মমতা স্থাপন করা অবিদ্যার কার্য্য। নামরূপ আমি নহি ; নামরূপ আমার নহে ; বেদনা আমি নহি, বেদনা আমার নহে ; সংস্কার আমি নহি, সংস্কার আমার নহে ; বিজ্ঞান আমি নহি, বিজ্ঞান আমার নহে ; রূপ আমি নহি, রূপ আমার নহে।

শঙ্কর বলিয়াছেন—'আমি—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি নহি।'

৫। ষড়ায়তন,—পালি "আয়তন" শব্দ প্রায় "ইন্দ্রিয়" শব্দের তুল্য। ইন্দ্রিয় অন্তর ও বাহ্যভেদে দ্বিবিধ। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় অন্তরিন্দ্রিয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ইন্দ্রিয় বিষয় বা বাহ্যেন্দ্রিয়। সাংখ্যদর্শনেও মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। মন-ইন্দ্রিয় ও মনে পার্থক্য আছে। মন যখন নেতৃত্ব করে, তখন ইন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। কোন তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শব্দার্থ বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের স্বীয় স্বীয় ধাতুবিজ্ঞানাদি থাকিলেও মনের সাহায্য ব্যতীত বেদনা ও সংজ্ঞা হইতে পারে না।

৬। স্পর্শ,—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের কিংবা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ উহার নাম স্পর্শ।

৭। বেদনা—বেদনা অর্থ sensation কিংবা feeling। যখন চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গতি হয় তখন উহাদ্বারা বিষয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, উহার নাম sensation। যখন মন নামক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গতি হয়, উহাদ্বারা সুখ-দুঃখাদি অনুভূত হইয়া থাকে, তখন উহার নাম feeling। বেদনা ত্রিবিধ, যথা—সুখ দুঃখ ও উপেক্ষা।

৮। তৃষ্ণা,—অর্থ কামনা। তৃষ্ণা ত্রিবিধ। যথা—কামতৃষ্ণা বা কাম্যসুখভোগের কামনা, ভবতৃষ্ণা বা সংসার-বাসনা, বিভবতৃষ্ণা বা নাস্তিত্বকামনা।

৯। উপাদান—অর্থ আসক্তি। তৃষ্ণা হইতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। যাঁহার কামতৃষ্ণা প্রবল, তিনি প্রণয়িনীর প্রতি অনুরক্ত। উপাদান চতুর্ব্বিধ। যথা কাম, আস্তিক্য, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

১০। ভব—অর্থ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব। আসক্তি হইতে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের উৎপত্তি। ভব দ্বিবিধ যথা কর্ম্মভব ও সম্প্রাপ্তভব। অস্তিত্বের গতিশীল দিক্ কর্ম্মভব এবং স্থিতিশীল দিক্ সম্প্রাপ্তভব নামে অভিহিত হয়।

১১। জন্ম—ভব হইতে জন্ম হয়, অস্তিত্ব থাকিলেই উহার বিকাশ হয়। জন্মের অপর নাম দেহ-পরিগ্রহ।

১২। বিবিধ দুঃখ। এতদ্বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

১৩। দুঃখনিরোধ কি? সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ হইতে বিমুক্ত থাকার নাম দুঃখ-নিরোধ। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে

দুঃখনিরোধ অর্থে অবিদ্যার নিরোধ, সংস্কারের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধ, নামরূপের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধ, বেদনার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধ, উপাদানের নিরোধ, ভবের নিরোধ, জন্মের নিরোধ, জরা-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-নিরাশার নিরোধ। এই সর্ব্বাঙ্গীন নিরোধের নামই বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ, ভারতের মুক্তি, সাধকের সিদ্ধি, সকল কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, বিদ্যা ও বিমুক্তি। ইহাই শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, ক্ষয়, দুঃখক্ষয়, তৃষ্ণাক্ষয়, অনালয়, অনাসক্তি, ক্ষেম, যোগক্ষেম, প্রাপ্তি, নিবৃত্তি, পরমসুখ, একান্তসুখ, নির্ব্বিকল্প আনন্দ, শিব, ধ্রুব, অনীতিক, অভূত, অচ্যুত, অনিমিত্ত, অসংস্কৃত, অনির্দ্দিষ্ট, বোধি, সম্বোধি, অর্হত্ব, অভিজ্ঞা, সর্ব্বজ্ঞতা, সম্যক্‌দৃষ্টি, প্রতীত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি। সংক্ষেপে দুঃখনিরোধ বর্ণিত হইল।

৪। দুঃখনিরোধের উপায় কি, আর্য্য অষ্টমার্গ যথা—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্ম্ম, সম্যক্‌জীবিকা, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি ও সম্যক্‌সমাধি। অষ্টমার্গ তিনস্কন্ধে বিভক্ত। যথা—শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। শীলস্কন্ধের অন্তর্গত—সম্যক্‌বাক্য, সম্যক্‌কর্ম্ম ও সম্যক্‌জীবিকা, সমাধিস্কন্ধের অন্তর্গত—সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি ও সম্যক্‌সমাধি এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধের অন্তর্গত—সম্যক্‌দৃষ্টি ও সম্যক্‌সংকল্প। "বিশুদ্ধিমগ্‌গে"র গ্রন্থকার উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাক্ সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সংকল্প প্রভৃতি কি?

১। সম্যক্‌দৃষ্টি কি? দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় এই চারি আর্য্য-সত্য-জ্ঞানের নামই সম্যক্‌দৃষ্টি।

২। সম্যক্‌সংকল্প কি? যথা—নৈষ্ক্রম্য-সংকল্প, অহিংসা-সংকল্প ও অব্যাপাদ-সংকল্প।

৩। সম্যক্‌বাক্য কি? মিথ্যাবাকের বিপরীত সম্যক্‌বাক্য। মিথ্যাবাক্য চতুর্ব্বিধ যথা,—মিথ্যা-কথা, পিশুন-বাক্য, পরুষ-বাক্য, ও বৃথাগল্প। সত্য গোপন করা এবং মিথ্যা রটনা করার নামই মিথ্যা-কথা। মিথ্যাকথা বড় দোষ, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে। একজনের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করিবার মানসে এই স্থানের কথা ঐ স্থানে এবং ঐ স্থানের কথা এই স্থানে বলার নামই পিশুনবাক্য। ক্রোধবশতঃ অভদ্রজনোচিত ভাষায় নিন্দা-তিরস্কার করার নাম পরুষ বা রূঢ় বাক্য। অন্ন, পান, রাজা, অমাত্য, চোর দস্যু প্রভৃতি বিষয়ক "আষাঢ়ে গল্পের" নামই বৃথাগল্প। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত চতুর্ব্বিধ মিথ্যাবাক্য হইতে বিরত থাকার নাম সম্যক্‌বাক্য।

৪। মিথ্যাকর্ম্মের বিপরীত সম্যক্‌কর্ম্ম। মিথ্যাকর্ম্ম ত্রিবিধ যথা—প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ ও মৈথুন। এই ত্রিবিধ দৈহিক পাপ বর্জ্জন করিয়া, সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু, প্রদত্তবস্তু-গ্রহণ-কারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া চলার নাম সম্যক্‌কর্ম্ম।

৫। মিথ্যাজীবিকার বিপরীত সম্যক্‌জীবিকা। শীলস্কন্ধ-পাঠে জানা যায়, বাস্তুবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা, বায়সবিদ্যা প্রভৃতি অসদুপায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করার নামই মিথ্যাজীবিকা। যাঁহারা সম্যক্‌জীবিকার অনুসরণ করেন, তাঁহারা মৎস্য-বাণিজ্য, মাংস-বাণিজ্য, প্রাণি-বাণিজ্য, অস্ত্র-বাণিজ্য, বিষ-বাণিজ্য, উৎকোচ-গ্রহণ, বাস্তু-বিদ্যা, মূষিকবিদ্যা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া সতত সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন।

৬। সম্যক্‌ব্যায়াম কি? উৎপন্ন পাপের বিনাশ, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন, উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন এবং অনুৎপন্ন পুণ্যের উৎপাদনের জন্য অধ্যবসায়ী হওয়ার নামই ব্যায়াম। ব্যায়ামের অন্য নাম অপ্রমাদ ও বীর্য্য। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় পাপ হইতে বিমুক্ত ও পুণ্যে রত থাকাই বৌদ্ধ-বীরত্বের উদ্দেশ্য। "ধম্মপাদে" ভগবান্ বলিয়াছেন "যিনি সংগ্রামে সহস্রবার সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন, তদপেক্ষা যিনি নিজেকে জয় করিতে পারেন তিনিই বীর।" কলিঙ্গযুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজাও তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বলিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বজয় অপেক্ষা ধর্ম্মজয়ই শ্রেষ্ঠ জয়"।

৭। সম্যক্‌স্মৃতি কি? সম্যক্‌স্মৃতি অর্থ চতুর্ব্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান বা স্মৃত্যুপস্থান। কায়-বিষয়ে কায়-দর্শন, বেদনা-বিষয়ে বেদনাদর্শন, চিত্ত-বিষয়ে চিত্তদর্শন, এবং ধর্ম্মবিষয়ে ধর্ম্মদর্শন। সম্যক্‌স্মৃতি যোগাভ্যাসের অন্যনাম মাত্র।

(১) কায়বিষয়ে কায়দর্শন—কেশ, লোম, নখ, দন্ত প্রভৃতি যে সকল অশুচি পদার্থ এই দেহে বিদ্যমান আছে, তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হয়। এই দেহে পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে, ইহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হয়।

(২) বেদনাবিষয়ে বেদনাদর্শন—সুখ দুঃখ কিংবা উপেক্ষা, তাহা বিষয়বাসনা জনিত হউক্ কিংবা সাধনা-জনিত হউক্, যখন যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়—তাহা বিশেষভাবে জানিতে হইবে।

(৩) চিত্ত-বিষয়ে চিত্তদর্শন,—চিত্ত কখন কি অবস্থায় থাকে, উহাতে আসক্তি, মোহ কিংবা বিক্ষেপ থাকুক্ আর নাই থাকুক্—তাহা বিশেষভাবে জানিতে হইবে।

(৪) ধর্ম্ম-বিষয়ে ধর্ম্মদর্শন—(ক) পঞ্চনীবরণ (কামেচ্ছা, দ্বেষ, আলস্য ও জড়তা, ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য ও সংশয়) হৃদয়ে থাকিলে কিংবা না থাকিলে, বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইলে কিংবা ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন না হইলে তাহা বিশেষভাবে জানিতে হয়। (খ) "ইহা পঞ্চস্কন্ধ, এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি, এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ হয়," এইরূপে পঞ্চস্কন্ধের আলোচনা করিতে হয়। (গ) ষড়িন্দ্রিয়, ষড়িন্দ্রিয়ের বিষয় তদুভয়ের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে জানিতে হয়।

(ঘ) সপ্তবোধাঙ্গ থাকিলে, না থাকিলে কিংবা বর্দ্ধিত হইলে তাহা বিশেষভাবে জানিতে হয়। (ঙ) চারি আর্য্যসত্য কি কি, তাহা বিশেষভাবে জানিতে হয়।

(চ) সম্যক্‌সমাধি কি? বৌদ্ধসাধকেরা সকল কামনা ও পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই ধ্যান আরম্ভ করেন। প্রথমাবস্থায় তাহার মধ্যে পাঁচটী জিনিস থাকে, যথা—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি সুখ ও একাগ্রতা। (একাগ্রতা সকল ধ্যানের পক্ষে সাধারণ, কারণ একাগ্রতা না হইলে ধ্যান হইতেই পারে না।) ইহারই নাম প্রথম ধ্যান।

দ্বিতীয়াবস্থায় বিতর্ক-বিচার থাকে না, থাকে শুদ্ধ সমাধিজনিত প্রীতি ও সুখ। ইহার নাম দ্বিতীয় ধ্যান। তৃতীয়াবস্থায় সুখ, একাগ্রতা ও বিরাগ উৎপন্ন হয়, তখন সাধক সুখে দুঃখে সম-ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া সুখানুভব করেন, ইহার নাম তৃতীয় ধ্যান।

চতুর্থাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক সুখ-দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়। ইহার নাম চতুর্থ ধ্যান।

সব্বে সংখারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,

অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া' তি,

সব্বে সংখারা দুক্খা'তি......

সব্বে ধম্মা অনত্তা, তি......

সকল সংস্কার অনিত্য ও দুঃখজনক এবং সকল ধর্ম্ম (পদার্থই) অনাত্ম, ইহা যখন মনুষ্য সম্যক্‌জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্ব দুঃখে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধি-(নির্ব্বাণ) লাভের মার্গ। নিব্বাণপচ্চয়োহোতু।

হয়ত, সমালোচকগণ গ্রন্থে নানা দোষ দেখিবেন, নানা ক্রটী ধরিবেন। "সমসাময়িক ভারতের" ন্যায় বৃহৎব্যাপারে যে যৎসামান্য ভুল ক্রটী থাকিয়া যাইতেছে, তাহাতে মক্ষিকাবৃত্তি না করিয়া হংসবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কেন না ভারতের বিবিধ ভাষার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বঙ্গভাষাকে এই মহার্হরত্ন গলদেশে প্রদান করিতেছেন বলিয়া শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রকারে আমাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র। আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া বঙ্গজননীকে আরও নানা সুগন্ধি পুষ্পে সমালঙ্কৃত করুন। বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের পক্ষ হইতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণ কামনা করি, তিনি "চৈনিক পরিব্রাজক" দ্বারা বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের যে হিতসাধন করিতেছেন, তজ্জন্য বৌদ্ধ-সমাজ চিরকাল তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

শুদ্ধানন্দ বিহার,
চট্টগ্রাম,
২রা চৈত্র, ১৩২৩।

শ্রীগুণালঙ্কার মহাস্থবির

"আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণই পরম সুখ।
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল,
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল।
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।"

(বৌদ্ধধর্ম্ম—১৫০ পৃষ্ঠা)

আই-সিংয়ের জীবনী

ও

পর্য্যটন

আই-সিং

১। বাল্যজীবন ও ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রার আয়োজন

যে সকল ক্ষণজন্মা চৈনিক মহাপুরুষ প্রভূত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অবস্থিত ভারতবর্ষে আগমন ও তৎকালীন ভারতের রীতিনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণের জন্য এক অচিন্তনীয় এবং অভূতপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, আই-সিং তাঁহাদেরই অন্যতম। বিশেষতঃ যে সকল চৈনিক পর্য্যটক এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই অধিকতর সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী এক হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান্। সুমাত্রার হিন্দু উপনিবেশে ও নালন্দার বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথিতনামা আচার্য্যগণের নিকটে সুদীর্ঘ দশ বৎসর-কাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ তৈ-সাংয়ের রাজত্বকালে (১) ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ফান্-ইয়াংয়ে (২) আই-সিং জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে, সাত

(১) ইনি ৬২৭ হইতে ৬৪৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।
(২) বর্ত্তমান চো-চৌ।

বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সান্-উ এবং হুই-সি নামক আচার্য্যদ্বয়ের নিকট পাঠাভ্যাসে রত হন। যতিব্রত গ্রহণেচ্ছু হওয়াতে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদের নিকট চৈনিক-সাহিত্য পাঠে ব্রতী হইয়াছিলেন।

আই-সিংয়ের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অন্যতম উপাধ্যায় সান্-উ শিষ্যকে গভীর দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেহত্যাগ করেন(৩)। অতঃপর, আই-সিং সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে বিরত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই (৬৫২ খৃষ্টাব্দে) তিনি ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সপ্তত্রিংশ বৎসরের পূর্ব্বে (৪) এই শুভ-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই ঊনবিংশ বৎসরকাল তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রচুর পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করেন (৫)।

বিংশ বর্ষে (৬৫৪ খৃঃ) আই-সিং উপসম্পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত সান্-উর পরিবর্ত্তে, তাঁহার কর্ম্মাচার্য্য হুই-সি উপাধ্যায় পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই দিবস হইতেই, বুদ্ধদেবের মহৎ উপদেশাবলীর গুরুত্ব ও তাঁহার শিক্ষার যে অবনতি হইতেছে, এই দুইটী বিষয়ে উপাধ্যায় শিষ্যকে বিশেষরূপে শিক্ষাদান করেন (৬)। গুরুর উপদেশ চিরজীবনই তাঁহার জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিল এবং তদনুযায়ীই তিনি পরিচালিত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরকাল (৬৫৪-৬৫৮ খৃঃ) তিনি

(৩) ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে।

(৪) ৬৭১ খৃষ্টাব্দে। হিউয়েন সিয়াং এই বৎসরেই ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৫) পরবর্ত্তী চত্বারিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৬) পরবর্ত্তী চত্বারিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কেবল বিনয় সংক্রান্ত পুস্তক পাঠেই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি শাস্ত্র পাঠে বিশেষ উন্নতি লাভ করিলে, তাঁহার উপাধ্যায় হুই-সি তাঁহাকে ঐ বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদানে আদেশ করেন। বস্তুতঃ, তৎকালীন চীনে প্রচলিত বিনয় সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন (৭)।

বিনয় শিক্ষান্তে, তিনি সূত্র পাঠে অভিনিবেশ প্রদান ও পার্ব্বত্য-বিহারে বাস কালে ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গের (৮) কয়েকটী অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। উপাধ্যায়ের প্ররোচনানুযায়ী তিনি অভিধর্ম্মপিটক সংক্রান্ত অসঙ্গের শাস্ত্রদ্বয় অধ্যয়নার্থ পূর্ব্ব-উইতে (৯) গমন করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি অভিধর্ম্ম কোশ এবং বসুবন্ধুর ও ধর্ম্মপালের বিদ্যামাত্রসিদ্ধি (১০) শিক্ষার্থ পশ্চিম রাজধানীতে (১১) গমন করিলেন। সম্ভবতঃ, চ্যাং-আনে অবস্থান কালেই তিনি হিউয়েন্-সিয়াংয়ের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজধানীতে বাসকালে হিউয়েন্-সিয়াংয়ের মৃত্যু হওয়াতে সম্রাটের বিশেষ আদেশানুযায়ী সম্পাদিত পর্য্যটকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সন্দর্শন করিয়াছিলেন (১২)।

হিউয়েন্-সিয়াং জীবদ্দশায় ও দেহান্তে যে সম্মান লাভ করেন, সেইরূপ সম্মান লাভেচ্ছায় আই-সিং যে ভারতবর্ষ আগমনে প্রণোদিত হন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সেই সময় হইতেই তাঁহার

(৭) পরবর্ত্তী দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(৮) পরবর্ত্তী দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(৯) বর্ত্তমান চ্যাং-টে-ফু।
(১০) পরবর্ত্তী চল্লিশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(১১) সিয়ান্-ফু।
(১২) ৬৬৪ খৃষ্টাব্দ।

পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সমধিক যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার জীবনী-লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, আই-সিং, ফা-হিয়ান্ ও হিউয়েন্-সিয়াংকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং কদাপি তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে বিরত হইতেন না। ৬৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২। ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা

৬৭০ খৃষ্টাব্দে আই-সিং চ্যাং-আনে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই সময়ে পিংপু (১) বাসী চুই নামক ধর্ম্মশিক্ষক, লৈ-চো (২) নিবাসী শাস্ত্রাধ্যাপক হুং-ই এবং আরও দুই তিন জন তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলেন। ভারতবর্ষস্থ গৃধ্রকূট ও বোধিদ্রুম দর্শনার্থ তাঁহারা সকলেই একমতাবলম্বী হইলেন। কিন্তু মাতার বার্দ্ধক্যের জন্য চু-ই এবং সুখাবতীর (৩) প্রতি মন ন্যস্ত করাতে হুং-ই আই-সিংয়ের সহগামী হইতে বিরত হইলেন। হিউয়েন্-কিউই কোয়াং-টাং পর্য্যন্ত আগমন করিয়া মত পরিবর্ত্তন করিলেন। এই জন্য সিন্-চৌ-বাসী যুবক-যতি সান্ হিংয়ের (৪) সমভি-ব্যাহারে আই-সিং ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আই-সিং বলিয়াছেন, "ঐশ্বরিক দেশ চীনে আমার পুরাতন বন্ধুগণ আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ পথে গমন করিলেন এবং এযাবৎ আমি ভারতবর্ষে কোন বন্ধুর সাহচর্য্য লাভে সমর্থ হই নাই। আমি সে সময়ে ইতস্ততঃ করিলে, কিছুতেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইত না। আমি মনে মনে দুইটী গাথা রচনা করিলাম—

(১) সেন্-সি প্রদেশস্থ পিং-চৌ।

(২) সাং-টাংয়ের অন্তর্গত লাই-চো-ফু।

(৩) সুখাবতীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যহ অমিতাভের নাম লইতে হয়।

(৪) সান্-হিং আই-সিংয়ের ছাত্র ছিলেন। ইনি আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে সুমাত্রা পর্য্যন্ত আগমন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইলে চীনে প্রত্যাগমন করেন।

"আমি পর্য্যটন কালে অযুত পথ পরিক্রমণ করিয়াছি এবং দুঃখের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি আমার চিন্তারাশিকে শত শত প্রকারে বিজড়িত করিয়াছিল। কেন আপনি একমাত্র আমার ছায়াকেই ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশের সীমান্তে ভ্রমণ করিতে দিয়াছিলেন?"

নিজেকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ আমি বলিয়াছি, "সুদক্ষ সেনাপতি একাকী শত্রুবাহিনী প্রতিহত করিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্যের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহজে বিচলিত হইবার নহে। যদি আমি ক্ষুদ্র জীবনের জন্য দুঃখিত হইয়া সর্ব্বদাই এই বিষয়ে কথোপকথন করি, তবে আমি অসংখ্য যুগ (৫) কি করিয়া পূর্ণ করিব?"

গৃহ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে(৬) আমি রাজধানী চ্যাং-আন্ হইতে স্বগ্রাম চো-চোতে গমন করিলাম। আমি আমার আচার্য্য হুই-সির নিকট নিম্নোক্ত মর্ম্মে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, "পূজনীয় মহোদয়! আমি সুদূর প্রবাসে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি; যে সকল স্থান ইতঃপূর্ব্বে আমি প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহা দেখিলে প্রভূত ফল লাভ হইবে। আপনি বৃদ্ধ, সুতরাং আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।" তিনি উত্তর করিলেন, "এরূপ সুবিধা জীবনে একবার ব্যতীত দুইবার ঘটে না। আমি তোমার সদিচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার প্রত্যাগমনের সময় পর্য্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি, তবে তোমারই প্রমুখাৎ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিব; তুমি দ্বিধাশূন্য হইয়া যাত্রা কর, পশ্চাদ্ভাগস্থ দ্রব্যাদির প্রতি চাহিবার

(৫) বোধিসত্ত্বকে তিনটী অসংখ্য যুগ অতিবাহিত করিতে হয়।
(৬) চত্বারিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোনই আবশ্যক নাই। আমি নিশ্চয় তোমার এই তীর্থপর্য্যটনের অনুমোদন করি; বিশেষতঃ ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমার মনে যেন কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়।”

“যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে(৭) আমি আমার পরলোক-গত আচার্য্য সান্-উর সমাধিক্ষেত্রে উপাসনা ও বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলাম। সেই সময়ে সমাধিক্ষেত্রস্থ বৃক্ষগুলি তুষারাবৃত হইলেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভৌতিকজগৎ আমাদের লোক চক্ষুর অগোচরীভূত হইলেও, তিনি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে আমি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতাম, তদ্রূপ সম্মান প্রদর্শন করিলাম। সমাধিক্ষেত্র প্রদক্ষিণকালে, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। আমি তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি প্রার্থনা এবং এই উন্নতমনা আচার্য্যের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহারই কতকাংশ যাহাতে প্রতিদান করিতে পারি তজ্জন্য প্রার্থনা করিলাম।

সিয়েন-হেং রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে(৮) আমি ইয়াং-কুতে(৯) গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিলাম। হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে আমি অসম্ভাবিতভাবে কোং-চৌবাসী(১০) সিয়াও-চুয়ান্ নামক রাজ-দূতের সন্দর্শন লাভ করিলাম; তাঁহারই সাহায্যে, আমি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিবার জন্য এক পারস্যদেশীয়(১১) জাহাজের

(৭) ঐ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৮) ৬৭১ খৃষ্টাব্দ।

(৯) কিয়াং-সুর অন্তর্গত ইয়াং-চৌ। পর্য্যটক মার্কোপলো এই স্থানকে ইয়াং-যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১০) কোয়াংসিং প্রদেশের প্রাচীন নাম।

(১১) আই-সিংয়ের সময়ে পারস্য, ভারতবর্ষ, মালয় এবং চীনের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল।

স্বত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাতের দিন স্থির করিলাম। রাজদূতের আহ্বানে আমি পুনর্ব্বার কাং-চৌতে(১২) গমন করিলাম এবং তিনিও দ্বিতীয়বার আমার দানপতির কার্য্য করিলেন। সিয়াও-টাং এবং সিয়াও-চেং নামক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় (ইঁহারাও রাজদূত ছিলেন) এবং নিং ও পেন্ নাম্নী তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদ্বয় ও অন্যান্য সকলেই আমাকে নানারূপ উপহার দানে অনুগৃহীত করিলেন।

উৎকৃষ্ট ও সুভোজ্য আহার্য্য প্রদানে তাঁহারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। যাহাতে সমুদ্রযাত্রাকালে আমার কোনরূপ ক্লেশ না হয় তজ্জন্যই তাঁহারা এইরূপ করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে প্রবাসে আমার কষ্ট হইবে। মাতাপিতার ন্যায় তাঁহারা আমার স্নেহাকর্ষণ করিলেন এবং উভয়ে সেই পবিত্র ভূমি পরিদর্শনের জন্য সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করিলেন।

পূত-ভূমি পরিদর্শনে যে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম তাহা কেবল কেং বংশের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। অধিকন্তু, লিং-নানের(১২) শ্রমণ ও সাধারণ ব্যক্তিগণ বিদায়কালে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের সহিত সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনাই নাই মনে করিয়া উত্তর-প্রদেশের সকল পণ্ডিতই বিদায় গ্রহণকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসরের একাদশ মাসে(১৩) আমরা সর্প ও বৃশ্চিকরাশির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও পান্-উকে ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া যাত্রা

(১২) কোয়াংটাং এবং কোয়াংসি।
(১৩) ৬৭১ খৃষ্টাব্দ।

করিলাম। কখনও কখনও আমি মৃগদাবের কথা মনে করিতে লাগিলাম। অন্য সময়ে আমি কুক্কুটপাদগিরিতে বিশ্রাম করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে প্রথম সাময়িক-বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আমাদের জাহাজ লোহিতবর্ণীয়(১৪) দক্ষিণের দিকে অগ্রগামী হইল। চিতারাশি পরিত্যাগ করিলে পঞ্চ হস্ত দীর্ঘ পালদ্বয় নিষ্প্রভ উত্তরকে পশ্চাতে রাখিয়া স্ফীত হইল। সমুদ্রমধ্যস্থ স্ফীত জলরাশি পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং আমরা এই অতলস্পর্শ সাগর উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম। প্রশস্ত উপসাগরের সহিত মিলিত হইয়া প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালা আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল।

বিংশতি দিবস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ ভোজে পৌছিল। এই স্থানে আমি অবতরণ করিয়া ছয় মাস বাস করিয়া ধীরে ধীরে শব্দবিদ্যা(১৫) অধ্যয়ন করিলাম। এতদ্দেশীয় নরপতি আমাকে কিছু সাহায্য করিলেন এবং আমাকে মালয়ু প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। বর্ত্তমানে এই স্থান শ্রীভোজ(১৬) নামে কথিত হয়। এই স্থানেও আমি দুই মাস অতিবাহিত করিয়া কচ্চে গমন করিলাম। দ্বাদশ মাস পরে এই স্থান হইতে আমি রাজকীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বভারতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কচ্চ হইতে উত্তরদিকে দশ দিবসের অধিক কাল অগ্রসর হইয়া আমরা 'উলঙ্গ জাতি'র দেশে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বদিকস্থ দুই

(১৪) দক্ষিণকে লোহিত এবং উত্তরকে নিষ্প্রভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।
(১৫) সংস্কৃত ব্যাকরণ।
(১৬) শ্রীভোজ দেশের রাজধানী ভোজ।

এক মাইল উপকূল আমরা কেবল নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষে পূর্ণ দেখিলাম—মনোরম দৃশ্য! অধিবাসীরা আমাদের জাহাজ অগ্রসর হইতে দেখিয়া শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় উৎসাহের সহিত আরোহণ করিল। তাহারা সকলেই নারিকেল, কদলী এবং বেত্র ও বংশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমাদের পণ্যের সহিত বিনিময়ার্থ আনয়ন করিল। ইহারা লৌহ পাইবার জন্যই অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল—দ্বি-অঙ্গুলি পরিমিত একখণ্ড লৌহের পরিবর্ত্তে এতদ্দেশে পাঁচটী হইতে দশটী নারিকেল পাওয়া যায়। পুরুষেরা একেবারেই উলঙ্গ; স্ত্রীলোকেরা পত্র দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করে। বণিকেরা পরিহাসচ্ছলে বস্ত্র প্রদান করিতে চাহিলে তাহারা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।

আমি অবগত হইলাম যে, এই প্রদেশ চীনের অন্তর্গত স্থচুয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই দ্বীপে লৌহ আদৌ জন্মে না, সুবর্ণ ও রৌপ্যও দুষ্প্রাপ্য। অধিবাসীরা কেবল নারিকেল ও কন্দ খাইয়া জীবন ধারণ করে; যৎসামান্য ধান্য জন্মে। এই জন্যই এতদ্দেশবাসীরা লৌহকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও আদরণীয় মনে করে। ইহারা লৌহকে "লোহা" বলে। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণীয় নহে এবং মধ্যমাকারের। ইহারা বেতের গোলাকার সিন্দুক নির্ম্মাণে দক্ষ, এবিষয়ে অন্য কোনও দেশের কোন জাতিই ইহাদের সমকক্ষ নহে। ইহাদের সহিত পণ্য বিনিময় না করিলে ইহারা বিষাক্ত তীর দ্বারা অস্বীকারকারীকে হত্যা করে—একটী তীরই মৃত্যু আনয়নের পক্ষে যথেষ্ট। উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় পঞ্চদশ দিবস অগ্রসর হইয়া আমরা তাম্র-

লিপ্তি(১৭) পৌঁছিলাম। তাম্রলিপ্তিই পূর্ব্ব-ভারতের দক্ষিণ প্রান্তসীমা। ইহা মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ষাট যোজনের অধিক দূরবর্ত্তী।

সিয়েন্-হেং রাজত্বের(১৮) চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে আমি তথায় উপনীত হইলাম(১৯)। পঞ্চম মাসে আমি পুনর্ব্বার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথিমধ্যে আমি দুই একটী সঙ্গী পাইতে লাগিলাম।

মহাযান প্রদীপের(২০) সহিত সর্ব্বপ্রথমে আমার তাম্রলিপ্তিতেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারই আশ্রয় লাভ করিয়া আমি ব্রহ্ম-ভারত (২১) শিক্ষা করিয়া শব্দ-বিদ্যা (২২) আরম্ভ করি। অবশেষে আচার্য্য টেং ও বহুসংখ্যক বণিক্ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখী রাজপথ দিয়া মধ্য ভারতে উপনীত হইলাম।

মহাবোধি বিহার হইতে দশ দিবসের দূরবর্ত্তী পথে আমরা একটি দূরারোহ সুবৃহৎ পর্ব্বত ও কতকগুলি গভীর জলাশয় অতিক্রম করিলাম। এই সকল পথে একাকী ভ্রমণ কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। এই সময়ে আমি সাময়িক ব্যাধিতে

(১৭) চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান তমলুক—ইহা এক্ষণে সমুদ্র হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী।

(১৮) ৬৭৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৯) চত্বারিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২০) অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন্-সিয়াংয়ের শিষ্য। ইনি পশ্চিম শ্যাম, লঙ্কা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া আই-সিংয়ের সমভিব্যাহারে নালন্দা, বৈশালী এবং কুশীনগরে গমন করিয়া তত্রস্থ পরিনির্ব্বাণ বিহারে দেহত্যাগ করেন।

(২১) সংস্কৃত।

(২২) ব্যাকরণ।

অসুস্থ ও বলহীন হইয়া পড়ি। আমি বণিক্‌দের সহযাত্রী হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যাধি ও দুর্ব্বলতার জন্য অকৃতকার্য্য হই। অগ্রসর হইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও আমি কোন রূপে সমর্থ হইতে ছিলাম না। নালন্দা সঙ্ঘারামের বিশজন যতি ও আচার্য্য টেং সকলেই অগ্রগামী হইয়াছিলেন। সঙ্গিহীন হইয়া আমি অতিকষ্টে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। সূর্য্যাস্তকালে কতকগুলি পার্ব্বতীয় দস্যু আমার সম্মুখে উপনীত হইয়া চীৎকার ও ধনুকে তীর যোজনা করিয়া নানা রূপে আমাকে অপমান করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমতঃ আমার বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া পরে অন্যান্য অঙ্গাবরণ ও সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। আমার মনে হইতে লাগিল যে, আমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার আর তীর্থ যাত্রা হইবে না। অধিকন্তু যদি তাহারা আমাকে অস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে, তবে আমি কিছুতেই আমার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না। বিশেষতঃ চীনদেশের প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা শ্বেতবর্ণের অধিবাসীকে তাহাদের দেবতার নিকট বলি প্রদান করে। এই কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় আমি আরও চিন্তিত হইলাম। দস্যুরা প্রস্থান করিলে আমি একটি কর্দ্দমাক্ত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া সকল অঙ্গে কর্দ্দম লেপন করিয়া ও পত্রদ্বারা নিজ দেহ আবৃত করিয়া যষ্টির সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা সমাগত হইল, কিন্তু তখনও বিশ্রাম-স্থান বহুদূরে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে আমি আমার সহযাত্রীদিগের নিকটে পৌঁছিলাম। গ্রামের বহির্দ্দেশে থাকিয়া পূজনীয় টেং আমার



বুদ্ধমূর্তি
(গান্ধার-শিল্প)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইলে তিনি কৃপালু হইয়া আমাকে বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং আমি একটি পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত গ্রাম হইতে উত্তরাভিমুখে কয়েক দিবস অগ্রসর হইলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে নালন্দা পৌঁছিয়া মূল গন্ধকূটী পূজা করিয়া পরে গৃধ্রকূটে আরোহণ করিলাম। গৃধ্রকূটে যে স্থানে বস্ত্রগুলি ভাঁজ করা হইয়াছিল(২৩) সেই স্থান দেখিলাম। তৎপরে, আমরা মহাবোধি বিহারে(২৪) উপনীত হইয়া বুদ্ধ মূর্ত্তি পূজা করিলাম। সাং-টাংয়ের যতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রদত্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশম দ্বারা তথাগতের আকার তুল্য কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, স্বয়ং উহা দেবমূর্ত্তিকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। পু-বাসী (২৫) বিনয়-শিক্ষক হুউয়েন্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহুসংখ্যক চন্দ্রাতপ তাঁহার হইয়া এই স্থানে নিবেদন করিলাম। সাওয়ের(২৬) ধ্যান-শিক্ষক আণ্টাও আমাকে বোধিমূর্ত্তি পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাও সম্পন্ন করিলাম।

পরে আমি সংযতচিত্তে নম্র ও ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। সর্ব্বপ্রথমে আমি প্রার্থনা করিলাম যেন চতুর্ব্বর্গ ফল(২৭) চীনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং আমি আশা করিলাম

(২৩) হিউয়েন্-সিয়াং ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪) গয়ার বোধিদ্রুমের সন্নিকটস্থ বিহার। হিউয়েন-সিয়াং ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫) সাং-টাং প্রদেশস্থ পু-চৌ।

(২৬) সাও-চৌ।

(২৭) অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যে, নাগ বৃক্ষের নিম্নে সকলে মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবাপন্ন এবং যাহাতে পুনর্জ্জন্ম না হয় সেইরূপ জ্ঞান লাভ করেন। আমি পূজার্থ সকল পবিত্র স্থানেই গমন করিলাম। "ফান্-চ্যাং" নামক গৃহ (২৮) অতিক্রম করিয়া আমি কুশীনগরে উপনীত হইলাম। আমি সর্ব্বত্রই পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে থাকিতাম। আমি মৃগদাবে প্রবেশ, কুক্কুটপাদে গমন ও নালন্দা বিহারে দশ বৎসর (২৯) অতিবাহিত করিলাম।

চুকাং রাজত্বের প্রথম বৎসরে(৩০) নালন্দা হইতে ছয় যোজন দূরবর্ত্তী স্থানে উ-হিংয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমি ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। তৎপরে আমি তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাগমন করিলাম। তাম্রলিপ্তি পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি পুনর্ব্বার দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে তাহাদের তরবারীর আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া অতি কষ্টে আমার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অতঃপর তাম্রলিপ্তি হইতে আমরা জাহাজে কচ্চ(৩১) অতিক্রম করিলাম। আমি যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছি তাহাতে পাঁচলক্ষাধিক শ্লোক আছে। এই গুলি চৈনিকভাষায় অনুবাদিত হইলে সহস্রাধিক পুস্তক হইবে। এই গুলি সহ এক্ষণে আমি ভোজে অবস্থান করিতেছি।

(২৮) কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিমলকীর্ত্তি বৈশালীতে এক-গৃহে বাস করিতেন। এই গৃহ দশহস্ত পরিমিত ছিল। পরে ইহা "ফান্-চ্যাং" নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে সজ্বমাত্রই এই নামে আখ্যাত হয়।

(২৯) সম্ভবতঃ ৬৭৫ হইতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ।

(৩০) ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ।

(৩১) আইসিং এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া অবগত হন যে অন্য দুইজন চৈনিক যতি উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন।

মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষীয় মধ্য দেশ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তিনশত যোজন। উত্তর দক্ষিণে ইহা চারিশত যোজনের অধিক। আমি স্বয়ং সকল প্রান্তদেশ না দেখিলেও, অনুসন্ধানে ইহা অবগত হইয়াছি। ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা হইতে তাম্রলিপ্তি চল্লিশ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে পাঁচ ছয়টী সঙ্ঘারাম আছে। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী। ইহা পূর্ব্ব ভারতবর্ষের অন্তর্গত এবং মহাবোধি ও শ্রীনালন্দা হইতে ষাট যোজন দূরবর্ত্তী। চীন হইতে আসিতে হইলে এই স্থানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়। এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দুই মাস জলপথে গমন করিলে কচ্চে পৌছান যায়। এই সময়েই ভোজ হইতে একখানি জাহাজ তথায় উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ বৎসরের প্রথম কি দ্বিতীয় মাসেই এই জাহাজ আইসে। সিংহল দ্বীপে যাইতে হইলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইতে হয়। কথিত আছে যে, এই দ্বীপ সাতশত যোজন দূরবর্ত্তী। কচ্চে শীত ঋতু পর্য্যন্ত বাস করিয়া, জাহাজে উঠিয়া দক্ষিণে যাইতে হয়। এক মাস পরে মালয়ুদেশে উপনীত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে ইহা ভোজ নামে কথিত হয় এবং ইহার অধীনে অনেক রাজ্য আছে। সাধারণতঃ, প্রথম কি দ্বিতীয় মাসেই এই স্থানে পৌছান যায়। আমরা গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করি; প্রায় এক মাসে আমরা কোয়াংফুতে উপস্থিত হইতে পারি। এই ভাবে বৎসরের প্রথমার্দ্ধ অতিবাহিত হয়।

পূর্ব্বজন্মের সৎকার্য্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, যাতায়াত

সর্ব্বত্রই সহজ ও সুখদায়ক হয়; মনে হয় আমরা কোন পণ্যবীথিকার অভ্যন্তর দিয়া যাইতেছি। পক্ষান্তরে কর্ম্মফল না থাকিলে সর্ব্বদাই বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। আমি সংক্ষেপে ভারতবর্ষে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বর্ণনা করিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আরও অবগত হইয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন।

দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপের রাজন্যবর্গ ও নায়কগণ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করেন এবং তাঁহারা পুণ্যার্জ্জনে ব্রতী আছেন। সুরক্ষিত ভোজ নগরে সহস্রাধিক বৌদ্ধ যতি আছেন—ইঁহারা সকলেই শিক্ষা ও উত্তম কর্ম্মপদ্ধতি লাভে অভিনিবিষ্ট থাকেন। মধ্যদেশে যে সকল বিষয় প্রচলিত, ইঁহারা সেই সকল বিষয়ই আলোচনা ও অধ্যয়ন করেন। প্রচলিত কর্ম্মপদ্ধতি ও আচারে বিন্দুমাত্রও বিভিন্নতা নাই। চীন দেশীয় কোন যতি পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ ও শাস্ত্রাধ্যয়নে অভিলাষী হইলে, তাঁহার পক্ষে দুই এক বৎসর এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া প্রকৃত আচার শিক্ষা লাভ করিয়া পরে মধ্যভারতে যাওয়াই সঙ্গত।

আমার বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ব্রহ্ম ভাষায় লিখিত শাস্ত্রের প্রতিলিপির জন্য আবশ্যকীয় কাগজ ও কালী সংগ্রহ করিতে আমি ভোজ নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজের বণিকের নিকট গমন করিয়াছিলাম। ঠিক ঐ সময়ে বণিক্ অনুকূল বায়ুতে পাল তুলিয়া দিলেন। এবম্প্রকারে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। আমি জাহাজের গতি প্রতিহত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও সমর্থ হইতাম না। ইহা হইতে আমি দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের কর্ম্মই আমাদের সকল গতিবিধির মূল এবং মনুষ্যের পক্ষে সংকল্প স্থির করা সম্ভবপর নহে। উয়াং-চাং

রাজত্বের প্রথম বৎসরের (৩২) সপ্তম মাসের বিংশতি দিবসে আমরা কোয়াং-ফুতে উপনীত হই। এই স্থানে তত্রস্থ যতি ও অন্যান্য সকলের সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ-লাভ হইল। চি-চির মন্দিরে জনসঙ্ঘের মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমি বলিলাম "ধর্ম্মশিক্ষার্থ ও প্রচারার্থ আমি পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছিলাম; আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপে বাস করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হইতে আমি যে সকল পুস্তক আনয়ন করিয়াছিলাম এবং যাহা আমি ভোজে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তাহাতে ত্রিপিটকের পাঁচ লক্ষ শ্লোক হইবে। এই জন্য ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন আমার পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু আমি পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিকবয়স্ক; উত্তাল তরঙ্গমালা উত্তীর্ণ হইবার সময়ে অশ্বগুলি অপারগ হইতে পারে (৩৩) এবং আমার শরীর রক্ষা কষ্টকর হইবে। অকস্মাৎ মৃত্যু সমাগত হইলে কাহার হস্তে এই সকল পুস্তক ন্যস্ত করিব?

"পবিত্র ধর্ম্মনীতি একটী প্রকৃত আবশ্যকীয় তত্ত্ব। আমার সহিত কে আগমন করিয়া উহা লইতে সমর্থ হইবে? এই গুলি অনুবাদ করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবশ্যক।"

জনসঙ্ঘ একমতাবলম্বী হইয়া আমাকে বলিলেন, "অনতিদূরে শালগুপ্ত নামক একজন যতি বাস করেন; ইনি বহুকাল যাবৎ বিনয় অধ্যয়ন করিতেছেন; অতি শৈশবকাল হইতে ইনি নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। ইঁহার সাহায্য পাইলে আপনি উপযুক্ত অনুচর পাইবেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র

(৩২) ৬৮৯ খৃষ্টাব্দ।
(৩৩) চীনদেশীয় উপমা।

আমি বিবেচনা করিলাম যে, খুব সম্ভব ইনি আমার অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন। অতঃপর আমি প্রবাসের আবশ্যকীয় ব্যবস্থার কথা সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইলাম। তিনি আমার পত্র উন্মোচন করিলেন; ইহা পাঠ করিয়া শীঘ্রই তিনি আমার সহগামী হইবার জন্য অভিলাষ করিলেন। তুলনা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একবারমাত্র লিওটাং আক্রমণে তিনজন সাহসী সেনাপতি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন; কিংবা হিমালয় পর্ব্বত সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র শ্লোকে (৩৪) সুপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীর মত স্থির হইল। তিনি তদ্দেশীয় ধীরানদী ও 'পাইনে'র উপবন আহ্লাদে পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের ছত্র আমরা নত করিলাম এবং পৃথিবীর ধূলি দূরীভূত করিতে অভিন্নহৃদয় হইলাম। আমাদের পঞ্চাঙ্গ আমরা ধর্ম্মের জন্য দান করিয়া অভিন্ন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলাম —মনে হইতে লাগিল যে আমরা বহু পূর্ব্ব হইতে এইরূপ একসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ না হইলেও তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল যে, অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার ইচ্ছানুযায়ী ব্যক্তিকেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক সুন্দর রাত্রিতে ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা গম্ভীরভাবে আলোচনা করিলাম। চেংকু তখন আমাকে বলিলেন "ধার্ম্মিক ব্যক্তির অপর ধার্ম্মিকের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা হইলে মন্ত্রীর আবশ্যক হয় না এবং সময় হইলে প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও এইরূপ কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে।"

"তাহা হইলে আমি কি যথার্থই আপনার সহিত ত্রিপিটক প্রচারে প্রবৃত্ত হইব এবং ভবিষ্যতে সহস্র বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিতে

(৩৪) আই-সিং কি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অবগত হওয়া যায় না।

সাহায্য করিব ?" তৎপরে আমরা সিয়া (৩৫) পর্ব্বতস্থ মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ কিয়েং এবং অন্যান্যের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলাম। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে কি কর্ত্তব্য, তাহা কিয়েং প্রণিধান করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন। তিনি আমাদিগকে ঐ স্থানে রাখিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইলে এবং আমাদের সঙ্কল্প তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করিলে তিনি সকল বিষয়ই অনুমোদন করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিলেন। তাঁহার নিজের অভাব সম্বন্ধে তিনি কদাপি কোন চিন্তা করিতেন না, সর্ব্বদাই অপরের অভাবমোচনে ব্রতী থাকিতেন। যাহাতে আমরা কোনরূপ অভাবগ্রস্ত না হই, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের সাহায্য করিলেন। অধিকন্তু, কোয়াং-টাংয়ের শ্রমণ ও অন্যান্য সকলে আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন।

তৎপরে ৬৮৯ খৃষ্টাব্দের একাদশ মাসের প্রথম দিবসে আমরা একটী বণিক্-জাহাজে যাত্রা করিলাম। পান্-উ হইতে আমরা চম্পা (৩৬) অভিমুখে ভোজে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। যথাসম্ভব সত্বর সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা ভরসা করিতে লাগিলাম যাহাতে মধ্যপথে আমরা বিফল মনোরথ না হই (৩৭)।

শ্রীভোজে টা-সীনের সহিত আমার সন্দর্শন লাভ ঘটিল (৩৮)। পশ্চিমদেশে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য রাজাদেশ পাইবার নিমিত্ত আমি

(৩৫) কোয়াং-টাংয়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত।

(৩৬) মার্কোপলো এই স্থানকে চম্বা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩৭) চেং-কু, টাও-হাং এবং অন্য দুইজন যতি আই-সিংয়ের সহগামী হইয়া তিন বৎসর ভোজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(৩৮) ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ।

তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলাম। টা-সান্ নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। সিয়েন্-সো রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের (৩৯) পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তিনি চ্যাং-আন্ গমনোদ্দেশ্যে বণিক্ জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমি দশ খণ্ডে নানা সূত্র ও শাস্ত্রের অনুবাদ, চারিখণ্ডে কর্ম্ম পদ্ধতি এবং দুই খণ্ডে ইতিহাস প্রেরণ করিলাম।”

গৃহে প্রত্যাগমন ও মৃত্যু।

আই-সিংয়ের জীবনী পাঠে আমরা অবগত হই যে তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর (৬৭১-৬৯৫) প্রবাসে অতিবাহিত ও ত্রিশটীর অধিক প্রদেশে বাস করিয়া চেন-সেং রাজত্বের প্রথম বৎসরে (১) গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পাঁচলক্ষ শ্লোক সম্বলিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রায় চারিশত পুস্তক ও বজ্রাসনের যথার্থ চিত্রলেখাও সঙ্গে লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৭০০-৭১২ খৃষ্টাব্দে আই-সিং ২৩০ খণ্ডে ৫৬ খানি পুস্তক অনুবাদ করেন। সম্ভবতঃ অনুবাদিত পুস্তকের কয়েকখানির অনুবাদ ইতঃপূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

(৩৯) ৬৯২ খৃষ্টাব্দ।
(১) ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ।

"বৌদ্ধ-কর্ম্মপদ্ধতি"র

উপক্রমণিকা

(স্বয়ং আই-সিং লিখিত)

বৌদ্ধ-কর্ম্মপদ্ধতি

(আই-সিং লিখিত ভূমিকা)

সর্ব্বপ্রথমে, যখন তিন সহস্র পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছিল, তখন তাহাদের অস্তিত্বের একটী চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। সকল দ্রব্য সৃষ্ট হইলেও, চেতন ও অচেতনে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। পৃথিবী একেবারে শূন্য ছিল, এমন কি সূর্য্য বা চন্দ্রও পরিভ্রমণ করিত না। তখন পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখের কোন বিভিন্নতা ছিল না, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত্ত্বের কোন পার্থক্য ছিল না। যখন ব্রাহ্মণ-গণের দেবতারা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শারীরিক জ্যোতিঃ তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিল। যখন তাঁহারা ফলপ্রসূ পৃথিবী হইতে আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা লোভী ও সর্ব্বগ্রাসী স্বভাবের বশবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বনভূমির বৃক্ষরাজি ও সুগন্ধি তণ্ডুল আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহাদের শারীরিক জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, তখন সূর্য্য ও চন্দ্র পরিদৃশ্যমান হইল, বিবাহপ্রথা ও কৃষিকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল এবং রাজা প্রজা পিতা পুত্র সংক্রান্ত মূল তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দ ঊর্দ্ধস্থ নীলবর্ণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহার স্বর্গীয় দেবতাগণ রাজযোগ্য উজ্জ্বলতার সহিত উচ্চে ভাসমান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত জলপূর্ণ ও ধীরে ধীরে দৃঢ়ীভূত

জাত পৃথিবী দেখিতে পাইল। গূঢ় ও অগূঢ় তত্ত্ব স্বর্গ এবং পৃথিবীতে পরিণত এবং তন্মধ্যস্থ স্থানে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল; অপরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত বায়ু প্রভাবে স্বতঃই প্রকৃতি দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল; প্রকৃতির দ্বিত্বরূপ ক্ষমতাকে স্বীয় অগ্নিকুণ্ডে প্রস্তুত ছাঁচের সহিত এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তির সহিত সকল দ্রব্যের তুলনা করা যাইতে পারে—এই সকল অসঙ্গত উক্তিই সঙ্কীর্ণ শিক্ষার জন্য উদ্ভূত। ইহার পরেই পর্ব্বতগুলিই অটল হইল। তারকামণ্ডলী উচ্চে বিক্ষিপ্ত হইল এবং অচেতন দ্রব্যগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে তাহারা বিভিন্নমত অবলম্বন করিল এবং সেই সকল মত ৯৬ অংশে শ্রেণীবদ্ধ এবং তত্ত্ব পঞ্চবিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। সাংখ্যদর্শন শিক্ষা দেয় যে, সকল দ্রব্যই একটী দ্রব্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু বৈশেষিক মতে ছয়টী পদার্থ হইতে পাঁচ প্রকার সত্ত্বা উদ্ভূত হইয়াছে। পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া ও মুণ্ডিত মস্তকে থাকা আবশ্যক বোধ করেন; অন্যান্য ব্যক্তি স্বর্গলাভের জন্য স্বীয় অবয়ব ভস্মাবৃত অথবা কেশবন্ধনে রাখা সঙ্গত মনে করেন। কেহ বলেন যে, জীবন অবিনশ্বর; কেহ বলেন যে, মৃত্যুর পরে আত্মা বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ সত্ত্বাকে প্রহেলিকাপূর্ণ এবং ইহার বাস্তবিকতা আলোচনা-যোগ্য নয় বলিয়া মনে করেন, অথবা আমরা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছি তাহা অতি সূক্ষ্ম ও জটিলতা-পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করেন।

অন্য শ্রেণী বলেন যে, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াই মানব মনুষ্যদেহ ধারণ করে অথবা মৃত্যুর পরে অশরীরী হয়। অন্য কেহ বলেন যে, আমি জানি না প্রজাপতি হইতে আমি উদ্ভূত



বুদ্ধমূর্তি
(সারনাথ)

হইয়াছি, অথবা আমা হইতে প্রজাপতি উদ্ভূত হইয়াছিল। এক সময়ে কয়েকজন মনুষ্য একস্থানে কয়েকটী গুটীপোকা দেখিতে পায়; কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানেই কয়েকটী বোলতা দেখিয়া বিস্মিত হয় (১)। কেহ জড়পদার্থকে অন্তস্বরূপ মনে করে; কেহ অন্ধকারকে ভ্রূণের সহিত তুলনা করে।

এই সকল ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে মন ও অন্তঃ-করণের তৃষ্ণা হইতেই পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় এবং আমাদের গত জীবনের কর্ম্মের ফলেই পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং তাহারা কি ভ্রমসমুদ্রে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখ ভোগ করিতেছে না?

কেবল আমাদের শিক্ষক লোকজ্যেষ্ঠ শাক্যই সহজমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনিই সুন্দর তত্ত্বশিক্ষা দান করিয়াছেন; তিনিই নিদানের দ্বাদশপথ নির্দ্দেশ এবং অষ্টাদশ ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছেন; তিনিই দেবতা ও মনুষ্যদিগের শিক্ষক বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ; তিনিই চতুর্ব্বর্ণকে পৃথিবী হইতে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়াছেন এবং কাম, রূপ ও অরূপকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ক্লেশনদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ তীরে আরোহণ করিয়াছেন।

যখন আমাদের উপদেষ্টা নৈরঞ্জন নদীতীরে প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখন নয় প্রকার মনুষ্যই মোক্ষ লাভের আশা করিতে লাগিল পরে, মৃগদাবে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে মনুষ্য, দেব,

(১) চীনদেশে প্রচলিত উপমা। গুটীপোকা ছোট থাকা কালে বোলতা সেই গুলিকে অপসারিত করে বলিয়াই চীনে প্রবাদ যে গুটীপোকাই বোলতায় পরিণত হয়।

প্রেত, তির্য্যযোনী, অসুর এবং নারকীয় সকলেরই ধর্ম্মপিপাসার শান্তি হইল।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন আরম্ভ হইবামাত্র, সর্ব্বপ্রথমে পাঁচজন (২) তাঁহার শিক্ষা হইতে উপকার লাভ করিল। পরে তিনি শীল শিক্ষা দান করিলেন এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে মস্তক নত করিল; তৎপরে তাঁহার অমিয় বচন রাজগৃহে শ্রুত হইল এবং তথায় অসংখ্য ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিল।

মাতাপিতার স্নেহ ঋণ পরিশোধার্থ তিনি কপিলবস্তুর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বহুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষালাভার্থ তথায় সমাগত হইয়াছে। তিনি অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্যের প্রার্থনানুযায়ী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট সত্যধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

যাহাতে তাঁহার প্রথম ইচ্ছানুযায়ী তিনি জীবনান্ত করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বশেষে সুভদ্রকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তাহার সংরক্ষণে ব্রতী থাকিয়া তিনি অশীতি বৎসর যাপন করিলেন। নয়টী সঙ্গীতীতে তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। যতই গূঢ়তত্ত্ব হউক না কেন, তিনি তাহার সমাধান করিলেন। অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতেন।

সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার কালে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রচার করিয়া কেবল পঞ্চশীল শিক্ষা দান করিতেন। কিন্তু তিনি যতিসঙ্ঘকে শিক্ষা দান কালে সপ্ত স্কন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে উপদেশ দিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন যে, জীবিত

(২) অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য এবং তাঁহার বন্ধুগণ।

ব্যক্তির যতই পাপ থাকুক না কেন, শীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি এবং বিনয় শিক্ষাদান সম্পন্ন হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ গুলিও দূরীভূত হইবে। বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখার প্রতি ক্রোধ করিলেও সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় (৩); পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র কীটের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেও স্বর্গরাজ্য লাভ হয় (৪)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সৎ অসৎ উভয় কার্য্যের ফলাফলই প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জন্যই আমাদিগকে সূত্র ও শাস্ত্র দেওয়া হইয়াছে এবং ধ্যান ও প্রজ্ঞা বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিপিটক কি মনুষ্যকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পাশ নহে? তজ্জন্যই যখন কেহ মহাশিক্ষকের নিকট আগমন করিতেন, তখন তিনি এক ভাবে শিক্ষাদান করিতেন এবং অপরকে শিক্ষাদানার্থ অন্য ভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন। যখন মার আনন্দের মনকে (৫) মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং হিরণ্যবতী তীরে অনিরুদ্ধ (৬) বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রচারিত সত্য

---

(৩) ইলাপাত্র নামক এক যতি পূর্ব্ববর্ত্তী এক বুদ্ধের সময়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে এক শাখার সহিত ইলাবৃক্ষের মস্তকের সংঘর্ষ হয় এবং ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাখাটি ভগ্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এই অপরাধে তিনি সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) পরবর্ত্তী সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫) বৈশালীতে বাস কালে বুদ্ধদেব নিজ আয়ুর কথা আনন্দকে জ্ঞাপন করেন এবং আরও উল্লেখ করেন "যাঁহারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এক কল্প বা অধিক দিন বাস করিতে পারেন।" তিনি তিনবার ইহা উল্লেখ করেন কিন্তু মারের প্রভাবে আনন্দ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই।

(৬) বুদ্ধদেবের শিষ্য। বুদ্ধদেবের মৃত্যু সম্মুখীন হইলে তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "চতুর্ব্বর্গ ফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিলে এক্ষণেই প্রশ্ন কর।" তিনি তিনবার এরূপ বলিলেও কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনিরুদ্ধ ভিক্ষুগণের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন সূর্য্য শৈত্য গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, চন্দ্র উষ্ণ হইতে পারেন কিন্তু বুদ্ধ-প্রচারিত তত্ত্ব কদাপি অপ্রমাণিত হইবে না।

অকাট্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং তাঁহার কার্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিল। হিরণ্যবতী এবং নৈরঞ্জন নদী তীরে তাঁহার পদচিহ্ন আর দৃষ্ট হইত না। দেবতা ও মনুষ্য নিরাশা-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং যখন বীথিমধ্যে তাঁহার ছায়া অদৃশ্য হইল তখন সর্প ও ভূতগণ দুঃখিত হইল।

তাহারা এরূপ শোকপ্রকাশ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, শালবৃক্ষ মধ্যস্থ পথ সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল এবং এরূপ ভাবে রক্তের অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল যে, বৃক্ষগুলিকে সেই সময় কুসুমিত বোধ হইল।

পৃথিবী-পূজ্য লোকনাথ নির্ব্বাণ লাভ করিলে সমস্ত পৃথিবী লোকশূন্য ও পরিত্যক্ত বোধ হইতে লাগিল। পরে উপযুক্ত শিক্ষক-গণের আবির্ভাব হইল। ইহারা কোন সময়ে বিহারের এক গুহায় পাঁচ শত জন এবং অন্য সময়ে বৈশালীতে সাত শত জন একত্র হইলেন। বিনয়পিটকের রক্ষকগণের মধ্যে বিভিন্ন অষ্টাদশ সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদানুযায়ী সম্প্রদায় সকলের ত্রিপিটকে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল। এই সকল পার্থক্য সামান্যই। যথা —এক সম্প্রদায় অন্তর্বাস সোজা করিয়া সীবন করেন; অন্য সম্প্রদায় অন্য ভাবে করেন। বহির্ব্বাসেও এইরূপ সামান্য সামান্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুগণের একত্র বাস কালে এই প্রশ্ন হয় যে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বাস করিবেন অথবা রজ্জু দ্বারা বিভক্ত গৃহে বাস করিবেন। উভয় প্রকারই অনুমোদিত হয়। অন্যান্য দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আহার্য্য গ্রহণ কালে কেহ ঐ আহার্য্য

হস্তে গ্রহণ করেন ; অপরে ভূমিতে যে স্থানে আহার্য্য স্থাপন করিতে হইবে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেন। উভয়ের কার্য্যই শুদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রবাদ শিক্ষক হইতে ছাত্রে পৌঁছে এবং প্রত্যেক বিষয়ই রীতিমত ভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং একটী অন্য হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (৭)।

ভারতবর্ষের সম্প্রদায়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ; ইহাদের মূলও ভিন্ন ; কেবল চিরন্তন প্রচলিত প্রবাদ চারিটী সম্প্রদায়েই আছে। সেগুলিকে নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

১। আর্য্যসঙ্ঘিকা নিকায়—ইহা চৈনিক ভাষায় "সেংটাচ্যাংপু" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় সাত ভাগে বিভক্ত। এই সম্প্রদায়ের পিটকে এক লক্ষ শ্লোক অথবা তিন লক্ষ সূত্র আছে। চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিলে ইহা এক সহস্র পুস্তকে পরিণত হইতে পারে (৮)।

২। আর্য্যস্থবির নিকায়—অর্থাৎ সেং-সাংসো-পু। এই সম্প্রদায় তিন ভাগে বিভক্ত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিপিটকের শ্লোক সংখ্যাও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রাদায়ের তুল্য।

৩। আর্য্যসম্মতি নিকায়—চৈনিক ভাষায় সেং-চেং-লিয়াং-য়ু কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাও চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

---

(৭) আর্য্যমুল সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায়ে নিম্নবাস সোজা করিয়া ও অন্য তিন নিকায়ে অন্য ভাবে প্রস্তুত করিবার কথা আছে। প্রথমোক্ত মতে হস্তে আহার গ্রহণ অনুমোদিত হয়, কিন্তু আর্য্যমহাসঙ্ঘিকা নিকায় মতে আহার্য্য স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়। (আই-সিং)

(৮) বিনয়—৬৯২৫০ শ্লোক
সুত্ত—৩৯৬৫০০ „
অভিধর্ম্ম—১২৬,২৫০ „

মোট—৫১২,০০০ শ্লোক।

এই সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক দুই লক্ষ শ্লোক সমন্বিত এবং এক বিনয় পিটকেই ত্রিশ সহস্র চরণ। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে এই সকল সম্প্রদায়ের শ্লোকের এই প্রকার বিভাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং বর্ত্তমান কালে সে সকল সম্প্রদায় প্রচলিত থাকিলেও আমি ভারতবর্ষে কুত্রাপি পঞ্চ সম্প্রদায়ের কথা শ্রবণ করি নাই।

এই সকল সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন এবং সাম্প্রদায়িক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। অন্যত্র এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি বলিয়া আর আমি এই স্থানে ইহা আলোচনা করিব না।

ভারতবর্ষের পঞ্চ বিভাগে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে সকলে চারিটা নিকায়ের কথা বলে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমান নহে।

মধ্য ভারতবর্ষে অর্থাৎ মগধে চারি প্রকার নিকায় প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বাস্তিবাদই সমধিক প্রচলিত। লাটা (৯) এবং সিন্ধু প্রদেশে সম্মতি নিকায় সম্প্রদায়েই অধিক শিষ্য। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা কম, উত্তর-ভারতের সকলেই সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় অনুসরণ করে ; তবে মধ্যে মধ্যে মহাসংঘিকা নিকায় ভুক্ত লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে সকলেই স্থবির নিকায় অনুসরণ করিলেও কদাচিৎ অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত শিষ্যও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব ভারতে চারি প্রকার নিকায় প্রচলিত আছে (১০)।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে মহাকাল পর্ব্বত রহিয়াছে ; আমার

(৯) কাম্বে উপসাগরে। কেহ কেহ দক্ষিণ গুজরাট বলেন।

(১০) নালন্দা সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশকে পূর্ব্বসীমান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয় (আই-সিং)।

বোধ হয় ইহাই তিব্বতের দক্ষিণ সীমা। কথিত আছে যে, এই পর্ব্বত সুচুয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং সুচুয়ান হইতে এক মাসে এই পর্ব্বতে পৌছান যায়। ইহার দক্ষিণে এবং সমুদ্রের নিকটে শ্রীক্ষেত্র বলিয়া একটী প্রদেশ আছে। ইহারই দক্ষিণ পূর্ব্বে লঙ্কাশু নামক প্রদেশ, (১১) পূর্ব্বে দ্বারপতি; পূর্ব্ব দিকের প্রান্তসীমায় চম্পা (১২)। এই সকল দেশের অধিবাসিগণই ত্রিরত্নকে (১৩) যথেষ্ট সম্মান করে। অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান্ এবং এতদ্দেশীয় আচার প্রতিপালন করে। সাধারণ চরিত্রের মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রকার মনুষ্যও ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহলদ্বীপের সকলেই আর্য্যস্থবির নিকায় সম্প্রদায় ভুক্ত। তথায় আর্য্যমহাসঙ্ঘিকা নিকায় কেহই অনুসরণ করে না।

দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ সমূহে কিঞ্চিদধিক দশটী প্রদেশ আছে। এই সকল প্রদেশেই মূল সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় প্রচলিত হইয়াছে; তবে কোথাও কোথাও সম্মতিনিকায় ভুক্ত লোকও দৃষ্ট হয় এবং সম্প্রতি অন্য দুইটী সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যও পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে অগ্রসর হইলে প্রথমে পুলুস্থ দ্বীপ, পরে মলয় প্রদেশ, মহাশীন্ দ্বীপ, কলিঙ্গ, টান্ টান্ দ্বীপ, পেম্ পেন্ দ্বীপ, পোলি, কুলান্, ওসান্ এবং মোচিয়ামান্ দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে (১৪)।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; এই স্থানে

(১১) শ্রীক্ষেত্র প্রোম। লঙ্কাশু সম্ভবতঃ হিউয়েন্-সিয়াং উল্লিখিত (পেগু ও ইরাবতীর বদ্বীপ) কামলঙ্কা।

(১২) বর্ম্মার একটি প্রদেশ।

(১৩) চীন হইতে এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল।

(১৪) সকল ভৌগোলিক নামের অতিরিক্ত টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

সকলগুলির উল্লেখ সম্ভবপর নহে। এই সকল প্রদেশেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে এবং শ্রীভোজ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রদেশেই হীনযান মত প্রচলিত। শ্রীভোজে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন অধিবাসী আছেন।

এই সকল প্রদেশের (বা দ্বীপের) কয়েকটী চক্রাকারে চীন-দেশীয় প্রচলিত মাইলের একশত মাইল, কয়েকটী কয়েকশত যোজন পরিমিত। মহাসমুদ্র পথে দূরত্ব নির্ণয় দুঃসাধ্য হইলেও, যাঁহারা বাণিজ্য-পোতে যাতায়াত করেন, তাঁহারা এই সকল দ্বীপের আকার অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। কান-লূন্ দেশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রথমে কোচীন্ এবং কোয়াং-টাং দর্শন করেন বলিয়া এই দ্বীপ চৈনিকগণের নিকট কান্-লূন দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল।

কান্-লূন দেশীয় ব্যক্তিবর্গ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতকেশ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসিবর্গ আকারে চৈনিকদিগের ন্যায়; পদদ্বয় অনাবৃত রাখা ও কম্বল(১৫) পরিধান করাই ইহাদের অভ্যাস। এই সকল বিষয় দক্ষিণ সমুদ্রের বর্ণনাকালে (১৬) আরও প্রকৃষ্ট ভাবে বর্ণিত হইবে। কোয়ান্-চৌ হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে পদব্রজে পঞ্চদশ দিবসের অধিক কালে ও নৌকা পথে পাঁচ ছয় জোয়ারে পিকিং পৌঁছান যায় এবং আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে চম্পায় উপনীত হওয়া যায়।

এই প্রদেশে বৌদ্ধগণ সাধারণতঃ আর্য্যসম্মতি নিকায় সম্প্রদায় ভুক্ত; তবে সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় ভুক্ত ব্যক্তিও আছেন।

---

(১৫) "Kan-man"—(আই-সিং)। ডাক্তার টাকাকসু কম্বল বলিয়াছেন।

(১৬) একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে পদব্রজে এক মাসে পোনান্ (১৭) প্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায়; ইহা পূর্ব্বে ফু-নান্ নামে অভিহিত হইত।

পুরাকালে এতদ্দেশবাসীরা উলঙ্গ থাকিত এবং সাধারণতঃ দেব পূজা করিত। পরে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইল। কিন্তু একজন দুষ্ট নরপতি সকল ধর্ম্মই উচ্ছেদ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্মভুক্ত কেহই নাই; বিধর্ম্মী ও অবিশ্বাসিগণ একত্রেই বাস করে। এই প্রদেশ জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশ ভুক্ত এবং ইহা সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ নহে। চীনদেশে বৌদ্ধগণ সাধারণতঃ ধর্ম্ম-গুপ্ত সম্প্রদায়োক্ত মতে উপাসনা করে, কিন্তু কোয়ান্-চোয়াং প্রদেশের অনেক স্থানে কেহ কেহ প্রাচীন কাল হইতে মহাসংঘিকা নিকায় বা উপরি উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত। কিয়াংনান্ ও লিং-পিয়াও প্রদেশে পুরাকালে সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় প্রচলিত ছিল। যখন বিনয় দশ অধ্যায়ে বা চতুর্ব্বর্গে বিভক্ত বলা হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বিভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা ও তাহাদের বিনয়ের বিভাগগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকারের বিভিন্নতা আছে; যাহা এক সম্প্রদায়ে আবশ্যকীয় অন্য সম্প্রদায়ে তাহা আবশ্যকীয় নহে এবং এক সম্প্রদায়ে যাহা স্বীকার করা হয়, অপর সম্প্রদায়ে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। যতিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়োক্ত নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান হইবেন; কদাচ অপর সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত সহজ প্রতিপালনীয় নিয়ম গ্রহণ করিবেন না। পক্ষান্তরে,

(১৭) শ্যাম।

তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের নিষিদ্ধ নিয়মগুলি ঘৃণা করিবেন না। এক ব্যক্তি কি প্রকারে চারিটী সম্প্রদায়ের নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন ?

ছিন্নবাস ও সুবর্ণের যষ্টির উপাখ্যান হইতে, কিপ্রকারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন তাহা দৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত নিয়ম প্রতিপালনে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন নিজ নিজ সম্প্রাদয়োক্ত নিয়মই প্রতিপালন করেন।

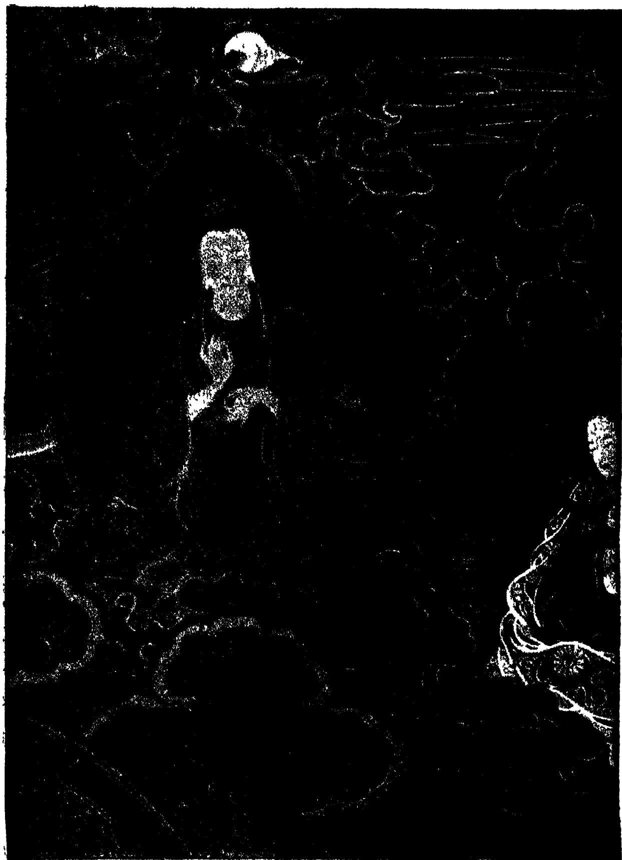
রাজা বিম্বিসার একদা স্বপ্নে একখানি বস্ত্র ছিন্ন ও একটী সুবর্ণের যষ্ঠি ভগ্ন দেখিতে পান। তিনি ভীত হইয়া বুদ্ধদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব বলেন "আমার নির্ব্বাণের শতবর্ষের অধিক কাল পরে অশোক নামে(১৮) এক নরপতি সমগ্র জম্বুদ্বীপের উপরে রাজত্ব করিবেন। সেই সময়ে মৎপ্রচারিত ধর্ম্ম বিভিন্ন ভিক্ষু দ্বারা প্রচারিত হইয়া অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে; তবে সকল শাখাই মোক্ষসম্বন্ধে এক-মতাবলম্বী থাকিবেন। স্বপ্নে আপনি ইহাই দেখিয়াছেন; সুতরাং, হে রাজন্! আপনি ভীত হইবেন না।"

কোন্ চারিটী শাখা মহাযান বা হীনযানের সহিত একত্রীভূত করা হইবে তাহা নির্ণয় করা যায় না। উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ

(১৮) চৈনিক ত্রিপিটকে অশোক সম্বন্ধে চারিটী তারিখ দৃষ্ট হয়:—

১। বুদ্ধের নির্ব্বাণের ১১৬ বৎসর পরে।
২। " " ১১৮ " "
৩। " " ১৩০ " "
৪। " " ২১৮ " "

শেষোক্ত তারিখের সহিত পালি ও সিংহলে প্রচলিত তারিখের ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।



অশোক

(তিব্বতীয় চিত্র)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে সাধারণতঃ ঐ চারিটী শাখা হীনযান সম্প্রদায়-ভুক্ত। চীনে ঐগুলি মহাযান-ভুক্ত। অন্যান্য স্থানে কেহ একমত, অপরে অপর মতাবলম্বন করেন। তাহারা কি কি বিষয় আলোচনা করে, তাহাই এক্ষণে পরীক্ষা করা যাউক। উভয়েই এক প্রকার বিনয় অবলম্বন করে এবং উভয়েরই নিষিদ্ধ আজ্ঞা ও চতুর্ব্বর্গ সত্য এক।

যাহারা বোধিসত্ত্বগণকে উপাসনা করে ও মহাযান সূত্র পাঠ করে, তাহাদিগকেই মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয় এবং যাহারা ঐরূপ করে না, তাহাদিগকেই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। মহাযান দুই প্রকারে বিভক্ত প্রথম মধ্যমিকা, দ্বিতীয় যোগ। প্রথমোক্তের মতে যাহাকে সত্ত্ব বলা হয় তাহা সত্ত্ব নহে এবং প্রত্যেক দ্রব্যই ছায়া মাত্র। অপর পক্ষ বলেন যে, বাহ্যিক কোন দ্রব্য নাই এবং কেবল মনেই সকল দ্রব্য দৃষ্ট হয়।

এই উভয় মতই প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত। এ ক্ষেত্রে আমরা কি বলিতে পারি যে কোন্‌টী সত্য? উভয় পন্থা (১৯) অবলম্বনেই নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। উভয়েই ক্লেশনাশে ও সকল জীবের মোক্ষলাভে সহায়তা করে। উভয়ের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ-কল্পে আমরা যেন বিশৃঙ্খলা সৃজন না করি এবং আরও সংশয়ে নিমগ্ন না হই।

কারণ আমরা যে কোন একটী অবলম্বনে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হই এবং আমরা যদি উহা হইতে দূরে যাই, তবে আমরা মহাসমুদ্রে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকি। দুইটী মতই ভারতবর্ষে একই প্রকারে

(১৯) মহাযান ও হীনযান।

শিক্ষা দেওয়া হয়; কারণ মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। আমরা কি প্রকারে উভয়ের সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিব?

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যেরূপ করিয়াছেন আমরা ঠিক সেই ভাবেই আচরণ করিব এবং উভয় মতের উপযুক্ত দোষগুণ নির্দ্ধারণে নিজেদের বিরক্ত করিব না। চীনদেশেও এই সকল মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় এবং বক্তা ও টীকাকারগণ এই সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে অনেক সহজবোধ্য স্থল দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে এবং প্রতিপালনে ও উপায় নির্দ্ধারণে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

এই কারণেই বিনয় শিক্ষা লাভের প্রারম্ভে নানারূপ বাধা উপস্থিত হয় এবং একটী মাত্র বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াই অভিনিবেশে শিথিলতা আনয়ন করে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও পক্ককেশ না হইলে শিক্ষা লাভ হয় না এবং অন্যান্য সকলে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয় না।

বিনয়সংক্রান্ত পুস্তক ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বোধ্য হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের অধ্যয়ন জীবনব্যাপী ব্যাপার হইতে লাগিল।

শিক্ষক ও ছাত্র একটী অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা পরিচ্ছেদগুলি ক্ষুদ্রাকারে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করেন এবং ছত্রে ছত্রে বিভক্ত করিয়া অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন।

ইহাতে পর্ব্বত নির্ম্মাণের ন্যায় পরিশ্রম হয় এবং ইহার শিক্ষাও সুবৃহৎ সমুদ্র হইতে শুক্তি সংগ্রহের ন্যায়।

যাঁহারা পুস্তক প্রণয়ন করেন, যাহাতে তাহা পাঠকে সহজেই অনুধাবন করিতে পারেন তাঁহারা যেন সেইরূপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এবং যেন প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার না করেন। পরে এইরূপ ভাষা লইয়া কেহ অর্থ করিবেন, কেহ উপহাস করিবেন।

কূলপ্লাবনকারী নদীর জল গভীর কূপে পতিত হইলেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির ঐ কূপের জল পান করিতে হইলে যেরূপ নিজ জীবন বিপন্ন করিতে হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আলোচিত হইবার পরে বিনয় বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা দুঃসাধ্য। কেবল বিনয় সূত্রগুলি আলোচনা করিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অপরাধ বিচার করিবার কালে কয়েকছত্রই যথেষ্ট। বিচারের হেতুগুলি আলোচনা কালে দিবসের অর্দ্ধাংশও আবশ্যক হয় না। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের যতিগণের মধ্যে এই ভাবে বিনয় অধীত হয়। চীনদেশের সর্ব্বত্রই সকলকেই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অধিবাসিবর্গ, নরপতি ও মাতাপিতাকে সম্মান করে ও তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হয়; তাহারা গুরুজনকে সম্মান করে এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হয়। তাহারা সরল ব্যবহারানুরক্ত এবং তাহাদের চরিত্র ধীর ও প্রীতিপ্রদ। সাধুতার সহিত যাহা গ্রহণ করিতে পারে তাহারা কেবল তাহাই গ্রহণ করে।

পিতৃভক্ত সন্তান ও বিশ্বাসী প্রজা ধীরতার সহিত কার্য্য করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করে। সম্রাট্ বহুকোটী প্রজাকে দয়ার সহিত শাসন করেন এবং সূর্য্যোদয় হইতেই দুঃস্থ প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ কৃপাপ্রদর্শন করেন। রাজমন্ত্রিগণ (যাঁহারা রাত্রিতেও প্রজাগণের হিতচিন্তা করেন) সম্মান ও মনোযোগ সহকারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য

প্রতিপালন করেন। কখনও কখনও কোন সম্রাট্ ত্রিযানের (২০) পথ প্রশস্ত করিবার জন্য উহা শ্রবণার্থ শিক্ষকগণকে আমন্ত্রণ করেন। কখনও কখনও তিনি গুণীব্যক্তির অন্তঃকরণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত করিবার জন্য চৈত্যনির্ম্মাণ করেন এবং যাহাতে মূর্খগণ উপাসনার দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিতে পারে, তজ্জন্য রাজ্যের নানাস্থানে সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করেন। কৃষকগণ ক্ষেত্রে আনন্দে গান করে এবং বণিক্গণ শকটে বা পোতে আহ্লাদে ভজন করে। বস্তুতঃ, যাহারা কোরীয়া দেশকে সম্মান করে বা ভারতবর্ষকে মান্য করে (২১) তাহারা ও চিন্‌লিন্ এবং ইউলিনের অধিবাসিবর্গ রাজদরবারে আসিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। অস্মদ্দেশীয় প্রজাবর্গ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে এবং প্রত্যেক বিষয়েই এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত যে, কোন বিষয়েই কোন ত্রুটী দৃষ্ট হয় না (২২)।

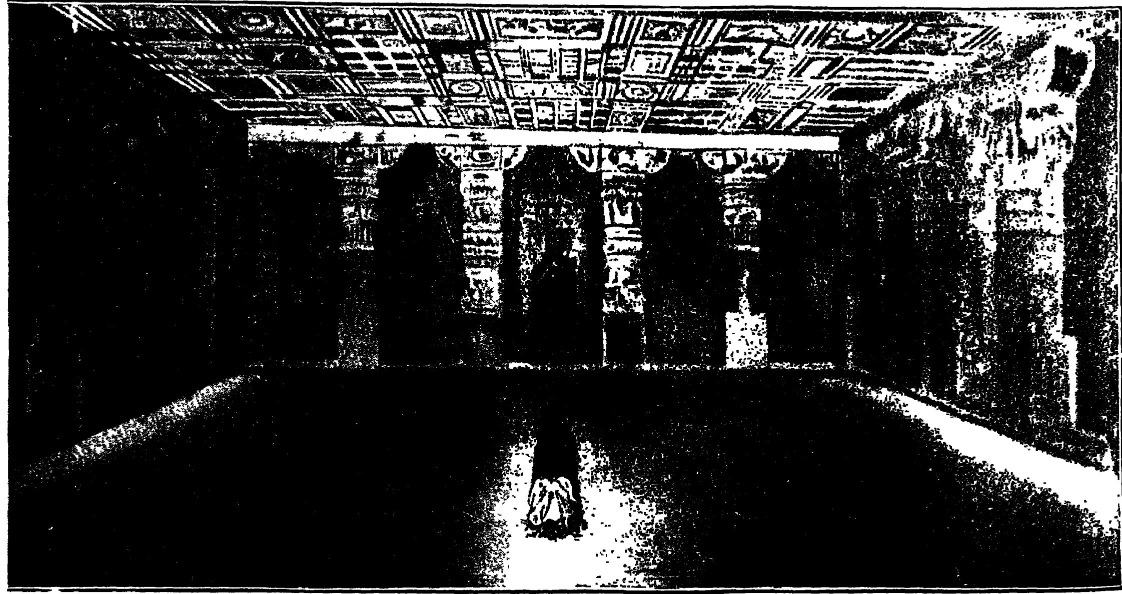
চৈনিক শিক্ষকগণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারা যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন ও ধর্ম্ম-প্রচার করেন এবং ছাত্রগণ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন এবং শিক্ষকের বক্তৃতার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করেন। সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনেকে গভীর উপত্যকায় বাস করিয়া পার্ব্বত্য নদীর জলে মুখপ্রক্ষালন অথবা গভীর বনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মচিন্তা করেন।

---

(২০) শ্রাবকযান, প্রত্যেক বুদ্ধযান ও মহাযান।

(২১) আই-সিং লিখিয়াছেন যে কোরীয়া দেশে কুক্কুট ও ভারতবর্ষে হস্তীকে সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

(২২) কোরীয়া—কুক্কুটেশ্বর (আই-সিং)।



যবদ্বীপের বৌদ্ধ-হর্ম্ম্য

দিবসে ছয়বার পরিক্রমণ ও উপাসনা করিয়া এবং রাত্রিতে দুইবার ধ্যান করিয়া তাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যের সম্মানার্হ হন। সূত্র ও বিনয়ে এই সকল কার্য্য অনুমোদিত হয়। ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? কিন্তু কতকগুলি ভ্রম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সকল ভ্রম প্রথম অনুষ্ঠান কালে প্রচলিত ছিল না। তজ্জন্যই ভারতবর্ষে যথাযথ ভাবে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত রীতিগুলি আমি নিম্নোক্ত চল্লিশটী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই অধ্যায়গুলি চারিটী পুস্তকে বিভক্ত। এই পুস্তক "দক্ষিণ সমুদ্র হইতে প্রেরিত বৌদ্ধ-কর্ম্ম-পদ্ধতি" নামে অভিহিত। আমি এই গ্রন্থের সহিত অন্য একখানি গ্রন্থ—"ধর্ম্মান্বেষী প্রতিথনামা শ্রমণগণের ভারত-ভ্রমণ"—প্রেরণ করিতেছি। আমি আশা করি যে, ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী পূজনীয় যতিগণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত নিয়ম, গ্রন্থকার সুবিখ্যাত নহেন, এই হেতুতে ঘৃণা না করিয়া গ্রন্থোক্ত নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইবেন।

অপিচ প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত সূত্র ও শাস্ত্রোক্ত অভিমত-গুলি ভারতে প্রচলিত ধ্যানের সহিত এক মত হইলেও ধ্যান বিষয়ক গোপনীয় বৃত্তান্তগুলি আমার পত্রে বর্ণনীয় নহে। এই জন্যই আমি সাধারণ ভাবে কর্ম্মপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছি এবং আমার শিক্ষকগণ যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা গৃহে পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রেরণ করিতেছি। আমার আয়ু অদ্য সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইতে পারে; তথাপি ধর্ম্মপ্রচারার্থ আমি কিছু না কিছু কার্য্য করিতেছি। প্রত্যূষে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হইতে পারে; কিন্তু আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে শত শত বর্ত্তিকা

প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। যদি আপনি আমার এই গ্রন্থ পাঠ করেন, তবে এক পদ অগ্রসর না হইয়াও আপনি ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশ পর্য্যটন করিতে সমর্থ হইবেন এবং এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেও ভবিষ্যতের সহস্রযুগে অন্ধকার পথে দর্পণের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিবেন। আমি প্রার্থনা করি যে, আপনি ত্রিপিটক পাঠ ও আলোচনা সকল ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা এবং ষড়্রিপুর বশীভূত ব্যক্তিগণকে উর্দ্ধারার্থ দয়ারূপ তরী ভাসাইবেন। যদিও আমি শিক্ষকগণের নিকট হইতেই উপদেশ পাইয়াছি এবং আমাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তথাপি অধ্যয়ন দ্বারা আমি আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করিব। কারণ তদ্রূপ না করিলে আমি জ্ঞানের চক্ষে উপহাসাস্পদ হইব।

আমার পুস্তকের সূচী এইরূপ ঃ—

১। বর্ষাবাস প্রতিপালন না করিলেও পদচ্যুতি ঘটে না।
২। পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহার।
৩। দ্বিপ্রহরের ভোজনকালে ক্ষুদ্র আসনে উপবেশন।
৪। পবিত্র ও অপবিত্র আহার্য্যের প্রভেদ।
৫। আহারান্তে প্রক্ষালন।
৬। জল রাখিবার জন্য দুইটী পাত্র।
৭। প্রাতঃকালে জল পরীক্ষা।
৮। প্রাতে দন্তধাবনার্থ কাষ্ঠ ব্যবহার।
৯। উপবাস সম্বন্ধীয় নিয়ম।
১০। বস্ত্র ও আহার্য্য সম্বন্ধীয়।
১১। পরিধেয় বসন ব্যবহার সম্বন্ধীয়।
১২। ভিক্ষুণীর বস্ত্র ও সমাহিত করিবার নিয়ম।

১৩। পুণ্যস্থান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।
১৪। পারিষদ-বর্ষ।
১৫। প্রবার্ণ।
১৬। চামচ প্রভৃতি ব্যবহারের নিয়ম।
১৭। উপাসনার উপযুক্ত সময়।
১৮। মলত্যাগ।
১৯। যতিসঙ্ঘে প্রবেশের নিয়ম।
২০। অবগাহনের উপযুক্ত সময়।
২১। উপবেশনার্থ মাদুর।
২২। শয়ন ও বিশ্রামের নিয়ম।
২৩। ব্যায়ামের আবশ্যকতা।
২৪। প্রণাম সম্বন্ধীয়।
২৫। শিক্ষক ও ছাত্রের ব্যবহার।
২৬। অপরিচিত বা বন্ধুর প্রতি ব্যবহার।
২৭। শারীরিক অসুস্থতা।
২৮। ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা।
২৯। অপকারী চিকিৎসা।
৩০। উপাসনা কালে দক্ষিণ দিকে উপবেশন
৩১। দেবমূর্ত্তি পরিষ্কারের নিয়ম।
৩২। মন্ত্রোচ্চারণ।
৩৩। পবিত্র দ্রব্যাদির প্রতি সম্মান।
৩৪। ভারতবর্ষের শিক্ষার নিয়ম।
৩৫। দীর্ঘকেশ সম্বন্ধীয় নিয়ম।
৩৬। মৃতযতির পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি।

৩৭। সঙ্ঘের দ্রব্যাদির ব্যবহার।

৩৮। মৃতদেহ দাহন করা দূষণীয়।

৩৯। পার্শ্বচরগণ উপরি উক্ত ক্ষেত্রে অপরাধী কিনা।

৪০। পুরাকালে এরূপ আচরণ হইত কিনা।

গ্রন্থোক্ত উপদেশগুলি আর্য্যমূল সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায়ের উপর নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যেন অন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার সহিত মিশ্রিত না হয়। গ্রন্থোক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাধারণতঃ দশ অধ্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। আর্য্যমূল সর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় তিন অংশে বিভক্ত—ধর্ম্মগুপ্ত, মহিশাসক এবং কাশ্যপীয়। উদ্যান-খারাচার এবং কুষ্ঠান্ ব্যতীত ভারতের অন্যত্র এই সকল প্রচলিত নহে। পূর্ব্বোক্ত দশ অধ্যায়ের বিনয় একই প্রকার হইলেও আর্য্যমূল সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় ভুক্ত নহে।

বৌদ্ধ-কর্ম্মপদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

বর্ষাবাস

যে সকল ভিক্ষু বর্ষা (১) প্রতিপালন করেন না, তাঁহারা অবশ্যই দশ প্রকার ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ কোন কারণ নাই যে, তাঁহারা অতি নিম্নশ্রেণীতে অধোগামী হইবেন। ইহাও সঙ্গত হয় না যে, কোন ভিক্ষু অকস্মাৎ নিজ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিবেন এবং গতকল্য যাঁহার নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজ তাঁহাকেই সম্মান প্রদর্শন করিবেন। যদিও ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ বা হেতু নাই, তথাপি এই প্রকার নিম্নগামী হওয়া চীনদেশে প্রচলিত ছিল। কারণ বর্ষ প্রতিপালন কালে কেহ যদি সঙ্ঘারামের বহির্ভাগে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে এই অপরাধ চৌর্য্যের সমান বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য যে মতের উপর কোন আচার প্রচলিত, উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত এবং এই সকল মত কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রত গ্রহণের কাল হইতে বিবেচনা করিয়া ভিক্ষুর পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বর্ষ প্রতিপালন না করিলেও ভিক্ষুর পদচ্যুতি করা উচিত নহে। বুদ্ধদেবের শিক্ষা অধ্যয়ন ও পর্য্যালোচনা করিলে এই আচারের কোন প্রমাণ দৃষ্ট হইবে না।

তবে চৈনিকদের মধ্যে কে পুরাকালে ইহা প্রচলন করিয়াছিল?

(১) জুনের মধ্যভাগ হইতে অক্টোবরের মধ্যভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহার

বুদ্ধদেবের শিক্ষানুযায়ী যখন কোন ভিক্ষু কোন পবিত্রমূর্ত্তির এবং পূজনীয় শিক্ষকগণের সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তখন অসুস্থতা ব্যতীত অন্য সকল সময়েই তাঁহাকে নগ্ন পদে থাকা কর্ত্তব্য ; শিক্ষক বা প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে কদাপি পাদুকা পরিধান বিহিত নহে এবং সর্ব্বদা দক্ষিণ স্কন্ধ ও মস্তক অনাবৃত রাখিয়া অঙ্গরক্ষক বামস্কন্ধে রক্ষা করিতে হইবে। অধ্যক্ষের অনুমতি লইলে ভিক্ষু নিন্দনীয় না হইয়া উপানৎ পরিধান করিয়া অন্যত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। শীতপ্রধান দেশে ভিক্ষু দেশোপযোগী ক্ষুদ্র চটী বা অন্যপ্রকার পাদুকা ব্যবহার করিতে পারেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের ঋতু প্রচলিত।

বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর যৎসামান্য পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

ইহা অবশ্যই ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর রক্ষার্থ শীত ঋতুতে অধিক বস্ত্র ব্যবহার অনুমোদন করা যাইতে পারে; কিন্তু বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বিনয় পিটক অনুমোদিত বস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রথম হইতেই পবিত্র স্তূপ প্রদক্ষিণ কালে পাদুকা পরিধান অত্যন্ত বিগর্হিত কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইহাও বহুদিন হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, চটী জুতা পরিধান করিয়া কোন ভিক্ষু যেন গন্ধকুটী সকাশে গমন না করেন। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বদাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন এবং প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেবের এই সুন্দর নিয়ম অমান্য করা ঘোরতর অপমানকর।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিপ্রহরের ভোজনকালে ক্ষুদ্রাসনে উপবেশন

ভারতবর্ষে ভিক্ষুগণ আহারের পূর্ব্বে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রাসনে উপবেশন করেন। এই আসন প্রায় সাতইঞ্চি উচ্চ ও এক ফুট বর্গ পরিমিত; মধ্যস্থল বেত্র দ্বারা নির্ম্মিত। আসনের পায়াগুলি সুগোল এবং মোটের উপর ঐ আসন ভারী নহে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ যতিগণের জন্য উক্ত আসনের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠাসন ব্যবহৃত হইতে পারে। ইঁহারা ভূমিতে পদবিন্যাস করেন এবং খাদ্যপূর্ণ পাত্রগুলি ইঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হয়। উপবেশনের স্থানে গোময় লেপন করিয়া পরে তথায় নূতন পত্র বিক্ষিপ্ত হয়। যাহাতে উপবেশন কালে একে অপরকে স্পর্শ না করে, তজ্জন্য প্রত্যেক কাষ্ঠাসনের মধ্যে এক এক হস্ত পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখা হইয়া থাকে; আমি কাহাকেও বৃহৎ পালঙ্কে যুগ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখি নাই। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী পালঙ্কের পরিমাণ বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক; মনুষ্যের অঙ্গুলির অপেক্ষা বুদ্ধদেবের অঙ্গুলি তিনগুণ বৃহৎ বলিয়া তাঁহার অষ্টাঙ্গুলি আমাদের চব্বিশ অঙ্গুলির তুল্য। চীনদেশীয় পরিমাণানুযায়ী ইহা সার্দ্ধ ফীট পরিমিত। পূর্ব্ব-এসিয়ায়, পালঙ্কগুলি দুই-ফীটেরও অধিক উচ্চ; অবশ্য ইহা উপবেশনার্থ ব্যবহৃত হয় না। কারণ যিনি এইরূপ উচ্চাসনে উপবেশন করেন, তিনি বুদ্ধদেবের নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে অনেক ভিক্ষু ঐ নিয়ম ভঙ্গ করেন, কিন্তু তাঁহারা কি প্রকারে দোষমুক্ত হইবেন? যাঁহারা এই নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইয়া থাকেন, তাঁহারা যেন পরিমাণমিতি পাঠ করেন।

কিন্তু পবিত্র পর্ব্বতস্থ ও চতুর্ধ্যানস্থ মন্দিরদ্বয়ের (১) পালঙ্কগুলি একটু উচ্চ ; এই পরিমাণ প্রাচীনকালের ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রমাণযোগ্য।

পাশাপাশি উপবেশন ও জানুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া আহার গ্রহণ সমীচীন নহে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরে, ভিক্ষুগণ ভোজনকালে আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। সীন্‌বংশের রাজত্বকালে (২৬৫ হইতে ৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এই ভ্রম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই যতিগণ আহার গ্রহণকালে যোগাসনে উপবেশন করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে চীনে পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় ; তৎপরে সুদক্ষ রাজগণ সমন্বিত দশটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন। একটীর পরে আর একটী করিয়া ভারতীয় ভিক্ষুগণ চীনে আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন চৈনিক পুরোহিতগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভারতবর্ষে গমন করিয়া তথায় প্রকৃত আচার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা ভ্রম প্রদর্শন করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের অনুসরণ করে নাই।

সূত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে "আহারান্তে পাদপ্রক্ষালন করিবে।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা আহার-কালে পালঙ্কে উপবেশন করিতেন না ; কারণ ভূমিস্পর্শ না করিলে পাদপ্রক্ষালনের কোনই আবশ্যকতা থাকে না।

---

(১) লিং-ইয়েন ও সু-সান্ নামক চীনের দুইটী মন্দির।

ইহাও কথিত আছে যে, "আহার্য্য পাদদেশের নিকটে নিক্ষিপ্ত হয়"; ইহা হইতে আমরা বোধগম্য করিতে পারি যে, ভিক্ষুগণ ভূমিতে পদদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া উপবেশন করিতেন। বুদ্ধের শিষ্যগণের তৎপ্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করা বিধেয়। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুসরণ করা সম্ভবপর না হইলেও, সেগুলির নিন্দা করা বিগর্হিত।

যুগ্মাসনাসীন হইয়া ও জানুদ্বয় বস্ত্রাবৃত করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পবিত্র থাকা দুষ্কর; নিক্ষিপ্ত আহার্য্য এবং চিহ্নগুলি সহজেই বস্ত্রের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়।

চীনদেশে প্রচলিত আহার্য্যাবশিষ্ট রক্ষা করা, ভারতীয় নিয়মানুমোদিত নহে। পাত্র হইতে আহার্য্য সংগৃহীত হইলে পাত্রগুলি অপবিত্র হয় এবং যাঁহারা পরিবেশন করেন, তাঁহারা পরিষ্কৃত পাত্রগুলি স্পর্শ করেন। ইহাতে কোন সুফলোদয় হয় না।

এইগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং প্রত্যেক পদ্ধতির গুণাগুণ লক্ষ্য করা আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্র ও অপবিত্র আহার্য্যের প্রভেদ

ভারতবর্ষে শ্রমণ ও সাধারণ ব্যক্তিগণ পবিত্র ও অপবিত্র আহার্য্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিচার করেন। উচ্ছিষ্ট হইলে আর ঐ খাদ্য গ্রহণ করা হয় না এবং যে সকল পাত্রে উচ্ছিষ্ট স্থাপন করা হয়, তাহা আর ব্যবহার করা হয় না। আহার সমাপ্ত হইবা মাত্র, পাত্রগুলি স্থানান্তরিত করা হয় এবং একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হয়। ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য প্রেতগণ, পক্ষী প্রভৃতিকে দেওয়া হয়, কারণ, পরবর্ত্তী কালে ব্যবহারের জন্য এই খাদ্য রক্ষা করা অত্যন্ত দূষণীয়।

ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই এই আচার প্রচলিত আছে; কেবল যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহা প্রতিপালন করেন তাহা নহে, ব্রাহ্মণগণও এইরূপ আচরণ করেন। অনেকগুলি শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে "দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করা, মলত্যাগান্তে হস্ত প্রক্ষালন না করা এবং পবিত্র ও অপবিত্র আহারে প্রভেদ না করা অত্যন্ত বিগর্হিত।" যে সকল পাত্র একবার স্পর্শ করা হইয়াছে, সেইগুলি পুনর্ব্বার ব্যবহার করা, ব্যবহৃত আহার্য্য রন্ধনশালায় রক্ষা করা, উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে রাখা বা ব্যবহৃত ব্যঞ্জন পুনর্ব্যবহারের জন্য উঠাইয়া রাখা, এই সকল আচার আমরা কি প্রকারে বিধেয় বলিতে পারি? পূর্ব্বরাত্রের ব্যবহৃত ব্যঞ্জন, শাকসব্জী বা পিষ্টক ও ফল ব্যবহার করাও কোনরূপে সমীচীন নহে। যাঁহারা বিনয়চার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা এই সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু যাঁহারা অলস ও অনবহিত তাঁহারা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পথেই গমন

করেন। নিমন্ত্রণ-কালে বা সাধারণ আহার গ্রহণ কালে, কাহারও কাহাকেও স্পর্শ করা উচিত নহে অথবা পরিষ্কৃত জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন না করিয়া আহার করা উচিত নহে এবং প্রত্যেকবার আহারের পরে মুখ প্রক্ষালন আবশ্যক। যদি কেহ মুখ প্রক্ষালনের পূর্ব্বে অপরকে স্পর্শ করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তিরও মুখ প্রক্ষালন করা প্রয়োজন। যাঁহারা আহার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কক্ষের এক প্রান্তে একত্র থাকিবেন এবং হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন এবং আহার কালে ব্যবহৃত পাত্র ও পাকপাত্র সমূহ ধৌত করিবেন।

এই সকল বিষয় যাঁহারা উপেক্ষা করেন তাঁহাদের প্রার্থনায় কোন ফলোদয় হয় না, এবং তাঁহারা প্রেতগণকে যে উপহার প্রদান করেন তাহাও গৃহীত হয় না। এই জন্যই আমি বলি যে, আপনি যে আহার্য্য বা পানীয় ত্রিরত্ন বা প্রেতগণকে উপহার প্রদান করেন অথবা নিজেদের সাধারণ আহারের জন্য ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরিষ্কার ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। যিনি খাদ্য ভোজন বা মলত্যাগের পরে পরিশুদ্ধ না হন, তিনি পুনর্ব্বার এক "টেবিলে" উপবেশন করিতে অসমর্থ। পরিশোধনার্থ লোকে উপবাস করে। কন্‌ফিউসিয়াসের (১) মন্দিরে পূজা করিবার পূর্ব্বে লোকের সর্ব্বপ্রথমে নখ কর্ত্তন করা ও শরীর পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। কনফিউসিয়াস্, তাঁহার শিষ্য ইয়েনহুই এবং অন্যান্য সংক্রান্ত ব্যাপারেও পবিত্র থাকা উচিত। কেহই আহার্য্যাবশিষ্ট পূজার্থ নিবেদন করে না। নিমন্ত্রণ ব্যাপারে বা ভিক্ষুকে সাধারণ আহার প্রদান কালে, একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকা আবশ্যক। নিমন্ত্রণকালে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইলে এবং যদি অভ্যাগত আশঙ্কা

(১) চৈনিক দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক (৫৫১—৪৭৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

করেন যে তাঁহাদের নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইবে তবে নিমন্ত্রিতগণ (তাঁহারা ভিক্ষুই হৌন কি সাধারণ ব্যক্তিই হৌন), পৃথকভাবে প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা বুদ্ধদেবের অনুমোদিত এবং ইহাতে দোষ হয় না।

আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, অধুনা ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত আহার্য্যগ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অপরাহ্নে গ্রহণ করা হয়। ইহা সমীচীন নহে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে পবিত্র ও অপবিত্রতার প্রভেদই প্রধানতঃ লক্ষিত হয়।

যখন উত্তর-দেশস্থ মঙ্গোলিয়াবাসিগণ ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত দূতগণ ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইতেন। কারণ তাঁহারা মলত্যাগের পর স্নান করিতেন না এবং ভিক্ষা পাত্রে আহার্য্য রক্ষা করিতেন। কেবল ইহাই নহে; তাঁহারা আহার্য্য গ্রহণ কালে একত্র উপবেশন করিয়া পদদ্বয় প্রসারিত করিতেন ও শূকর ও সারমেয় হইতে দূরে অবস্থান করিতেন না এবং দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারে বিরত থাকিতেন বলিয়া লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতেন। এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ এই সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। কিন্তু চীনদেশে প্রাচীনকালে পবিত্র ও অপবিত্র আহারে প্রভেদ গণ্য করা হইত না।

তাঁহারা আমার এই বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলেও ইহা প্রতিপালন করিবেন না এবং আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করিলে তাঁহারা জাগরিত হইবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

আহারান্তে প্রক্ষালন

আহারান্তে অবশ্যই হস্ত প্রক্ষালন করিবে। জল সংগ্রহ কালে স্বয়ং জলপাত্র আনয়ন করিবে, অথবা অন্য কাহাকেও আদেশ করিবে। পাত্র উৎসের জলদ্বারা ধৌত করিবে; অথবা যে স্থানে জল সুলভ, সেইরূপ কোন নিভৃত স্থানে অথবা কোন প্রণালীর নিকট অথবা নিম্নাভিমুখী কোন অধিরোহণীর উপরে বসিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। মুখে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে, জিহ্বা ও দন্ত উভয়ই উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও পবিত্র রাখিবে। মুখে অপরিষ্কার নিষ্ঠীবন থাকিলে, উপবাস করা বিধেয় নহে। ওষ্ঠদ্বয় মটরের বেসন বা কর্দ্দম দ্বারা পরিষ্কার করিবে।

পরে পরিষ্কৃত পাত্র হইতে জল শঙ্খের পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে; এই শঙ্খ নূতন পত্রোপরি বা হস্তে ধারণ করিতে হইবে। শঙ্খ হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, উহা বেসন, শুষ্ক মৃত্তিকা এবং গোময় দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হইবে এবং কলঙ্ক দুরীভূত করিবার জন্য জলদ্বারা ধৌত করিবে। নিভৃত স্থানে পরিষ্কার পাত্র হইতে মুখে জল ঢালিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে ইহা করা নিষিদ্ধ। দুই তিন বার মুখ প্রক্ষালন করিলে মুখ পরিষ্কৃত হইবে। ইহা করিবার পূর্ব্বে মুখের জল বা নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ করা অন্যায়। কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে এবং এবম্প্রকারে নিজ সম্মান লাঘব করিলে, দূষণীয় হইবেন। পরিষ্কার জল দ্বারা মুখ ধৌত করিবার পূর্ব্বে মুখের লালা নিঃক্ষেপ করা আবশ্যক; দ্বিপ্রহর মধ্যে পরিষ্কার না করিলে নিয়মভঙ্গ পাপে অপরাধী হইতে হয়। সকলে এই বিষয়

অবগত নহেন। জানিলেও, ইহা নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য; কঠোরভাবে এই নিয়ম প্রতিপালন সম্ভব নহে; কারণ বেসন প্রভৃতি ব্যবহার করিলেও দন্তে আহার্য্যদ্রব্য বা জিহ্বায় তৈল সংলগ্ন থাকে; বুদ্ধিমানেরা ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাবধান থাকিবেন। পরিষ্কার পাত্রে জল রক্ষা না করা কিংবা দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করা অথবা আহারান্তে বৃথা বাক্যব্যয় করা অথবা দিবারাত্র অপবিত্র থাকা সম্ভ্রমোচিত নহে। জীবিতকালে এরূপ শৈথিল্য করিলে পরে দুঃখের সীমা থাকিবে না। শিষ্য দ্বারা জল আনয়ন বা পাত্র হইতে জল ঢালিয়া দেওয়া ধর্ম্মানুমোদিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জল রাখিবার জন্য দুইটী পাত্র

অপরিষ্কার জল হইতে পরিস্কৃত জল পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক এবং তজ্জন্য কুণ্ডী ও কলসী এই দুই প্রকার পাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকা বা "পোর্সিলেন" পাত্র পরিস্কৃত জলের এবং তাম্র বা লৌহপাত্র অন্যপ্রকার জলের জন্য ব্যবহার্য্য। পরিস্কৃত জল সকল সময়েই ব্যবহার করা যায়। পরিশ্রুত জলের পাত্র পরিস্কৃত হস্তে পরিচ্ছন্ন স্থানে ও অপরিস্কৃত জল অপরিস্কৃত হস্তে অপরিচ্ছন্ন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। নূতন ও পবিত্র পাত্র হইতে সকল সময়েই জলপান করা যায়। অন্যান্য পাত্রস্থ জল সময় বিশেষে পান করা যায়।

পাত্র সম্মুখে সোজা করিয়া রাখিয়া জলপান দূষণীয় নহে; কিন্তু অপরাহ্নে জলপান করা অনুমোদনীয় নহে। জলপানার্থ পাত্র জলপায়ীর মুখানুযায়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; আচ্ছাদন দুই অঙ্গুলী উচ্চ হওয়া আবশ্যক; আচ্ছাদন মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিতে হইবে।

পানার্থ পবিত্র জল এইরূপ পাত্রে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। পাত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র মুদ্রার ন্যায় একটী ছিদ্র রাখিতে হইবে। পাত্রস্থ জল নিষ্কাশনের জন্য এইরূপ ছিদ্র আবশ্যক; দুই বা তিন "গ্যালন" জল পাত্রে রক্ষা করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র পাত্র কদাপি ব্যবহৃত হয় না।

যদি পাত্রে কীট বা ধূলি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে, তবে পাত্র-মুখ ও ছিদ্র—বংশ, কাষ্ঠ, বস্ত্র বা পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। কোন কোন ভারতীয় শ্রমণ এই প্রকারে পাত্র

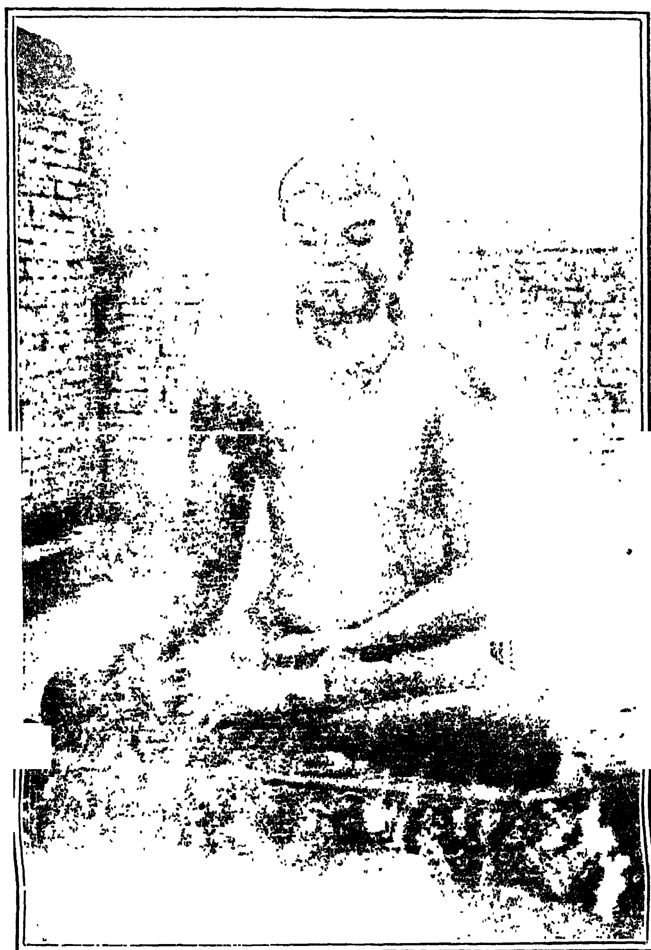
নির্ম্মাণ করেন। পাত্রে জল রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে উহাতে ধূলি বা ময়লা না থাকে তজ্জন্য পাত্রের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া পরে, পাত্রে জল রক্ষা করিতে হইবে। পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত জলে প্রভেদ না করা, অথবা পাত্রের মুখের আবরণ মুখসংলগ্ন রাখিয়া জল নিক্ষেপ করা কি সমীচীন? এ প্রকার পাত্র রাখা কদাপি উচিত নহে। এরূপ পাত্রে ধূলি বা ময়লা থাকিতে পারে; এরূপ পাত্রে পরিষ্কৃত জল রক্ষা করা অন্যায় এবং ইহাতে অধিক পরিমাণ জলও ধরিতে পারে না।

পাত্ররক্ষার্থ ঝুলি নিম্নোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয়। দুই ফীট দীর্ঘ ও এক ফুট প্রস্থ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডের দুই পার্শ্ব একত্র করিয়া সেলাই করিতে হয়। ইহার দুই কোণে সার্দ্ধ সাত ইঞ্চি দীর্ঘ সূত্র রাখিতে হয়। ভ্রমণকালে স্কন্ধদেশে ইহা বিলম্বিত রাখিতে হয়। ভিক্ষাপাত্র স্থাপনের ঝুলি ঐরূপ আকারের। কার্পাস নির্ম্মিত ঝুলিতে জলপাত্র স্থাপন করিলে উহাতে ধূলি প্রবেশ করিতে পারে না। ভিক্ষাপাত্রের ঝুলি ও জলপাত্রের ঝুলি বিভিন্ন প্রকারের; উহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রমণকারী শ্রমণ, জলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র ও আবশ্যকীয় বস্ত্র, স্বীয় অঙ্গাবরণের উপরে বিলম্বিত অবস্থায় রাখিয়া হস্তে ছত্র ধারণ পূর্ব্বক গমনাগমন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যতিগণ এই ভাবেই ভ্রমণ করেন।

তিনি অপরিষ্কৃত জলের জন্যও একটী পাত্র ও অন্য একটী ঝুলিতে চর্ম্মপাদুকা স্থাপন পূর্ব্বক হস্তে ধাতুনির্ম্মিত দণ্ড ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করেন।

রাজগৃহ, গৃধ্রকূট, মৃগদাব, প্রভৃতি যে সকল পবিত্রস্থানে শাল-



নালন্দায়-প্রাপ্ত
বুদ্ধমূর্তি

বৃক্ষরাজি হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সকল স্থানে এবং কালান্তকনিবাসে তীর্থযাত্রা করিতে হয় (১)।

তীর্থযাত্রার ঋতুতে সহস্র সহস্র যতিগণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে সমবেত হইয়া থাকেন এবং সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে ভ্রমণ করেন। নালন্দা সঙ্ঘারামের পূজনীয় ও অভিজ্ঞ শ্রমণগণ কদাচ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন না। মহারাজ সঙ্ঘারামের যতিগণও ঐরূপ করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অপর ব্যক্তি বা বালকগণ বহন করে। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রথাই প্রচলিত।

(১) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কালে অসময়ে বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়াছিল। কালান্তকনিবাস বা বেণুবন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যান প্রচলিত আছে "এক সময়ে এই বেণুবন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অধিকৃত ছিল। রাজপুত্র বিম্বিসার সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে ইহা ক্রয় করিতে অভিলাষী হইলেও উদ্যানস্বামী ইহা বিক্রয় করেন নাই। বিম্বিসার রাজা হইয়া বলপূর্ব্বক ইহা অধিকার করেন। উদ্যানস্বামী ভগ্ন-হৃদয়ে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে উদ্যানস্বামী প্রতিহিংসা সাধন মানসে সর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বসন্তকালে রাজা স্ত্রীরক্ষীগণপরিবৃত হইয়া উদ্যানে গমন করিয়া নিদ্রিত হইলে একজন মাত্র স্ত্রীরক্ষী উন্মুক্ত তরবারী হস্তে প্রহরীর কার্য্য করিতে থাকে। সর্প নিদ্রিত রাজাকে দংশনার্থ উপস্থিত হইলে কালান্তক চীৎকার করিতে আরম্ভ করে এবং স্ত্রীরক্ষী সতর্ক হইয়া সর্পকে দ্বিখণ্ডিত করে। কৃতজ্ঞ রাজা অতঃপর উদ্যানকে "কালান্তক বেণুবন" নামে অভিহিত করেন। হিউয়েন-সিয়াং এই আখ্যান বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন

সপ্তম অধ্যায়

প্রাতঃকালে জল পরীক্ষা

প্রত্যহ প্রাতে জল পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। জলপাত্রস্থ কূপ, পুষ্করিণী অথবা নদীর জল ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষিত হয়। প্রত্যূষে জলপাত্রের জল পরীক্ষা করিতে হইবে। পাত্র নত করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল একটী পবিত্র তাম্র-পাত্রে ঢালিয়া, পরে উহা ধীরে ধীরে একখানি ইষ্টকের উপরে নিক্ষেপ করিবে। অথবা পাত্রের মুখে হস্ত স্থাপন করিয়া, জল পরীক্ষার্থ কাষ্ঠ দ্বারা উহা কয়েক মুহূর্ত্ত পরীক্ষা করিবে। কেশাগ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটকেও রক্ষা করা আবশ্যক। যদি জলমধ্যে কীট থাকে, তবে জল পাত্র-মধ্যে রাখিয়া পাত্র দুই বার ধৌত করিবে। নিকটে নদী বা পুষ্করিণী থাকিলে, তথায় পাত্র লইয়া যাইয়া পাত্রস্থ জল উহাতে নিক্ষেপ করিবে; পরে পাত্রে পরিষ্কৃত জল রক্ষা করিবে। নিকটে কূপ থাকিলে, বিধিমত উপায়ে জল পরিষ্কৃত করিয়া ঐ জল পাত্রে রক্ষা করিবে। কূপোদক পরীক্ষা করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ জল তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া উহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরীক্ষা করিতে হইবে। জলে কীট না থাকিলে রাত্রির জন্য ঐ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু কীট থাকিলে ঐ জল পরিষ্কৃত করিয়া লইবে। নদীর বা পুষ্করিণীর জল পরীক্ষার ব্যবস্থা বিনয়পিটকে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতীয়গণ জল পরিষ্কৃত করিবার জন্য শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করে। চীন দেশে সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্র সিদ্ধ করিয়া পরে ব্যবহার করা যাইতে পারে। চারি ফুট পরিমিত একখণ্ড রেশমী-বস্ত্র লইয়া ও উহা দোঁভাজ করিয়া জালের ন্যায় সীবন করিবে;

পরে ইহার উভয় প্রান্তে রজ্জু সন্নিবেশ করিবে এবং ইহা টান করিয়া রাখিবার জন্য এক ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ যষ্টি ব্যবহার করিবে। অতঃপর ইহার তলদেশে পাত্র স্থাপন করিয়া ইহার দুই প্রান্ত দুই দণ্ডে বন্ধন করিবে। যখন কোন পাত্র হইতে ইহাতে জল ঢালিবে, তখন ইহার তলদেশ যেন ছাঁকনির মধ্যে থাকে; অন্যথা জলের সহিত কীট ভূমিতে বা পাত্রে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ছাঁকনির মধ্যদিয়া জল প্রবেশ করিবার কালে উহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবে; যদি উহাতে কীট থাকে, তবে ঐ জল গ্রহণ করিবে না; পরিষ্কার হইলে উহা গ্রহণ করিবে। এবম্প্রকারে জল পরিষ্কৃত হইলেও, রাত্রির জল পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা আবশ্যক; এরূপ জল পরীক্ষা না করিলে বিনয়ের নিয়মাবলী অনুযায়ী অপরাধী হইতে হয়।

জল পানকালে কীট পতঙ্গাদির জীবন রক্ষা করিবার বহুবিধ উপায় আছে। পূর্ব্বোক্ত ছাঁকনি কূপ হইতে জলগ্রহণ কালে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল গ্রহণকালে 'দণ্ড-পরিশাভন্' (একটীর মধ্যে অন্য পাত্র রাখিয়া) ব্যবহার্য্য। ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসে কীটগুলি এরূপ ক্ষুদ্র হয় এবং অন্যান্য ঋতুকাল অপেক্ষা এরূপ পৃথক হয় যে, দশখানি রেশমবস্ত্রের মধ্য দিয়াও ইহারা যাইতে পারে।

যাঁহারা কীট পতঙ্গাদির জীবন রক্ষণে ইচ্ছুক, তাঁহারা যে কোন উপায়ে হৌক, উহাদিগকে মুক্ত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে থালা বা রেশমের ছাঁকনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী, ভারতবর্ষে তাম্রের পাত্র নির্ম্মিত হয়; এই সকল বিষয়ে কেহ যেন অমনোযোগী না হন।

মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরস্থ ছাঁকনিগুলি বা পরিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত জল স্পর্শ করিবেন না। নিম্নশ্রেণীস্থ যতিগণ যে জল ইচ্ছা গ্রহণ বা পান করিতে পারেন; তবে অসময়ে জলপানের ইচ্ছা হইলে, তাঁহারা যেন পরিষ্কার ছাঁকনি ও শুদ্ধ পাত্রাদি ব্যবহার করেন। প্রাণী হত্যা করা পাপ এবং বুদ্ধদেব ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

এই শেষোক্ত নিষেধাজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং এই অপরাধকে দশবিধ অপরাধের শীর্ষে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে কেহ যেন অমনোযোগী না হন। যতিগণের ব্যবহার্য্য ছয়টী দ্রব্যের (১) মধ্যে ছাঁকনি অন্যতম এবং ইহা ব্যতীত কার্য্য চলিতে পারে না। ছাঁকনি ব্যতীত কেহ যেন পর্য্যটনে বহির্গত না হন। যদি কোন শ্রমণ অবগত হন যে, কোন সঙ্ঘারামের যতিগণ জল পরিষ্কৃত করেন না, তবে তিনি যেন সে স্থানে আহার্য্য গ্রহণ না করেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি পর্য্যটক ক্ষুধা বা তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে তাহাও পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রাত্যহিক জল ব্যবহারের জন্য, উহা দৈনিক পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ ছাঁকনি ব্যবহার করেন, কিন্তু তন্মধ্যস্থ কীট পতঙ্গাদির প্রাণরক্ষায় যত্নবান হন না। কেহ কেহ প্রাণিহত্যার বিরোধী হইলেও কি প্রকারে প্রাণী রক্ষা করিতে হয়, তাহা অবগত নহেন। কেহ কেহ কূপের মুখে ছাঁকনি উল্টাইয়া দেন। কীটগুলি গভীর কূপের জলে পড়িয়া নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ গোলাকার ছাঁকনি প্রস্তুত করেন—ইহাতে মাত্র দুই

(১) দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'পাইট" জল ধরিতে পারে। যে রেশম দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়, উহা পাতলা ও অমসৃণ এবং ইহা ব্যবহার কালে কেহই কীটের অনুসন্ধান করেন না, কিন্তু ইহা পাত্রের এক পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিয়া, অপর ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

এবম্প্রকারে কেহ কেহ জীব রক্ষা বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য রাখে না এবং প্রত্যহ পাপগ্রস্ত হয়। শিক্ষক ছাত্রকে এইরূপ ভ্রান্ত শিক্ষা দেন, অথচ মনে করেন যে, বুদ্ধদেব কর্তৃক অনুমোদিত ধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছেন। ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখের ও আক্ষেপের বিষয়। প্রত্যেকের পক্ষেই জলপরীক্ষার্থ পাত্র রাখা ও প্রত্যেক স্থানেই জীবন রক্ষাকারী পাত্র থাকা আবশ্যক।

অষ্টম অধ্যায়

দন্ত-ধাবনার্থ কাষ্ঠ ব্যবহার

প্রত্যহ প্রাতে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া তদ্দারা দন্ত ও জিহ্বার মল বিশেষ যত্ন সহকারে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। হস্ত ধৌত ও দন্ত পরিষ্কার করণান্তে নমস্কার করা বিধেয়; নতুবা যিনি নমস্কার গ্রহণ করেন ও যিনি নমস্কার করেন উভয়েই দোষী হইয়া থাকেন। দন্তকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হয়; কদাপি অষ্টাঙ্গুলির কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা আকারে কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায়। ইহার একপ্রান্ত ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিবে এবং পরে দন্ত পরিষ্কার করিবে। কেহ যদি অনিবার্য্যকারণ বশতঃ দন্তধাবন কালে শিক্ষকের নিকটে উপনীত হন, তবে বাম হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত রাখিবেন।

পরে ঐ কাষ্ঠ চিরিয়া ও উহা বক্রভাবে রাখিয়া জিহ্বা মার্জ্জনা করিবেন। দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত লৌহ বা তাম্র নির্ম্মিত কয়েকটী দন্ত খুঁটিবার যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। অথবা বংশের বা কাষ্ঠের ক্ষুদ্র দণ্ড (কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় চেপ্টা এবং একদিক সুতীক্ষ্ণ) দন্ত বা জিহ্বা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহাতে মুখমণ্ডলে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে; ব্যবহারান্তে দন্তকাষ্ঠ ধৌত করিয়া নিক্ষেপ করিবে।

দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অথবা জল বা নিষ্ঠীবন ফেলিবার পূর্ব্বে অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার তুড়ি দিবে অথবা দুইবারের অধিকবার কাসিবে; অন্যথা দোষী হইতে হয়। বৃহৎ কাষ্ঠ হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কাষ্ঠ অথবা বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা হইতে অথবা "এলম্"

বৃক্ষ, বা লতাতুঁত, পীচ, হুয়াই (১), বা উইলোবৃক্ষের শাখা হইতে পূর্ব্বেই দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে হইবে। সদ্যঃপ্রস্তুত দন্তকাষ্ঠগুলি অপরকে দান করিবে ও শুষ্কগুলি নিজের ব্যবহারে লাগাইবে।

নিম্নশ্রেণীর শ্রমণগণ ইচ্ছানুযায়ী দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর যতিগণের দন্তকাষ্ঠ একদিকে থেঁতলাইয়া নরম করিয়া দিতে হইবে। যেগুলি তিক্ত বা কষায়রসের অথবা যেগুলি চর্ব্বণ করিলে কার্পাসের ন্যায় হয়, সেই সকল দন্তকাষ্ঠই উত্তম। উত্তরস্থ "বার-উইড্"ই কাষ্ঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা দন্ত সবল করে, মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে, আহার্য্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং বুকজ্বালা নিবারণ করে। এই দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ এক পক্ষ মধ্যে দূরীভূত হয়। অগ্রদন্ত বা দন্তপীড়া একমাসে আরোগ্য হয়। বিশেষরূপে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ ও দন্তগুলি পরিষ্কার করিবে এবং মুখাভ্যন্তরে জল বহির্গত হইলে প্রচুর জল দ্বারা মুখ ধৌত করিবে। ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। একবার নাসারন্ধ্র দ্বারাও জল গ্রহণ করিবে। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন এই প্রকারেই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। জলপান করাও উত্তম। এই সকল প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় না। দন্তের মূলে পুঞ্জীকৃত মল পরিস্কৃত করিতে হইবে। উষ্ণ জলে দন্ত ধৌত করিলে চিরকালের জন্য মল দূরীভূত হইবে। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় বলিয়া ভারতবর্ষে দন্তপীড়া কম।

"উইলো"বৃক্ষের শাখাকে দন্তকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অন্যায়। ভারতবর্ষে উইলোবৃক্ষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। যদিও অনুবাদকগণ সাধারণতঃ এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দৃষ্টান্ত স্বরূপ

(১) "Sophora Japonica."

বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত দন্তকাষ্ঠ উইলোবৃক্ষ নহে। আমি স্বচক্ষে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা দেখিয়াছি উহা উইলো নহে। আমি ইহা অপেক্ষা আর কোন সুন্দর প্রমাণ চাহি না এবং আমার পাঠকবর্গের ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু আমরা নির্ব্বাণসূত্রে এইরূপ পাঠ করিয়াছি "যে সময়ে তাহারা দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিতেছিল।"

কেহ কেহ চীনে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করেন, কিন্তু দন্ত ধৌত করিতে জানেন না। এরূপ কথিত আছে যে, দন্তকাষ্ঠের রস পান করিয়া ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এবম্প্রকারে তাহারা পবিত্র হইতে ইচ্ছা করিয়া অপবিত্র হয়। এক ক্ষুদ্র ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষী হইয়া তাহারা বৃহৎ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তাহারা কি ইহা অবগত নহে? তর্ক করা বৃথা। ভারতবর্ষের পাঁচ ভাগেই দন্ত-কাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবার প্রথা প্রচলিত। তিন বৎসরের বালককেও ইহা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা এবং তদ্দেশীয় আচার এক। আমি উক্ত প্রকারে চীন ও ভারতবর্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে এই রীতি অবলম্বন করা উচিত কি না তাহা প্রত্যেকেই বিচার করিবেন।

নবম অধ্যায়

উপবাস সম্বন্ধীয় নিয়ম

ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যে ভাবে শ্রমণগণের নিমন্ত্রণ সংক্রান্ত আচার প্রচলিত আছে, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। ভারতবর্ষে, গৃহস্বামীই সর্ব্বাগ্রে শ্রমণগণের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। উপবাস দিবসে তিনি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্ধারিত সময়ের কথা নিবেদন করেন।

আহারাদির পাত্র ও শ্রমণগণের বসিবার আসন অবস্থানুযায়ী প্রস্তুত হয়। সঙ্ঘের ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্ঘ হইতে আনীত হইতে পারে অথবা ঐগুলি গৃহস্বামী কর্ত্তৃকও প্রদত্ত হইতে পারে। সাধারণ নিয়মানুযায়ী, তাম্রপাত্রই ব্যবহৃত হয় এবং এই গুলি উত্তম ভস্ম দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়। প্রত্যেক শ্রমণ এক এক খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন। এই আসনগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত হয় যে একজন অপরকে স্পর্শ করিতে পারেন না। কাষ্ঠাসনের বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যবহৃত না হইলে মৃৎপাত্র ব্যবহারও দূষণীয় নহে। একবার ব্যবহৃত হইলে এই গুলি পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষেপ করা হয়; ব্যবহৃত পাত্র কোন ক্রমেই যেন রক্ষিত না হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষে রাজপথের সন্নিকটস্থ ভিক্ষাপ্রদানের স্থানে প্রচুর পরিত্যক্ত পাত্র দৃষ্ট হয়। এইগুলি দ্বিতীয় বার ব্যবহৃত হয় না। চীনের অন্তর্গত সিয়াং-ইয়াংয়ে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র একবার ব্যবহৃত হইলেও রক্ষিত হইতে পারে। ভারত-

বর্ষে পূর্ব্বে "পোর্সিলেন" ছিল না। পোর্সিলেন পাত্রগুলি মীনা করা হইলে পরিষ্কৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বণিক্‌গণ কোন কোন সময় লাক্ষা নির্ম্মিত পাত্র ভারতবর্ষে আনয়ন করেন; দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এইগুলিতে গন্ধ হয় বলিয়া রন্ধনপাত্র রূপে ব্যবহার করেন না। কিন্তু কোন কোন সময় তাহারা তৈলের গন্ধ দূরীভূত করিবার জন্য ভস্মদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহার করে। কাষ্ঠপাত্রগুলি কদাচিৎ আহার্য্য গ্রহণের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তবে নূতন হইলে একবার ব্যবহৃত হইতে পারে। বিনয়াপিটকানুসারে ইহা কদাচ দুই বার ব্যবহৃত হইতে পারে না।

গৃহস্বামীর আহার-গৃহের ভূমি গোময় দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া নিয়মানুযায়ী তথায় ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন স্থাপন ও পরিষ্কৃত পাত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল রক্ষা করিতে হইবে। শ্রমণগণ উপনীত হইয়া অঙ্গাবরণ বন্ধনী উন্মুক্ত করিবে। প্রত্যেকের সম্মুখে পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। জল পরীক্ষা করিয়া যদি উহাতে কীটাদি না থাকে, তবে তাঁহারা, তদ্দ্বারা পদদ্বয় ধৌত করিয়া আসন গ্রহণ করিবেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর ও সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে আগমন করিলে গৃহস্বামী সময় লক্ষ্য করিয়া নিবেদন করিবেন যে, সময় হইয়াছে। তখন প্রত্যেক শ্রমণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গাবরণের প্রান্তভাগদ্বয় সম্মুখে বন্ধন করিয়া পরিচ্ছদের প্রান্তভাগের দক্ষিণাংশ বামদিকে ধারণ করিবেন। পরে তাঁহারা মৃত্তিকা বা বেসন দ্বারা হস্তধৌত করিবেন এবং গৃহস্বামী বা তাঁহারা স্বয়ং কুণ্ডী হইতে জল গ্রহণ করিবেন; যে প্রকারে সুবিধা হয় ইহা সেই ভাবেই করিতে হইবে। তখন তাঁহারা নিজ নিজ আসনে প্রত্যাবর্ত্তন

করেন। আহার্য্য গ্রহণের পাত্র অভ্যাগতগণকে প্রদান করিলে তাঁহারা ঐগুলি অল্পজলসহকারে ধৌত করেন। ইতোমধ্যে গৃহস্বামী স্বীয় হস্ত ও পদ ধৌত করিয়া প্রথমে অর্হৎগণের উদ্দেশ্যে খাদ্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া পরে শ্রমণগণকে প্রদান করেন। হারীতীকে সর্ব্বশেষে আহার্য্য নিবেদন করা হয়।

এই হারীতী পূর্ব্বজন্মে রাজগৃহের সকল শিশুকে ভক্ষণ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। এই দুষ্ট প্রতিজ্ঞার জন্য তিনি জীবনান্তে যক্ষিণীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাঁচশত সন্তান প্রসব করেন। প্রত্যহ তিনি কতকগুলি করিয়া শিশু ভক্ষণ করিতেন। সকলে বুদ্ধকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি হারীতীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানটীকে হরণ করিয়া লুক্কায়িত রাখিলেন। হারীতী সর্ব্বত্র সন্তানের অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে বুদ্ধের নিকটে নিজ সন্তান দেখিতে পাইলেন। পৃথিবী-পতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রিয়তম সন্তানটীর জন্য কি তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছ? পাঁচশত সন্তানের মধ্যে তুমি একটী মাত্র হারাইয়া দুঃখিত হইয়াছ! যাহারা তোমার প্রতিজ্ঞার জন্য একমাত্র সন্তান হারাইয়াছে তাহারা কিরূপ দুঃখিত হইয়াছে?" তথাগত বুদ্ধ কর্ত্তৃক শীঘ্রই দীক্ষিত হইয়া তিনি পঞ্চশীল গ্রহণান্তর উপাসিকা হইলেন (১)। তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আমার পাঁচশত সন্তান কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন—"প্রত্যেক সঙ্ঘারামে যেস্থানে ভিক্ষুগণ বাস করেন, তথায় তোমার পোষ্যবর্গ প্রত্যহ প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হইবে।" এই কারণেই সকল ভারতীয় সঙ্ঘারামের সম্মুখে অথবা আহার-কক্ষের কোণে হস্তে একটী ও চতুষ্পার্শ্বে তিন

(১) ধর্ম্মপ্রচারের ষোড়শ বৎসরে এই ঘটনা ঘটে।

চারিটী শিশু পরিবেষ্টিতা হারীতীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রত্যহ এই মূর্ত্তির সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য নিবেদন করা হয়। হারীতী স্বর্গস্থ চতুর্ম্মহারাজ দেবের প্রজা। ইহার ধন দান করিবার ক্ষমতা আছে। বন্ধ্যাগণ ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সন্তানবতী হয়। বিনয়পিটকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি ইহা সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছি। চীনে হারীতী মাতার মূর্ত্তি পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে।

বৃহৎ বৃহৎ ভারতীয় সঙ্ঘারামে, পাকশালাস্থ স্তম্ভের পার্শ্বে অথবা চন্দ্রাতপের পুরোভাগে দুই কি তিন ফীট উচ্চ দারুময় মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট, ইহার হস্তে সুবর্ণের থলি এবং একটী পদ মৃত্তিকা সংলগ্ন, সর্ব্বদাই তৈলসিক্ত করা হয় বলিয়া ইহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ। এই মূর্ত্তিকে মহাকাল বলা হয়। প্রাচীন কিংবদন্তী এইরূপ যে, মহাকাল পূর্ব্বে মহেশ্বরের ভৃত্য ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই ত্রিরত্নকে শ্রদ্ধা করেন এবং পঞ্চ পরিষদকে দুঃখ হইতে রক্ষা করেন। ইহার নিকট প্রার্থনা করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পাকশালায় আহার্য্য পরিবেশনকারিগণ তাঁহাকে দীপ ও গন্ধ দ্রব্য নিবেদন করে এবং সকল প্রকার খাদ্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করে। আমি এক সময় বন্ধন সঙ্ঘারামে (১) গমন করিয়াছিলাম। বুদ্ধ ইহার সন্নিকটস্থ স্থানে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তথায় শতাধিক অতিথি আহার গ্রহণ করেন। বসন্ত ও হেমন্ত ঋতুতে (তীর্থ যাত্রার এই দুইটীই প্রশস্ত সময়) অকস্মাৎ অনেক তীর্থযাত্রী এই সঙ্ঘারামে

(১) সম্ভবতঃ কুশীনগরের কোন বিহার।



কুবের ও হারীতি

উপনীত হন। এক সময়, হঠাৎ দ্বিপ্রহর কালে এই স্থানে পাঁচ শত অতিথি উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্য আহার প্রস্তুত করিবার সময় ছিল না। অধ্যক্ষ পাচকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রকারে এক্ষণে আহার প্রদান করিব ?" সঙ্ঘের জনৈক ভৃত্যের বৃদ্ধ মাতা বলিলেন, "এজন্য চিন্তিত হইবেন না, ইহা অস্বাভাবিক নহে।" তৎক্ষণাৎ উক্তা স্ত্রীলোক প্রচুর পরিমাণে গন্ধ দ্রব্য প্রজ্জ্বলিত ও মহাকালের সম্মুখে আহার স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "যদিও সেই মহর্ষি নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন, তথাপি আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। এক্ষণে এই পবিত্র স্থান দর্শনার্থ অনেক তীর্থযাত্রী সমবেত হইয়াছেন। আমাদের প্রস্তুত আহার্য্য যেন অল্প না হয় ; ইহা আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত নহে। আপনি দয়া প্রকাশে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।" তখন অভ্যাগতগণকে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল, ও সঙ্ঘারামস্থ শ্রমণগণের জন্য প্রস্তুত আহার্য্য সামগ্রী হইতে উপস্থিতগণের উদর-পূরণান্তেও অবশিষ্ট রহিল। সকলেই "উত্তম" বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং মহাকালের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি স্বয়ং ঐ স্থানে পূজা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম ; তজ্জন্যই আমি ঐ দেবতাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মূর্ত্তির সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য নিবেদিত হইয়াছিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উপরিউক্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছিল। চীনে কিয়াং-নান্ জেলায় এই মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় ; কিন্তু, হুই-পো জেলায় দৃষ্ট হয় না। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই দেবতার অভীষ্ট সাধনের ক্ষমতা অপরিসীম।

গয়ার সন্নিকটস্থ মহাবোধি মন্দিরস্থ মহামুচিলিন্দ নাগেরও এই প্রকার ক্ষমতা আছে।

নিম্নলিখিত প্রকারে আহার্য্য পরিবেশন করা হয়ঃ—সর্ব্ব প্রথমে পত্রে করিয়া একখানি আদা ও কিঞ্চিৎ লবণ প্রদত্ত হয়। যিনি লবণ পরিবেশন করেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থবিরের সম্মুখে হাঁটু-গাড়িয়া ও হস্ত প্রসারিত করিয়া "সম্প্রাগতম্" উচ্চারণ করেন। তখন উক্ত স্থবির মহাশয় সকলকে তুল্যরূপে আহার্য্য পরিবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

"সম্প্রাগতম্" শব্দটী দ্বারা উত্তম আহার্য্য ও আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝায়। এক সময়ে সশিষ্য বুদ্ধকে বিষাক্ত খাদ্য প্রদান করা হইলে, তিনি সকলকে ঐ শব্দটি উচ্চারণ করিতে আদেশ করেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে উহা আহার করেন এবং খাদ্যস্থ বিষ পুষ্টিকর আহার্য্যে পরিণত হয়। সুতরাং এই হিসাবে শব্দটী দ্বারা যে শুভাগমন বুঝায় তাহা নহে; ইহা একটী গূঢ় সূত্রও বটে। এই শব্দটী যে ভাবে ইচ্ছা উচ্চারণ করা যায়। চীনের পিং ও কান্ জিলায় কেহ কেহ "সি-চি" উচ্চারণ করেন—পূর্ব্বোক্ত সম্প্রাগতম্ শব্দটীর সহিত এ শব্দটীরও সাদৃশ্য আছে।

শ্রমণগণ একই শ্রেণীতে উপবেশন করেন। পরিবেশনকারী হস্তে পাত্র, পিষ্টক ও ফল লইয়া নম্রভাবে প্রণাম করেন এবং আহার গ্রহণকারীর হস্ত হইতে এক বিতস্তি দূরে ঐগুলি স্থাপন করেন। যদি অন্যভাবে কোন খাদ্য পরিবেশন করা হয়, তবে তাহা গ্রহণীয় নহে। পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আহার করিতে হয়; সকলের আহার্য্য স্থাপন করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা বিধেয় নহে।

সকলের সম্মুখে আহার স্থাপন না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। বুদ্ধের এরূপ কোন আদেশও নাই যে, আহারান্তে সকলে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিবে।

পরে শুষ্ক তণ্ডুল ও দ্বিদল মিশ্রিত খাদ্য উষ্ণ মাখন সহ প্রদত্ত হইবে। এইগুলি অঙ্গুলিদ্বারা মিশ্রিত করিতে হইবে। অভ্যাগতগণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহার গ্রহণ করিবেন, দক্ষিণ হস্ত উদরের মধ্যভাগের ঊর্দ্ধদেশে উঠিবে না। অতঃপর পিষ্টক, ফল, ঘৃত ও শর্করা পরিবেশন করিতে হইবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির তৃষ্ণা পাইলে শীতল জল প্রদত্ত হইবে। শীত বা গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই এইরূপ করিতে হইবে। প্রাত্যাহিক জীবনে ও নিমন্ত্রণ কালে এইরূপই করা হয়।

উপবাসের দিনও এইভাবে এত প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য প্রদত্ত হয় যে, আহারান্তেও পাত্রে পিষ্টক ও অন্ন থাকে ; ঘৃত ও পণীর যথেচ্ছা পরিমাণে গৃহীত হইতে পারে।

বুদ্ধের সময়ে রাজা প্রশেনজিৎ (১) সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া এরূপ পরিমাণে তাঁহাদিগকে পানীয়, আহার্য্য, ঘৃত, পনীর ইত্যাদি প্রদান করেন যে, উহা ভূমি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিনয়পিটক সংক্রান্ত পুস্তকে এই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যখন আমি প্রথমে পূর্ব্ব ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তিতে উপনীত হই, তখন আমি কতিপয় শ্রমণকে সামান্য ভাবে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সকলে আমাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে নিষেধ করিলেন। "অভ্যাগতগণের আবশ্যকীয় খাদ্য প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে, কিন্তু চিরাচরিত

(১) কোশল-রাজ।

নিয়মানুযায়ী অতি প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক। কেবল উদরপূরণের উপযোগী আহার প্রস্তুত হইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে আপনি একটী মহাদেশ হইতে আসিয়াছেন এবং সেই দেশে প্রত্যেক স্থানই সমৃদ্ধি সম্পন্ন; যদি আপনি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করিতে না পারেন, তবে আপনি নিমন্ত্রণ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করুন।"

সুতরাং আমি তদ্দেশীয় আচার অবলম্বন করিলাম,—ইহা একেবারে অন্যায় নহে; কারণ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার ইচ্ছা হইলে, পুরস্কারও সেই পরিমাণে প্রচুর হইবে। দরিদ্র ব্যক্তি আহারান্তে তাঁহার অবস্থানুযায়ী উপহার প্রদান করেন। আহারান্তে যে জল দ্বারা মুখ ধৌত করা হয়, সেই জল পান করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ হস্ত প্রক্ষালন করিবার জন্য পাত্র হইতে জল ঢালিতে হইবে। এরূপ করিবার পরে আসন ত্যাগ করিতে হইবে। ঐ সময় অপরকে দান করিবার জন্য একমুষ্টি পরিমিত খাদ্য লইতে হইবে। এই খাদ্য যাহারই হৌক বুদ্ধ ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আহার গ্রহণের পূর্ব্বে আহার্য্যদান বিনয়ানুমোদিত নহে। অধিকন্তু মৃতের উদ্দেশ্যে এক পাত্র আহার্য্য নিবেদন করিতে হয়। এই প্রথা গৃধ্রকূটে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত এক মুষ্টি পরিমিত খাদ্য স্থবিরের সম্মুখে আনয়ন করিয়া জানু পাতিয়া বসিতে হইবে; স্থবির কয়েক বিন্দু জল উহার উপর নিক্ষেপ করিয়া নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করিবেন—"আমরা যে সকল পুণ্যকার্য্য করিতে যাইতেছি, তদ্দ্বারা যেন ভৌতিক জগতের উপকার করিতে পারি এবং প্রেতগণ যেন মৃত্যুর

পরে পুনরায় সুখপ্রদ জন্মগ্রহণ করিতে পারে। বোধিসত্ত্বের কার্য্যের জন্য সুখ আকাশের ন্যায় অনন্ত। যিনি অপরের উপকার সাধন করেন, তিনি বোধিসত্ত্বের ন্যায় সুখার্জ্জন করেন। প্রত্যেকে যেন চিরকাল এইরূপ কার্য্য করেন।"

ইহার পরে ঐ আহার্য্য আনয়ন করিয়া কোন গুপ্ত স্থানে—যথা বনে, কুঞ্জে, নদীতে, অথবা পুষ্করিণীতে—মৃতের উদ্দেশ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

চীনের ইয়াং-সী এবং হুয়াই প্রদেশের অধিবাসীরা উপবাস দিবসে একপাত্র অধিক খাদ্য প্রস্তুত করে; ইহা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রথা।

উল্লিখিত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে দানপতি অভ্যাগতগণকে দন্তকাষ্ঠ ও পরিষ্কৃত জল প্রদান করেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে মুখধৌত করিতে হইবে। বিদায় কালে নিমন্ত্রিত যতিগণ বলিবেন "যে সকল পুণ্যকার্য্য সাধিত হইয়াছে, উহা আমি অনুমোদন করিলাম।"

প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে একটী করিয়া গাথা পাঠ করেন, কিন্তু আহারান্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রকার আচার প্রতিপালনের বিধি নাই। শ্রমণগণ উচ্ছিষ্ট লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; তাঁহারা একটী বালককে ইহা লইয়া যাইতে আদেশ দিতে পারেন অথবা অভাবগ্রস্তকেও দান করিতে পারেন। দুর্ভিক্ষের বৎসর হইলে এবং গৃহস্বামী নীচান্তঃকরণ বিশিষ্ট হইলে, উহা লইয়া যাইতে পারা যাইবে কিনা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ঐ সকল উচ্ছিষ্ট গৃহস্বামীর গ্রহণের কোন বিধি নাই। ভারতবর্ষে উপবাস দিনে সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হয়।

কোন কোন সময় শিষ্টাচার বিধিতে দুই এক স্থলে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; গৃহস্বামী পূর্ব্বেই পবিত্র মূর্ত্তি সমূহ স্থাপন করেন এবং দ্বি-প্রহরের সময় সকল অভ্যাগত ব্যক্তিকে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে এই সকল মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যান করিতে হয়। তৎপরে তাঁহারা আহার করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সময়ে অভ্যাগতগণ একজন যতিকে মূর্ত্তি পূজা ও উচ্চৈঃস্বরে বুদ্ধের গুণকীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। তিনি জানু পাতিয়া যুক্তকরে ঐরূপ করেন।

উপরিউক্ত নির্ব্বাচিত যতি কেবল বুদ্ধের গুণাবলী প্রচার করিবেন। দানপতি বিশেষ মনোযোগ ও সম্মানসহকারে দীপ নিবেদন ও পুষ্পদল বিকীর্ণ করেন। তিনি যতিগণের পদ সুগন্ধিচূর্ণ দ্বারা মর্দ্দন করেন এবং প্রচুর পরিমাণে গন্ধদ্রব্য প্রজ্বলিত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে একের পর অন্যে গন্ধদ্রব্য প্রজ্বলিত করেন না।

গৃহস্বামী ইচ্ছা করিলে গীতবাদ্য সহকারে দ্রব্যাদি নিবেদন করা হয়। তৎপরে আহার আরম্ভ হয়; আহার সমাপনান্তে পাত্রে করিয়া প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মুখে জল রক্ষা করিতে হয়। তৎপরে স্থবির মহোদয় গৃহস্বামীর মঙ্গলার্থে ক্ষুদ্র দান-গাথা উচ্চারণ করেন। ভারতীয় আহার গ্রহণের দ্বিতীয় প্রথার সহিত তদ্রূপ করণের নানারূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমি বিনয়ানুমোদিত খাদ্য গ্রহণ বর্ণনা করিব।

"পঞ্চভোজনীয়ম্' এবং 'পঞ্চখাদনীয়ম্' কথা দুইটী অনেক সময় বিনয়ে উল্লিখিত হয়। ভোজনীয়ম্ অর্থাৎ যে খাদ্য কোমল এবং খাদনীয়ম্ অর্থাৎ যে খাদ্য কঠিন। পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচ সুতরাং উপরি-উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ পাঁচপ্রকার খাদ্য। পঞ্চভোজনীয় গুলি এই—

(১) তণ্ডুল, (২) যব ও দ্বিদলসিদ্ধ (৩) রুটী (৪) মাংস (৫) পিষ্টক। পঞ্চ খাদনীয়ম্ (১) মূল (২) বৃন্ত (৩) পত্র (৪) পুষ্প (৫) ফল। প্রথম পাঁচটী আহার করিলে, দ্বিতীয় পাঁচটী গ্রহণ করা বিধেয় নহে; কিন্তু প্রথমে দ্বিতীয় পাঁচটী গ্রহণ করিলে ইচ্ছানুসারে প্রথম দ্রব্যগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দুগ্ধ, নবনী প্রভৃতিকে উপর্য্যুক্ত দুই প্রকার দ্রব্যের বহির্ভূত মনে করিতে পারি; কারণ বিনয়ে এই গুলির উল্লেখ নাই সুতরাং দুগ্ধ প্রভৃতি, পবিত্র খাদ্যের অন্তর্ভূত নহে।

গোধূমচূর্ণদ্বারা প্রস্তুত কোন খাদ্য যদি এরূপ কঠিন হয় যে, তাহাতে চামচ স্থাপন করিলে চামচ খানি কোনদিকে না হেলিয়া ঠিক সোজা হইয়া থাকে, তবে এরূপ খাদ্যকে পিষ্টকের অন্তর্ভূত করিতে হইবে। জল মিশ্রিত গোধূমচূর্ণ উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা কঠিন হইলে, যদি উহার উপরিভাগে অঙ্গুলি চিহ্ন করা যায়, তবে উহাকে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার খাদ্যের অন্তর্ভূত করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশের সীমা অসীম ও দূরবর্ত্তী; সাধারণতঃ, মধ্যভারত হইতে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি সীমা চারিশত যোজন; ইহার মধ্যে বহুদূরস্থিত প্রান্ত সীমা অন্তর্ভূত করা হয় নাই। যদিও আমি স্বয়ং ভারতবর্ষের এই সকল অংশই দর্শন করি নাই, তথাপি যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি।

সকল প্রকার খাদ্যই নানাপ্রকারে উত্তম রূপে প্রস্তুত করা যায়। উত্তর ভারতে প্রচুর গোধূম উৎপন্ন হয়; পশ্চিমাংশে তণ্ডুল বা যবই অন্যান্য খাদ্যাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়; মগধে (অর্থাৎ মধ্য ভারতে) গোধূম দুষ্প্রাপ্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে

তণ্ডুল পাওয়া যায় ; দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে মগধের ন্যায় দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ ও নবনীত সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। পিষ্টক ও ফল এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, এই স্থানে উহাদের সংখ্যা বর্ণনা করা যায় না। যতিগণের কথা দূরে থাকুক সাংসারিক লোকেও কোন দিন মাংস বা মেদ ব্যবহার করে না। প্রত্যেক প্রদেশেই প্রচুর তণ্ডুল পাওয়া যায়। সুমিষ্ট তরমুজ, ইক্ষুদণ্ড ও কন্দ সুপ্রচুর। সরিষাও যথেষ্ট, ইহা দুই প্রকার বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ, অন্যপ্রকার শ্বেতবর্ণ। সম্প্রতি চীনদেশে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয় এবং খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধি বৃদ্ধির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্রও ব্যবহার করা হয় ; তবে ইহার মূল কঠিন, চীনদেশীয় মূলের ন্যায় কোমল নহে। চীনের বীজ ভারতবর্ষের বীজ হইতে বৃহৎ এবং উহাকে সরিষার বীজ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। কমলালেবুর বৃক্ষ যেরূপ ইয়াংশি নদীর উত্তরে নীত হইলে কণ্টক বৃক্ষে পরিণত হয়, ইহাও সেইরূপ।

নালন্দা সঙ্ঘারামে বাসকালে আমি এই বিষয়ে ধ্যান-শিক্ষক (প্রজ্ঞা-দেব) উ-হিংয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই এবং একপ্রকার বীজ হইতে অন্য প্রকার বীজ পৃথক করিতে সমর্থ হই নাই। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের অধিবাসীরাই পলাণ্ডু ভক্ষণ অথবা অপক্ক শাক আহার করে না এবং সেই জন্য তাহারা অজীর্ণপীড়ায় কষ্ট পায় না। উদর ও অন্ত্র সবল থাকে এবং ভারতবাসীদের দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হয় না।

দক্ষিণ সমুদ্রের দশটী দ্বীপে উপবাস দিবসে নিমন্ত্রণ বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হয়। প্রথম দিনে গৃহস্বামী একটী শুপারী, সুগন্ধি তৈল এবং পাত্রের উপরিস্থ পত্রে সামান্য পরিমাণে চাউল-চূর্ণ স্থাপন করেন; এই তিনটী দ্রব্য শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত টেবিলের উপরে স্থাপন করা হয়; সুবর্ণের পাত্রে পানীয় জল রক্ষিত হয় এবং এই টেবিলের সম্মুখস্থ স্থান জল দ্বারা ধৌত করা হয়। এই সকল সমাধা হইলে শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শেষ দিবসের প্রান্তে শ্রমণগণকে তৈলমর্দ্দন করিয়া স্নান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয় দিবসের দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইলে, সঙ্ঘারাম হইতে একটী বুদ্ধমূর্ত্তিকে শকট বা পাল্কিতে করিয়া গৃহস্বামীর আঙ্গিনায় লইয়া যাওয়া হয়। বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে বহু সংখ্যক যতি ও অন্যান্য ব্যক্তি বাদ্যধ্বনি, গন্ধ ও পুষ্পোপহার এবং সূর্য্যালোক-দীপ্ত পতাকাসহ গমন করিতে থাকেন। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নদেশে সুবর্ণ বা তাম্র নির্ম্মিত সুসজ্জিত বুদ্ধমূর্ত্তিকে সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা মর্দ্দন করিয়া জলমধ্যে স্থাপন করা হয়। উপস্থিত সকলেই বুদ্ধমূর্ত্তিকে গন্ধোদকদ্বারা ধৌত করেন। পরে সুগন্ধি দ্বারা বুদ্ধমূর্ত্তি মুছিয়া, ইহাকে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কক্ষে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় ইহাকে দীপ ও গন্ধ দ্রব্য সহকারে গ্রহণ করা হয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাসূচক স্তোত্র পাঠ করা হয়। অতঃপর স্থবির মহোদয় ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এরূপ নিমন্ত্রণ কিরূপ ফলদায়ক, সেই সম্বন্ধে দানগাথা আবৃত্তি করেন। তৎপরে যতিগণকে হস্ত ও মুখ প্রক্ষালনার্থ গৃহের বহির্দ্দেশে লইয়া যাওয়া হয় এবং এই ব্যাপার সম্পন্ন হইলে তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত পানীয় ও শুপারী প্রদান করা হয়। অতঃপর তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করেন।

তৃতীয় দিবসে পূর্ব্বাহ্নে, গৃহস্বামী সঙ্ঘারামে গমন করিয়া যতিগণকে নিবেদন করেন যে, সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে, তাঁহারা অবগাহনান্তে আনন্দজনক গৃহে সমাগত হন। এই সময়েও বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা করা হয়; তবে বুদ্ধমূর্ত্তির স্নানোৎসব সংক্ষেপে সাধিত হয়। কিন্তু পুষ্প, গন্ধোপহার ও বাদ্যধ্বনি পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা দ্বিগুণিত হইয়া থাকে। বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রচুর উপহার রক্ষা করিয়া ইহার উভয় পার্শ্বে পাঁচটী কি দশটী বালিকা এবং সুবিধানুযায়ী কয়েকটী বালককেও স্থাপন করা হয়। ইহাদের কেহ গন্ধ দ্রব্য প্রজ্জ্বলিত করিবার আধার, কেহ সুবর্ণ নির্ম্মিত জলপাত্র, কেহ প্রদীপ, কেহ সুগন্ধি দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া থাকে। স্নানার্থ নানারূপ দ্রব্য যথা—দর্পণ, দর্পণ রক্ষা করিবার পাত্র প্রভৃতি বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে আনয়ন করা হয়। আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কি উদ্দেশ্যে আপনারা এরূপ করিতেছেন?" তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন, "আমরা এই পুণ্যক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিতেছি; যদি এক্ষণে উপহার প্রদান না করি, তবে ভবিষ্যতে কি প্রকারে পুরস্কার অর্জ্জন করিব?" প্রকৃতপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইহা উত্তম কার্য্য। তৎপরে অনুরোধানুযায়ী একজন যতি বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া বুদ্ধের গুণাবলী সংক্রান্ত ভজন গান করেন। অতঃপর অন্য দুই জন যতি বুদ্ধমূর্ত্তির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া একপৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত সূত্র পাঠ করেন। এই সময়ে তাঁহারা বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পুরস্কারের জন্য ঐ মূর্ত্তির চক্ষু চিহ্নিত করেন। তৎপরে যতিগণ গৃহের এক প্রান্তে গমন করিয়া নিজ নিজ কাষায় বস্ত্র ভাঁজ করিয়া উহার প্রান্তদ্বয় বক্ষস্থলে বন্ধনপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আহারার্থ উপবেশন করেন।



বজ্রসত্ত

নেপাল

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আহারের স্থানে গোময় লেপন, জল পরীক্ষা, পদধৌত করা এবং খাদ্য ভোজন ও পরিবেশন ব্যাপার সমূহ ভারতবর্ষেরই ন্যায় প্রচলিত। তবে দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জে শ্রমণগণ তিন প্রকার পবিত্র মাংসও ভোজন করেন। অনেকগুলি পত্র একত্র করিয়া উপবেশনার্থ ব্যবহার্য্য মাদুরের ন্যায় বৃহৎ পাত্র থালার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং এই সকল পাত্রে এক কি দুই "স্যাং" (প্রস্থ) পরিমিত পিষ্টক প্রস্তুত হয়। পরে কুড়ি কি ত্রিশ প্রকার খাদ্য তাঁহাদিগকে পরিবেশন করা হয়। এই প্রকার আহার্য্য সাধারণতঃ দরিদ্র ব্যক্তি দ্বারাই প্রদত্ত হয়। রাজন্যবর্গ বা ধনীব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিমন্ত্রণে তাম্রপাত্র, তাম্রের বাটী এবং উপরোক্ত প্রকারের পাত্রও প্রদত্ত হয় এবং শতাধিক প্রকারের আহার্য্য ও পানীয় দেওয়া হয়। এই সময়ে রাজন্যবর্গ নিজ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বিশেষ সম্মান সহকারে ভৃত্যগণের ন্যায় যতিদিগকে খাদ্যাদি পরিবেশন করেন। অত্যধিক পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করিলেও যতিগণ উহা ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন না। যদি মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্য তাঁহারা গ্রহণ করেন, তবে গৃহস্বামী সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। অপর্য্যাপ্ত আহার প্রদান করিলে তবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন। প্রত্যেক যতিকে চারি কি পাঁচ "স্যাং" ভাত ও দুই কি তিন পাত্র পিষ্টক প্রদান করা হয়। গৃহস্বামীর আত্মীয় ও প্রতিবেশীবর্গ পিষ্টক, চাউল ও শাকসব্জী প্রভৃতি নানাপ্রকার ভোজ্য আনয়ন করিয়া এই নিমন্ত্রণ ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হন। সাধারণ নিমন্ত্রণে একজনের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তিন জন লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে; বৃহত্তর ব্যাপারে প্রত্যেকের উচ্ছিষ্ট দশ

জনেও শেষ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত ভোজ্য যতিগণের ভৃত্য-গণ কর্ত্তৃক সঙ্ঘারামে নীত হইয়া থাকে।

চীনের ও ভারতবর্ষের উপবাস দিবসের আচারে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। চীনদেশে গৃহস্বামীই পরিত্যক্ত আহার্য্য সংগ্রহ করেন এবং অভ্যাগতগণ উহা লইয়া যাইতে পারেন না। যতিগণ অনিন্দনীয় ও সন্তুষ্টচেতা বলিয়া সময়ানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, এবং এই প্রকারে গৃহস্বামীর দানও অসম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু দানপতি যদি পরিত্যক্ত আহার্য্য গ্রহণ অনুচিত মনে করেন, এবং অভ্যাগতগণকে উহা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, তবে প্রত্যেকে অবস্থানু-যায়ী কার্য্য করিতে পারেন।

যতিগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে ও তাঁহাদের হস্তমুখ ধৌত করণান্তে, ভুক্তাবশিষ্ট স্থানান্তরিত ও স্থান পরিষ্কৃত করিয়া ঐ স্থানে পুষ্পাদি বিকীর্ণ করা হয়। সেই স্থানে দীপ প্রজ্বলিত ও গন্ধদ্রব্য ভস্মীভূত করিয়া বায়ু সুগন্ধি করা হয় এবং শ্রমণগণকে যাহা দান করিতে হইবে, তাহা তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। অতঃপর তাঁহাদের হস্তে সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান করা হয় এবং তাঁহারা ইহা স্বীয় স্বীয় হস্তে ঘর্ষণ করেন। পরে গুপারী, জায়ফল, লবঙ্গ ও কর্পূর বিতরিত হয়; এই সকল চর্ব্বণ করিলে মুখ সুগন্ধ, ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক ও শ্লেষ্মা দূরীভূত হয়। এই সকল সুগন্ধি ওষধি পবিত্র বারি দ্বারা ধৌত করিয়া ও পত্রে বেষ্টন করিয়া যতিগণকে প্রদান করা হয়।

অতঃপর গৃহস্বামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থবির বা সূত্রস্তোত্র-গায়কের সম্মুখে উপনীত হইয়া কুণ্ডী হইতে পাত্রে এরূপ ভাবে জল ঢালিয়া দেন যে, জলরেখা সূক্ষ্ম তাম্রযষ্টির ন্যায় অবিরল ধারায় পতিত হয়। স্থবির-

শ্রেষ্ঠ পুষ্প ও ঐ জলগ্রহণকালে দানগাথা উচ্চারণ করিতে থাকেন। প্রথমে বুদ্ধ-কথিত গাথা ও পরে অন্য-রচিত গাথা সকল আবৃত্তি করা হয়। আবৃত্তিকারীর ইচ্ছানুযায়ী এবং ঘটনানুযায়ী গাথার সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয়। তৎপরে উক্ত স্থবির মহোদয় গৃহস্বামীর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার সুখের জন্য প্রার্থনা করেন এবং বর্ত্তমান-কালে অনুষ্ঠিত উত্তম কার্য্যাবলীর ফল, মৃতব্যক্তিগণ, রাজা, নাগ ও ভূতগণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন এবং নিম্নোক্ত মর্ম্মে প্রার্থনা করেন "দেশে প্রচুর শস্য হোক ; অধিবাসী ও অন্যান্য জন্তু সুখী হোক ; শাক্যের শিক্ষা অমর হোক।" আমি অন্যত্র যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, এস্থলে উহা সেইরূপে অনুবাদ করিয়াছি। পৃথিবীপূজ্য স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ এই ভাবেই আশীর্ব্বাদ করিতেন। আহারান্তে তিনি সর্ব্বদাই দক্ষিণা দানগাথা উচ্চারণ করিতেন। (দক্ষিণা অর্থাৎ উপহার এবং "দক্ষিণিয়" অর্থাৎ যিনি উপহারের উপযুক্ত পাত্র।) এইজন্য পৃথিবীপূজ্য ভগবান বুদ্ধই আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, আহারান্তে গৃহস্বামীর আতিথেয়তার পুরস্কার স্বরূপ আমরা দুই একটী দানগাথা আবৃত্তি করিব ; এই আদেশ অমান্য করিলে আমরা অপরাধী হইব এবং প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত হইব না। কোন কোন সময় আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট প্রার্থনা করা হইয়া থাকে।

অতঃপর উপহার বিতরণ করা হয়। কোন কোন সময় গৃহস্বামী কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া যতিগণকে দান করেন, অথবা সুবর্ণের পদ্মপুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তিকে ঐগুলি অর্পণ করেন। সুন্দর সুন্দর পুষ্প জানু পর্য্যন্ত উচ্চ এবং শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত পালঙ্কের উপর প্রচুর পরিমাণে স্থাপন করিয়া উপহার প্রদান করা হয়।

অপরাহ্নে কোন কোন সময়ে ক্ষুদ্র সূত্রের উপর বক্তৃতা করা হয়। কোন কোন সময়ে শ্রমণগণ রাত্রিবাস করিয়া প্রাতে সঙ্ঘারামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গৃহে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা "সাধু" ও "অনুমত" উচ্চারণ করেন। দান করিবার কালে ঐ কার্য্য অনুমোদন করিতে হয়। অপরের দান-অনুমোদনে উল্লাস প্রকাশ করিলে পুণ্যার্জ্জন করা হয়। দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপ পুঞ্জে উপরি-উক্ত আচার প্রতিপালন করা হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্য একটী আচার প্রতিপালন করেন। প্রথম দিবসে শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুবাক্ উপহার প্রদান করা হয়; দ্বিতীয় দিবস প্রাহ্ণে বুদ্ধমূর্ত্তি ধৌত করা হয়; দ্বিপ্রহরে ভোজন-ব্যাপার সমাধা করা হয় এবং অপরাহ্নে সূত্র আবৃত্তি করা হয়। দরিদ্র ব্যক্তিগণ অন্য একপ্রকার আচার প্রতিপালন করেন। প্রথম দিবসে গৃহস্বামী শ্রমণগণকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিয়া তাঁহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করেন; দ্বিতীয় দিবসে তিনি আহার্য্য প্রস্তুত করেন। অথবা গৃহস্বামী শ্রমণগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহা-দিগকে প্রণাম করেন এবং নিমন্ত্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তুরস্ক ও মঙ্গোলিয়া প্রদেশে (যেখানে তুষার পতন হয়) এবং সুলিতেও উপবাস দিবস সংক্রান্ত প্রথার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

এই সকল প্রদেশে, গৃহস্বামী প্রথম দিবসে চন্দ্রাতপ ও পরে চৈত্যে অন্যান্য উপহার প্রদান করেন। বহুসংখ্যক শ্রমণ চৈত্য প্রদক্ষিণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজার জন্য একজন আচার্য্য নির্ব্বাচন করেন। তৎপরে তাঁহারা আহার্য্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। চন্দ্রাতপ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অন্য গ্রন্থে (২) বিবৃত হইয়াছে।

(২) উহা কোন্ গ্রন্থ তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

যদিও সাধারণ ব্যবস্থা ও খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন দেশে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তথাপি সঙ্ঘের নিয়মাবলী, পবিত্রতা, অঙ্গুলী দ্বারা আহার্য্য গ্রহণ, এবং অন্যান্য নিয়ম সকল দেশে একই প্রকার। কোন কোন শ্রমণ ধূতাঙ্গ অবলম্বন করেন। এই সকল ভিক্ষু কোনরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না এবং সুবর্ণ বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য মলমূত্রের ন্যায় বিবেচনা করেন। ইঁহারা নির্জ্জন বনে বাস করেন। চীনের আচার মতে গৃহস্বামী উপবাস দিবসে যতিগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন, এমন কি দ্বিতীয় দিবসেও তিনি স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেন না।

বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত নিয়মের সহিত তুলনা করিলে, এই আচারে বিনয়ের অভাব দৃষ্ট হয়। সাধারণকে এই নিয়ম শিক্ষাদান একান্ত কর্ত্তব্য। নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইবার সময়ে সঙ্গে জলশোধক যন্ত্র আনয়ন আবশ্যক এবং শ্রমণগণকে প্রদত্ত জল যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করা আবশ্যক। আহারান্তে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করা বিধেয়; মুখমধ্যে রস থাকিলে উপবাস দিবসে পুণ্যফল বিনষ্ট হয়। সমস্ত রাত্রি অনাহারে ক্লেশ পাইলেও এরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত করিবার ফলভোগ করিতে হয়। আশা করা যায় যে, ভারতবর্ষে আহার্য্য গ্রহণের প্রথা পরীক্ষা পূর্ব্বক কেহ উহার সহিত চীনদেশীয় আহার্য্য গ্রহণের প্রথা তুলনা করিবে। একটী অপেক্ষা অন্যটীতে অধিক আকর্ষণীয় বিষয় থাকিলে, উভয়ের গুণাগুণ প্রণিধান করা যাইতে পারিবে। এইস্থানে বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই ইহার বিচার করিবেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি নিম্নোক্তভাবে বিচার করিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলাম। দয়ালু, পৃথিবীপূজ্য বুদ্ধ বহুকাল ব্যাপিয়া সকলের উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহাতে সকলে তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি ৪৫ বৎসর নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম প্রতিপালনে আহার ও বস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রতিপালন সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু পাছে কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে, সেইজন্য তিনি বিশেষ নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

উক্ত নিয়মগুলি প্রভুরই আজ্ঞা এবং প্রত্যেকের সেইগুলি অবশ্য করণীয় ও পালনীয়। কিন্তু অনেকে মনে করে যে, তাহারা নির্দ্দোষ এবং তাহারা অবগত নহে যে, আহারেও অপবিত্রতা জন্মে।

ব্যভিচার সম্বন্ধে একটীমাত্র নিয়ম প্রতিপালন করিয়াই কেহ কেহ আপনাকে নিষ্পাপ মনে করে এবং বিনয়সংক্রান্ত নিয়ম পাঠে আদৌ মনোযোগী হয় না। তাহারা চর্ব্বণ, আহার বা পরিচ্ছদ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও দৃকপাত করে না। কেবল অনিত্যতাই বুদ্ধের নিয়ম, তাহারা এইরূপই মনে করে। এই সকল ব্যক্তি কি মনে করে না যে, সকল আদেশগুলিই বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী? একটী আদেশ প্রতিপালন করা ও অন্যটী অমান্য করা—এইরূপ আচরণ নিজ নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর করে। শিষ্যগণ একে অপরের অনুকরণ করে এবং এই সকল আচার সম্বলিত পুস্তক কিছুতেই পাঠ করে না; তাহারা অনিত্যতা সংক্রান্ত পুস্তক দুইখানি পাঠ করে এবং বলে যে, ইহাতেই ত্রিপিটকের নিয়মাবলী অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

কিন্তু তাহারা একেবারেই অবগত নহে যে, অনিয়মানুযায়ী

আহার্য্য গ্রহণে নরকে স্বেদ নিক্ষেপ করা হয়; তাহারা ইহাও অবগত নহে যে, প্রত্যেক অন্যায়াচরণে বিদ্রোহীর ন্যায় জীবনাতিপাত করিতে হয়।

যাহাতে "বায়ুপূর্ণ থলি" (৩) অক্ষত থাকে বোধিসত্ত্বের সেই উদ্দেশ্য ছিল। সামান্য অপরাধও তুচ্ছবোধ না করিলে, এই জীবনই যে শেষ, তাহা আমরা মনে করিতে পারি। আমরা দয়ালু, পৃথিবীপতি বুদ্ধের আদেশানুযায়ী মহাযান ও হীনযান উভয় মতই আচরণ করিতে পারি। এবম্প্রকারে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ না করিয়া অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। যদি আচরণ নিয়মানুযায়ী হয় এবং আমাদের মন স্থির থাকে, তবে উভয় মত প্রতিপালনে কি দোষ হইতে পারে?

কেহ কেহ অন্যকে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বিপথগামী করিতে ভয় পায় এবং শিক্ষার একদিক প্রতিপালন করে।

অবশ্য অনিত্যতা সম্বন্ধীয় নিয়ম মিথ্যা নহে, কিন্তু বিনয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী কদাপি অবহেলা করা সমীচীন নহে। প্রত্যহ প্রতিপক্ষে শীল ব্যাখ্যা করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ দোষ স্বীকার করিয়া উহা ক্ষালন করিবে; প্রত্যেকে বুদ্ধকে দৈনিক তিনবার পূজা করিয়া অন্যকে শিক্ষাদান ও প্রোৎসাহিত করিবে।

দিন দিন বুদ্ধের শিক্ষা পৃথিবীতে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে; বাল্যকালে যাহা করিয়াছি, তাহার সহিত বর্ত্তমান কালের আলোচনা করিলে আমি বুঝিতে পারি যে, উহাতে কত পরিবর্ত্তন

(৩) কাশ্যপ বলিয়াছেন যে নির্ব্বাণসূত্রে দৃষ্ট হয় যে এক রাক্ষস বুদ্ধকে বালুকার থলির সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু কোন পালি গ্রন্থে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

হইয়াছে এবং আশা করি, যে ভবিষ্যতে আমরা অধিকতর অবহিত হইব।

আহার ও পান নিত্যকর্ম্ম; কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহার শিক্ষা কদাপি অমান্য করিবেন না।

আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি;—বুদ্ধের চুরাশী হাজার আদেশের মধ্যে দুই একটী অত্যাবশ্যক; সকলেই প্রকাশ্যে সাংসারিক পথে বিচরণ করিবে। কিন্তু মনে মনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে যত্নবান হইবে। সাংসারিক পথ কি? নিষেধাজ্ঞাসূচক আদেশ প্রতিপালন ও অন্যায়াচরণ হইতে বিরত থাকাই সাংসারিক পথ। প্রকৃত জ্ঞান কি? সত্যপথে বিচরণ করা ও সাংসারিক আকর্ষণ হইতে দূরে থাকা, পুণ্যকার্য্য দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন করা এবং প্রকৃত সত্যের অর্থ লাভ করাই জ্ঞানলাভ।

ত্রিপিটকে অজ্ঞ থাকা বা ইহার মত ও শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকা অন্যায়; কেহ কেহ গঙ্গার বালুকাকণার ন্যায় অসংখ্য পাপ করা সত্ত্বেও মনে করে যে, তাহারা প্রকৃত জ্ঞান (বোধি) লাভ করিয়াছে। বোধি অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ এবং বোধিসত্ত্ব লাভ করিলে সকল রিপু দমন হয়। জন্ম বা মৃত্যু ঘটিলেই প্রকৃত অনিত্যতা জন্মে। দুঃখ-সাগরে বাস করিয়া কেহ কেহ কি প্রকারে বলেন যে, সুখাবতীতে বাস করিতেছি।

নিত্য সত্য জানিতে হইলে পবিত্রতার নিয়মরক্ষা আবশ্যক। অতি ক্ষুদ্র পাপ হইতেও রক্ষা পাওয়া আবশ্যক। আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় অপরাধই প্রধান। বুদ্ধের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিলে মোক্ষলাভ সুদূর পরাহত নহে। কিন্তু তিনি আদেশ পালন না করিলে পুনর্জ্জন্মের শেষ নাই। আমি এযাবৎ বিধিবদ্ধ আচার

বর্ণনা এবং নিজ মতের উপর নির্ভর না করিয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি।

আমি আশা করি যে, সত্যকথা বলিয়া আপনাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতেছি না এবং আমার এই পুস্তক আপনাদের সন্দেহভঞ্জন করিবে। ভারতবর্ষে ও চীনে সদাচার ও কদাচারের প্রভেদ উল্লেখ না করিলে লোকে কি করিয়া উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারিবে ?

দশম অধ্যায়

আবশ্যকীয় আহার্য্য এবং পরিচ্ছদ

ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে, ভৌতিক দেহ আহার্য্য ও বস্ত্রদ্বারা রক্ষিত হয় এবং পুনর্জন্মের অতীত ঐশ্বরিক জ্ঞান অনিত্য-বিষয়ক চিন্তা দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। যথাযথভাবে আহার্য্য ও বস্ত্র ব্যবহার না করিলে পদে পদে অপরাধ হয়; অপিচ, নৈতিক নিয়মাবলী প্রতিপালন না করিলে মানসিক শান্তি অসম্ভব এবং ক্রমে ক্রমে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটে।

এই জন্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ বুদ্ধের মহৎ আদেশানুযায়ী বস্ত্র ও আহার্য্য ব্যবহার করিবেন এবং যাঁহারা ধ্যান আচরণ করেন, তাঁহারা মন স্থির রাখিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী বুধগণের শিক্ষা প্রতিপালন করিবেন। এই পৃথিবীস্থ জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর— পৃথিবী লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবগণের কারাগার মাত্র। নির্ব্বাণ উপকূলের প্রতি আকাঙ্ক্ষার সহিত দৃষ্টিপাত কর—ইহাই মোক্ষ এবং শান্তির উন্মুক্ত দ্বার। ধর্ম্ম-তরী ক্লেশসমুদ্রের জন্য সকল সময়েই প্রস্তুত রাখিবে এবং গাঢ় অন্ধকারের জন্য জ্ঞান-বর্ত্তিকা উচ্চ করিয়া রাখিতে হইবে। বস্ত্র ব্যবহার এবং পান ভোজন সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রতিপালন ও লঙ্ঘন সম্বন্ধে বিনয়পিটকে পরিস্ফুট ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং ছাত্রগণও অপরাধের হেতু বোধগম্য করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাল মন্দ আচরণের জন্য দায়ী হইবেন এবং সে সম্বন্ধে এই স্থানে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কোন কোন শিক্ষক গর্হিত ভাবে বিনয় সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও পৃথিবীর আচার প্রতিপালনে দূষণীয় হইতে হয় না। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে বুদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ভারতীয় ভিক্ষুগণ ভারতীয় আচার অবলম্বন করেন; কিন্তু, চৈনিক শ্রমণগণ চীনদেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। ইঁহারা তর্ক করেন যে "আমরা কি প্রকারে স্বর্গীয় দেশ চীনের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিব?" যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদের অবগতির জন্য বিনয়ানুমোদিত আমার মত এই স্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে জীবনযাপনের জন্য বস্ত্র সম্বন্ধীয় নিয়ম অত্যাবশ্যক; এবং তজ্জন্যই আমি এই স্থানে বিস্তারিত ভাবে পরিচ্ছদের পদ্ধতি বর্ণনা করিব; এই গুলিতে অমনোযোগী হইলে চলিবে না বা ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সমীচীন হইবে না। চীবর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশেই গ্রন্থিগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া সীবন করা হয়, কিন্তু চীনে এইগুলি উন্মুক্ত রাখা হয়। ভারতবর্ষের প্রান্তসীমাস্থ উত্তর প্রদেশসমূহের প্রচলিত আচার সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে গ্রন্থিগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়াই সীবন করা হয় এবং যে সকল স্থানে চতুর্নিকায় প্রচলিত, তথায় ইহা উন্মুক্ত রাখা হয় না।

মনে করুন, ভারতবর্ষের একজন ভিক্ষু চীনদেশীয় ভিক্ষুর পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইলেন; খুব সম্ভব যে তিনি ঐ সকল গ্রন্থি সীবন করিয়া উহা ব্যবহার করিবেন।

সকল নিকায়ের বিনয় গ্রন্থই উল্লেখ করে যে, গ্রন্থিগুলি সীবনকরণান্তর বন্ধন করা আবশ্যক।

বিনয়ে ষষ্ঠ আবশ্যকীয় দ্রব্য ও ত্রয়োদশ প্রয়োজনীয় সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম আছে। ভিক্ষুগণের প্রতিমোক্ষ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। সঙ্ঘতি।

২। উত্তরাসঙ্গ।

৩। অন্তর্বাস।

উপরিউক্ত তিনটীকে চীবর বলা হয়। শ্রমণগণের ব্যবহৃত এই সকল পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণীয় বলিয়া উত্তরাঞ্চলে কাষায় বস্ত্র বলে। কিন্তু বিনয়ে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

৪। পাত্র।

৫। নিশিদান (উপবেশন বা শয়নের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য)।

৬। পরিশ্রাবণ (জল পরিশ্রুত করিবার দ্রব্য)।

প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে উল্লিখিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ আবশ্যকীয় দ্রব্য নিম্নে লিখিত হইতেছে ঃ—(১)

১। সঙ্ঘতি।

২। উত্তরাসঙ্গ।

৩। অন্তর্বাস।

৪। নিশিদান।

৫। নিবাসন।

৬। প্রতিনিবাসন।

৭। শঙ্খশিক্ষা (পার্শ্বদেশ আবৃত করিবার বস্ত্র)

৮। প্রতিশঙ্খশিক্ষা (দ্বিতীয় শঙ্খশিক্ষা)।

৯। কায়প্রক্ষাণ (দেহ পরিষ্কারার্থ গামোছা)

১০। মুখ প্রক্ষাণ (মুখ মুছিবার গামছা)।

১১। কেশ প্রতিগ্রহ (ক্ষৌরীকালীন কেশ রক্ষার্থ বস্ত্রখণ্ড)।

১২। কণ্ডু প্রতিখণ্ডন (কণ্ডু আবৃত রাখিবার জন্য বস্ত্রখণ্ড)।

১৩। ভেষজ পরীক্ষাচীবর (আবশ্যকানুযায়ী ঔষধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত বস্ত্র)।

প্রত্যেক শ্রমণই এই ত্রয়োদশ দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন—ইহাই প্রচলিত নিয়ম এবং বুদ্ধের শিক্ষানুযায়ী এইগুলি ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এইগুলি বিলাস সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই সকল দ্রব্য ভিন্ন করিয়া তালিকাভুক্ত, চিহ্নিত ও পরিষ্কৃত এবং সাবধানে রাখিতে হইবে (১)।

উল্লিখিত ত্রয়োদশটীর যেগুলি তুমি পাইবে, সেইগুলিই তুমি রক্ষা করিতে পার, কিন্তু সকলগুলিই ভোগ করিবার জন্য আগ্রহ

(১) ত্রয়োদশ আবশ্যকীয় দ্রব্য :—

মহাব্যুৎপত্তি মতে	আই-সিং
১। সঙ্ঘাতি	১
২। উত্তরাসঙ্গ	২
৩। অন্তর্বাস	৩
৪। সংকশিখা	৭
৫। প্রতিসংকশিখা	৮
৬। নিবাসন	৯
৭। প্রতিনিবাসন	৬
৮। কেশ প্রতিগ্রহণ	১১
৯। স্নাত বস্ত্র	(উল্লিখিত হয় নাই)
১০। নিশিদান	৪
১১। কণ্ডু প্রতি-আচ্ছাদন	১২
১২। বর্ষা-চীবর	১৩। ভেষজ পরিষ্কার চীবর
১৩। পরিষ্কার চীবর	৯। কায় প্রক্ষাণ
	১০। মুখ প্রক্ষাণ

প্রকাশ করিও না। বিলাসোপযোগী অন্যান্য যে সকল পরিচ্ছদের কথা উল্লিখিত হয় নাই, সেইগুলি এই সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি হইতে পৃথক্ রাখিবে; কিন্তু, পশমী বস্ত্র, বা আস্তরণ গ্রহণ এবং দাতৃগণের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ত্রিবাস ও দশ আবশ্যকীয় দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত বিনয়ে এরূপ উল্লেখ নাই এবং কোন কোন অনুবাদক স্বেচ্ছায় এইগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল অনুবাদক ত্রিবাস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া অন্য দশটী দ্রব্য ভোগের আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দশটী দ্রব্য কি? ইঁহারা কদাপি এইগুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই এবং এবম্প্রকারে চতুর টীকাকারগণ এইরূপ বর্জ্জনের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দশ কথাটী বিভিন্ন কথা দ্বারা অনুবাদিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন নিয়মকর্ত্তৃগণ কদাপি এই অর্থে ব্যবহার করেন নাই।

বুদ্ধ কর্ত্তৃক আদিষ্ট, শ্রমণগণের ঔষধের মূল্য নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত বস্ত্রখণ্ড রেশম নির্ম্মিত ও কুড়ি ফীট অথবা পূর্ণ একখণ্ড হওয়া আবশ্যক। অকস্মাৎ কেহ পীড়িত হইতে পারেন এবং ঔষধ সংগ্রহের ব্যবস্থা সহজে করা দুঃসাধ্য।

এই কারণে পূর্ব্ব হইতেই একখানি অতিরিক্ত বস্ত্র রাখা আবশ্যক এবং পীড়িত হইলে ব্যবহার করা বিধেয় বলিয়া অন্য সময়ে ইহা ব্যবহার করা কোন কারণেই উচিত নহে। ধর্ম্মাচরণ ও দানের প্রধান উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন মুক্তি। সামর্থ্যানুযায়ী মনুষ্য-দিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহাদের সকলকেই একই প্রকারে পরিচালিত করা সম্ভব নহে। চারিটী

প্রত্যবেক্ষণও কর্ত্তব্য এবং ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ (২) উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

(২) চারিটী প্রত্যবেক্ষণ :—

(ক) পাংশুকুলিকাঙ্গ (২) পৈণ্ডপাতিকাঙ্গ (৩) বৃক্ষ মূলিকাঙ্গ (৪) পূতি-মূত্র-ভৈষজ্য।

প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রির প্রথম প্রহর—এই তিন সময়ে চারিটী প্রত্যবেক্ষণ বিধি চিন্তা করিতে হয়। চারিটী প্রত্যবেক্ষণের নাম উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। উহাদের অর্থ চীবর প্রত্যবেক্ষণ, পিণ্ড প্রত্যবেক্ষণ, শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ও ভৈষজ্য প্রত্যবেক্ষণ। চীবর প্রত্যবেক্ষণ—"আমি অহঙ্কারের জন্য নহে, কিন্তু শীত ও গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য চীবর পরিধান করিতেছি। আমি সূর্য্যোত্তাপ, বায়ু, দংশ, মশক, সর্প ও বৃশ্চিক প্রভৃতির সংস্পর্শ নিবারণের জন্য চীবর পরিধান করিতেছি", মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই প্রকার চীবর প্রত্যবেক্ষণ বা পরিহিত বস্ত্র বিষয়ে ভাবনা করিতে হইবে। পিণ্ড প্রত্যবেক্ষণ—"আমি বিলাস, মত্ততা, শোভা ও সৌন্দর্য্যের জন্য পিণ্ড সেবন করিতেছি না, কিন্তু শরীর ধারণ, জীবন রক্ষা ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্যই এরূপ করিতেছি। আমি ব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট নিরোধপূর্ব্বক তাহার ইষ্ট সাধনের জন্যই এবং আমার পুরাতন বেদনা ছেদন ও নূতন বেদনা উৎপন্ন না হওয়ার জন্যই পিণ্ডসেবন করিতেছি। যাহাতে নিনিন্দিতভাবে জীবনযাত্রামাত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্যই পিণ্ড সেবন করিতেছি"—মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই প্রকারে পিণ্ড প্রত্যবেক্ষণ বা অন্নাহার বিষয়ক ভাবনা করিতে হইবে। শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ—"আমি শীত ও গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য উপবেশন ও শয়ন করিতেছি। আমি সূর্য্যোত্তাপ, বায়ু, দংশ, মশক, সর্প ও বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ নিবারণের জন্য উপবেশন ও শয়ন করিতেছি। আমি ঋতুর প্রাখর্য্য নিবারণের জন্য শয়ন ও উপবেশন করিতেছি" মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই প্রকারে শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে। ভৈষজ্য প্রত্যবেক্ষণ—"আমি উৎপন্ন রোগের গ্লানি নিবৃত্তির জন্য ঔষধ সেবন করিতেছি। আমি রোগ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই ঔষধ সেবন করিতেছি।" মনোনিবেশপূর্ব্বক এইরূপ ভৈষজ্য বিষয়ক ভাবনা ভাবিতে হইবে।

ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ · ধূতাঙ্গ বা ধূতগুণ—দক্ষিণ প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের গ্রন্থে ইহাদের সংখ্যা ১৩ এবং উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ইহার সংখ্যা ১২।

(১) পাংশুকুলিক—অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বসন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সমুদায় ভিক্ষু এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেন না। আরণ্যক ভিক্ষুগণই এই নিয়ম বিশেষভাবে প্রতিপালন করিতেন। (২) তেচিবরিক (ত্রৈচীবরিক)—

কক্ষের ব্যবহার, দান গ্রহণ এবং ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ পালন করিতে মধ্যম ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার যতিগণই আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এ জন্য যাঁহারা অধিক ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগকে বিলাসোপযোগী দ্রব্যাদি ব্যবহারের অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না এবং যাঁহারা অধিক ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও অভাব হয় না। মনুষ্য ও দেবগণের সহৃদয় অধিনায়ক বুদ্ধ অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি সকল জীবের অভাব পূরণেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি "পুরুষদম্য সারথী" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

চতুর্নিকায়ভুক্ত বিনয়ে একশত একটী অধিকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, চৈনিক বিনয়ে ইহা উল্লিখিত হয়।

প্রত্যেক ভিক্ষুর তিনটীর অধিক পরিধেয় থাকিতে পারিবে না। (৩) পৈণ্ড-পাতিক—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। (৪) সাবদান-চারিয়া (সাবদান-চর্য্যা) এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে নিয়ম মতে ভিক্ষা করিতে হইবে (৫) একাসনিক (ঐকাসনিক)—এক আসনে আহার করিতে হইবে। (৬) পত্তপিণ্ডিক (পাত্রপিণ্ডিক)—এক পাত্র হইতে আহার (উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এই নিয়ম নাই)। (৭) খলুপচ্ছাভত্তিক—আহার্য্য দ্রব্য অসঙ্গত বোধ হইলে আহার না করা। (৯) আরণ্যক—বনে বাস করা। (৯) রুক্‌খমূলিক (বৃক্ষমূলিক) বৃক্ষমূলে বাস করা। (১০) অব্‌ভোবাসিক (অভ্যোবকাসিক) অনাচ্ছাদিত স্থানে বাস করা। (১১) সোসানিক (শ্মাশানিক) শ্মশানে অথবা তাহার সন্নিধানে বাস করা। (১২) যথাসন্থতিক (যাথাসংস্তারিক) যেখানে রাত্রি হইবে, সেইখানে শয্যা বিস্তার করা। (১৩) নেসজ্জিক (নৈশয্যক) নিদ্রাকালেও শয়ন না করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় থাকা। উক্ত নিয়মগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজন নহে। তবে পালন করিতে পারিলেই উত্তম। অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত নিয়য সন্ন্যাসিনীগণের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। একাদশ হইতে ত্রয়োদশ তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গৃহীদের পক্ষে কেবল পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রতিপাল্য।

চারিটী কর্ত্তব্য—(১) নিন্দার পরিবর্ত্তে নিন্দা না করা। (২) ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্রোধ না করা। (৩) অপমানের পরিবর্ত্তে অপমান না করা। (৪) আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাতের প্রতিদান না করা।

কয়েকটী সূত্রে এক শত একটী অধিকারের উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও ইহা বিশেষ সময়োপযোগী। বহু দ্রব্যের অধিকারী গৃহস্থেরও পঞ্চাশটী দ্রব্য নাই; সংসারত্যাগী শাক্যপুত্রের কি শতাধিক দ্রব্যের আবশ্যকতা থাকিতে পারে? ইহা অনুমোদিত হইতে পারে কিনা, তাহা বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই বোধগম্য হইবে।

রুক্ষ ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার রেশমই বুদ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন। রেশম ব্যবহারের সম্পূর্ণ নিষেধ সূচক নিয়ম অনুষ্ঠানের কি আবশ্যকতা আছে? কেহ এইরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু, ইহাতে জটিলতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পায়। সহজলভ্য রেশম আমরা কেন পরিত্যাগ করিয়া দুষ্প্রাপ্য সূক্ষ্ম বস্ত্র অনুসন্ধান করিব? ধর্ম্মের কি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক নহে? বুদ্ধ কর্ত্তৃক কদাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ নিষেধের সহিত এই নিয়মও অন্তর্ভূত করিতে হইবে।

এই নিয়মের ফলে বিনয়পাঠে রত অনুসন্ধিৎসু শিষ্যগণ ক্ষৌমবস্ত্রব্যবহারী ব্যক্তিগণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া স্বাভিমান বৃদ্ধি করেন। সরলবুদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত অল্পলোভী ব্যক্তিগণ ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আত্মসংযম কি প্রকারে ধর্ম্মের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে?" কিন্তু জীবহত্যা করিয়া ক্ষৌম উৎপাদিত হয়, করুণার এই সর্ব্বোচ্চ হেতুর জন্য রেশম ব্যবহারে অনিচ্ছা প্রকাশিত হইলে জীবিত প্রাণীর প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া রেশম ব্যবহার হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য। তাহাই হোক! লোকে যে বস্ত্র ব্যবহার ও যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার অধিকাংশই জীব নষ্ট করিয়া সংগৃহীত হয়। পাদচারণ

কালে যে সকল কিঞ্চুলুক পাদপিষ্ট হয় সে গুলির কথা কোন সময়েই চিন্তা করা হয় না ; কেবল গুটীপোকার দিকেই লক্ষ্য রাখা হইবে কেন ? কেহ যদি সকল জীবই রক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তবে জীবন ধারণের উপায় থাকিবে না এবং বিনা কারণে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। রীতিমত বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে এরূপ প্রথা সমীচীন নহে।

কেহ কেহ ঘৃত বা ক্ষীর গ্রহণ করেন না ; চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন না এবং ক্ষৌম বা কৌষেয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন না। ইহারা উল্লিখিত শ্রেণীর জীব।

হত্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবহত্যা করিলে, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে ; কিন্তু, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে, বুদ্ধের আদেশানুযায়ী কোন পাপ হইবে না। পাপ সঞ্চয় না করিয়া তিন (৩) প্রকার মাংস গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামান্য পাপ হইবে।

উল্লিখিত তিনপ্রকার মাংস গ্রহণে আমাদের জীবহত্যার ইচ্ছা থাকে না এবং এই কারণেই আমাদের মাংসগ্রহণ দূষণীয় নহে। অন্যান্য উপহারপ্রাপ্ত দ্রব্যের ন্যায় এইরূপ মাংস পবিত্র এবং আমাদের বিবেককে পাপশূন্য রাখিতে উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত সাহায্য করিতে পারে। যখন আমাদের মাংস গ্রহণের কারণ ও দৃষ্টান্ত এরূপ বিশদ ও দোষশূন্য, তখন আমরা যে মতকে সমর্থন করি তাহাও পরিস্ফুট ও অনিন্দনীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তর্কস্থলেও উহা প্রথামত হয় এবং বুদ্ধের সুবর্ণবাণীও আমাদের স্বপথানুযায়ী। সুতরাং আর বৃথা তর্কের প্রয়োজনীয়তা কি ?

(৩) নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লিপিকর প্রমাদে যেরূপ বিভিন্ন অর্থ সংঘটিত হয়, তদ্রূপ অত্যধিক তর্ক করিলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় (৪)।

গুটিপোকা সমন্বিত কোষের জন্য স্বয়ং ভিক্ষা করা বা কীট-পতঙ্গাদি বধ স্বচক্ষে দর্শন করা অনুমোদিত নহে। ইহা গৃহস্থের পক্ষেও দূষণীয়, যাঁহাদের আত্মা মোক্ষলাভে তৎপর তাঁহাদের ত কথাই নাই। কিন্তু মনে করুন যে কোন দানপতি ক্ষৌম বা এইরূপ কোন বস্ত্র দানার্থ আনয়ন করিলেন; তখন যতি, "অনুমত" এই কথা উচ্চারণ করিয়া, যাহাতে ধর্ম্মাচরণ কালে শরীর রক্ষা হয় তজ্জন্য দান গ্রহণ করিবেন; এরূপ দান গ্রহণে কোন পাপ সঞ্চয় হইবে না। ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশে ব্যবহৃত যতিগণের পরিচ্ছদ যাদৃচ্ছিক ভাবে স্যূত হয়। ঐগুলি প্রস্তুত করিতে তিন কি পাঁচ দিবসের অধিক সময় আবশ্যক করে না। আমি বিবেচনা করি যে পূর্ণ এক খণ্ড ক্ষৌমকে একখানি পঞ্চ হস্ত দীর্ঘ ও অন্য একখানি সপ্ত হস্ত দীর্ঘ, কাষায়ে পরিণত করা যায়; অন্তরাচ্ছাদনগুলি তিন অঙ্গুলি এবং গ্রীবার বস্ত্র এক ইঞ্চি প্রশস্ত করা হয়। গ্রীবা-বস্ত্র তিন রেখায় সীবন করা হয়; কিন্তু অন্তরাচ্ছাদনগুলি একত্রে স্যূত হয়। এই কাষায়গুলি আবশ্যকানুযায়ী ক্রিয়াকালে ব্যবহৃত হয়। আমরা কি জন্য একটী উত্তম এবং সুন্দর পরিচ্ছদ

(৪) ইহার পরে আই-সিং লিখিয়াছেন "As a doubtful reading of 'Five Hundred' (for 'Five Days') has been originated by the pen of an author, and a mistaken idea about 'Three Pigs' (for 'Earth Boar') has also been received as true by the believers, so people are led to confusion if we go on arguing things too much" অর্থাৎ পাঁচ দিবসের পরিবর্ত্তে পাঁচশত দিবস ও বরাহকে ত্রিবরাহে পরিণত করা হইয়াছে; সুতরাং তর্ক করিতে থাকিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

ব্যবহার করিব? জীর্ণবস্ত্র ব্যবহারে মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ধূলি-স্তূপের উপরি পরিত্যক্ত ক্ষুদ্রখণ্ড সংগৃহীত হইতে পারে; শ্মশানের ছিন্ন বস্ত্র গৃহীত হয় এবং কেহ কেহ এইগুলি সীবন করিয়া শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার্থ কাষায় বস্ত্র প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বলেন যে বিনয় শাস্ত্রে ত্রিচীবরই শয়নার্থ ব্যবহৃত দ্রব্য, কিন্তু শয়নার্থ দ্রব্যের মধ্যে বন্যগুটির রেশম হইতে নির্ম্মিত বস্ত্র অনুমোদিত দেখিয়া একটা অদ্ভুত সঙ্কল্প করা হইল এবং এরূপ বিবেচিত হইল যে, শ্রমণগণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র ক্ষৌমদ্বারা প্রস্তুত হওয়া অনুচিত এবং যতিগণ কার্পাস ব্যবহারে অত্যন্ত অভ্যস্ত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বহুপূর্ব্ব হইতে মাদুরে শয়নই মূলে লিখিত আছে।

গুটিপোকাকে কৌষেয় বলা হয় এবং ইহা হইতে উৎপাদিত ক্ষৌমকেও এই নামে অভিহিত হয়; ইহা অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্য-আস্তরণের জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদিত নহে। আস্তরণ প্রস্তুতের দুইটী প্রক্রিয়া আছে—রেশম রক্ষা করিবার জন্য বস্ত্র খণ্ড সীবন করিয়া কোষ প্রস্তুত করা এবং কার্পাস সূত্র (৫) সীবন করিয়া আস্তরণ দ্বিহস্ত প্রশস্ত এবং চারি হস্ত দীর্ঘ হয়; রীত্যনুযায়ী ইহা পুরু বা পাতলা করা হয়। আস্তরণের জন্য যাচ্ঞা করা নিষিদ্ধ; কিন্তু, কেহ দান করিলে ইহা গ্রহণ দূষণীয় নহে (৬)। বুদ্ধদেব ইহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া এই সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শয়নার্থই এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ত্রিচীবরের অন্তর্ভুক্ত নহে।

---

(৫) ডাক্তার টাকাকুসু ইহাকে ঊর্ণা বলিয়া অনুমান করেন।

(৬) বুদ্ধ অনেক দ্রব্য গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

অপিচ, বিনয়ে উল্লিখিত "যথার্থ জীবন যাত্রা" অর্থে আহারের কথাই বুঝায়। যথাযথ ভাবে ভূমি কর্ষণই বিধেয়; অর্থাৎ, নিজের জন্য ভূমি কর্ষণ নিষিদ্ধ কিন্তু সঙ্ঘের জন্য তদ্রূপ করণ অনুমোদিত। বপন নিষিদ্ধ নহে। ধর্ম্মানুযায়ী আহার গ্রহণে কোন পাপ সঞ্চিত হয় না; প্রারম্ভেই (৭) উল্লেখ করা হইয়াছে যে "চরিত্র গঠনেই নিজ সুখ বৃদ্ধি হয়"।

শস্যক্ষেত্র সঙ্ঘদ্বারা কর্ষিত হইলে, উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ মঠের ভৃত্য অথবা অন্য যে পরিবার দ্বারা ভূমি প্রকৃতরূপে কর্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই প্রদান করিতে হইবে—বিনয় এইরূপ শিক্ষাদান করে। উৎপাদিত প্রত্যেক দ্রব্য ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া, একাংশ সঙ্ঘ গ্রহণ করিবে; সঙ্ঘকেই কর্ষণের জন্য ষণ্ড ও ভূমি প্রদান করিতে হইবে; সঙ্ঘ অন্য কিছুরই জন্য দায়ী হইবে না। কোন কোন সময় রীত্যনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ স্থিরীকৃত করিতে হইবে।

পশ্চিম দেশীয় অধিকাংশ সঙ্ঘই উপরি-উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করে। কিন্তু অতি লোভী সঙ্ঘও আছে; ইহারা উৎপাদিত দ্রব্য ভাগ করে না; শ্রমণগণ, পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্যগণকে কর্ষণকার্য্যে নিয়োগ ও যাহাতে কৃষিকার্য্য যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

সদাচার প্রতিপালকগণ এরূপ ব্যক্তি-দত্ত আহার গ্রহণ করেন না। যে সকল শ্রমণ উপরিলিখিত উপায়ে ভূমি কর্ষণাদি করেন, তাঁহারা অননুমোদিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন। এইরূপ বৃত্তিভূক্‌গণকে বলপূর্ব্বক কার্য্যে প্ররোচিত করিতে হইলে ক্রোধ-

(৭) কে উল্লেখ করিয়াছে তাহা বুঝা যায় না।

শীল হইতে হয়, বীজগুলি ভগ্ন হইতে পারে এবং ভূমি কর্ষণকালে প্রাণিহত্যা হইতে পারে। এক জনের দৈনিক আহার এক "স্যাং"য়ের অধিক হয় না এবং সামান্য খাদ্য সংগ্রহের জন্য কে শত শত পাপ সঞ্চয় করিতে চাহে ?

এই জন্য সাধু ব্যক্তি কষ্টদায়ক কৃষকের কার্য্য ঘৃণা করেন এবং স্থায়ী ভাবে ইহা হইতে বিরত থাকিয়া জলপাত্র ও পাত্র বহন করেন।

এরূপ ব্যক্তি নির্জ্জন বনে উপবিষ্ট থাকিয়া পক্ষী ও মৃগের সাহচর্য্যে আনন্দ উপভোগ করেন ; যশ ও লাভের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া তিনি নির্ব্বাণের অতুল শান্তি লাভের জন্য ধ্যান করেন। ভিক্ষুর পক্ষে সঙ্ঘের জন্য অর্জ্জন করা বিনয়ানুমোদিত ; কিন্তু ভূমি কর্ষণ ও তজ্জনিত প্রাণিহত্যা বুদ্ধদেবের শিক্ষায় নিষিদ্ধ ; কৃষির ন্যায় প্রাণিহত্যা এবং প্রকৃত ধর্ম্মার্জ্জনের ব্যাঘাত অন্য কিছুতেই হয় না। ভূমি কর্ষণ দ্বারা পাপময় ও ভ্রমপূর্ণ জীবিকার্জ্জনের কথার কোন শাস্ত্রেই আমরা উল্লেখ দেখি নাই ; কিন্তু ত্রিচীবর ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মে লোকে এত অধিক পরিমাণে কলম ও কালি নষ্ট করিয়াছে! বিশ্বাসীদিগকে এই গুলি ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অবিশ্বাসিগণের সহিত ইহা আলোচনা করা বৃথা। আমার একমাত্র আশঙ্কা যে যাঁহারা নিয়ম আচরণ করেন তাঁহারা একগুঁয়ে না হন।

প্রথমবার তাম্রলিপ্তিতে গমন কালে আমি বিহারের বহির্দ্দেশে তত্রস্থ কয়েকজন প্রজাকে কিছু শাক তিন অংশে বিভাগপূর্ব্বক এক অংশ যতিগণকে উপহার প্রদান করিয়া ও অন্য দুই অংশ সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিলাম। আমি

তাহাদের ঐরূপ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না এবং পূজনীয় মহাযানপ্রদীপকে ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন "এই বিহারের অধিকাংশ শ্রমণই প্রতিমোক্ষ প্রতি-পালন করেন। মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ করিতে নিষেধ করায়, তাঁহারা তাঁহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তাঁহারা সদাচারে জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া হলচালনা ও জলসেচনের দ্বারা প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।"

আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে প্রত্যহ প্রভাতে ঐ বিহারের অধ্যক্ষ কূপসান্নিধ্যে জল পরীক্ষা করিতেন; জলের মধ্যে কোন কীট না থাকিলে ঐ জল ব্যবহৃত হইত কিন্তু তন্মধ্যে একটী কীট থাকিলেও ঐ জল পরিষ্কৃত হইত; কোন দ্রব্য এমন কি কিঞ্চিৎ শাকও প্রদত্ত হইলে সঙ্ঘের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হইত না; কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে সঙ্ঘই উহা বিচার করিতেন এবং যদি কোন যতি একাকী কোন সিদ্ধান্ত করিতেন অথবা ইচ্ছানুযায়ী, সঙ্ঘের অনুমতিব্যতিরেকে, শ্রমণগণের সহিত ন্যায় বা অন্যায় আচরণ করিতেন, তবে তাঁহাকে কুলপতি আখ্যা প্রদান করিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইত।

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল:— সন্ন্যাসিনীগণ বিহারে যতিগণের নিকট গমনকালে, সঙ্ঘকে নিবেদন করিয়া পরে তথায় গমন করিতেন। যতিগণকে সন্ন্যাসিনীগণের কক্ষে যাইতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া গমন

করিতে হয়। বিহার হইতে দূরে ভ্রমণকালে সন্ন্যাসিনীগণ একাকী গমন করিতেন না; কিন্তু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতে হইলে তাঁহারা একত্রে চারিজনের কমে গমন করিতেন না। প্রতিমাসের উপবাস দিবসে বিভিন্ন বিহার হইতে বৈকালে বহু শ্রমণ সমবেত হইয়া কর্ম্মপদ্ধতি পাঠ ও সম্মানের সহিত উহা প্রতিপালন করিতেন।

আমি নিম্নোক্ত ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একদিন নিম্নশ্রেণীস্থ জনৈক ভিক্ষু এক প্রজার স্ত্রীকে এক প্রস্থ তণ্ডুল একটী বালককে দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য চাতুরী বলিয়া মনে করা হয় এবং এক ব্যক্তি এই ঘটনা সঙ্ঘের গোচরীভূত করে। শিক্ষককে আহ্বান ও পরীক্ষা করিলে তিনি ও তাঁহার সহযোগী অপরাধস্বীকার করিলেন। যদিও তিনি কোন দোষ করেন নাই, তথাপি লজ্জিত হইয়া সঙ্ঘ হইতে নিজ নাম প্রত্যাহার করিয়া বিহার হইতে চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ অন্য ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। এবম্প্রকারে শ্রমণগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে গমন না করিয়া নিজেরাই অপরাধের বিচার করেন। স্ত্রীলোকগণ বিহারে প্রবেশকালে কদাপি যতিগণের কক্ষে প্রবেশ করে না; অলিন্দে থাকিয়া মুহূর্ত্তমাত্র কথোপকথন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ সময়ে বিহারে রাহুলমিত্র নামক একজন ভিক্ষু ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, তাঁহার চরিত্র অনিন্দনীয় এবং তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ সাতশত গাথা সমন্বিত রত্নকূটসূত্র পাঠ করিতেন। তিনি কেবল ত্রিপিটকেই পারদর্শী ছিলেন না; তিনি

চতুর্ব্বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক শাস্ত্রেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্ব-আর্য্যদেশের শ্রমণগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ হইতে তাঁহার মাতা বা ভগিনী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করেন নাই; তাঁহার মাতা বা ভগিনী তাঁহার নিকটে আগমন করিলে, তিনি তাঁহার কক্ষের বহির্দ্দেশে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিবস আমি তাঁহাকে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন "আমি স্বভাবতঃই সংসারের প্রশক্তিতে আসক্ত; এরূপ না করিলে আমি উহার উৎস প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হই না। স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতে আমরা ভগবান দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে স্ত্রীলোকদিগকে দূরে রাখাই কর্ত্তব্য।"

উচ্চশিক্ষিত পূজনীয় শ্রমণগণকে ও ত্রিপিটকে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বিহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষগুলি ও ভৃত্য, সঙ্ঘকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। দৈনিক শিক্ষাদান কালে ইঁহারা ভিক্ষুদের উপর ন্যস্ত ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। বহির্গমন কালে ইঁহারা শিবিকায় গমন করিতে পারেন, কিন্তু অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ। অপরিচিত ভিক্ষু বিহারে উপস্থিত হইলে পাঁচ দিবস তাঁহাকে উত্তম খাদ্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা এবং বিশ্রামার্থ অনুরোধ করা হয়। এই কয়দিবস অন্তে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় গণ্য করা হয়। সচ্চরিত্র হইলে সঙ্ঘ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত বাস করিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার পদমর্য্যদানুযায়ী শয্যাবস্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু শিক্ষিত না হইলে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় পরিগণিত করা হয়; পক্ষান্তরে, তিনি শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলে

তাঁহার প্রতি উল্লিখিত ভাবে ব্যবহার করা হয়। এরূপ হইলে তাঁহার নাম তালিকা ভুক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ বিহার-বাসী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাঁহাকে তখন বিহারের পুরাতন অধিবাসীর ন্যায়ই গণ্য করা হয়। কোন গৃহস্থ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তথায় আগমন করিলে প্রথমতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সম্যকৃরূপে প্রণিধান করা হয় এবং তাঁহাকে প্রব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছু দেখিলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অতঃপর রাজ্যের তালিকার সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সঙ্ঘেরই ভিন্ন তালিকা আছে এবং তাঁহার নাম এই তালিকা ভুক্ত হয়। নিয়ম ভঙ্গ করিলে ও আচার প্রতিপালনে অন্যথা করিলে তাঁহাকে বিহার হইতে দূরীভূত করা হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করা হইত না। যতিগণ পরস্পরের নিকট আত্মদোষ স্বীকার করেন বলিয়া, পাপ বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই দমন হয় (৮)।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি আবেগ ভরে বলিলাম, "গৃহে বাস কালে আমি আপনাকে বিনয় পিটকে অভ্যস্ত মনে

(৮) সঙ্ঘের যে সকল বিধান দ্বারা মণ্ডলীর শাসন বা শাস্তি বিধান হইত, তাহার নাম "পাতিমোক্‌খ" (প্রতিমোক্ষ)। পালি ধর্ম্মগ্রন্থে যে পাতি-মোক্‌খের বিধান আছে, তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য। ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি। সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিধান একরূপ। তবে বিধানের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। পালিগ্রন্থমতে ভিক্ষুগণের প্রতি-মোক্ষের সংখ্যা ২২৭; চীনদেশে প্রকাশিত ধর্ম্মগুপ্ত সম্প্রদায়ে এই সংখ্যা ২৫০, তিব্বতে ২৫৩ এবং মহাব্যুৎপত্তিতে ২৫৯। বুদ্ধের আদেশ ছিল যে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ প্রতি পক্ষে একবার ঐ সকল নিয়মাবলী পঠিত হইবে। চারিজন ভিক্ষু যেখানে সমবেত হইতেন, সেখানেই এই আবৃত্তি হইতে পারিত। প্রত্যেক বিধানের আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন ভিক্ষু তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন কিনা। লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্যভাবে সভায় বলিতে হইবে।

করিতাম, এবং কদাচ অনুমান করি নাই যে একদিবস এই স্থানে আসিয়া আপনাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিব। পশ্চিমাঞ্চলে না আসিলে কি প্রকারে আমি এই সকল যথাযথ আচার প্রত্যক্ষ করিতাম ?”

উল্লিখিত আচারের অনেকগুলি সজ্ঘ সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ত্যাগস্বীকার শিক্ষার জন্য ; অন্যগুলি বিনয়ে দৃষ্ট হয় এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বহুদিবস অতীত হওয়াতেও এই গুলি অবশ্য আচরণীয়। তাম্রলিপ্তির ভা-রা-হা(৯) বিহারের এই গুলিই ক্রিয়া পদ্ধতি।

নালন্দা বিহারের আচার পদ্ধতি অধিকতর কঠোর। এই জন্যই এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা আরও অধিক—তিন সহস্রের বেশী (১০)। ইহার অধীনে দুই শতাধিক গ্রাম আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক নরপতি কর্ত্তৃক এইগুলি বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। বিহারের নিয়ম যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় বলিয়াই সদ্ধর্ম্মের ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতেছে।

চীনদেশে প্রচলিত নিম্নোক্ত আচার ভারতবর্ষে আচরিত হইতে আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। বিহার সংক্রান্ত কোন বিষয় বিচার কালে চীনে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিশেষ ভাবে বিচার করেন এবং ঐ সংক্রান্ত শ্রমণগণ এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার ও বাগ্‌যুদ্ধ, একজন অপরকে প্রতারণ বা ঘৃণা করিয়া সাধারণ ব্যক্তি সমূহের ন্যায় ব্যবহার করেন। কোন কর্ম্মচারীর স্থান পরিত্যাগ কালে বা নূতন কর্ম্মচারীর আগমন কালে শ্রমণগণ বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে দলবদ্ধ হইয়া গমন করেন, বিহার সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা

---

(৯) এই স্থান যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

(১০) এই সংখ্যা নানাস্থানে বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়। পরবর্ত্তী দ্বাত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নবাগত কর্ম্মচারীর কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে, শ্রমণগণ কর্ম্মচারীর গৃহে গমন করেন এবং এরূপ ব্যগ্রভাবে অধস্তন কর্ম্মচারিগণের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন যে, প্রধান কর্ম্মচারীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও বিস্মৃত হইয়া থাকেন।

আমরা কি জন্য গৃহবাস ত্যাগ করি? ইহার কারণ এই যে আমরা পঞ্চ ভাবনার (১১) ভয়াবহ পথ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক ক্লেশ হইতে দূরে থাকিতে চাহি এবং অষ্ট-বর্গ মার্গের(১২) শান্তিময় স্থানে উপনীত হইতে ইচ্ছা করি। তাহা হইলে আমাদের বিপজ্জালে জড়িত হওয়া কি সমীচীন এবং এবম্প্রকারে পাপপঙ্কে পতিত হওয়া কি উচিত?

আমরা ঐরূপ ব্যবহার করিলে, আমাদের নির্ব্বাণ লাভের আশা কদাপি পূর্ণ হইবেনা। পরন্তু, ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমরা মোক্ষলাভের বিরুদ্ধগামী হইতেছি এবং নির্ব্বাণ লাভের পন্থা আচরণ করিতেছিনা। দ্বাদশ ধূতাঙ্গ (১৩) আচরণ করা, ত্রয়োদশ আবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগ এবং আমাদের অবস্থানুযায়ী জীবন-যাপন করাই বিধেয়। কর্ম্মের প্রভাব দূরীভূত করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষক, আমাদের সঙ্ঘ এবং আমাদের মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ এবং দেব, নাগ ও নরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দয়ার প্রতিদান করিতে হইবে। ঐরূপ আচরণ করিলেই বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথাবলম্বন এবং বিনয় নির্দ্দিষ্ট আচার প্রতিপালন করা

---

(১১) জীবিকানির্ব্বাহের আশঙ্কা, নিন্দাভাগী হওয়া, মৃত্যু, পশুযোনিতে জন্ম, সাংসারিক ক্লেশ।

(১২) কেহ কেহ অষ্টাদশ মার্গ বলেন।

(১৩) অন্যত্র আই-সিং ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ বলিয়াছেন। ৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইবে। আমি এবম্প্রকারেই শ্রমণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছি এবং চীন ও ভারতবর্ষে প্রচলিত আচার উল্লেখ করিয়াছি। প্রার্থনা করি যে ধার্ম্মিকগণ যেন আমার আলোচনা ক্লেশকর বিবেচনা না করেন।

নিকায় চতুষ্টয়ের বিভিন্নতা নিবাসন পরিধানের প্রক্রিয়া হইতে অনুমিত হইতে পারে। মূলসর্ব্বাস্তিবাদনিকায়, পরিচ্ছদের উভয় প্রান্তই টানিয়া রাখা অনুমোদন করেন; কিন্তু মহাসঙ্ঘিকানিকায় দক্ষিণের প্রান্ত বামদিকে লইয়া যাহাতে শিথিল না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করে। মহাসাঙ্ঘিকানিকায় মতে অন্তর্বাস পরিধান ভারতীয় স্ত্রীলোকগণের বস্ত্র পরিধানের ন্যায়। স্থবিরনিকায় ও সম্মতিনিকায়ের অন্তর্বাস পরিধান প্রায় মহাসঙ্ঘিকানিকায়েরই ন্যায়; প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্তটী দুই প্রান্তদেশ বহির্দ্দেশে রাখে কিন্তু শেষোক্তটী পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে অভ্যন্তরে দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে। কায়াবন্ধনও বিভিন্ন।

ভিক্ষুণীর অন্তর্বাস পরিধান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুর ন্যায়। কিন্তু চীনদেশীয় প্রচলিত বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি মৌলিক নিয়মানুমোদিত নহে। কেবল যে উভয় প্রান্তই এক পরিচ্ছদে থাকে, তাহা নহে; বস্ত্র পরিধান পদ্ধতিও বিনয়াননুমোদিত। চীনদেশে-প্রচলিত সকল প্রকার বস্ত্র পরিধানেই পাপ স্পর্শে।

চীনদেশীয় পরিচ্ছদে ভারতবর্ষে আসিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; আমরা অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হই এবং এইগুলি অননুমোদিত বলিয়া আমরা উহা ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহার করি। এই বিষয় ব্যাখ্যা না করিলে কেহই ইহা বোধগম্য করিতে পারিবেন না। আমি প্রকাশ্য ভাবে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা

করিলেও মনে করি যে, আমার শ্রোতা রুষ্ট হইবেন। এই জন্য আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে বিরত থাকি, তথাপি আমি এই সকল বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না।

আমি ইচ্ছা করি যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া যথাযথ ভাবে বস্ত্র পরিধান লক্ষ্য করিবেন। অধিকন্তু, ভারতবর্ষীয় গৃহীগণ, রাজকর্ম্মচারী ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ দুইখানি শুভ্র, কোমল বস্ত্র ব্যবহার করেন; দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ মাত্র একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। গৃহহীন সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিই তিনটী বস্ত্র ও ছয়টী আবশ্যক দ্রব্য ভোগ করেন এবং যে শ্রমণ ইহা ব্যতীত অন্য দ্রব্য অভিলাষ করেন, তিনি ত্রয়োদশ আবশ্যকীয় দ্রব্যও ব্যবহার করিতে পারেন। চীনদেশে শ্রমণগণ দুইটী প্রান্তবিশিষ্ট বা পশ্চাদ্ভাবে একত্র শেলাইকরা বস্ত্র ব্যবহার করিতে আদিষ্ট নহেন; প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারা চৈনিক প্রথানুযায়ী বস্ত্র পরিধান করিয়া মিথ্যা পূর্ব্বক বলেন যে ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করিতেছি। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে জম্বুদ্বীপ ও দূরবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের অধিবাসিবৃন্দের ও তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণনা করিব। মহাবোধির পূর্ব্বদিক হইতে চম্পা পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে কোয়ান্-চৌ পর্য্যন্ত কুড়িটী প্রদেশ রহিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইলে আমরা সমুদ্রে পৌছি এবং কাশ্মীরই প্রান্ত সীমা। দক্ষিণে সমুদ্রে দশটীর অধিক দ্বীপ আছে; এতদ্ব্যতীত সিংহল দ্বীপও আছে। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ কম্বল ব্যবহার করে। এই গুলি আট ফীট দীর্ঘ প্রশস্ত বস্ত্র; ইহার কোন কটীবন্ধও নাই এবং ইহা কর্ত্তন বা সীবন করা হয় না; নিম্নদেশ আবৃত করিবার জন্য কটিদেশে জড়াইয়া রাখা হয় মাত্র।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পারসীক ও আরবদিগের জনপদ আছে। এই সকল স্থানে অধোবসন ও জঙ্ঘাবস্ত্র পরিহিত হয়। উলঙ্গজাতির দেশে কোন বস্ত্রই পরিধান করা হয় না—স্ত্রী পুরুষ সকলে উলঙ্গ থাকে। কাশ্মীর হইতে তিব্বত ও অন্যান্য মঙ্গোলীয় এবং তুরস্কজাতির দেশে আচার পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার; এই সকল জনপদের অধিবাসিবৃন্দ কম্বল ব্যবহার করে না; কিন্তু ইহারা পশম বা চর্ম্ম যথোপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করে; ইহারা কার্পাসবস্ত্র অতি অল্প মাত্রায় পরিধান করে। এই সকল দেশ শীতপ্রধান বলিয়া অধিবাসীরা সকল সময়েই অধোবসন ও জঙ্ঘাবস্ত্র ব্যবহার করে। এই সকল দেশের মধ্যে, পারসীক, উলঙ্গজাতি, তিব্বত ও তুরস্কবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী আচরণ করে না; কিন্তু অন্যান্য জনপদে পূর্ব্ব হইতে এ যাবৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। যে সকল ভূভাগে অধোবসন ও জঙ্ঘাবস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তথায় অধিবাসিবৃন্দ পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখে না। এই জন্য ভারতবর্ষের পঞ্চবিভাগের ব্যক্তিগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার গৌরব করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা, শব্দ লালিত্য, ঔচিত্য, ধীরতা, অভ্যর্থনা ও বিদায় সূচক আচার, আহারের স্বাদ এবং দাক্ষিণ্য ও দয়ার আধিক্য কেবল চীনেই দৃষ্ট হয় এবং অন্য কোন দেশই চীনের সমকক্ষ হইতে পারে না। পশ্চিমাঞ্চলের সহিত প্রভেদ এই—(১) আহারের পবিত্রতা রক্ষা না করা (পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); (২) মূত্রস্থানে গমনান্তর অবগাহন না করা (পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); (৩) দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করা (পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এরূপ ব্যক্তিও আছে যাহারা অননুমোদিত বস্ত্র পরিধান দূষণীয়

মনে করে না, ; তাহারা সংক্ষিপ্ত বিনয় হইতে নিম্নোক্ত স্থান উদ্ধৃত করে "একদেশে যাহা অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা যদি অন্যত্র পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তবে অপরাধ না করিয়া ঐ আচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে।" কিন্তু কোন কোন অনুবাদক এই স্থানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ; আমি অন্যত্র (১৪) ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে উহা প্রকৃত অর্থ নহে।

চীনদেশীয় ভিক্ষুকর্ত্তৃক ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মধ্যে মাত্র ত্রিচীবর পরিধানই বুদ্ধের অনুমোদিত। যখন কোন অননুমোদিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমরা অপরাধ করি, তখন আমাদের উহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রদেশে সকল ঋতুতেই একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করা যাইতে পারে ; কিন্তু, তুষারময় পর্ব্বতে অথবা শীতপ্রধান গ্রামে নিয়মানুযায়ী বাস করিতে ইচ্ছা থাকিলেও অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যতীত বাস করা সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা ও কার্য্য করিতেই বুদ্ধদেব আদেশ করিয়াছেন ; আত্ম-নিগ্রহ ও ক্লেশই বিধর্ম্মিগণের শিক্ষা। হয় আমাদের শিক্ষককে পরিত্যাগ কর, অথবা অন্য একটী গ্রহণ কর। তুমি কোন্‌টী অবলম্বন করিবে ?

বুদ্ধ "লিপা" (১৫) নামক বস্ত্র ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন ; ইহা সকল প্রকার শীতপ্রধান দেশেই ব্যবহার করা যাইতে পারে ; ইহাতে যথেষ্ট উত্তাপ হয় এবং ইহা ব্যবহারে কোন অপরাধ হয় না। সংস্কৃতে এই শব্দ "কুক্ষি আচ্ছাদনকারী বস্ত্র" বলিয়া

(১৪) মূল সর্ব্বাস্তিবাদৈক শতকর্ম্ম—দশম অধ্যায়।

(১৫) ইহার প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না।

অনুবাদিত হইতে পারে। ইহা কি প্রকারে প্রস্তুত হয় আমি তাহা এই স্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। এরূপ ভাবে একখানি বস্ত্র কর্ত্তন কর যে, ইহাতে পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিতে না পারে এবং একটী স্কন্ধ অনাবৃত থাকে। হস্তদ্বয় আবৃত রাখিবার জন্যও বস্ত্র থাকিবে না। কেবল একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইহা কেবল পরিধান করা যায় এইরূপ প্রস্থ রাখিতে হইবে। স্কন্ধদেশের আবশ্যকীয় বস্ত্র সুপ্রশস্ত হইবে না এবং কেবল বামস্কন্ধের জন্য রাখিতে হইবে; ইহা অপ্রশস্ত ও ক্ষুদ্র হইবে। যাহাতে বায়ু শরীরকে স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য দক্ষিণ হস্তের দিকে বন্ধন করিতে হইবে। ইহা পুরু ও উষ্ণ করিবার জন্য অত্যধিক পরিমাণে কার্পাস ও পশম দিতে হইবে। অথবা, কোন কোন সময় ইহা একত্রে দক্ষিণ দিকে সীবন করিয়া উভয় দিকে ফিতা সংযুক্ত করা হয়। এই বস্ত্র প্রস্তুত করিবার ইহাই মৌলিক নিয়ম (১৬)।

পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালে এই কয়েক খণ্ড বস্ত্র দেখিয়াছিলাম; সাধারণতঃ উত্তর দেশীয় শ্রমণগণই ইহা আনয়ন করিয়া ব্যবহার করেন। নালন্দা সঙ্ঘারামের নিকটে আমরা ইহা দেখিতে পাই না; এই স্থান এরূপ উষ্ণপ্রধান যে অধিবাসীদের এরূপ বস্ত্র ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই। বুদ্ধদেব শীতপ্রধান দেশের জন্যই ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। চীনদেশে প্রচলিত এরূপ বস্ত্রের পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ নিয়মানুমোদিত হইলেও দক্ষিণ হস্তের দিকে একখানি অতিরিক্ত বস্ত্র সংযোগ করা হয় এবং এই জন্যই ইহা বিধিবিরুদ্ধ। শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেই অপরাধ করা হয়। দারুণ শীত হইতে রক্ষা

(১৬) টীকাকারক ডাঃ টাকাকসু লিখিয়াছেন যে এই স্থানের অর্থ দুর্বোধ।

পাইবার জন্য উদর আবরণার্থ বা তুষার নিবারণার্থ বস্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বুদ্ধ বা অন্যান্য সম্মানার্হ সিদ্ধ পুরুষগণের মূর্ত্তির সম্মুখে স্কন্ধদেশ অনাবৃত রাখা কর্ত্তব্য; অনাচার করিলে পাপ হয়। গৃহশূন্য হওয়া অর্থে সকল কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া বুঝায়।

শীত ঋতুতে গৃহাভ্যন্তরে বাসকালে অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রচুর বস্ত্র ব্যবহার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ব্যাধির জন্য স্থূল বস্ত্র ব্যবহার আবশ্যক হইলে, ইচ্ছানুসারে বস্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে; তবে নিয়ম ভঙ্গ না হয়। চীনে শীত ঋতু অত্যন্ত কষ্টদায়ক, আমাদের শরীর বিদ্ধ হয় এবং উষ্ণবস্ত্র ব্যতীত জীবন ধারণ দুষ্কর। ধর্ম্মের পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু অবশ্য এরূপ দেশের লোকেরও নির্ব্বাণ লাভ করা আবশ্যক।

হস্ত আবৃত করিবার বস্ত্রের প্রান্তগুলি চতুষ্কোণ এবং তোমার স্কন্ধ অনাবৃত রাখিবে, যাহাতে তোমাকে গৃহস্থ হইতে পৃথক বলিয়া বোধগম্য হয়। শীত ঋতুতে "লিপা"র পরিবর্ত্তে ইহাই পরিধান করিও। প্রকৃত নিয়মানুমোদিত না হইলেও জীবনরক্ষার্থ ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। চক্রে যেরূপ তৈল প্রদান আবশ্যক আমাদের জীবনেও সেইরূপ উষ্ণতার আবশ্যক। অনিয়মে বাস করিলে আমাদিগকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হয়। অনিয়মানুমোদিত বস্ত্র ব্যবহার না করিয়া শীত ঋতু অতিবাহিত করিতে পারিলে তাহাই উত্তম। অন্যান্য দ্রব্য, যথা, পোষাক, পাজামা, জামা প্রভৃতি কদাপি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; যদিও কোন সময়ে ইহা তুমি ব্যবহার কর, তথাপি শীতান্তে ইহা কোন কারণেও ব্যবহার করিও না।

কেহ কেহ "অর্দ্ধ-যুতক" ব্যবহার করেন; বুদ্ধদেব ইহা কোন দিনই অনুমোদন করেন নাই। কর্ম্মপূর্ণ পৃথিবী হইতে পলায়ন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইলে, আমাদের ঊর্দ্ধদেশে চাহিয়া মহান্-বুদ্ধের নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হয়। বুদ্ধের আদেশ প্রতি-পালনে অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু কুশিক্ষা প্রদান অথবা কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন যেন কদাপি না হয়।

পুরাতন আচারের স্থলে নূতন আচার প্রবর্ত্তিত করিতে পার; তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমরা চীনের সাওসি (১৭) পর্ব্বতের বিহারে উপবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের গৃধ্রকূট পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ব্যক্তিগণের ন্যায় উচ্চ মনে করিতে পার; এবং ইহাও কল্পনা করিতে পার যে রাজগৃহ ও চীনের রাজধানীর সকলের সহিত কথোপকথন করিতেছ।

সুবৃহৎ নদী (১৮) বুদ্ধগয়ার মুচিলিন্দ হ্রদের সহিত পবিত্র বারি একত্র করিতেছে। "সি-লিউ" (১৯) বৃক্ষ বোধিদ্রুমের সহিত নিজ সৌন্দর্য্য জড়িত করিতেছে। এই বোধিদ্রুম উজ্জ্বল খ্যাতি সহ শোভা পাইতেছে এবং যতদিন ব্রহ্মদারুবৃক্ষ (২০) সমুদ্রে পরিণত না হয়, অথবা কল্প প্রস্তর ক্ষয় না হয়, ততদিন এই ভাবেই শোভা পাইবে। বুদ্ধকে প্রশংসা কর। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আচরণ করিতে আমরা চেষ্টা করি। সূর্য্যের ন্যায় বুদ্ধ অস্তাচলে গমন

(১৭) হো-নান্ প্রদেশের পর্ব্বত।

(১৮) আই-সিং এই স্থানে চীনের হোয়াং-হো নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৯) সি-লিউ—"Slender Willow" (টাকাকস্থ)।

(২০) চীনদেশীয় প্রচলিত উপমা।

করিলেও, পরবর্ত্তীযুগের জন্য তাঁহার ধর্ম্ম রহিয়াছে। তাঁহার মতানুসারে আচরণ করিলেই আমরা আমাদের মহাশিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছি এইরূপই হইবে; কিন্তু তাঁহার শিক্ষার বিরুদ্ধ-বাদী হইলে আমাদের বহুদোষ লক্ষিত হইবে। এই জন্যই একটী সূত্রে কথিত হইয়াছে "আমার অনুজ্ঞা যথাযথরূপে আচরিত হইলে আমি চিরকালই এই পৃথিবীতে থাকিব।"

কেহ বলিতে পারেন "পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ চীনদেশীয় প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই; তাহা হইলে পরবর্ত্তী যুগে আমরা কেন ঐ সকল পরিবর্ত্তন করিব?" কিন্তু এরূপ বলা ভুল। আমাদিগকে ধর্ম্মানুমোদিত আচার প্রতিপালন করিতে হইবে, মনুষ্যের প্রবর্ত্তিত আদেশ অনু-সরণ করিতে হইবেনা। বুদ্ধ এই সম্বন্ধে আমাদিগকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আহার ও বস্ত্র সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম বিনয়ানু-মোদিত হইলে আচরিত হইতে পারে। নিয়ম সমূহ শিক্ষা না করিয়া আচরণ করা দুরূহ। শিক্ষান্তে আচরণ না করিলে শিক্ষক নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

আমি পুনর্ব্বার শ্লোকে বলিতেছি ঃ—

"মনুষ্যের জীবনে আহার ও বস্ত্র সর্ব্বপ্রধান, মনুষ্যের পক্ষে এই দুইটীই পুনর্জন্মের শৃঙ্খল।

বুদ্ধের বাণী আচরিত হইলে মনুষ্য বিশ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ করিবে।

স্বার্থপরতা মনুষ্যের পথ প্রদর্শক হইলে পাপ ও ক্লেশ তাহার সহগামী হইবে।

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তি! সাবধান হও। প্রতিফলের জন্য প্রস্তুত



বুদ্ধমূর্তি

(যবদ্বীপ)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

হও, অষ্টম বায়ু (২১) তোমার শরীর পরিত্যাগ করিলে, পঞ্চ ভয় আর তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

কর্দ্দমাক্ত মণি যেরূপ পবিত্র, সেই প্রকার পবিত্র থাকিও; পদ্মপত্র-স্থিত শিশির বিন্দুর ন্যায় পরিষ্কার থাকিও।

শরীর আবৃত রাখিবার বস্ত্রই যথেষ্ট; ক্ষুধায় মৃত্যু না হয় এরূপ আহারই যথেষ্ট।

মোক্ষ প্রার্থনা কর—মনুষ্য বা দেব হইবার প্রার্থনা করিও না।

ধূতাঙ্গ অভ্যাস কর।

জীবিত প্রাণীগণকে রক্ষা করিয়া জীবন যাপন কর।"

নবম পৃথিবীর (২২) শূন্য জন্ম পরিত্যাগ কর। দশম পথ (২৩) অবলম্বন কর। পাঁচ শত অর্হৎ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, দান গ্রহণ কালে তুমিও সেইরূপ করিও। আশীর্ব্বাদ কালে ত্রিসহস্র পৃথিবীকে আশীর্ব্বাদ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিও।

(২১) বেদান্তসার মতে পাঁচ বায়ু ও কপিল দশ বায়ুর উল্লেখ করিয়াছেন।

(২২) এই গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২৩) বোধিসত্ত্বকে দশটী মার্গ ভ্রমণ করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা

এক্ষণে আমি বিনয়ানুমোদিত পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান ও দুকূলপট্ট ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পঞ্চহস্তদীর্ঘ একখানি বস্ত্র লইয়া ত্রিগুণীকৃত কর; স্কন্ধদেশে যে স্থানে বস্ত্র ভাঁজ হয়, গলদেশ হইতে চারি কি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ প্রস্থ স্থানে, পাঁচ অঙ্গুলি বর্গ বস্ত্রখণ্ড উভয় দিকে যোজনা করিতে হইবে; ইহার চারিদিকে সীবন করিয়া বস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। এই চতুষ্কোণ বস্ত্র খণ্ডের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, ছিদ্র মধ্যে সূত্র প্রবেশ করাইতে হইবে। এই সূত্র দীর্ঘে মাত্র দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইবে; সূত্রের উভয় পার্শ্বই উত্তমরূপে বন্ধন করিতে হইবে এবং অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছিদ্র মধ্যে আরও একটী সূত্র প্রবেশ করাইও এবং যাহাতে অন্য সূত্রের সহিত মিলিত হয়, এরূপ কর। মধ্যবর্ত্তী বন্ধনগুলি বক্ষঃস্থলের পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হয়। অন্যান্য বন্ধনগুলি "শার্টের" ন্যায়। ইহাই প্রচলিত নিয়ম।

উল্লিখিত প্রকারে আমি বস্ত্র সংক্রান্ত প্রধান নিয়মগুলি বর্ণনা করিয়াছি। প্রক্রিয়াটী তুমি বিশেষরূপে অবগত হইবার ইচ্ছা করিলে আমার সহিত সাক্ষাতের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। পরিচ্ছদের প্রান্তদেশগুলিও সূত্র দ্বারা বাঁধা থাকে। প্রান্তগুলি ইচ্ছানুযায়ী রক্ষা করা যাইতে পারে; বুদ্ধ ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরিচ্ছদের প্রত্যেক প্রান্ত সূত্র দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে; আহার গ্রহণ কালে প্রান্তগুলি টানিবার ও বন্ধনের সময়

এই গুলি ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা একটী প্রয়োজনীয় নিয়ম। বিহার বা সঙ্ঘের সম্মুখে, সূত্রগুলি ব্যবহার বা স্কন্ধ দেশ উন্মুক্ত রাখার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিহারের বহির্ভাগে গমন অথবা গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ কালে এইগুলি পরিধান করা কর্ত্তব্য; অন্যান্য সময়ে এইগুলি স্কন্ধের উপরে রক্ষা করা যাইতে পারে। স্বকীয় কার্য্যনির্ব্বাহকালে নিজ ইচ্ছানুযায়ী এইগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে। বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে এইগুলি বিন্যস্ত করা আবশ্যক।

পরিচ্ছদের দক্ষিণ প্রান্ত গ্রহণ করিয়া, উহা বামস্কন্ধের উপরে স্থাপন কর; ইহা যেন হস্তের উপরে থাকে; ইহাকে পশ্চাদ্দিকে ঝুলিতে দেও।

সূত্রব্যবহারে ইচ্ছুক হইলে, প্রথমে সম্পূর্ণরূপে স্কন্ধদেশ অনাবৃত করিতে হইবে; পরে সূত্রগুলি মধ্যবর্ত্তী ছিদ্র দ্বারা পশ্চাদ্ভাগে লইতে হইবে। তৎপরে, পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ স্কন্ধদেশ দিয়া পুনর্ব্বার সম্মুখ ভাগে আনিবে এবং পরিচ্ছদটী দিয়া গলদেশের চতুর্দ্দিক আবৃত করিতে হইবে। এবম্প্রকারে গলদেশের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত বস্ত্রের নিম্নদিকে হস্তদ্বয় রক্ষা করিতে হইবে; পরিচ্ছদের অন্য প্রান্ত সম্মুখ দিকে লম্বমান থাকিবে। রাজা অশোকের মূর্ত্তির এইরূপ পরিচ্ছদ রহিয়াছে।

ভ্রমণকালে ছত্রধারণ উল্লেখযোগ্য; নিয়মানুযায়ী বহির্ব্বাস পরিধান করিতে হইবে। ছত্রটী বংশনির্ম্মিত যষ্টি দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং ইহার বস্ত্র সূক্ষ্ম রাখিতে হইবে; ছত্রকে দ্বিবস্ত্রে আবৃত করিবে না। ইচ্ছানুযায়ী ইহার আকার দুই কি তিন ফুট করা যাইতে পারে। ছত্রের দণ্ডটী যথারীতি স্থাপনার্থ মধ্যস্থল দ্বিগুণিত করিতে হইবে। আচ্ছাদনের প্রস্থানুযায়ী দণ্ডের দৈর্ঘ্য

স্থির করিতে হইবে। বংশদণ্ডটী লাক্ষা দ্বারা বার্ণিস করিতে পারা যায়। দণ্ডটী বংশের পরিবর্ত্তে নলনির্ম্মিতও হইতে পারে। সীবন-কালে কাগজ ব্যবহার করিলে ইহা দৃঢ়তর হয়। চীনদেশে আমরা এরূপ ছত্র ব্যবহার করি না, তথাপি ইহা অত্যাবশ্যক দ্রব্য। অকস্মাৎ বৃষ্টি হইলে আমাদের বসন সিক্ত হইতে পারে এবং গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। ছত্র ব্যবহার বিনয়ানুমোদিত, আমাদের দেহ ধারণের পক্ষে ইহা প্রশস্ত এবং ইহা ব্যবহারে কোন হানি নাই। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ছত্র ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চীনে ইহা ব্যবহৃত হয় না।

চীনদেশে, কাষায়ের ঊর্দ্ধদিকৃস্থ প্রান্তদেশ প্রকোষ্ঠের উপর বিলম্বিত থাকে। ভারতীয় শ্রমণগণ চীনদেশে আসিলে চীনদেশীয় প্রথা অবলম্বন করেন। সূক্ষ্ম রেশম নির্ম্মিত কাষায় স্কন্ধদেশ হইতে বিলম্বিত থাকে। এবম্প্রকারে ইহা হস্তের উপরে থাকে, ইহা অনুমোদিত নহে।

পরে, ত্রিপিটকশিক্ষক (১) চীনে আগমন করিয়া, কাষায় বামস্কন্ধের উপর বিলম্বিত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কোন কোন অধিক বয়স্ক শ্রমণ এই প্রথা পছন্দ করেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ভুল প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত।

ত্রিচীবরে দীর্ঘসূত্র ব্যবহার না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র প্রয়োগ করিলে দূষণীয় হয় না। একখানি বস্ত্র ব্যবহার করিলে অন্তর্বাস পরিধান না করিলেও চলে এবং তাহা হইলে সীবনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। জলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক

(১) হিউয়েন-সিয়ং।

দ্রব্য স্কন্ধদেশে বিলম্বিত রাখিতে হইবে। এই গুলিকে এরূপ ভাবে বিলম্বিত করিতে হইবে যেন সেগুলি তোমার অবয়বের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করে এবং সম্মুখেরটী যেন পশ্চাতের ব্যাঘাত না জন্মায়। দ্রব্যাদি বিলম্বিত রাখিবার প্রয়োজনীয় রজ্জু অত্যধিক দীর্ঘ না হয়—যাহাতে তোমার স্কন্ধদেশে থাকিতে পারে, ঠিক এইরূপ দীর্ঘ রাখিবে। বক্ষদেশের উপরে দ্রব্যাদি বিলম্বিত থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ক্লেশকর হয় এবং নিয়মানুযায়ী এরূপ হওয়া বিধেয় নহে।

আমি পাত্র রাখিবার কোষ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব (২)। উত্তর প্রদেশীয় সুলিবাসী ব্যক্তিগণ স্কন্ধের উভয় দিকে বিলম্বিত দ্রব্য একটী অপরের উপরে ঝুলাইয়া রাখে। এই প্রদেশে নিয়মগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু কদাপি এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন নাই।

অতিরিক্ত বস্ত্র সমূহ স্কন্ধোপরি রক্ষিত পরিচ্ছদ ও পাত্রের উপর রক্ষা করিবে।

মন্দিরে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন কালে, কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছত্র রক্ষা করিবে। পরে বিলম্বিত আধারগুলি বন্ধনমুক্ত করিবে। কক্ষ প্রাচীরে আগন্তুকের দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য হস্তি-দন্তের আকর্ষণী রাখিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় পরবর্ত্তী ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

কাষায় বস্ত্র সূক্ষ্ম রেশম নির্ম্মিত হইলে অংশুক হয় এবং স্কন্ধোপরি রক্ষা করা সুকঠিন হয়; প্রণামকালে ইহা ভূমিচ্যুত হয়। ইহা নিবারণার্থ ইচ্ছুক হইলে কোমল শুভ্র কার্পাস বা অমসৃণ রেশম ব্যবহারই কর্ত্তব্য।

---

(২) কিন্তু আই-সিং ইহা পরে আলোচনা করেন নাই।

চীনদেশীয় সংকক্ষিকা অর্থাৎ পার্শ্ববস্ত্র একহস্ত অধিকতর দীর্ঘ করিলে উত্তম হয়। ইহা পরিধানকালে দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত রাখিয়া কেবল বাম স্কন্ধ আবৃত রাখিতে হয়।

কেবল নিজ কক্ষে বাসকালেই সংকক্ষিকা ও অন্তর্বাস পরিধান করা হয়। বহির্দ্দেশে গমন করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি পূজাকালে অন্যান্য বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। এক্ষণে আমি অন্তর্বাস পরিধানের রীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মূলসর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় মতে ইহা পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ। আবশ্যকানুযায়ী ইহা রেশম বা কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতীয় শ্রমণগণ ইহাকে এক বস্ত্রে প্রস্তুত করেন; কিন্তু, চীনে ইহা দ্বিপট্ট করা হয় দৈর্ঘ বা প্রস্থ স্থির নাই। দেহের নিম্নার্দ্ধ নাভিস্থল পর্য্যন্ত ইহা বিজড়িত রাখিতে হয়। তৎপরে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অন্তর্বাসের বাম দিকের ঊর্দ্ধদিকস্থ কোণ ধারণ করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত অন্য প্রান্ত ধারণ করিবে। বহির্বাসের বাম দিকের বাম প্রান্ত দ্বারা দেহের বাম-দিক ও দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা দক্ষিণ দিক আবৃত করিবে।

উভয় হস্ত দ্বারা অন্তর্বাসের উভয় প্রান্ত সম্মুখে আনয়ন করিয়া, মধ্যস্থলে উহাদিগকে একত্র করিয়া তিনবার কুঞ্চিত কর।

পরে উহা পৃষ্ঠদেশে লইয়া ও তিন অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া, পরে নিম্নদিকে তিন অঙ্গুলি নীচু কর। এরূপ করিলে সূত্র না থাকিলেও অন্তর্বাস খুলিয়া পড়িবে না। এক্ষণে প্রায় ৫ হস্ত দীর্ঘ কোমরবন্ধ গ্রহণ কর। ইহার বক্রাংশ নাভীর ঠিক নিম্নে আনয়ন করিয়া অন্তর্বাসের উচ্চ প্রান্ত বন্ধন কর।

কোমরবন্ধের উভয় প্রান্তই তোমার পৃষ্ঠদেশে আসা আবশ্যক

তৎপরে তাহাদিগকে দক্ষিণে ও বামে টানিতে হইবে; এই স্থানে হস্ত দ্বারা ইহাদিগকে পেষণ ও উভয় প্রান্ত সম্মুখ দিকে তিন বার বন্ধন করিতে হইবে। কোমর বন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে, ইহা ক্ষুদ্র করিতে হইবে; ক্ষুদ্র হইলে দীর্ঘ করিতে হইবে। কোমরবন্ধের উভয় প্রান্ত সীবন বা সজ্জিত করা নিষিদ্ধ।

উপরি লিখিত প্রথায় অন্তর্বাস পরিধান সর্ব্বাস্তিবাদনিকায় ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ে বিভিন্ন; ইহাকে পরিমণ্ডল নিবাস বলে। কোমর বন্ধ এক অঙ্গুলি পরিমিত প্রস্থ। পাদুকাবন্ধনী, পাদত্রাণ প্রভৃতি চতুষ্কোণ বা গোলাকার হইতে পারে; উভয়ই অনুমোদিত হয়। শণের রজ্জু অনুমোদিত নহে।

ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন বা কাষ্ঠখণ্ডে উপবেশন কালে, অন্তর্বাসের উদ্ধাংশ বহির্বাসের নিম্নে আকর্ষণ করিয়া যাহাতে অন্তর্ব্বাস জঙ্ঘার নিম্নদেশে আইসে তাহা করিতে হইবে। উভয় জানুই আবৃত রাখিতে হইবে কিন্তু জঙ্ঘাস্থি অনাবৃত রাখা যাইতে পারে।

চরণগ্রন্থি হইতে চারি অঙ্গুলি উচ্চ স্থান অন্তর্বাস দ্বারা আবৃত থাকিবে, গৃহস্থের গৃহে অবস্থান কালে এইরূপ নিয়ম প্রতি-পালন করিতে হইবে। কিন্তু বিহারে, জঙ্ঘাস্থির অর্দ্ধাংশ অনাবৃত থাকিতে পারে। এই নিয়ম স্বয়ং বুদ্ধ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহা কোন কারণে আমাদের পরিবর্ত্তন করা বিধেয় হইবে না। শিক্ষার বিরুদ্ধে কার্য্য ও স্বেচ্ছানুসারে আচরণ বিধেয় নহে। নিবাস দীর্ঘ ও ভূমি স্পর্শ করিলে তুমি গৃহস্থ প্রদত্ত দান নষ্ট করিতেছ এবং অন্যক্ষেত্রে মহাশিক্ষকের আদেশ অমান্য করিতেছ।

আপনারা কে আমার বিনয় পূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিবেন? সহস্র সহস্র শ্রমণের মধ্যে যেন অন্ততঃ একজন আমার কথায় কর্ণপাত করেন।

ভারতবর্ষে-নিবাস, দেহের নিম্নভাগে তির্য্যক্ ভাবে পরিধান করা হয়। ভারতবর্ষে ব্যবহৃত কোমল শুভ্র অন্তর্বাস দ্বিহস্ত প্রশস্ত এবং কখন কখন এক হস্তও প্রশস্ত হইয়া থাকে।

দরিদ্রেরা যথাযথ অন্তর্বাসের প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে না। ব্যয় সংক্ষেপার্থ বস্ত্রের উভয় প্রান্ত সীবন করিয়া আবশ্যকানুযায়ী ছিদ্রপথে পদ প্রবেশ করাইতে পারে।

বিনয়ে পরিচ্ছদ পরিধান সংক্রান্ত সকল নিয়মই দৃষ্ট হয়। আমি সংক্ষেপে কেবল অত্যাবশ্যক নিয়ম বর্ণনা করিয়াছি। সাক্ষাৎ হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহা বর্ণনা করিব।

অপিচ, গৃহশূন্য শ্রমণের বস্ত্র কন্দ বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইবে। "টি-হুয়াং", (৩) গিরিমাটী বা কণ্টকপূর্ণ নী-বৃক্ষ হইতে রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রং অত্যন্ত গাঢ় বা অত্যন্ত পাতলা হওয়া দূষণীয়।

ব্যয় সংক্ষেপার্থ খর্জ্জুর, লাল মৃত্তিকা, লোহিত প্রস্তর চূর্ণ, বন্য পিয়ার বা মৃত্তিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল রং ব্যবহার কালে বস্ত্র কথঞ্চিৎ ক্ষয় হইতে পারে। কিন্তু অন্য এক খানি ক্রয় করিতে যেরূপ ব্যয় হয় সেইরূপ অর্থব্যয় হইবে না।

তুত বৃক্ষের ত্বক হইতে প্রস্তুত রং এবং নীল ও সবুজ বর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। পশ্চিমাঞ্চলে লোহিত ও গাঢ় পিঙ্গল ব্যবহৃত হয় না।

(৩) "Ti-miang"—" Rehmannia glutinosa,'

পাদুকা ও চটী সম্বন্ধে বুদ্ধ কয়েকটী নিয়ম করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পাদুকা বা আস্তরণ-সুশোভিত চটী ব্যবহার নিয়ম বিরুদ্ধ। জরি বা কারুকার্য্য সুশোভিত কোন দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহা চর্ম্ম ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে যথাযথ রূপে বিবৃত হইয়াছে (৪)।

(৪) আই-সিং পরে বিনয় পিটক সংক্রান্ত এই নিয়মাবলী অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভিক্ষুণীর পরিচ্ছদ এবং সমাধি

চীনদেশে ভিক্ষুণীগণ সাধারণ স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করেন; এই বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অননুমোদনীয়। বিনয় পিটকে ভিক্ষুণীর পঞ্চ পরিচ্ছদ রহিয়াছে :—

১। সঙ্ঘতি।

২। উত্তরাসঙ্গ।

৩। অন্তর্বাস।

৪। সংকক্ষিকা।

৫। নিবাসন।

প্রথম চারিটী সম্বন্ধীয় নিয়ম শ্রমণগণের পরিচ্ছদেরই ন্যায়; তবে শেষেরটী সম্বন্ধীয় নিয়ম কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সংস্কৃতে ভিক্ষুণীর পরিচ্ছদকে কুশূলক বলে; উভয় প্রান্ত স্যূত বলিয়া ইহা দেখিতে কুস্থলের ন্যায় এবং তজ্জন্যই ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘে চারি হস্ত ও প্রস্থে দুই হস্ত। ইহা নাভি পর্য্যন্ত আবৃত রাখিতে পারে এবং নিম্নে চরণগ্রন্থি হইতে চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উর্দ্ধে থাকে। পরিধানকালে ছিদ্র পথে পদদ্বয় প্রবেশ করাইয়া নাভি মূল পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে হয়। কটীদেশে সঙ্কুচিত করিয়া ইহা পশ্চাদ্দেশে বন্ধর্ন করিতে হইবে।

সূত্র বা বন্ধনী সংক্রান্ত নিয়ম ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের একই প্রকার। বক্ষ বা পার্শ্বদেশে কোন প্রকার বন্ধন বা অতিরিক্ত বস্ত্র থাকিবে না।

কিন্তু স্তনদ্বয় অত্যন্ত উচ্চ ও বৃহৎ হইলে যুবতী বা বৃদ্ধা অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিলে দূষণীয় হইবে না।

বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত রাখিয়া পুরুষের সম্মুখে অবস্থান লজ্জাজনক মনে করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করা দূষণীয়; কিংবা সুসজ্জিতা হইলেও অপরাধিনী হইতে হইবে। এই প্রকার অপরাধিনীর মৃত্যু হইলে তাহার যথেষ্ট অপরাধ হইবে; একটী মাত্র অপরাধ থাকিলেও, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক। গৃহবহির্ভাগে বা শ্রমণের সম্মুখে বা গৃহস্থগৃহে নিমন্ত্রিত হইলে ভিক্ষুণীর দেহ আবৃত ও গলদেশে কাষায় থাকিবে; কাষায়ের স্কন্ধের বন্ধন উন্মুক্ত করিতে হইবে না। আহারকালে বক্ষ অনাবৃত থাকিবে না; কাষায়াভ্যন্তর হইতে হস্তদ্বয় বহির্গত করিয়া আহার করিতে হইবে। এক স্কন্ধ অনাবৃত রাখিয়া অথবা যুতক বা জঙ্ঘাত্রাণ বস্ত্র ব্যবহার স্বয়ং বুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুণীগণ কদাপি এই রূপ করিবেন না।

দক্ষিণ সমুদ্রের সকল দেশে, ভিক্ষুণীগণের বিশেষ পরিচ্ছদ রহিয়াছে; ইহা ভারতীয় প্রথানুযায়ী না হইলেও সংকক্ষিকা বলে। ইহা প্রত্যেক দিকেই দ্বিহস্ত দীর্ঘ। মধ্যস্থলের এক ফুট স্থান ব্যতীত প্রান্তদেশ সীবন করা হয়; প্রান্তগুলি এক ইঞ্চি পরিমিত ও স্যূত। পরিধানকালে, ইহা উচ্চ করিয়া মস্তক ও স্কন্ধ দেশ প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ স্কন্ধ সম্পূর্ণরূপে বহির্দেশে আনয়ন করিতে হয়। কটীবন্ধ ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে ভিক্ষুণীর পার্শ্ব, বক্ষ, নাভি ও জানুদেশ আবৃত করে। ইহা করিলে ইহা পরিধান করা যায়।

বস্ত্রখানিতে মাত্র দুইটী সূত্র আছে; লজ্জানিবারণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহা পরিধানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, যথাযথ ভাবে প্রস্তুত সংকক্ষিকা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত পরিচ্ছদের ন্যায় সঙ্ঘের অভ্যন্তরে বা নিজ কক্ষে বাস কালে কুসলক বা সংকক্ষিকাই যথেষ্ট।

নিয়মবহির্ভূত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নিয়মানুমোদিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রেশম বা সূত্র নির্ম্মিত চারি কি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ বস্ত্রে ভিক্ষুণীর পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হয়। ইহা স্কন্ধের ঊর্দ্ধদেশে ব্যবহৃত হয়। লজ্জা নিবারণ আবশ্যক; মূত্রাগারেও ভিক্ষুণীর স্কন্ধদেশ অনাবৃত রাখা বিধেয় নহে।

এই পরিচ্ছদ হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যবহৃত হইতে পারে; ইচ্ছানুসারে ইহা অপেক্ষা উষ্ণ পরিচ্ছদও এই দুই ঋতুতে পরিধান করা যাইতে পারে। ভিক্ষা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে।

স্ত্রীলোক হইলেও (দৃঢ়চেতসী) তন্তুগ্রহণ (বস্ত্র বয়ন) বা গৃহের কর্ম্ম সম্পাদনের আবশ্যকতা নাই; পাঁচ কি দশটী পরিচ্ছদ পরিধানেরও প্রয়োজনীয়তা নাই।

পার্থিব বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ কদাপি ধ্যান বা ধর্ম্মচিন্তা করে না। কেহ কেহ শীলের প্রতি লক্ষ না করিয়া কেবল বস্ত্র ও আভরণের প্রতিই আসক্ত হয়। এই সকল স্ত্রীলোকেই গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইতে পারে। ভারতীয় ভিক্ষুণী ও চীনের ভিক্ষুণীতে অনেক প্রভেদ। ভারতীয় ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে।

এই স্থানে এক প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। "ভিক্ষুণীদের ফললাভের অংশ অত্যল্প এবং অনেক স্থানের বিহারে তাহাদের উপযোগী আহারের ব্যবস্থা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কায়িক শ্রম না করিলে তাহারা কি প্রকারে

জীবন ধারণ করিতে পারে, এরূপ করিলে তাহারা বিনয়ানুমোদিত নিয়ম ভঙ্গ করে এবং বুদ্ধের মহামান্য আদেশ অমান্য করে। কোন্ পন্থা প্রকৃষ্ট এবং কোন্ পন্থা পরিত্যজ্য, তাহারা কিপ্রকারে স্থির করিবে? শরীর সুস্থ থাকিলে ধর্ম্মাচরণ প্রশস্ত হয়। আমরা এই বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।"

আমি নিম্নোক্ত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর করিব, "মোক্ষ-লাভের জন্যই গৃহত্যাগ করা হয়। ত্রিবিধ বৃক্ষের (১) মূল-ছেদন এবং চতুঃসমুদ্রের (২) জলরোধার্থ ধূতাঙ্গ আচরণ এবং ক্লেশ ও সুখের বিপজ্জনক পথ পরিত্যাগ করা বিধেয়; পবিত্র মনে এবং আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া সত্য পথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। দিবারাত্র শীল রক্ষা করিলে ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। কেবল শারীরিক স্বচ্ছন্দতা লক্ষ্য করিলে অপরাধী হইতে হয়। বিনয়-পিটক নিয়মানুমোদিত আচরণ যথাযথ প্রতিপালন করিলে নাগ, প্রেত, দেব ও মনুষ্য পদানুসরণ ও সম্মান করে। এই জন্য জীবিকানির্ব্বাহার্থ সাংসারিক মায়ায় কেন আকৃষ্ট হইবে?"

পঞ্চবসন, ভিক্ষাপাত্র ও জলপাত্র ভিক্ষুণীদের পক্ষে ইহাই প্রচুর এবং জীবন ধারণের জন্য ক্ষুদ্র কক্ষই যথেষ্ট। স্বকীয় দ্রব্যাদি হ্রাস করাই সঙ্গত এবং এবম্প্রকারে গৃহস্থ-ভিক্ষুণীদের ক্লেশ অপনীত হইতে পারে, কর্দ্দম মধ্যে লুক্কায়িত মূল্যবান প্রস্তর বা জলমধ্যস্থ পদ্মের ন্যায় তাহারা পবিত্র হইতে পারে, এবং তাহাদের জীবন যাপন, ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও, উন্নত ব্যক্তির জীবনের ন্যায় গণ্য হইতে পারে।

(১) লোভ, ঘৃণা, অবিদ্যা।
(২) সাংসারিক ইচ্ছা, জন্ম, অজ্ঞতা ও ভ্রম।

মাতাপিতার মৃত্যুর সময়ে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীগণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যথোচিত যত্ন বা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করে না ; অথচ তাহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিগণিত করে !

কেহ কেহ নিজ কক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ এবং তথায় পূজা প্রদান বা রঙীন বস্ত্র আচ্ছাদন করে। কেহ নিয়ম-বিগর্হিত মস্তক অমুণ্ডিত রাখেন অথবা শোক-যষ্টি বহন বা মাদুরে শয়ন করে। বুদ্ধ এই সকলের কোনটাই অনুষ্ঠান করেন নাই এবং এইগুলি অনায়াসে বর্জ্জন করা যাইতে পারে। নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—প্রথমে কোন কক্ষ মৃতের জন্য পবিত্র করিয়া সজ্জিত কর অথবা স্বল্পকালের জন্য ক্ষুদ্র চাঁদোয়া বা যবনিকা স্থাপন কর। সূত্রপাঠ ও বুদ্ধের ধ্যান করিতে করিতে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্প অর্পণ কর। মৃতের আত্মা যাহাতে উত্তম স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানের ইহাই কর্ত্তব্য। জীবিতকালে সে ব্যক্তি যাহা করিয়াছিল, এই প্রকারে তাহার প্রতিদান করা উচিত।

বদান্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কেবল তিন বৎসরের জন্য বিলাপ বা সপ্তাহকাল উপবাসই যথেষ্ট নহে। এই সকল আচরণে (৩) কোন ফললাভ হয় না এবং তজ্জন্য মৃত ব্যক্তি পুনর্ব্বার এই সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারেন। এবম্প্রকারে মৃত-ব্যক্তিগণ অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হইতে পারে

---

(৩) তিন বৎসর শোক, সাত দিবস উপবাস।

এবং দ্বাদশ নিদান ও বোধিসত্ত্বের আবশ্যক দশগুণ অনবগত থাকিতে পারে।

শ্রমণের যথার্থ মৃত্যু হইলে বুদ্ধের শিক্ষানুযায়ী, মৃত্যুর দিবসেই শবযানে করিয়া শব শ্মশানঘাটে লইয়া দাহ করিতে হইবে। শব-দাহ হইবার কালে বন্ধুগণ একত্র হইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বন্ধুগণ পুঞ্জীভূত তৃণ বা মৃত্তিকাস্তূপ অথবা ইষ্টক বা প্রস্তরের উপরে উপবেশন করিবেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনিত্য সূত্র পাঠ করিবেন এবং যাহাতে বিরক্তিকর না হয় তজ্জন্য এক পৃষ্ঠা বা এক পাতার অনধিক যেন পাঠ না করা হয় (৪)।

বন্ধুগণ এই সময়ে অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা বিহারের বহির্ভাগস্থ পুষ্করিণীতে সবস্ত্র একত্র অবগাহন করিবেন। পুষ্করিণী না থাকিলে কূপের জলে সকলে স্নান করিবেন। যাহাতে নূতন বস্ত্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য সকলে এই সময়ে পুরাতন বস্ত্র পরিধান করিবেন। তৎপরে তাঁহারা শুষ্ক বস্ত্র গ্রহণ করিবেন। কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া কক্ষভূমি গোময় দ্বারা শুদ্ধ করিবেন। অন্যান্য দ্রব্য পূর্ব্ববৎই থাকিবে। শোক-বাস পরিধানের রীতি নাই। শরীর রক্ষা করিবার জন্য কখনও কখনও স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়। গুম্বজবিহীন ক্ষুদ্র স্তূপগুলিকে কুল বলে।

সাধারণ ও সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মানার্থ নির্ম্মিত স্তূপের কিছু বিভিন্নতা আছে। বিনয়পিটকে ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে (৫)।

(৪) আই-সিং লিখিয়াছেন যে তিনি ইহা স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।
(৫) সংযুক্তবস্তু, অষ্টাদশ অধ্যায়।

শাক্যের মহান্ শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া "চৌ"এর অভিজনের নিয়মানুযায়ী এক মনে চীৎকার বা ক্রন্দন অথবা তিন বৎসরের জন্য শোকবাস পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে।

লিন্-ইউ একজন শ্রমণ ছিলেন; চীনদেশীয় আচারানুযায়ী ইনি কদাপি ক্রন্দন বা শোকবাস পরিধান করেন নাই। তিনি মৃতের বিষয়ে অনেক সময় চিন্তা করিতেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য পুণ্যার্জ্জন করিতেন। রাজধানী সন্নিকটস্থ অনেক শিক্ষক তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন। কিন্তু এই সকল শিক্ষক অবগত নহেন যে, তিনি বিনয়ানুমোদিত আচারই প্রতিপালন করিয়াছিলেন (৬)।

(৬) বোধিসত্ত্বের দশগুণ—দশপারমিতা যথা—দান, শীল, নিষ্কর্ম্ম অর্থাৎ সংসার-ত্যাগ, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্যবাদিতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, মৈত্রী, উপেক্ষা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পবিত্র ভূমি

পাঁচ প্রকার পবিত্র ভূমি রহিয়াছে :—

প্রথম—কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন স্থান বিহার নির্ম্মাণের জন্য উপকল্পিত করা।

দ্বিতীয়—দুই জনের অধিক ভিক্ষু কর্ত্তৃক বিহার নির্ম্মাণের জন্য ঘোষণা দ্বারা কোন স্থান পৃথক করিয়া রাখা।

তৃতীয়—যে ভূমিতে উপবেশনাবস্থায় অবস্থিত গাভীর আকারের হর্ম্ম্য রহিয়াছে (১)।

চতুর্থ—মন্দির বা অন্যান্য পবিত্র গৃহের ধ্বংসাবশেষ।

পঞ্চম—ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক পবিত্র আচার সহকারে নির্ব্বাচিত ও উপকল্পিত ভূমি।

প্রথমোক্ত সম্বন্ধে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। নির্ম্মাণের প্রারম্ভে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনান্তে, নির্ম্মাণ-পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত ভিক্ষু নিম্নোক্ত উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবেন :— "বিহার বা গৃহের এই স্থানে সঙ্ঘের জন্য একটী পবিত্র রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।"

দ্বিতীয় সম্বন্ধে, ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইলে এবং পর্য্যবেক্ষণে তিন জন ভিক্ষু নিযুক্ত থাকিলে, একজন অপর সকলকে বলিবেন "পূজনীয় মহাশয়গণ! আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমরা এইস্থান নির্ব্বাচিত ও চিহ্নিত করিয়াছি এবং বিহার বা

(১) "গোনিষাদিকা"। এই স্থানের অর্থ প্রণিধান করা যায় না।

গৃহের এইস্থানে আমরা সঙ্ঘের আবশ্যকীয় রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিব।”

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিক্ষুগণও ঐরূপ উচ্চারণ করিবেন।

তৃতীয়টীও বিহার; এই বিহারের গৃহগুলি শায়িত গাভীর ন্যায়,—কক্ষের দ্বারগুলি যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। এরূপ হর্ম্ম্য, কোন দিন পবিত্রীকৃত না হইলেও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। বহুকাল সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্থানই চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। সঙ্ঘ পুনর্ব্বার এইরূপ স্থানে প্রত্যাগমন করিলে, ব্যবহৃত স্থান পুনর্ব্বার পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু যথোচিত ক্রিয়া আচরণ না করিয়া এইস্থানে রাত্রিবাস করিবে না। পঞ্চম প্রকারের ভূমি কর্ম্ম ও ঘোষণা দ্বারা পবিত্রীকৃত। ইহা মূল সর্ব্বাস্তিবাদনিকায়ে বিবৃত হইয়াছে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন পাঁচটী পবিত্র আচারের কোন একটি প্রতি-পালিত হইলে, সকল ভিক্ষুই ইহা দ্বিবিধ উপায়ে উপভোগ করিতে পারেন—(ক) গৃহাভ্যন্তরে রন্ধন ও বহির্দ্দেশে দ্রব্য রক্ষা করা (খ) অভ্যন্তরে দ্রব্য সকল রক্ষা করা ও বহির্দ্দেশে রন্ধন। উভয়ের কোনটীই দূষণীয় নহে।

চতুর্নিকায়ভুক্ত সকল সঙ্ঘেরই ভূমি পবিত্র করিবার নিকায় একই প্রকার। বর্ত্তমানকালের আচার প্রত্যক্ষ কর এবং বিনয়-পিটকের উদ্দেশ্য ধীরভাবে পরীক্ষা কর। ভূমি পবিত্রীকৃত না হইলে তথায় দান, খাদ্য-গ্রহণ বা বাস করিলে পাপ হয়; আচার সম্পন্ন হইলে তথায় রন্ধন বা বাস দূষণীয় নহে।

আমরা যাহাকে বিহার বলি, তাহা সাধারণ ভাবে সঙ্ঘের রন্ধনশালা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রতি কক্ষেই অপক্ক ও সিদ্ধ খাদ্য রক্ষিত হইতে পারে। বিহারে শয়ন করিতে

অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে, শ্রমণগণ বহির্দ্দেশে গমন করিয়া অন্যত্র শয়ন করিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রেতগণ হইতে শয়নকক্ষ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। অধিকন্তু, বিনয়পিটক মতে বিহারে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা অনুমোদিত। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে সমগ্র বিহারকে "রন্ধনশালা" রূপে পবিত্রভূত করাই পরম্পরাগত প্রথা। কিন্তু বুদ্ধ অংশ বিশেষ রন্ধনগৃহরূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। চীনদেশীয় বিনয় পিটকের শিক্ষকগণ এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন না।

স্থান পবিত্র না করিয়া বিহারের বহির্দ্দেশে শয়ন করিলে নিন্দনীয় হইতে হয়। যথাযথভাবে ভূমি পবিত্র করিয়া নিদ্রা গেলে নিন্দনীয় হইতে হয় না। বিহারের রন্ধনশালা পবিত্রীকৃত হওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রতি বুদ্ধদেবের ইহাই আদেশ এবং ইহা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য বা কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষতলে বা গ্রামে বাস কালে পরিচ্ছদের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্নতা রহিয়াছে।

কেবল স্ত্রীলোকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করাই কোন ভূমি পবিত্র করার উদ্দেশ্য নহে। যেরূপ, কোন পরিচারিকা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেও, পবিত্র পাকশালা গ্রাম বলিয়া পরিগণিত হয় না, তদ্রূপ পরিত্র ভূমি স্ত্রীবিহীন হওয়াই আবশ্যক। গ্রামে প্রবেশ-কালে ত্রিচীবর পরিধান করিলেই স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। তাহাহইলে, স্ত্রীলোকের প্রবেশ কালে কর্ম্মদান(২) কর্ত্তৃক স্বীয় ত্রিচীবর দ্বারা বিহার রক্ষা করা অত্যন্ত কঠোর নিয়ম সন্দেহ নাই।

(২) বিহারের উপাধ্যক্ষ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পারিষদ-বর্ষ

পঞ্চম চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিবসে প্রথম বর্ষাবাস এবং ষষ্ঠ চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিবসে দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ হয়; কেবল এই দুই দিবসেই বর্ষাবাসের প্রারম্ভ করিতে হয়। বিনয় পিটকে অন্য কোন দিনে বর্ষাবাস আরম্ভ অনুমোদিত নহে (১)। অষ্টম চন্দ্রের মধ্যমভাগে প্রথম ও নবম চন্দ্রের মধ্য-ভাগে দ্বিতীয় বর্ষাবাস পর্য্যবসিত হয়। যে দিবস বর্ষাবাস শেষ হয়, সেই দিবসে শ্রমণ ও গৃহস্থগণ ষোড়শোপচারে পূজা করেন। অষ্টম

(১) চীনদেশীয় এক সম্প্রদায়ে বৎসরে তিনটী বর্ষাবাস প্রতিপালন করিত। ডাঃ টাকাকসু এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত পাদটীকা দিয়াছেন :—

চীনদেশীয় অষ্টম মাসের মধ্যভাগে কার্ত্তিক মাসের আরম্ভ হয় এবং সেই হিসাবে মাসগুলিকে নিম্নোক্ত প্রকারে তুলনা করা যাইতে পারে :—

পঞ্চপারিষদ		চৈনিক মাস	ভারতীয় ও ইংরাজি মাস		ষড়্ ঋতু
শীত	(বিনয় পিটকানুযায়ী)	৯—১০ মাস ১০—১১ „ ১১—১২ „ ১২— ১ „	মার্গশীর্ষ পৌষ	নবেম্বর-জানুয়ারী	শিশির
			মাঘ ফাল্গুন	জানুয়ারী-মার্চ্চ	বসন্ত
বসন্ত		১—২ „ ২—৩ „ ৩—৪ „ ৪—৫ „	চৈত্র বৈশাখ	মার্চ্চ—মে	গ্রীষ্ম
				মে—জুলাই	বর্ষা
বর্ষা (প্রথমাংশ)		৫—৬ ..	শ্রাবণ		
„ (দ্বিতীয়াংশ) ষষ্ঠমাসের ষোড়শ দিবস				জুলাই—সেপ্টেম্বর	শরৎ
দীর্ঘ ঋতু		৬—৭ মাস	ভাদ্র		
		৭—৮ „ ৮—৯ „	আশ্বিন কার্ত্তিক	সেপ্টেম্বর-নবেম্বর	হেমন্ত

চন্দ্রের মধ্যভাগের মাসকে কার্ত্তিক মাস বলে; চীনের কিয়াংনানে কার্ত্তিক মাসে সভা হয়;—অর্থাৎ প্রথম বর্ষাবাস অন্তেই ইহা হইয়া থাকে। অষ্টম চন্দ্রের ষোড়শ দিবসে সঙ্ঘের উপহারস্বরূপ পরিচ্ছদ বিস্তৃত করা হয়; ইহা একটী প্রাচীন আচার (২)।

বিনয়ে উল্লিখিত (৩) হইয়াছে, "বহির্গমনের আবশ্যকতা হইলে এক দিবসের অনুপস্থিতির জন্য অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহার অর্থ এই যে, নিমন্ত্রণ বা অন্য কার্য্যের জন্য বহির্গমনের এতাদৃশ আবশ্যকতা ঘটে যে, আবশ্যকানুযায়ী বিদায় গ্রহণ করিতে হয়; অর্থাৎ এক রাত্রিতে যে কার্য্য সমাধা হইবে, সে জন্য এক দিবসের বিদায় লইতে হইবে এবং এবম্প্রকারে সাত দিবসের (৪) বিদায় লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট গমন করিবে। একই ব্যক্তির সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের আবশ্যকতা হইলে, বিনয় পিটকের মতে পুনর্ব্বার বিদায়ের প্রার্থনা করিয়া গমন করিতে হইবে। সাত দিবসের অতিরিক্ত কাল অনুপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা হইলে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ আট দিবস কি চল্লিশ রাত্রির কথাই মনে করুন) অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, বর্ষাবাসের অর্দ্ধাংশ কাল বহির্দ্দেশে বাস অনুচিত; এই জন্য চল্লিশ রাত্রিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়। পীড়িতের শুশ্রূষা বা কঠিন ব্যাপার সম্পাদনার্থ বহির্দ্দেশে গমন অনুমোদিত (৫) এরূপ ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ না করিলেও বর্ষাবাস ভঙ্গ করা

(২) পরবর্ত্তী একত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) সাত দিবসের অধিক কাল অনুমোদিত নহে।

(৫) মহাবজ্জ দ্রষ্টব্য।

হয় না। গৃহত্যাগী পঞ্চপারিষদবর্গকে (৬) বর্ষাবাস প্রতিপালন করিতে হয়; ইঁহাদের নিম্নশ্রেণীস্থ কেহ অপর ব্যক্তি দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবশ্যকানুযায়ী অনুপস্থিত থাকিতে পারেন। বর্ষাবাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; স্থবিরগণকে সর্ব্বোত্তম কক্ষ ও তন্নিম্ন শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কক্ষ প্রদত্ত হয়। নালন্দা সঙ্ঘারামে বর্ত্তমানে এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হয়; প্রতি বৎসরই প্রত্যে-কের জন্য কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং পৃথিবীপূজ্যই এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রথমতঃ, ইহা স্বার্থপরতা নষ্ট করে; দ্বিতীয়তঃ, শ্রমণগণের কক্ষসমূহ যথাযথ-ভাবে রক্ষিত হয়। গৃহত্যাগী শ্রমণগণের এইরূপ নিয়ম প্রতিপালনই কর্ত্তব্য। 'কিয়াংয়ের দক্ষিণ প্রদেশস্থ বিহারে এইরূপ নিয়মই প্রতিপালিত হয়; প্রাচীনকালের স্থবিরগণ কর্ত্তৃক এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে এইগুলিই প্রচলিত রহিয়াছে। এক জনের পক্ষে কোন মন্দিরে বাস ও ঐ মন্দির নিজের বলিয়া গণ্য করা এবং এইরূপ নিয়ম অনুমোদিত কিনা তাহা অবগত না হওয়া কি সমীচীন? পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এরূপ প্রথা অবলম্বিত হইত না। পরবর্ত্তীকালে সমগ্র চীনদেশ আচার বিস্মৃত হইয়াছে। নিয়মানুযায়ী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইলে, সঙ্ঘের পক্ষে ইহা প্রকৃতই অত্যন্ত উপকারী হইবে।'

(৬) ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শিক্ষমাণা, শ্রমণের, শ্রমণেরী, কখনও কখনও উপাসক ও উপাসিকাগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রবারণা

বর্ষাবাস এবং বৎসর অবসানের দিবসে "সুই" (১) প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ তিন প্রকারে (২) অপরের দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে। তৎপরে, দোষ স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে প্রবারণাকে আত্মোৎসর্গ বলিত (৩)।

চতুর্দ্দশ দিবসের রাত্রিতে, সঙ্ঘ একজন সুত্র-গায়ককে উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া সূত্র আবৃত্তি করিতে আহ্বান করিবেন। এরূপ সময়ে শ্রমণ ও গৃহস্থগণ মেঘ বা কুয়াসার ন্যায় তথায় সমাগত হইবেন। এই সময়ে সর্ব্বদা প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তৎপর দিবস তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া গ্রামে বা নগরে গমন করিয়া তদ্গতচিত্তে চৈত্যসমূহ পূজা করিবেন।

তাঁহারা কয়েকটী তল বিশিষ্ট শকট ও শিবিকায় মূর্ত্তি আনয়ন কালে ঢক্কা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দে আকাশ মুখরিত এবং পতাকা ও চন্দ্রাতপ দ্বারা সূর্য্য আবৃত করিবেন। এইরূপ সমবেত হওয়াকে সামগ্রী বা একত্রীভূত হওয়া বলে। সকল উপবাস দিবস একই প্রকার। চীনদেশে এই শোভাযাত্রাকেই নগর প্রদক্ষিণ বলা হয়। প্রাহ্ণে (নয়টা হইতে একাদশ ঘটিকার মধ্যে) তাঁহারা সঙ্ঘারামে

---

(১) "Sui-i"—(lit 'according to one's wish' or 'indulgence,) প্রবারণা।

(২) যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যাহা অপরের প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া গিয়াছে এবং যাহা সন্দেহ করা হইয়াছে।

(৩) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

প্রত্যাবর্ত্তন, দ্বিপ্রহরে তাঁহারা উপবাস সংক্রান্ত আচার প্রতি-পালন এবং অপরাহ্ণে প্রত্যেকে হস্তে সদ্য-সংগৃহীত এক এক গুচ্ছ তৃণ হস্তে সমবেত হইয়া থাকেন। প্রথমে ভিক্ষু, পরে ভিক্ষুণী ও অবশেষে নিম্নশ্রেণীস্থ তিন প্রকার ভিক্ষু ইচ্ছানুসারে এই তৃণ হস্ত বা পদ দ্বারা দলিত করেন। সংখ্যাধিক্য বশতঃ যদি অনুমিত হয় যে, যথেষ্ট সময় আবশ্যক হইবে, তবে সঙ্ঘ কয়েক জনকে একত্র গমন করিয়া প্রবারণা উৎসব গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন। একজন অপরের দোষ প্রদর্শন করিলে দোষ স্বীকার ও আচারানু-যায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এই সময়ে, হয় গৃহস্থগণ উপহার প্রদান করেন, অথবা সঙ্ঘই উপহার বিতরণ করেন। সকল প্রকার উপহারই সমবেত ব্যক্তি-বর্গের সম্মুখে আনীত হয়। প্রত্যেক পারিষদের এক এক ব্যক্তি স্থবিরগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন "সঙ্ঘের সদস্যগণকে এরূপ দ্রব্য কি প্রদান করা যাইবে এবং এইগুলি তাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত করিতে পারিবেন কিনা?" মহাস্থবিরগণ প্রত্যুত্তর করেন "হাঁ, ইহা হইতে পারে।" তৎপরে, সকল প্রকার পরিচ্ছদ, ছুরিকা, সূচী, বেধনযন্ত্রাদি গৃহীত এবং তুল্যানুরূপে বিতরিত হয়। বুদ্ধ এইরূপ শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। ছুরিকা এবং চর্ম্মপ্রভেদিকা দিবার উদ্দেশ্য এই যে গ্রহীতৃগণের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং বিজ্ঞতা বিচক্ষণ হইবে। এইরূপে প্রবারণা শেষ হইলে সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করে। বর্ষাবাস সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইলে তথায় রাত্রিবাস করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি ইহা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি এবং ইহা পুনর্ব্বার এই স্থানে বর্ণনা করিব না। দোষ স্বীকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, নিজ দোষ বর্ণনা করিলে এবং কৃতপাপ

নিবেদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত ও ভবিষ্যৎ সংশোধন করা হয় এবং অকপটে নিজ নিন্দা করা হয়। প্রতি পক্ষে (পোষদ) দোষ স্বীকার এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিজ অপরাধের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য (৪)।

প্রথম শ্রেণীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তান্তে বিংশতি ভিক্ষুসমন্বিত সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু সামান্য অপরাধ হইলে উহা অন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সংস্কৃতে আমরা 'আপত্তিপ্রতিদেশন' বলিয়া থাকি। আপত্তি অর্থাৎ অপরাধ, প্রতিদেশন অর্থাৎ অপরের সম্মুখে দোষ স্বীকার।

এবম্প্রকারে নিজ অপরাধ স্বীকার ও পবিত্র হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, একে একে দোষস্খালনের আশা করা যাইতে পারে। এক সঙ্গে দোষ স্বীকার করা বিনয়ানুমোদিত নহে। পূর্ব্বে আমরা "সান্-কুইয়ে আই" শব্দ ব্যবহার করিতাম কিন্তু ইহাতে দোষ স্বীকার বুঝায় না। "সান্-কুইয়ে আই"র সান্ শব্দের ভারতীয় অর্থ ক্ষমা; চীনের "কুইয়ে আই"এর অর্থ অনুতাপ।

ক্ষমার সহিত অনুতাপের কোনই সংশ্রব নাই। প্রকৃত ভাবে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের বলিতে হয় "আমি যথার্থ হৃদয়ে নিজ দোষ স্বীকার করিতেছি।" এই জন্য ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষমাকে অনুতাপ বলিয়া অনুবাদ করিবার কোনই হেতু নাই।

(৪) আই-সিং এই স্থানে এক পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—পোষদ—অর্থাৎ যাহাতে পুষ্টি আনয়ন করে। ডাঃ টাকাকসু পোষদ অর্থে দোষ স্বীকার করিয়াছেন।

পশ্চিমাঞ্চলের ব্যক্তিবর্গ ভুল করিলে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক অপরের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, যাঁহার বিরক্তি আনয়ন করে, তাঁহার গাত্র বা স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া 'ক্ষমা' বলে; পদমর্য্যাদা বিবেচনা না করিয়াই এইরূপ বলা হয়; উভয়ে স্থবির হইলে হস্ত নিম্নদিকে লম্বমান করিয়া একে অপরের দিকে চাহিয়া থাকেন। এক জন নিম্ন শ্রেণী-ভুক্ত হইলে, নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তি হস্তদ্বয় একত্র করিয়া অপরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্য হইতেছে ক্রোধ না করা। অপরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কালেই বিনয়ে ক্ষমা শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু নিজের নিকট নিজ দোষ স্বীকার কালে প্রতিদেশন ব্যবহৃত হয়।

পরবর্ত্তী যুগের ব্যক্তিবর্গকে যাহাতে বিপথগামী না করি, তজ্জন্যই আমি এই সকল ভ্রম সম্বন্ধে বলিয়াছি। বর্ত্তমান আচার প্রতিপালন করিতে থাকিলেও আমরা যথাযথ নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইব।

সংস্কৃত প্রবারণা অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করা; সন্তুষ্ট করাও ইহার অন্য অর্থ এবং ইচ্ছানুযায়ী অপরের অপরাধ প্রদর্শন করা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

চামচ প্রভৃতি ব্যবহারের নিয়ম

পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহার গ্রহণই রীতি; কিন্তু পীড়াকালে বা অন্য কারণে চামচ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের পঞ্চ-প্রদেশের কুত্রাপিও কাঁটা ব্যবহারের কথা আমরা শ্রুত হই না। চতুর্ণিকায়ে ইহা উল্লিখিত হয় নাই এবং কেবল চীনেই ইহা ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থগণ স্বভাবতঃই কাঁটা ব্যবহারের প্রাচীন নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং শ্রমণগণ ইচ্ছানুসারে উহা ব্যবহার করিতে বা না করিতেও পারেন। কাঁটা ব্যবহার কদাপি অনুমোদিত হয় নাই এবং কদাপি নিষিদ্ধও হয় নাই। এই জন্য সংক্ষিপ্ত বিনয়ানুসারে এই বিষয় আলোচনা করিতে হইবে; কারণ, কাঁটা ব্যবহার কালে কেহ আপত্তি বা আলোচনা করে না।

চীনদেশে এইগুলি ব্যবহৃত হয়; ইহাদের ব্যবহার নির্ব্বন্ধশালী হইয়া করিলে অধিবাসীরা হাস্য বা আপত্তি করিতে পারে।

ভারতবর্ষে এইগুলি কদাপি যেন ব্যবহৃত না হয়। সংক্ষিপ্ত বিনয়ের এইরূপই উদ্দেশ্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

নমস্কারের উপযুক্ত সময়

যথাযথ নিয়মানুযায়ী নমস্কার করা কর্ত্তব্য; অন্যথা ইহা ভূমিতে আনত হইয়া পতিত হইবার ন্যায়। এই জন্য বুদ্ধ বলিয়াছেন "নমস্কার গ্রহণ ও নমস্কার করার দুই প্রকারে অপরাধ হইতে পারে।"

যদি ইহা শিক্ষানুমোদিত না হয়, তবে প্রত্যেক নমস্কারে উপেক্ষার অপবাধ হয়। এই দুই প্রকার অপরাধ কি?

প্রথমতঃ, আহার ও পানে যে অপবিত্রতা হয়, তাহাই আলোচিত হউক। কোন দ্রব্য আহার, এমন কি এক মাত্রা ঔষধ সেবনান্তে মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন না করিলে প্রণাম করিবার অনুপযুক্ত হয়। সরবত, জল, চা, মধু মিশ্রিত জল, এমন কি ঘৃত বা আদ্র চিনি গ্রহণ করিয়া যথোপযুক্তরূপে পবিত্র না হইলেও নমস্কার করিবার অনুপযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, ধাবনস্থানে গমনের অপবিত্রতা। ধাবনস্থানে গমন করিলে অপবিত্র হইতে হয় এবং গাত্র, হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন আবশ্যক হয়।

এবম্প্রকারে কাহারও শরীর বা বস্ত্র লালা বা মল সংস্পর্শেও অপবিত্র হয়।

প্রাতঃকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিলেও এইরূপ অপবিত্রতা হয়।

যতি-সঙ্ঘের সমবেত হইবার কালে বা উপবাস দিবসে, অপবিত্রাবস্থায় কেবল যুক্তকরে নমস্কার করিতে হইবে। যুক্ত-

করেও সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে নমস্কার না করিলেও চলে। কেহ এরূপ করিলে ইহা শিক্ষার বিরুদ্ধ হয়। লোকসঙ্ঘে বা অপবিত্রস্থানে বা পথিমধ্যে প্রণাম করা অনুচিত। এই সকল বিষয়ই বিনয়পিটকে বর্ণিত হইয়াছে। চিরন্তন প্রচলিত ভ্রম প্রমাদে জলবায়ুর গুণে, শিক্ষানুযায়ী নিয়ম প্রতিপালনের ইচ্ছা থাকিলেও অনেকগুলি আচারের প্রতিষেধ হইতেছে।

আমাদের ন্যায় আচার প্রতিপালনকারী শ্রমণ যতদিন জীবিত থাকিবে এবং অপরাধের অবধি থাকিবে না, ততদিন কেহই ক্ষুদ্র অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করিবে না (১)।

(১) ভূমিকা দ্রষ্টব্য। তথায় আই-সিং "Proper times for religious worship" বলিয়াছেন; এস্থলে "Proper occasion for Salutation" লিখিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মলত্যাগ

এক্ষণে আমি সংক্ষেপে মলত্যাগ সম্বন্ধীয় নিয়ম বর্ণনা করিব। মলত্যাগ কালে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করিবার জন্য অবগাহন-বস্ত্র ও ঊর্দ্ধাংশের জন্য সংক্ষিকা পরিধান করিবে। পরে, এক পাত্র জল সহ পায়খানায় গমন করিয়া নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য দ্বার রুদ্ধ করিবে। মৃত্তিকার চতুর্দ্দশটী গুলি ইষ্টকের পাত্রের উপরে পায়খানার বহির্দ্দেশে রক্ষা করিতে হইবে; কোন কোন সময় ঐগুলি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের উপরেও স্থাপন করা যাইতে পারে। ইষ্টক-পাত্র বা কাষ্ঠখণ্ড এক হস্ত দীর্ঘ ও অর্দ্ধ হস্ত প্রশস্ত করিতে হইবে। মৃত্তিকার গুলিগুলি চূর্ণীকৃত করিয়া প্রত্যেক গুলির চূর্ণ দুই শ্রেণীতে পৃথক পৃথক রাখিতে হইবে। ঐ স্থানে একটী অতিরিক্ত গুলিও রক্ষা করিতে হইবে। পায়খানায় আরও তিনটী গুলি লইয়া এক পার্শ্বে রাখিতে হইবে। এই তিনটীর একটী অবয়ব ঘর্ষণে ও অন্যটী দেহ প্রক্ষালন কালে ব্যবহৃত হইবে। দেহ নিম্নোক্ত প্রকারে প্রক্ষালন করিতে হইবে; বাম হস্ত দ্বারা দেহ প্রক্ষালন করিয়া পুনর্ব্বার জল ও মৃত্তিকা দ্বারা পবিত্র হইতে হইবে। অন্য যে গুলিটী থাকিবে, তদ্দ্বারা বাম হস্ত একবার ভালরূপে ধৌত করিবে। কাগজ থাকিলে উহা অভ্যন্তরে আনয়ন করা কর্ত্তব্য কিন্তু একবার ব্যবহৃত হইলে উহা পায়খানার বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পুরাতন কাগজ ব্যবহৃত হইলে উহা মূত্রপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পবিত্র হইলে বস্ত্রাদি সংযত করিয়া, জলপাত্র এক দিকে রক্ষা করিতে হইবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দ্বার উন্মোচন

পূর্ব্বক ও জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে লইয়া বহির্দ্দেশে আগমন করিতে হইবে। পরে বাম হস্ত দ্বারা জলপাত্র ধারণ ও বাম হস্ত বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পশ্চাদ্দেশস্থ দ্বার রুদ্ধ করিয়া মলত্যাগ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যেস্থানে মৃত্তিকার গুলি রক্ষিত আছে তথায় আগমন করিয়া এক দিকে উপবেশন করিবে; মাদুর ব্যবহার করিলে সময়ানুযায়ী উহা স্থাপন করিতে হইবে। বাম জানুর (?) উপরে জলপাত্র রক্ষা করিয়া উহা বাম হস্ত দ্বারা নিম্নাভিমুখী করিতে হইবে। বাম হস্ত ধৌত করিবার জন্য প্রথমতঃ নিকটস্থ সাতটী মৃত্তিকার গুলি ব্যবহার করিয়া পরে উভয় হস্ত ধৌত করিবার জন্য অন্য সাতটী ব্যবহৃত হইবে।

ইষ্টক বা কাষ্ঠখণ্ডও পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিতে হইবে। যে মৃত্তিকার গুলি অবশিষ্ট রহিবে তদ্দ্বারা হস্ত, পেট ও পদদ্বয় ধৌত করিতে হইবে; পবিত্র হইয়া যথেচ্ছা গমন করিতে পারা যায়। পাত্রস্থ জল মুখ ও ওষ্ঠ ধৌত করিবার উপযুক্ত নহে। নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিস্কৃত পাত্রের জলে মুখ প্রক্ষালন করিতে হইবে। মলত্যাগ-কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কক্ষের পাত্র স্পর্শ করিলে পুনর্ব্বার হস্ত ধৌত ও মুখ প্রক্ষালন করিতে হইবে; তৎপরে অন্যান্য পাত্রাদি স্পর্শ করা যাইতে পারিবে। মলত্যাগান্তে পরিস্কৃত হইবার ইহাই নিয়ম। শ্রমণ স্বয়ংই গাত্র প্রক্ষালন করেন; কিন্তু বালক ভৃত্য থাকিলে সেই শ্রমণকে প্রক্ষালনে সাহায্য করে।

মলত্যাগ-কক্ষে গমন করিলে, প্রত্যেকেই দুই একটী মৃত্তিকা-গুলি দ্বারা হস্ত ধৌত করিবে; পবিত্রতাই সম্মান প্রদর্শনের ভিত্তি। সত্য বটে, কেহ কেহ এই সকল বিষয় সামান্য মনে করেন, কিন্তু বিনয়ে এই সকল বিষয়ে কঠিন নিষেধ রহিয়াছে।

পবিত্র হইবার পূর্ব্বে কেহ সঙ্ঘের আসনে উপবেশন করিবেন না অথবা ত্রিরত্নকে প্রণাম করিবেন না। কায়াপুত্র এই প্রকারেই এক অবিশ্বাসীকে দমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ এই কারণেই ভিক্ষু-গণের জন্য নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত আচার প্রতিপালন করিলে, বিনয় পিটক অনুমোদিত নিয়ম প্রতিপালনের ফল হইবে। অন্যথা, তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার দোষে দোষী হইবে। উল্লিখিত নিয়মাবলী কদাপি চীনে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিলেও, অধিবাসীরা এইগুলি ঘৃণা করিবে এবং বলিবে "মহাযানের শূন্যতার মধ্যে কোন্‌টী পবিত্র এবং কোন্‌টী অপবিত্র ? তোমার অভ্যন্তর সদাসর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে, সুতরাং বাহ্য পবিত্রতার আবশ্যকতা কি ?" কিন্তু, তাঁহারা জানেন না যে, এরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বুদ্ধের শিক্ষা অবহেলা করিয়া তাঁহার মহোচ্চ হৃদয়ের নিন্দা করেন।

এরূপ গ্রহণে বা দানে পাপ স্পর্শে। দেব ও প্রেতগণও আমা-দের প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার গ্রহণে বিরক্ত হইয়া থাকেন।

অবগাহনে পবিত্র না হইলে ভারতবর্ষের পঞ্চ-প্রদেশের লোকেই এরূপ লোককে পরিহাস করিবে, এবং সর্ব্বত্রই এই ব্যক্তি নিন্দিত হইবে। যাঁহার উপর ধর্ম্মপ্রচারের ভার ন্যস্ত থাকে তিনি বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষাই শিক্ষা দিবেন। আমরা যখন সাংসারিক মায়া কাটাইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি, তখন শাক্য-পিতার প্রত্যেক কথা যথাযথ পালনই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা কি প্রকারে বিনয়ের শিক্ষার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি ? এই সকল বিষয়ে আস্থাস্থাপন না করিলেও, আদেশানুযায়ী

'সমসাময়িক ভারত' একাদশ খণ্ড



বুদ্ধমূর্ত্তি
(সিংহল)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

কার্য্য করিতে চেষ্টা করাই বিধেয়। পাঁচ ছয় দিবসের পরে তুমি অবগাহন না করিবার অপরাধ জানিতে পারিবে।

শীত ঋতুতে উষ্ণ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে; অন্য তিন ঋতুতে তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু, জল-রক্ষার্থ ক্ষুদ্র পাত্র ও গাত্র মুছিবার বস্ত্র রক্ষা করা বিনয়ানুমোদিত। কেহ কেহ মুখমধ্যে জল রক্ষা করিয়া পায়খানার বহির্দ্দেশে গমন করে; ইহাও পবিত্রতা সংক্রান্ত নিয়মের বিরুদ্ধ।

শ্রমণসঙ্ঘের মলত্যাগ-স্থান পরিষ্কৃত থাকা উচিত। নিজে এরূপ করিতে না পারিলে অপরকে করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে। এবম্প্রকারে চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত উচ্চ নীচ সকল শ্রমণেরই আশ্রয় স্থান প্রদত্ত হয়। যাহাতে ব্যয়বাহুল্য না হয়, তজ্জন্য দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ইহাই পবিত্র কার্য্য এবং এরূপ করা বৃথা নহে।

একটী বৃহৎ পাত্র মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া মলত্যাগ স্থানে রক্ষা কর। জল রাখিবার জন্য নিজ কক্ষে জল-পাত্র না থাকিলে শ্রমণকে মৃৎপাত্র ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হইতে পারে।

জল পরিপূর্ণ পাত্র মলত্যাগ স্থানের এক পার্শ্বে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিতে হইবে।

চীনের জলাভূমিতে ভূমি নিম্ন বলিয়া অনেক সময়ে চীনামাটীর পাত্র পায়খানায় ব্যবহৃত হয়। ঐ স্থানে স্নান কর্ত্তব্য নহে এবং সর্ব্বদা জল নির্গমনের স্থান রাখিয়া অবগাহনের স্থান পৃথক্ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

চীনের ফা-ফু মন্দিরে, তৈ পর্ব্বতের লিং-ইয়েনে, সিং নগরের ইউ-সেনে এবং ইয়াং-চোর পাটায়—এই সকল মন্দিরেই জল ও

মৃত্তিকা ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই যথাযথ নিয়ম মলত্যাগ-স্থানে অবলম্বিত হয়। কোন ব্যক্তি এই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া উহা পরিবর্ত্তিত করিলে রাজগৃহের ন্যায় ব্যবস্থাই প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকগণের ইহাই দোষ এবং পরবর্ত্তী শিষ্য-গণের দোষকে নিন্দা করা অনুচিত। পায়খানার পাত্রস্থ জল ও মৃত্তিকা উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পাত্রে নালী রাখিতে হইবে। কুণ্ডী ব্যবহার করিতে হইলে আমার পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ানুসারে করিতে হইবে।

প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট ও আচরণ সমন্বিত তাম্রপাত্র স্নানার্থ ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে প্রশস্ত নহে। যদি ইহার অন্যথা কর, তবে ইহার ঊর্দ্ধদেশের জন্য টীনের ঢাকনি করিও এবং ছিদ্র রাখিও। আবশ্যক মত তুমি তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতে পার।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার লেখনী চালনা ও কাগজ ব্যবহার করিয়াছি এবং তজ্জন্যই আমার বর্ণনা এরূপ বিশদ হইয়াছে। আমি আশা করি যে কেহ আমার উপদেশবচনে কর্ণপাত করিয়া যথাযথ আচরণ অবলম্বন করিবে।

মহাঋষি (১) শাল বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং অর্হৎগণ ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

যে ধর্ম্ম তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহার বর্ত্তমান প্রভাব সামান্য। যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদেরই শরণাপন্ন হও; যাঁহারা সাংসারিক মায়া কাটাইয়াছেন, অগ্রসর হইয়া তাঁহাদেরই পদানুসরণ কর। তোমাকে অবশ্য

(১) বুদ্ধদেব।

অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে ; পবিত্র ধর্ম্মের স্থিরতা ও শুক্লতা তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। বহির্দ্দেশস্থ কর্দ্দম ও অভ্যন্তরস্থ ভ্রান্তি ধৌত করিতে হইবে এবং ঊর্দ্ধ ও নিম্নের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। দেহকে শান্ত করিয়া মনকে পবিত্র করিলে তোমার চতুষ্কর্ম্মে (২) ব্যাঘাত হইবে না এবং ত্রিরত্ন সকল সময়েই তোমার বন্ধু থাকিবেন।

এরূপ করিলে জীবিত মনুষ্যের নিকট তুমি হাস্যাস্পদ হইবে না ; তুমি কি প্রকারে যমের ভয়াবহ মূর্ত্তির সম্মুখীন হইবে ? মনুষ্যপূর্ণ নবম পৃথিবীর উপকারের চেষ্টা ও তিন সুদীর্ঘ জীবন-ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ করিতে হইবে।

আমার বাক্যে এক কোটীর মধ্যে এক জনের উন্নতি সাধন হইলে আমার জীবনের সুদীর্ঘ চতুর্বিংশতি বৎসরের ক্লেশ ও দুঃখের জন্য আমি দুঃখিত হইব না।

(২) গমন, অপেক্ষাকরণ, উপবেশন, শয়ন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

উপসম্পদা গ্রহণের নিয়ম (১)

পশ্চিমাঞ্চলে, উপসম্পদা গ্রহণের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুদ্ধ-কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল; মূলসর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় শতকর্ম্মে ইহা যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এই স্থানে আমি ঐ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করিব। যিনি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগ

---

(১) উপসম্পদাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে উপাধ্যায় রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া একটী ভিক্ষাপাত্র, একখানি বহির্বাস, একখানি অন্তবাস ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া উপাধ্যায়ের নিকট যাইবেন। উপাধ্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন :—

প্রশ্ন। এই তোমার পাত্র? উত্তর। হাঁ মহাশয়।

প্রঃ। এই তোমার সংঘাটী (বহির্বাস)? হাঁ মহাশয়।

প্রঃ। এই তোমার উত্তরীয় বস্ত্র? হাঁ মহাশয়।

তদনন্তর উপাধ্যায় ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"মহাশয়গণ! এই ব্যক্তি উপসম্পদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয়, আমি ইহাকে অনুশাসন করিতে পারি।" এইরূপে ভিক্ষুসংঘের অনুমতি লইয়া উপাধ্যায় উক্ত ব্যক্তিকে বলিবেন—"তোমার উপসম্পদা গ্রহণের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি তোমাকে অনুশাসিত করিতেছি। আমি তোমাকে সংঘমধ্যে লইয়া যাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। উহাদের মধ্যে যদি কিছু তোমার থাকে "হাঁ" বলিও, আর যদি না থাকে 'না' বলিও। প্রশ্নের উত্তর প্রদান কালে অতি বাহুল্য বা অতি সঙ্কোচ করিও না। তোমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

তোমার এরূপ কোন ব্যাধি আছে? কুষ্ঠ? না মহাশয়। গণ্ড? না মহাশয়। শ্বেত কুষ্ঠ? না মহাশয়। শোথ? না মহাশয়। অপস্মার? না মহাশয়। তুমি মানুষ? হাঁ মহাশয়। তুমি পুরুষ? হাঁ মহাশয়। তুমি স্বাধীন? হাঁ মহাশয়। তুমি অঋণী? হাঁ মহাশয়। তুমি রাজভৃত্য নও? হাঁ (অর্থাৎ না) মহাশয়। তোমার বয়স পূর্ণ বিংশতি বর্ষ? হাঁ মহাশয়। তোমার পিতা-মাতার অনুমতি পাইয়াছ? হাঁ মহাশয়। তোমার পাত্র ও চীবর সংগ্রহ করিয়াছ? হাঁ মহাশয়। তোমার নাম কি? আমার নাম নাগ (অর্থাৎ 'আমি সর্পের ন্যায় ক্রূর' এইরূপ বলিয়া উপসম্পদাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি নিজ হীনতা প্রকাশ করিবেন)। তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি? তিস্‌স থের।

করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষকের নিকট উপনীত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। শিক্ষক কোন উপায়ে অনুসন্ধান করিবেন যে ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক আছে কিনা; অর্থাৎ প্রার্থী, পিতৃ বা মাতৃ হত্যাকারী কিনা। এরূপ কোন প্রতিরন্ধক না থাকিলে তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এবং উপস্থিতকে গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর, শিক্ষক ছাত্রকে অবকাশ গ্রহণার্থ দশ দিবস কি একমাস সময় প্রদান করিয়া তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিবেন।

তদনন্তর উপাধ্যায় উক্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে লইয়া যাইয়া বলিবেন "মহাশয়গণ! এই ব্যক্তি উপসম্পদা লাভেচ্ছু হইয়াছে। আমি উহাকে সমস্ত উপদেশ দিয়াছি! যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয় আমি উহাকে আপনাদের সমক্ষে আনিতে পারি।" সংঘ উত্তর দিবেন "আনুন"। তখন উপসম্পদাগ্রহণেচ্ছু সংঘের নিকটে আসিয়া বলিবেন মাননীয় সংঘ! আমি উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপসম্পদা দান করুন। দ্বিতীয়বার আমি উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপসম্পদা দান করুন। তৃতীয়বার আমি উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপসম্পদা দান করুন।

তদনন্তর উপাধ্যায় সংঘের সমক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। নাগ তাহার উত্তর দিবেন।

তখন উপাধ্যায় বলিবেন "হে মাননীয় ভিক্ষু সংঘ! আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি এই নাগ নামক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিয়াছি; যদি এ বিষয়ে আপনাদের সম্মতি থাকে, আপনারা মৌনভাবে বসিয়া থাকুন; আর যদি এ বিষয়ে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে প্রকাশ করুন। আমি দ্বিতীয়বার এই কথা আপনাদের সমক্ষে উত্থাপিত করিতেছি এবং তৃতীয়বার এই কথা আপনাদের সমক্ষে উত্থাপিত করিতেছি।" কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় বলিবেন "ভিক্ষুসংঘের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি আছে।" তদনন্তর যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে নিজের ছায়া মাপিতে হইবে, ঋতুর প্রমাণ বলিতে হইবে ও দিবসের কত অংশ অতীত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তখন উপাধ্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন "আপনি কোন্ সময়ে উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন?" উপসম্পন্ন ব্যক্তি উত্তর করিবেন "অমুক

যে ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে পঞ্চপারিষদভুক্ত ছিলেন না, তিনি এক্ষণে উপাসক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; ইহাই প্রথম সোপান। অতঃপর, শিক্ষক অঙ্গাবরণ, সংক্ষিকা, নিবাসন, ভিক্ষাপাত্র ও জলছাকুনী সংগ্রহ করিয়া সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করেন যে প্রার্থী সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক। সঙ্ঘ তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতিপ্রদান করিলে, শিক্ষক উপাসকের পক্ষ হইতে আচার্য্যগণকে যথোপযুক্ত সংস্কার কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। পরে, নিভৃত স্থানে প্রার্থীর কেশ ও শ্মশ্রু নাপিত দ্বারা ক্ষৌরী করা হয় এবং তিনি সময়ানুযায়ী উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান করেন। উপাসক ক্লীব কিনা শিক্ষক কোন প্রকারে তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে অন্তর্বাস প্রদান করেন। তৎপরে বহির্বাস প্রদত্ত হইলে উপাসক উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানান্তে তিনি পাত্র গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাকে প্রব্রজিতা বলা হয়। অতঃপর, উপাধ্যায়ের সম্মুখে আচার্য্য তাঁহাকে আবৃত্তি বা পাঠ

ঋতু ও অমুক মাসের অমুক দিবসে এই পরিমাণ বেলায় আমি উপসম্পদা লাভ করিয়াছি।

উপাধ্যায় তখন উপসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলিবেন "ভিক্ষালব্ধ অন্নই আপনার জীবিকা। পাংশুরাশি হইতে সংগৃহীত জীর্ণবস্ত্রই আপনার পরিধেয়। বৃক্ষতলই আপনার বাসস্থান। গোমূত্রই আপনার ঔষধ। আপনি যাবজ্জীবন উৎসাহের সহিত এই সকল বিষয় আশ্রয় করিবেন। তৎপরে উপাধ্যায় উপসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত চারিটী বিষয় বুঝাইয়া দিবেন ঃ—যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যেন মৈথুন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন, চৌর্য্য একেবারেই পরিহার করেন, সামান্য প্রাণীও যেন বধ করেন না এবং কখনও যেন বলেন না তিনি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তদনন্তর উপাধ্যায় সংঘের অনুমতি লইয়া উপসম্পন্ন ব্যক্তিকে ত্রিচীবর (বহির্বাস, অন্তর্বাস ও উত্তরীয়) ধারণ করিতে বলিবেন। উপসম্পন্ন ব্যক্তি ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করিয়া নাগ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর একটী নাম গ্রহণ করিবেন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—"বুদ্ধদেব।"

করাইয়া দশ শিক্ষাপদ শিক্ষা প্রদান করেন। এই সকল শিক্ষা শেষ হইলে উপাসক শ্রমণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন (২)।

একই প্রকার সম্মান, আচার, শিক্ষা ও উদ্দেশ্যজ্ঞাপন উপসম্পদাগ্রহণেচ্ছু এবং শ্রমণেরগণের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু শ্রমণেরগণের পক্ষে দ্বাদশ বিধির অমান্য করিলে পাপ হয় না ; শিক্ষার্থীগণের পক্ষে এই সকল নিয়মের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আছে। এই দ্বাদশ বিধি কি ?

(১) অনুমোদিত ও অননুমোদিত পরিচ্ছদে পার্থক্য করিবে।
(২) পরিচ্ছদ বিহীন হইয়া নিদ্রা যাইবে না।
(৩) অগ্নি স্পর্শ করিবে না।
(৪) অতিরিক্ত আহার করিবে না।
(৫) প্রাণিহত্যা করিবে না।
(৬) হরিৎবর্ণীয় তৃণে ময়লা নিক্ষেপ করিবে না।
(৭) বিপদ্ ব্যতীত উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিবে না।
(৮) রত্ন স্পর্শ করিবে না।
(৯) উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না।
(১০) ভূমি খনন করিবে না।
(১১) প্রদত্ত আহার অগ্রাহ্য করিবে না।
(১২) মঞ্জুরী ধ্বংস করিবে না।

শ্রমণের এবং শ্রমেণেরীগণের দ্বাদশটী নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইবে না। কিন্তু শিক্ষমাণাগণ শেষোক্ত পাঁচটী অবহেলা

(২) আই-সিং এইস্থলে টীকাস্বরূপ লিখিয়াছেন "শ্রমণের অর্থে যিনি নির্ব্বাণ লাভ করিতে চাহেন এইরূপই বুঝিতে হইবে।"

করিলে অপরাধিনী হইবে। এই তিন প্রকার নিম্নশ্রেণীস্থ ভিক্ষু-গণকে বর্ষাবাস প্রতিপালন করিতে হইবে।

ভিক্ষুণীগণের অবলম্বনীয় ছয়টী প্রধান ও ছয়টী অপ্রধান (৩) নিয়ম অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিলে তাঁহারা নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধিনী হইলেন এইরূপ মনে করিতে হইবে, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পঞ্চ পারিষদের অন্তর্ভুক্ত ও তাহার ফল গ্রহণে অধিকারিণী করা যাইতে পারিবে। প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী উপাসককে দশশীল শিক্ষা না দেওয়া এবং নিয়মভঙ্গ হইবে এই আশঙ্কায় মহাশীল জ্ঞাপন না করা শিক্ষকের পক্ষে অন্যায়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী বৃথাই শ্রমণের এবং প্রব্রাজিতা নাম ধারণ করেন। যদিও কেহ কেহ মনে করেন যে, এরূপ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভিক্ষু হওয়া কথঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ, তথাপি ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। একটী সূত্রে কথিত (৪) আছে "যিনি দশশীল গ্রহণ না করিয়া ভিক্ষু সম্প্রদায়-ভুক্ত হন, তিনি ক্ষণস্থায়ী আসন লাভ করেন। তিনি কি প্রকারে এরূপ আসনে চিরস্থায়ী হইতে পারেন?"

চীনদেশে প্রকাশ্যে তালিকাভুক্ত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হয়। কেশ মণ্ডিত করিয়া, ব্যক্তিবিশেষ কিয়দ্দিবসের জন্য শিক্ষকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন; শিক্ষক নিজেকে দায়ী না

(৩) প্রধান নিয়ম যথা:—(ক) একাকী ভ্রমণ করিবে না (খ) একাকী নদীপার হইবে না (গ) পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না (ঘ) পুরুষের সহিত এক গৃহে বাস করিবে না (ঙ) দাতব্য খাদ্য ব্যতীত অন্য খাদ্য গ্রহণ করিবে না (চ) স্পর্শিত খাদ্য গ্রহণ করিবে না।

(৪) মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র।

করিয়া একটী নিষেধাজ্ঞা সূচক নিয়মও শিক্ষা দেন না এবং ছাত্রও দশশীল শিক্ষা করিবার জন্য একবারও প্রার্থনা করেন না।

উপসম্প্রদাগ্রহণের পূর্ব্বে নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে অন্যায় হয়। যে দিবস তিনি পূর্ণ উপসম্পদা গ্রহণ করেন, সেই দিবস তিনি বিনয়পিটকানুযায়ী কার্য্যাবলীর বিষয় অনবগত থাকিয়া বোধিমণ্ডলে প্রবেশ করেন? কি প্রকারে তিনি সংস্কারকালে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করিতে পারেন? এবম্প্রকারে আচার রক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি যতিসঙ্ঘে বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অপরের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইলেও তিনি যে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকেন তাহাতে আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় আছে? শিক্ষানুযায়ী তাঁহাকে নিজের ও অপরের রক্ষার ব্যবস্থাও করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকাশ্যে তালিকাভুক্ত হইতে অভিলাষী হন, তাঁহাদের পক্ষে কোন শিক্ষককে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত। শিক্ষকেরও প্রতি-বন্ধক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা বিধেয় এবং প্রার্থিগণ পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা হইলে শিক্ষক পঞ্চশীল শিক্ষা দিবেন। প্রার্থীর মস্তক-মুণ্ডিত হইলে শিক্ষক প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীকে বহির্বাস প্রদান ও সঙ্গে সঙ্গে দশশীল জ্ঞাপন করিবেন।

প্রব্রাজিতা আচার পদ্ধতি শিক্ষা ও যথোপযুক্ত বয়ঃক্রমে (৫) উপনীত হইলে, যদি তিনি পূর্ণ উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী হন, তবে শিক্ষক ছাত্রের ইচ্ছা অবগত হইয়া ও তাঁহাকে নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার জন্য ষড়্বিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা ও

---

(৫) কাশ্যপের মতে একবিংশ বৎসর।

অন্য নয় জন শ্রমণকে (৬) সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিবেন। এই কার্য্য ক্ষুদ্র অলিন্দের উপর অথবা সুবৃহৎ বেষ্টনী মধ্যে অথবা স্বাভাবিক সীমাবদ্ধ স্থানে সম্পাদিত হইতে পারিবে। অভ্যন্তরে, সঙ্ঘের ব্যবহৃত মাদুর ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাদুর ব্যবহার করিতে পারেন। প্রচুর মূল্যবান গন্ধ ও পুষ্প সংগ্রহ করিতে হইবে। তৎপরে, প্রার্থীকে উপস্থিত প্রত্যেক শ্রমণকে তিন বার করিয়া প্রণাম করিতে শিক্ষা দিতে হইবে অথবা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী প্রত্যেক শ্রমণের পদস্পর্শ করিতে হইবে। বুদ্ধের শিক্ষানুযায়ী এই দুই প্রকার প্রণামের প্রথাই প্রচলিত। এই আচার অনুষ্ঠিত হইলে উপাসককে মহাশীল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা তিন বার সাধিত হইলে, শ্রমণ-সঙ্ঘের সম্মুখে উপাসককে উপাধ্যায় পরিচ্ছদ ও পাত্র প্রদান করেন।

তৎপরে, উপাসককে পাত্রটী উপস্থিত সকল শ্রমণের সম্মুখে লইয়া প্রদর্শন করিতে হয়। ভিক্ষাপাত্র যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে, সমবেত শ্রমণগণ বলিবেন "ইহা উত্তম পাত্র"; এরূপ না বলিলে তাঁহাদিগকে নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। তৎপরে যে আচার্য্য এই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছিলেন, তিনি উপাসককে মহাশীল শিক্ষা প্রদান করেন; এই ব্যাপার উপাসকের সম্মুখে পুস্তক স্থাপন করিয়া উহা পাঠ বা উচ্চারণ করিয়া সমাধা হয়। উপসম্পদা শেষ হইলে উপাসক উপসম্পন্ন হইলেন (৭)।

কর্ম্ম সমাধান হইলে, উপসম্পদার সময় নির্দ্ধারণ জন্য ত্বরিতে সূর্য্যের ছায়া পরিমাপ করা ও সময় লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

---

(৬) কাশ্যপের মতে সর্ব্বশুদ্ধ দশজন।

(৭) আই-সিং এইস্থানে টীকা দিয়াছেন যে উপ অর্থাৎ সন্নিকট এবং সম্পন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

নিম্নোক্তপ্রকারে ছায়ার পরিমাপ করিতে হয়। এক হস্ত দীর্ঘ একখানি কাষ্ঠ দণ্ড গ্রহণ কর; শেষের দিকের চারি অঙ্গুলি স্থানের পরে দণ্ডকে সূত্রধরের (L) যন্ত্রের ন্যায় কর; যাহাতে লম্বমান অংশ হইতে এই বক্র অংশ ছিন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। দ্বিপ্রহরে, দণ্ডের দীর্ঘাংশকে ভূমিতে স্থাপন করিলে, লম্বমান অংশের ছায়া দণ্ডের অনুপ্রস্থ অংশের উপর পতিত হয়। চারিটী অঙ্গুলি দ্বারা ছায়ার পরিমাপ করিতে হয়। ঠিক চারি অঙ্গুলি পরিমিত ছায়া হইলে, এই দৈর্ঘ্যকে পুরুষ বলে (৮) এবং এবম্প্রকারে যে কয় পুরুষ হয় তাহা ও এক অঙ্গুলি অথবা অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। এই প্রকারেই সময়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। (৯)

উপসম্পদ আহারের পূর্ব্বে কি আহারান্তে হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করা আবশ্যক। সূর্য্য মেঘাবৃত হইলে অথবা রাত্রিতে উপরিউক্ত সংস্কার হইলে যথোপযুক্তরূপে সময়ের পরিমাপ করিতে হইবে।

চীনদেশে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সূর্য্যের ছায়া উর্দ্ধদিকে অবস্থিত দণ্ড সাহায্যে পরিমিত হয়; অথবা যে যন্ত্রে দ্বাদশ ঘটিকা চিহ্নিত আছে তদ্দ্বারাও হইতে পারে। পঞ্চ ঋতু কি, তাহা মাসের বিভাগ বিশেষরূপে শিক্ষা না দিলে অবগত হওয়া কঠিন; কারণ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রথা প্রচলিত। ভারতবর্ষে প্রথমটী শীতঋতু নামে

---

(৮) পুরুষ অর্থাৎ কোন মনুষ্য হস্ত ও অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া। আই-সিং এতদর্থে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

(৯) আই-সিং এইস্থানে টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন "পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্য; চারি অঙ্গুলি ছায়াকে পুরুষ বলা হয় এইজন্য যে চারি অঙ্গুলি পরিমিত লম্বমান দণ্ডের ছায়া চারি অঙ্গুলি পরিমিত হয় এবং তজ্জন্য মনুষ্যের ছায়া ও মনুষ্যের পরিমাণ তুল্য হয়।" (এই টীকা সম্যকরূপে বোধগম্য হয় না।)

অভিহিত হয়; ইহা চারিমাস ব্যাপী অর্থাৎ নবম চন্দ্রের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম চন্দ্রের পঞ্চদশ দিবস। বসন্তই দ্বিতীয় ঋতু—ইহাও চারি মাস অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম চন্দ্রের পঞ্চদশ দিবস। তৃতীয়টী বর্ষাকাল,—ইহা মাত্র একমাস ব্যাপী অর্থাৎ পঞ্চম চন্দ্রের ষোড়শ দিবস হইতে ষষ্ঠ চন্দ্রের পঞ্চদশ দিবস। চতুর্থটী শেষ ঋতু নামে অভিহিত—ইহা কেবল এক দিবস ও এক রাত্রিব্যাপী অর্থাৎ ষষ্ঠ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসের দিবারাত্রি। পঞ্চমটীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ—ষষ্ঠ চন্দ্রের সপ্তদশ দিবস হইতে নবম চন্দ্রের পঞ্চদশ দিবস।

অবশ্য ইহা বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও বিনয়ানুমোদিত। এ প্রকার বিভাগের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অর্থ আছে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত আচারানুযায়ী তিনটী (১০) চারিটী বা ছয়টী ঋতু আছে; ইহা অন্যত্র উল্লিখিত আছে। ভারতবর্ষের এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের শ্রমণগণ প্রথম সাক্ষাৎকালে জিজ্ঞাসা করেন "পূজনীয় মহাশয়, আপনি কতগুলি বর্ষাবাস অতিবাহিত করিয়াছেন?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর করেন "এতগুলি"। যদি তুল্যসংখ্যক বর্ষাবাস অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন্ ঋতুতে উপসম্পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ে একই ঋতুতে উপসম্পদ গ্রহণ করিয়া থাকিলে জিজ্ঞাসিত হয় যে, সেই ঋতুর কত দিবস অবশিষ্ট ছিল। একই প্রাহ্ণে ঘটিয়া থাকিলে ছায়ার পরিমাপ জিজ্ঞাসা করা হয় এবং

(১০) তিন ঋতু যথা হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। হিউয়েন-সিয়াং ষড়্ ঋতু উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—শিশির, বসন্ত. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। অন্যত্র অর্থে আই-সিং সম্ভবতঃ হিউয়েন্-সিয়াংয়ের পুস্তকের কথা বলিয়াছেন।

ইহাতে বিভিন্নতা ঘটিলে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু তুল্যানুরূপ ছায়া হইলে উভয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে অগ্রে উপস্থিত শ্রমণই অগ্রে উপবেশন করেন অথবা কর্ম্মদান শ্রমণ-দ্বয়কেই এই ব্যাপার নির্ণয়ের ভারার্পণ করেন। ভারতবর্ষগামী ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় অনুষ্ঠান করিবেন। চীনদেশীয় প্রচলিত আচার অপেক্ষা ইহা বিভিন্ন; চীনে কেবল উপসম্পদা গ্রহণের দিবসই জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু নালন্দাসঙ্ঘারামে শ্রমণগণ দীর্ঘ ঋতুর প্রথম দিবসের প্রত্যূষে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ঐ ঋতুতে উপসম্পদা-গ্রহণকারীগণের মধ্যে তাঁহারা প্রাধান্য দাবী করেন। চীনদেশের ইহা ষষ্ঠ চন্দ্রের সপ্তদশ দিবস (১১)। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা অন্যথা করিলে দ্বিতীয় বর্ষাবাস ভোগ করিতে পারেন না। (১২)

ষষ্ঠ চন্দ্রের ষোড়শ দিবসের রাত্রি-শেষে উপসম্পদা-গ্রহণকারীকে ঐ ঋতুর সকল উপসম্পদা-গ্রহণকারীদের কনিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। ষষ্ঠ চন্দ্রের সপ্তদশ দিবসের প্রত্যূষে উপসম্পদা গ্রহণ করিলে (অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রারম্ভে) প্রার্থী দ্বিতীয় বর্ষা-বাসও ভোগ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য উপসম্পদা গ্রহণান্তে শিক্ষক ব্যতীত অন্য কাহাকেও দান করিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষক-

(১১) বৎসরে দুইটী বর্ষাবাস। পঞ্চম চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিবসে একটী আরম্ভ হইয়া অষ্টম চন্দ্রের মধ্যভাগে শেষ হয়; দ্বিতীয়টী ষষ্ঠ চন্দ্রের কৃষ্ণ-পক্ষের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া নবম চন্দ্রের মধ্যভাগে শেষ হয়। ষষ্ঠ চন্দ্রের সপ্তদশ দিবসে উপসম্পন্ন হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বর্ষাবাস প্রতিপালিত হইয়াছে এইরূপ গণ্য করা হয়।

(১২) আই-সিং এই স্থানে টীকা স্বরূপ লিখিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ষাবাস অনুযায়ী। চীনদেশীয় মতে হইলে পঞ্চম চন্দ্রের সপ্তদশ দিবসে পড়ে।

গণকে স্বল্প বা অধিক মূল্যের যাহা কিছু হয় দান করা যাইতে পারে। কটীবন্ধ বা জল ছাকুনীর ন্যায় কোন উপহার উপসম্পদা-সংস্কারে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত হইতে পারে। অতঃপর উপাধ্যায় প্রাতিমোক্ষের বিষয় ও অপরাধের কারণ এবং অনুজ্ঞা আবৃত্তির প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন (১৩)।

এইগুলি শিক্ষা শেষ হইলে, বৃহৎ বিনয়-পিটক-পাঠ আরম্ভ হয়; ইহা প্রত্যহ পাঠ করিতে হয় এবং প্রতি প্রভাতে ইহা পরীক্ষিত হয়; কারণ ইহা সর্ব্বদা আয়ত্ত্ব না রাখিলে ছাত্রের ধীশক্তি হ্রাস পায়। বিনয়-পিটকে শিক্ষালাভ হইলে ছাত্র সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবেন। ভারতবর্ষে শিক্ষক এবম্প্রকারেই ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণান্তে বহু বৎসর অতীত হইলেও এই আচারই অপ্রতিহত রহিয়াছে। এই জন্য শিক্ষককে অর্থাৎ উপাধ্যায় এবং কর্ম্মাচার্য্যকে পিতার ন্যায় গণ্য করা হয়। উপসম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে যিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, পরে আচার প্রতিপালনে তাঁহার অমনোযোগী হওয়া কি যুক্তিসিদ্ধ?

এইরূপ আরম্ভের যে সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি হয় না তাহা বস্তুতঃই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কেহ কেহ উপসম্পদা গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া উহা গ্রহণ করে, কিন্তু আর পরে তাহার শিক্ষকগণের নিকটবর্ত্তী হয় না; তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠও করে না, বিনয় পিটকের পাতাও দেখে না; এই প্রকার ব্যক্তি বৃথাই ভিক্ষু-সঙ্ঘভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রকার লোকেরা ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন করে।

ভারতীয় ভিক্ষুগণের নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হয়। উপসম্পদা

(১৩) প্রাতিমোক্ষ—এই অধ্যায়ের অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণান্তে ভিক্ষুকে চ-গা-রা (অর্থাৎ দহর) বলা হয় ; যাহারা দশটী বর্ষাবাস করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্থবির বলা হয় ; যিনি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই স্থবির বলা হয়, কারণ স্থবির মহাশয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত বাস করিতে পারেন। ইনি উপাধ্যায়ও হইতে পারেন।

পত্রে কেহ শ্রমণের, কেহ ভিক্ষু, কেহ স্থবির ভিক্ষু বলিয়া স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও ঐহিক উভয় শাস্ত্রেই যিনি অভিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া যাঁহার খ্যাতি আছে তিনি বহুসূত্র অভিহিত হইতে পারেন। কেহ যেন নিজেকে সঙ্ঘ নামে আখ্যাত না করেন, কারণ সমবেত শ্রমণবৃন্দকেই সঙ্ঘ নামে অভিহিত করা হয় সুতরাং এক ব্যক্তি কি প্রকারে আপনাকেই চারি শ্রেণী শ্রমণভুক্ত সঙ্ঘ নামে অভিহিত করিতে পারেন ? চীনদেশীয় প্রচলিত প্রথার ন্যায় ভারতবর্ষে কেহ আপনাকে সঙ্ঘ নামে অভিহিত করেন না।

উপাধ্যায় হইতে হইলে স্থবির হইতে হয় এবং তাঁহাকে পুর্ণ দশটী বর্ষাবাস প্রতিপালন করিতে হয়। কর্ম্মাচার্য্য ও শিক্ষক এবং অন্যান্য যে-সকল শিক্ষক সাক্ষী থাকেন, তাঁহাদের বয়স সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই ; ইঁহারা বিনয়পিটকে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত থাকিবেন এবং ইঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিনয়ে কথিত আছে "যিনি নিজে উপাধ্যায় নহেন, অথচ নিজেকে উপাধ্যায় বলিয়া আখ্যাত করেন, অথবা যিনি আচার্য্য না হইয়াও আচার্য্য নামগ্রহণ করেন এবং যাঁহারা উপাধ্যায় হইয়াও ঐনাম ধারণে আপত্তি করেন, তাঁহারা অন্যকে দূষণীয় করেন।

যখন একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিবেন "আপনার উপা-

ধ্যায়ের নাম কি" অথবা "আপনি কাহার ছাত্র" এবং যখন কেহ নিজ উপাধ্যায়ের নাম ঘটনাবিশেষে উল্লেখকরা আবশ্যক বিবেচনা করেন, যেন তাঁহার বলা উচিত "আমি আপনাকে আমার উপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতেছি তাঁহার নাম এই"। সর্ব্বনাম 'আমি' ব্যবহারে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জে "আমি" অহঙ্কারব্যঞ্জক নহে। 'তুমি' বলাও অসম্মান সূচক নহে। ইহাতে কেবল একজনকে অন্য হইতে প্রভেদ করা হয় এবং চীনের ন্যায় এই সকল শব্দে অহঙ্কার প্রকাশ করে না। চীনে 'আমি' এবং 'তুমি' ব্যবহার করা অসঙ্গত ও রূঢ়। কেহ 'আমি' ব্যবহারে অনিচ্ছুক হইলে "আমি" শব্দের পরিবর্ত্তে 'এক্ষণে' ব্যবহার করিতে পারেন। এই সকল বিষয় বুদ্ধের শিক্ষার অনুমোদিত এবং শ্রমণগণের এইগুলি অবশ্য ব্যবহার্য্য। ভ্রম এবং সত্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের পদানুসরণ করিও না।

যে সকল গৃহী কোনদিন উপসম্পদা গ্রহণ ও কাষায় পরিধানে সমর্থ হইবে মনে করিয়া শ্রমণের কক্ষে আসিয়া প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত শাস্ত্র পাঠ করে, তাহাদিগকে 'মানব' নামে অভিহিত করা হয়। যাহারা গৃহ পরিত্যাগে ইচ্ছা না করিয়া ঐহিক শাস্ত্র পাঠ করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। এই দুই শ্রেণী-ভুক্ত ব্যক্তিগণের বিহারে বাস করিলেও নিজ নিজ ব্যয় বহন করিতে হয়।

একপক্ষে মানবগণ শ্রমণগণকে বালক ভৃত্যের ন্যায় সেবা ও অন্য পক্ষে ধার্ম্মিক সদিচ্ছার বশবর্ত্তী শিক্ষা গ্রহণ করে। উভয় পক্ষেরই লাভ হয় বলিয়া ইহাদিগকে রাখা উত্তম। ইহা বিনা

পরিশ্রমে, ধৃত দ্বারা লভ্য একপাত্র উপহারের তুল্য। কেবল লাভের দিক হইতে গণ্য করিলেও, ইহারা কার্য্যকারী; তাঁহাদিগকে দন্তকাষ্ঠ আনয়ন করিতে, অথবা আহারকালে পরিবেশন করিতে দেও—বর্ত্তমান অভাব দূর করিতে ইহাই যথেষ্ট। কোন পক্ষেই ইহা মন্দকার্য্য নহে।

এই সকল মানবকে সঙ্ঘের স্থায়ী সম্পত্তি হইতে আহার দেওয়া বুদ্ধের শিক্ষাবিরুদ্ধ; কিন্তু তাঁহারা সঙ্ঘের জন্য কোন গুরুতর পরিশ্রম করিলে, কার্য্যানুযায়ী ইহাদিগকে বিহার হইতে আহার প্রদত্ত হইবে।

সাধারণ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত আহার্য্য অথবা মানবগণকে প্রদানের জন্য প্রদত্ত ভোজ্য তাহাদিগকে প্রদত্ত হইতে পারে এবং ইহাতে কোন দোষ হয় না।

দৈত্যনদী হইতে বুদ্ধের ছায়া তিরোধান করিয়াছে এবং গৃধ্রকূট হইতে তাঁহার জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে; শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ কত জন অর্হৎ বর্ত্তমান আছেন?

শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে "মহাসিংহ চক্ষু মুদ্রিত করিলে সাক্ষীগণ একে একে গত হইলেন। পৃথিবীতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রিপুর প্রাধান্য হইয়াছে। প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

সকল ধার্ম্মিককেই একত্র হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু, যদি তুমি অলস ও অনবহিত হইয়া মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি পাইতে দেও, তবে যে সকল মনুষ্য ও দেবতা তোমার রক্ষিত তাঁহাদের কি দশা হইবে?

বিনয়ে কথিত আছে "যতদিন কর্ম্মাচার্য্য থাকিবেন, ততদিন আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না। যদি নিয়ম প্রতিপালনের উপযুক্ত

ব্যক্তি না থাকেন, তবে আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে।" ইহাও কথিত আছে "যতদিন আমার আদেশাবলী থাকিবে, ততদিনই আমি জীবিত থাকিব।" ইহা শূন্যবাণী নহে; ইহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ আছে এবং ইহা যথোচিত ভাবে সম্মানিত হওয়া বিধেয়। আমি পুনরায় গাথায় বলিতেছি :—

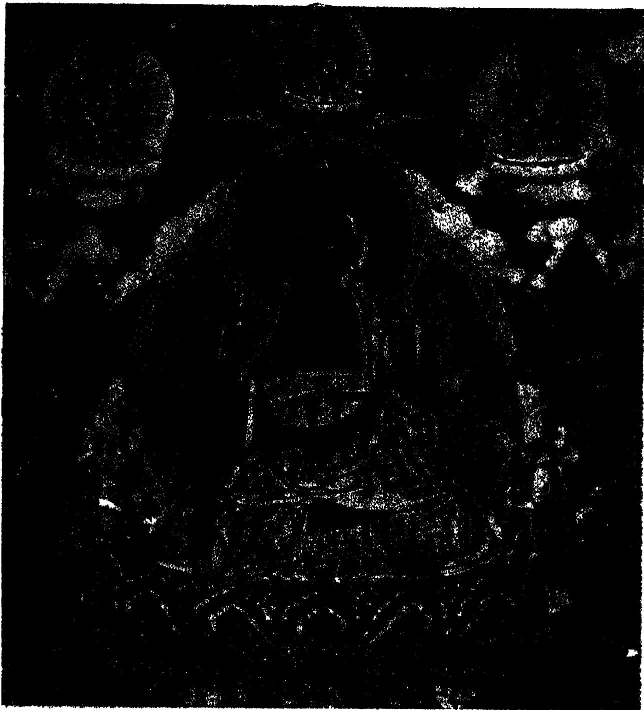
"লোকজ্যেষ্ঠের ছায়া তিরোহিত হইয়াছে এবং প্রধান ধার্ম্মিক-ব্যক্তিগণও গত হইয়াছেন। বিধর্ম্মিগণ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং দানশীলতার ক্ষুদ্র পর্ব্বতটীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

সূর্য্যোপম বুদ্ধের জ্যোতিঃরক্ষা প্রত্যেক ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞের কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিলে বৃহত্তর পথ কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে? সৌভাগ্য বশতঃ ধর্ম্ম সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রতিই ন্যস্ত হইয়াছে এবং ইঁহাদের ধীর ভাবে ইহার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য।

আশাকরা যায় যে, কেহ অপবিত্র না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এবং ইহার সুগন্ধি বৃদ্ধি করিবেন। ধর্ম্মকে আরও সুগন্ধি করিবার অর্থ কি?

শীল সমুদ্রে তরঙ্গ বৃদ্ধি করাই উচিত। এবম্প্রকারে বুদ্ধের শিক্ষা বর্ত্তমানে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও শেষ হইবে না এবং ভিন্নার্থ-পূর্ণ হইলেও ইহা একেবারে ভ্রমপূর্ণ হইবে না। রাজগৃহের শিক্ষানুযায়ী আমাদের আচারবান্ হওয়া কর্ত্তব্য এবং জেতবনে যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল, আমাদিগকে সেইরূপ শিক্ষায় উপনীত হওয়া আবশ্যক।

(১৪) এই স্থানে আই-সিং পাদটীকায় লিখিয়াছেন "ভারতীয় বিহার সমূহে অনেক ছাত্রের শিক্ষ ভিক্ষুদের হস্তে ন্যস্ত হয়।"



শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
সবন্দ্যতেঽর্হন্ ইহ যস্য নোপমা।

"যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারে অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত করিয়া যিনি সহস্র রশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোক সন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি।"

অতিরিক্ত পাদটীকা

প্রাতিমোক্ষ

বিনয় পিটকের প্রথম অংশের নাম পাতিমোক্‌খ। মহাবগ্‌গের (২-৩) মতে পাতিমোক্‌খ শব্দটী পাতিমুখ শব্দ হইতে উৎপন্ন; সকল ধর্ম্মের প্রতিমুখ বা অগ্র বলিয়া বিনয় পিটকের প্রারম্ভে উল্লিখিত নিয়মগুলিকে পাতিমোক্‌খ বলে। এই মতে পালি ভাষার পাতিমোক্‌খ ও সংস্কৃত ভাষার প্রাতিমুখ্য এই দুইটি একই শব্দ। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে পাতিমোক্‌খ শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাতিমোক্ষ এই শব্দ দৃষ্ট হয়। এই মতে, যে নিয়ম সমূহের প্রাতিপালন দ্বারা পাপ সমূহের প্রতিমোচন বা উদ্ধার হয় তাহাকে প্রতিমোক্ষ বলে। শেষোক্ত মতটী অধিকতর সমীচীন বলিয়া, পালি ভাষার পাতিমোক্‌খ শব্দটাকে এখানে আমি প্রাতিমোক্ষ এই নামে প্রকাশিত করিলাম।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পবিত্র তিথি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বেদে দর্শপূর্ণমাস বিধির পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অমাবস্যা পূর্ণিমার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই দুই তিথিতে উপবাস ও অতিসংযত ভাবে জীবন যাপন করিতেন। অতীত চতুর্দ্দশ দিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তাঁহারা এই দুই দিনে স্মরণ করিতেন। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা উহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন ব্যক্ত করিতেন। আর যদি তাঁহারা কোন পাপ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন।

সকল ভিক্ষুর মধ্যে যিনি প্রধান তিনি সংঘনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি লইয়া প্রাতিমোক্ষের নিয়মগুলি পাঠ করিতেন। প্রাতিমোক্ষ পাঠের প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

নিদান।

প্রথমে সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"হে ভিক্ষুগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। অদ্য অমাবস্যা (বা পূর্ণিমা)। যদি আপনাদের সুযোগ হয়, অদ্য উপবাস-ব্রত আচরণ ও প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা আপনাদের পাপ বা নিষ্পাপত্ব খ্যাপন করুন, আমি আপনাদের সমক্ষে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছি।" ভিক্ষুগণ উত্তর করিবেন, "আমরা সকলেই সাবধানে ও সানন্দে শ্রবণ করিতেছি।" তদনন্তর সংঘনায়ক বলিবেন—"যিনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, খ্যাপন করুন; আর যদি কোন পাপ না করিয়া থাকেন, নীরবে বসিয়া থাকুন।" কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক পুনরায় বলিবেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন।" তাহার পর সংঘনায়ক বলিবেন,—"ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আপনাদের নিকট এক একটী প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞাসা করিব, আপনারা তিনবার প্রশ্ন শুনিয়াও যদি স্বীয় দোষ খ্যাপন করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে আপনার জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলার অপরাধে অপরাধী হইবেন। আপনারা জানেন, ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলায় নিজেরই মহা অনিষ্ট

ঘটে। অতএব হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা যদি কোন পাপ করিয়া থাকেন এবং উহা যদি আপনাদের স্মরণ থাকে, খ্যাপন করুন! ইহা দ্বারা আপনারা বিশোধিত হইতে পারিবেন, কারণ লোকের নিকট খ্যাপন করিলে পাপ লঘু হইয়া যায়।"* তদনন্তর সংঘনায়ক পুনরায় বলিবেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি আপনাদের নিকট নিদান অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা পাঠ করিলাম, এক্ষণে আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করি "এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করি "এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তিনবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর সংঘনায়ক পুনরায় বলিবেন

* খ্যাপন দ্বারা পাপের ক্ষয় হয়, এ কথা মনুও বলিয়াছেন; যথা—

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥ ২২৮॥
যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে।
তথা তথা ত্বচেবাহি স্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥ ২২৯॥
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥ ২৩০॥
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ ২৩১॥

(মনু সংহিতা, ১১ অধ্যায়)॥

খ্যাপন, অনুতাপ, তপঃ, অধ্যয়ন ও আপদ কালে দান—এই সকল দ্বারা পাপী পাপ হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্য অধর্ম্ম করিয়া পরে যদি উহা স্বয়ং খ্যাপন করে, তাহা হইলে সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া উহা হইতে পরিমুক্ত হয়, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও উক্ত অধর্ম্ম হইতে পরিমুক্তি লাভ করে। তাহার মনঃ যেমন দুষ্কৃত কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে, তাহার শরীর তেমনই সেই কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; আমি এইরূপ কার্য্য পুনরায় করিব না, এইরূপ সংকল্প দ্বারা লোক পবিত্র হয়।

"হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা নীরবে বসিয়া আছেন, ইহা দ্বারাই বুঝিলাম আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

উল্লিখিত প্রশ্ন প্রণালীর নাম নিদান বা প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা।

পারাজিক ধর্ম্ম।

নিদান পাঠের পর সংঘনায়ক পারাজিক ধর্ম্মের নিয়ম পাঠ করিবেন। পারাজিক ধর্ম্মের চারিটী নিয়ম বিদ্যমান আছে, যথা—

১। যিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এবং পরে উহা ত্যাগ করেন নাই বা ভিক্ষুব্রত পালনের অসামর্থ্য প্রকাশ করেন নাই, এরূপ ভিক্ষুমাত্রই ব্যভিচার হইতে বিরত হইবেন। যে ভিক্ষু ঈষৎ পরিমাণেও উহাতে রত হইয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী ও সংঘ হইতে বিচ্যুত।

২। যে ভিক্ষু গ্রাম বা অরণ্য হইতে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। "অদত্ত বস্তুর গ্রহণ" ইহার অর্থ চৌর্য্য। যে বস্তু গ্রহণ করিলে গৃহীতাকে রাজা চোর বলিয়া ধৃত করেন অথবা উহাকে বধ, বন্ধন বা নির্ব্বাসন করেন, এবং যাহা গ্রহণ করিলে লোক চোর, নির্ব্বোধ, মূর্খ বা অসাধু বলিয়া নিন্দিত হয়; এমন বস্তু মাত্রের গ্রহণকেই "অদত্ত বস্তুর গ্রহণ" বা চৌর্য্য বলা যায়।

৩। যে ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করেন, বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত নরঘাতুকের অন্বেষণ করেন, অথবা যিনি "হে বন্ধো, এই পাপপূর্ণ দুঃখময় জীবনে তোমার লাভ কি? জীবিত থাকার অপেক্ষা মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ," এইরূপ বলিয়া মৃত্যুর প্রশংসা করেন বা আত্মহত্যার প্রলোভন জন্মান; তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট।

৪। যে ভিক্ষু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও বলেন অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন; এবং যিনি "আমি এইরূপে জানি, এইরূপে প্রত্যক্ষ করি" ইত্যাদি প্রকারে আর্হত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন; তিনিও পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট।

উদ্ধৃত চারিটী পারাজিক ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সংঘনায়ক সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে বলিলেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ! আপনাদের নিকট পারাজিক ধর্ম্ম পাঠ করিলাম, যিনি ইহার একটীও উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী ও সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, উল্লিখিত চারিটী পারাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কিনা?" তৃতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কিনা?

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর, সংঘনায়ক বলিয়া উঠিবেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর প্রণালীর নাম পারাজিক পাঠ।

সংঘাদিশেষ।*

পারাজিক ধর্ম্ম পাঠ করিবার পর সংঘনায়ক সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠ করিবেন। সংঘাদিশেষ ধর্ম্মের ১৩টী নিয়ম ছিল, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত হইল—

* আমার বোধ হয় সংস্কৃতে ইহাকে সংঘাতিশেষ বলা উচিত। দ=ত, যেমন গোদম=গোতম।

১। নিদ্রাবস্থায় ভিন্ন অন্য সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যহানি দ্বারা ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হন।

২। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোকের হস্তধারণ, কেশস্পর্শ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৩। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে দুষ্টবাক্ প্রয়োগ দ্বারা কোন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া উহার কামোত্তেজন করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৪। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোককে শুনাইবার নিমিত্ত ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৫। যে ভিক্ষু স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর আসক্তি উৎপাদনের সহায়তা করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৬। [illegible]-ভিক্ষু ভিক্ষা করিয়া উপাদান সংগ্রহ করতঃ নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত কুটীর নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, তিনি যেন উক্ত কুটীরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করেন। উক্ত কুটীরের দৈর্ঘ্য ৩৬ হাত ও বিস্তার ২১ হাত হওয়া উচিত। যে স্থানে কুটীর নির্ম্মিত হইবে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে অনাবৃত ভূমি থাকিবে এবং ঐ স্থানে বর্ত্তমান কালে বা ভবিষ্যৎ কালে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান করিতে হইবে। যিনি ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান না করিয়া চতুর্দ্দিকে অনাবৃত ভূমি না রাখিয়া অথবা উপরি লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা বৃহত্তর করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিবেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

৭। যে ভিক্ষু নিজের ও পরের ব্যবহারের নিমিত্ত কোন স্থানে একটী সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, তিনি যেন উক্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট অনাবৃত ভূমি রাখিয়া দেন এবং উক্ত স্থানটী পূর্ব্বেই ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমোদিত করিয়া লয়েন। তিনি যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

৮। যে ভিক্ষু পারুষ্য, ঈর্ষা বা ক্রোধ বশতঃ পারাজিক অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করিয়া অন্য ভিক্ষুকে উপদ্রুত করেন এবং প্রমাণ স্বরূপে দুই একটী অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত হয় যে উক্ত বিষয়গুলির সহ উক্ত অভিযোগের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৯। যদি কোন ভিক্ষু পারুষ্য, ঈর্ষা বা ক্রোধ বশতঃ অপর কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে পারাজিক অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ পায় যে উক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন—তাহা হইলে সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

১০। যদি কোন ভিক্ষু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবার নিমিত্ত বিচরণ করেন, অথবা যদ্দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটিত হয় এমন বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে সমীপস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী উক্ত ভিক্ষুকে বলিবেন "মহাশয়, সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন করিয়া বেড়াইবেন না, যদ্দ্বারা ভেদ সংঘটন হয় এরূপ বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না; মহাশয়, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সখ্য স্থাপন করুন।

সম্প্রদায়ের লোকসকল পরস্পরের প্রতি নির্বিরোধে ও বন্ধুভাবে থাকিলে সুখে বাস করিতে পারে"। যদি ভিক্ষুমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও ঐ ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

১১। যদি কোন ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন করিয়া বেড়ান এবং অপর এক, দুই বা তিনজন ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুর সহায়তা করেন, তাহা হইলে এই সহায়কারী ভিক্ষুগণও সংঘাদি-শেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

১২। যদি কোন ভিক্ষু সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর বাক্যে কর্ণপাত না করেন, এবং বলেন, "হে মহাশয়গণ, আপনারা ভালই হউক মন্দই হউক আমাকে কোন কথা বলিবেন না, আমিও ভালই হউক বা মন্দই হউক আপনাদিগকে কোন কথা বলিব না, হে মহাশয়গণ আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না", তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুকে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভাবে উত্তর দিবেন, "হে মহাশয়, আপনি দুর্বচঃ হইবেন না। আমরা যাহাতে আপনার সহ কথা বলিতে পারি এইরূপ ভাবে অবস্থিত হউন, মহাশয় ভিক্ষুগণের সহ ধর্ম্মানুসারে কথা বলুন। ভিক্ষুগণও ধর্ম্মানুসারে আপনার সহ কথা বলিবেন, পরস্পরের কথালাপ ও পরস্পরের সহায়তায়ই তথাগতের ধর্ম্ম-পরিষদ্ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অতএব, মহাশয়, যাহাতে আমরা আপনার সহ কথা বলিতে পারি এরূপ করুন"। যদি সেই ভিক্ষু ভিক্ষুমণ্ডলী কর্ত্তৃক এইরূপে তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

১৩। যদি কোন ভিক্ষু কোন জনপদের নিকটে বাস করিয়া পাপময় জীপন যাপন করেন, এবং তাঁহার দুষ্কীর্ত্তিসমূহ লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হয়, তাহা হইলে সমীপস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী সেই ভিক্ষুকে বলিবেন "মহাশয়, আপনার জীবন পাপময়; আপনার দুষ্কীর্ত্তি লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়াছে; মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া এস্থান ত্যাগ করুন, এখানে আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছেন, আর এখানে আপনার বাস করিবার প্রয়োজন নাই।" যদি ভিক্ষুমণ্ডলীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভিক্ষু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলেন, "এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্ন আছেন, পাছে ইহাঁদের দুষ্কীর্ত্তি প্রকাশ পায় এই ভয়ে ইহাঁরা কাহাকেও এখান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতেছেন, কাহাকেও বা বাধ্য করিয়া রাখিতেছেন; তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভাবে উত্তর দিবেন —"হে মহাশয়, এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্ন আছেন এমন কথা বলিবেন না, তাঁহারা স্বীয় দুষ্কীর্ত্তি গোপন করিবার জন্য আপনাকে নিষ্কাশিত করিতেছেন—এমন কথা বলিবেন না; মহাশয়, আপনার জীবন পাপময়, আপনার দুষ্কীর্ত্তি সমূহ লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়াছে, অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করুন, এখানে আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছেন, আর আপনাব এখানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই।" যদি সেই ভিক্ষু সেই সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের কথা অনুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

উল্লিখিত ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠ করিয়া সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"হে মহাশয়গণ, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?" দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবেন —"হে মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবেন—"হে মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?"

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর সংঘনায়ক বলিয়া উঠিবেন, "মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

অনিয়ত ধর্ম্ম।

সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠের পর সংঘনায়ক অনিয়ত ধর্ম্ম আবৃত্তি করিবেন। অনিয়ত ধর্ম্ম দুইটী; যথা—

১। যদি কোন ভিক্ষু, ব্যভিচারের পক্ষে উপযোগী কোন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহিত এক আসনে উপবেশন করেন। এবং যদি অপর কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঐরূপ উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে; এবং সেই ভিক্ষু যদি স্বীকার করেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে পারাজিক, সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তীয় এই ত্রিবিধ পাপের মধ্যে যে পাপে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন।

২। যদি কোন ভিক্ষু ব্যভিচারের পক্ষে অনুপযোগী কিন্তু দুষ্টবাক্ প্রয়োগের পক্ষে উপযোগী কোন অনিভৃত স্থানে কোন

স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশ করেন; এবং যদি অপর কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঐরূপ উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে; এবং ঐ ভিক্ষু স্বীকার করেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশ করিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তীয় এই দ্বিবিধ পাপের মধ্যে যে পাপে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন।

উল্লিখিত দুইটী অনিয়ত ধর্ম্ম আবৃত্তি করিবার পর সংঘনায়ক সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদিগের নিকট দুইটী অনিয়ত ধর্ম্ম পাঠ করিলাম, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?" দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?" তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?"

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া সংঘনায়ক বলিয়া উঠিবেন "মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম ইহাঁরা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম।

অনিয়ত ধর্ম্ম পাঠের পরে সংঘনায়ক নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম পাঠ করিবেন। উহাতে ত্রিশটী নিয়ম বিদ্যমান ছিল; যথা—

১। ভিক্ষুগণ তিনটী চীবর ও কঠিন দুষ্য* ব্যতীতও এক-

* ত্রিচীবর—সঙ্ঘটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসঙ্গ এই ত্রিবিধ বস্ত্রের নাম ত্রিচীবর। ভিক্ষুমাত্রই এই ত্রিচীবর ধারণ করিবেন।
কঠিন দুষ্য—এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে প্রস্তুত অর্থাৎ সদ্যোনির্ম্মিত কার্পাস

খানি অতিরেক চীবর বা অতিরিক্ত বস্ত্র দশ দিনের জন্য রাখিতে পারেন। যিনি এই অতিরিক্ত বস্ত্র দশ দিনের অপেক্ষা অধিক দিন রাখেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী।

২। যে ভিক্ষু ত্রিচীবর ও কঠিন দূষ্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি যেন এক রাত্রির জন্যও উক্ত ত্রিচীবর পরিত্যাগ না করেন। যে ভিক্ষু সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত ত্রিচীবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী।

৩। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে অসময়ে কয়েক খণ্ড বস্ত্র প্রদান করে তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষু যেন উক্ত বস্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে ত্রিচীবর প্রস্তুত করিয়া লয়েন। যদি উক্ত বস্ত্র ত্রিচীবর নির্ম্মাণের পক্ষে অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে তিনি এক মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বাকি বস্ত্র টুকু সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। যদি তিনি এক মাসের অপেক্ষা অধিককাল প্রস্তুত না করিয়া বস্ত্রখণ্ডগুলি নিজের নিকট রাখেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

৪। যদি কোন ভিক্ষু নিজের সহিত সম্বন্ধ নাই এমন কোন ভিক্ষুণীর দ্বারা নিজের অপরিষ্কার পরিচ্ছদ ধৌত, রঞ্জিত বা ভাঁজ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

বস্ত্রকে কঠিন দূষ্য বলে। যদি কোন গৃহস্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন ভিক্ষুকে একখানি কঠিন দূষ্য প্রদান করেন তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষু উহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই দান ও গ্রহণ ক্রিয়া অন্ততঃ পাঁচজন সমবেত ভিক্ষুর সমক্ষে নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

৫। যদি কোন ভিক্ষু কোন নিঃসম্পর্কীয় ভিক্ষুণীর হস্ত হইতে বিনিময় ব্যতীত পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

৬। যদি কোন ভিক্ষু উপযুক্ত সময় * ব্যতীত অন্য সময়ে নিঃসম্পর্কীয় কোন গৃহপতি বা গৃহপত্নীর নিকট পরিচ্ছদ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

৭। যদি কোন গৃহপতি বা গৃহপত্নী কোন ভিক্ষুকে বস্ত্র দান করিতে চান, এবং উক্ত ভিক্ষু যদি ত্রিচীবর প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বস্ত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

৮। যদি কোন গৃহপতি বা গৃহপত্নী নিঃসম্পর্কীয় ভিক্ষুকে একটী পরিচ্ছদ দান করিবেন এই অভিপ্রায়ে কিছু অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখেন, এবং উক্ত ভিক্ষু যদি উহা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই গিয়া বলেন—"হে গৃহপতে বা গৃহপত্নি, এই টাকায় অমুক প্রকারের পরিচ্ছদ পাওয়া যায়, আমি সেই প্রকারের পরিচ্ছদ ভালবাসি"—তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

৯। যদি দুইজন গৃহপতি বা গৃহপত্নী পূর্ব্ব প্রকারে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখেন এবং উক্ত ভিক্ষু যদি পূর্ব্ব প্রকার বলেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

* "উপযুক্ত" সময় ইহার অর্থ যখন কোন ভিক্ষুর পরিচ্ছদ অপহৃত বা নষ্ট হইয়াছে।

১০। যদি কোন রাজা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা গৃহপতি কোন ভিক্ষুকে পরিচ্ছদ প্রদানের অভিপ্রায়ে স্বীয় বার্ত্তাবহ দ্বারা কিছু অর্থ প্রেরণ করেন, এবং উক্ত বার্ত্তাবহ যদি উক্ত ভিক্ষুর নিকট যাইয়া বলে "মহাশয়, আমি আপনার জন্য এই পরিচ্ছদের মূল্য আনিয়াছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন" ; তাহা হইলে সেই ভিক্ষু যেন সেই বার্ত্তাবহকে বলেন "হে সুহৃদ্বর, আমরা মূল্য গ্রহণ করি না, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণের পরিচ্ছদ পাইলে উহা গ্রহণ করি।" যদি তখন উক্ত বার্ত্তাবহ উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়, আপনার কোন পরিচারক আছে কি ? আমি তাহার দ্বারা বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেছি," তাহা হইলে সেই ভিক্ষু যেন উত্তর করেন "আমার আরাম (বিহার) পর্য্যবেক্ষক বা এই সমীপস্থ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই আমার পরিচারক।" তখন যদি সেই বার্ত্তাবহ উক্ত পরিচারকের দ্বারা পরিচ্ছদ ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া সেই ভিক্ষুকে বলে "মহাশয়, আমি এই পরিচারকের দ্বারা পরিচ্ছদ ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছি ; এই পরিচারকের নিকট আসিয়া আপনি পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন", তাহা হইলে সেই ভিক্ষু উক্ত পরিচারকের নিকট যাইয়া বলিবেন "মহাশয়, আমার একটী পরিচ্ছদের প্রয়োজন।" যদি সেই ভিক্ষু একবার এইরূপ বলিলে সেই পরিচারক তাঁহাকে পরিচ্ছদ না দেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যাইয়া সেই পরিচারককে বলিবেন "মহাশয়, আমার একটী পরিচ্ছদের প্রয়োজন।" যদি তিনবার এইরূপ বলায় সেই পরিচারক তাঁহাকে পরিচ্ছদ দেন, তাহা হইলে উত্তম। কিন্তু যদি তিনবার প্রার্থনা করিয়াও উক্ত ভিক্ষু পরিচ্ছদ না পান —তাহা হইলে তিনি আর তিনবার উক্ত পরিচারকের নিকট

যাইতে পারেন, কিন্তু এ সময়ে কিছু না চাহিয়া তিনি যেন তাহার নিকট মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যদি পরিচ্ছদ পান, উত্তম। কিন্তু যদি ইহাতেও পরিচ্ছদ না পাইয়া তিনি উক্ত পরিচারককে পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

উক্ত ভিক্ষু যদি উক্ত পরিচারকের নিকট হইতে পরিচ্ছদ আদায় করিতে একান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং যাইয়া বা লোক প্রেরণ করিয়া মূল্যদাতাকে বলেন "মহাশয়, ভিক্ষুর জন্য আপনি যে পরিচ্ছদের মূল্য পাঠাইয়াছিলেন, সে মূল্যে উক্ত ভিক্ষুর কোন উপকার হয় নাই, মহাশয় সাবধান হউন আপনার অর্থ যেন বৃথা নষ্ট না হয়।"

১১। যে ভিক্ষু শয্যার আস্তরণে রেশম ব্যবহার করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১২। যে ভিক্ষু শয্যার আস্তরণে কেবল ছাগকেশ নির্ম্মিত কৃষ্ণ পশম ব্যবহার করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৩। নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণকালে ভিক্ষুগণ ছাগকেশ নির্ম্মিত কৃষ্ণ পশম দুইভাগ, শ্বেত পশম এক ভাগ এবং ধূসর পশম এক ভাগ ব্যবহার করিবেন। যদি কোন ভিক্ষু নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ কালে এরূপ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৪। নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিয়া উহা ছয় বৎসর ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কোন ভিক্ষু নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিবার পর ছয় বৎসরের মধ্যে ভিক্ষুগণের অনুমতি ব্যতীত আবার এক

আস্তরণ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৫। যখন কোন ভিক্ষু উপবেশনের নিমিত্ত নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিবেন তখন তিনি যেন পূর্ব্বতন আস্তরণের চতুর্দ্দিক হইতে এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র কাটিয়া লয়েন। যিনি ইহা না করিবেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৬। যদি কোন ভিক্ষু বিদেশে যাত্রাকালে পথিমধ্যে ছাগের ঊর্ণা (পশম) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিতে পারেন; এবং যদি তাঁহার সঙ্গে কোন বাহক না থাকে তাহা হইলে তিনি উহা স্বয়ং হস্তে করিয়া তিন যোজন পথ লইয়া যাইতে পারেন। সঙ্গে বাহক না থাকিলেও তিনি যদি উহা তিন যোজনের অপেক্ষা অধিক দূর বহন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৭। যদি কোন ভিক্ষু ছাগের ঊর্ণা (পশম) কোন নিঃসম্পর্কীয় ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত, রঞ্জিত বা মর্দ্দিত করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৮। যদি কোন ভিক্ষু স্বর্ণ বা রৌপ্য স্বয়ং গ্রহণ করেন অথবা নিজে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অন্যকে উহা লইতে বলেন বা অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৯। যে সকল ব্যবসায়ে রৌপ্য ব্যবহৃত হয় এরূপ কোন

ব্যবসায়ে যদি কোন ভিক্ষু নিযুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২০। যদি কোন ভিক্ষু কোন প্রকার ক্রয় বিক্রয়ে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২১। দশ দিন পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত ভিক্ষাপাত্র রাখা যাইতে পারে; যে ভিক্ষু দশ দিনের অধিক কাল উহা রাখেন তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২২। ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ভগ্ন না হইলে ত্যাগ করিবে না; যে ভিক্ষু অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ভগ্ন হয় নাই এমন ভিক্ষাপাত্র বিনিময় করিয়া একটী নূতন ভিক্ষাপাত্র* গ্রহণ করেন, তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৩। ভিক্ষুগণ পীড়িতাবস্থায় ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ভৈষজ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারেন এবং সাত দিন পর্য্যন্ত উহা সঞ্চিত রাখিয়া ভোগ করিতে পারেন; যিনি সাত দিনের অপেক্ষা অধিককাল উহা রাখেন তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৪। গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত হইবার এক মাস পূর্ব্বেই ভিক্ষুগণ বর্ষা ঋতুর জন্য পরিচ্ছদের উপকরণ সংগ্রহ করিবেন;

* যদি সেই ভিক্ষু বিনিময়ে নূতন ভিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া উক্ত ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে যে নিকৃষ্টতম ভিক্ষাপাত্র আছে তাহা তাঁহাকে প্রদান করিবেন এবং বলিবেন "হে ভিক্ষো, এই আপনার পাত্র, যত দিন না ভাঙ্গে তত দিন ইহা রাখিবেন।"

গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত হইবার অর্দ্ধ মাস পূর্ব্বেই ঐ উপকরণ দ্বারা পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিবেন এবং উক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন; যদি কোন ভিক্ষু এক মাসের অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বে উপকরণ সংগ্রহ অথবা অর্দ্ধমাসের অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বে বর্ষার উপযোগী পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ বা পরিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৫। যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুকে পরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হইয়া উহা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৬। যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য স্বয়ং সূত্র চাহিয়া লয়েন এবং পরে তন্তুবায় দ্বারা উক্ত সূত্রের বস্ত্র বয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৭। যদি কোন গৃহপতি বা গৃহপত্নী কোন ভিক্ষুকে একটী পরিচ্ছদ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে কোন তন্তুবায়কে বস্ত্র বয়ন করিতে বলেন; এবং উক্ত ভিক্ষু যদি গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইবার পূর্ব্বেই তন্তুবায়ের নিকট যাইয়া বলেন—"ভাই, এই বস্ত্র আমারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভাল করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ঠিক করিও, ইহা যেন মসৃণ হয়, সূত্রগুলি যেন সরলভাবে বিন্যস্ত হয়। ভাই তুমি যদি আমার পরিচ্ছদটি ভাল করিয়া প্রস্তুত কর, কোন সময়ে আমি তোমার কিছু উপকার নিশ্চয় করিব"—এবং সেই ভিক্ষু যদি এইরূপ বলিয়া উক্ত তন্তুবায়কে ভিক্ষাপাত্রে লব্ধ বস্তুমাত্রও প্রদান করেন, তাহা

হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৮। যদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমার * ১০ দিন পূর্ব্বে কোন ভিক্ষুকে কেহ অতোক + চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তিনি উহা (বর্ষা) পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কাল পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন। যে ভিক্ষু তাহার পরেও উহা রাখেন, তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৯। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্মাসিক বর্ষা যাপনকালে যদি কোন ভিক্ষু অরণ্যমধ্যস্থিত স্বীয় আবাসকে ভগ্ন বা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া নিজের ত্রিচীবরের কোন একটী চীবর নিকটবর্ত্তী জনপদের মধ্যে কোন কুটীরে রাখিয়া আইসেন, তাহা হইলে তিনি ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ চীবর বিরহিত হইয়াও বাস করিতে পারেন; কিন্তু ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত তাহার অপেক্ষা অধিক কাল ঐ চীবরবিহীন হইয়া বাস করিলে উক্ত ভিক্ষুকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে লইবে।

* আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৪ মাস বা ৩ মাসকে প্রবারণা কাল বলে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাকে কার্ত্তিকী চাতুর্মাসী পূর্ণিমাও বলে।

+ সৈন্যবিভাগে প্রবেশ কালে, বিদেশ যাত্রা সময়ে রোগ হইলে, স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবকালে অথবা যখন কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় তখন, অথবা যখন কোন অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সম্যক মঙ্গল হয়, তখন যদি ঐ সকল ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে ভিক্ষুকমণ্ডলীর সমক্ষে একটা বিশেষ পরিচ্ছদ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই পরিচ্ছদকে অত্যেক বা অত্যয়িক পরিচ্ছদ বলে।

৩০। যদি কোন ভিক্ষু, সঙ্ঘ বা ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশে অর্পিত বস্তু, আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

উল্লিখিত ত্রিশটী নিয়ম পাঠ করিবার পর সংঘনায়ক বলিবেন —"হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের নিকট ত্রিংশৎ নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম পাঠ করিলাম; আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?"

কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক বলিয়া উঠিবেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম।

সংঘনায়ক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন 'হে মাননীয় ভিক্ষুগণ এক্ষণে আপনাদের নিকট ৯২টী প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম পাঠ করিতেছি।

১। জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলিলে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

২। পিশুন বাক্‌প্রয়োগে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ হয়।

৩। কোন ভিক্ষুর নিন্দা করিলে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ হয়।

৪। যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তিকে যদি কোন ভিক্ষু পদে পদে (কথায় কথায়) ধর্ম্ম পাঠ করান,

তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫। যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তির সহ যদি কোন ভিক্ষু দুই তিন রাত্রির অধিক কাল একস্থানে বাস করেন, তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬। যদি কোন ভিক্ষু, যে গৃহে কোন স্ত্রীলোক আছে এমন গৃহে শয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭। যদি কোন ভিক্ষু পাঁচ বা ছয়ের অপেক্ষা অধিক কথা বলিয়া কোন স্ত্রীলোকের নিকট ধর্ম্ম ব্যখ্যা করেন এবং তাঁহাদের সন্নিকটে যদি কোন বিজ্ঞ পুরুষ না থাকে তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮। যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তির নিকট যদি কোন ভিক্ষু বলেন যে, তিনি স্বয়ং অথবা অপর কোন ভিক্ষু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, এবং যদি যথার্থই তাঁহারা উক্ত ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।*

৯। যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তির নিকট যদি কোন ভিক্ষু বলেন যে, অপর কোন ভিক্ষু মহাপাপ করিয়াছেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

* যদি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও বলেন উহা লাভ করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি পারাজিক অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১০। যে কোন ভিক্ষু স্বয়ং বা অপর দ্বারা ভূমি খনন করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

১১। যিনি কোন উদ্ভিদ্ নষ্ট করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

১২। যিনি সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর সহ বাগ্‌বিতণ্ডা বা ছল করেন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

১৩। যদি কোন ভিক্ষু কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হন বা এবং কোন ব্যক্তি উক্ত ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা অসম্মান প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

১৪। যে কোন ভিক্ষু কোন সংঘের শয্যা, আসন, পীঠ ইত্যাদি দ্রব্য রৌদ্রে অথবা বাতাসে বাহির করেন, কিন্তু স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সময় ঐ সকল দ্রব্য তুলিয়া রাখিয়া যান না কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে বলেন না; তিনি প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হন।

১৫। যে কোন ভিক্ষু স্বয়ং অথবা অপর দ্বারা শয্যাদি দ্রব্য সংঘের আবাস স্থানে* লইয়া যান, এবং স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার সময়ে ঐ সকল দ্রব্য সরাইয়া লয়েন না, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

১৬। যদি কোন ভিক্ষু সংঘের আবাস স্থানে গমন করিয়া অপর কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতি কালে উহাঁর স্থানের কিয়দংশ অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন এবং মনে ভাবেন যে যখন

* সংঘ শব্দের অর্থ সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী। সংঘের আবাসস্থানে সকল ভিক্ষুরই সমান অধিকার আছে। বস্তুতঃ উহা ভিক্ষুগণের সাধারণ সম্পত্তি।

তিনি ফিরিয়া আসিবেন তখন স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ অসুবিধা হইলে স্বয়ংই স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন, তাহা হইলে সেই অন্যায়াধিকার নিরত ভিক্ষু প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১৭। যদি কোন ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উহাঁকে সংঘের আবাস স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১৮। যদি কোন ভিক্ষু সংঘের আবাস স্থানের উন্নত অংশে চঞ্চল শয্যা বা আসনের উপর হঠাৎ শয়ন বা উপবেশন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন। (কারণ, চঞ্চল আসন হইতে তিনি হঠাৎ পড়িয়া গেলে সমীপস্থ ভূতলোপবিষ্ট ভিক্ষুগণের বা নিজের দেহে আঘাত লাগিতে পারে।)

১৯। যদি কোন ভিক্ষু এক সুবৃহৎ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং ঐ স্থানে যদি প্রচুর পরিমাণে তৃণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত গৃহের দ্বার গবাক্ষ ইত্যাদির জন্য অবকাশ (অর্থাৎ ছিদ্র) রাখিতে পারেন এবং দুই বা তিনবার উহার ছাদ তৃণ দ্বারা আবৃত করিতে পারেন। যদি তিনি ইহার অপেক্ষা অধিক আড়ম্বর করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২০। যে জলে কীট বা অন্য কোন প্রাণী আছে, এরূপ জল যদি কোন ভিক্ষু নিজ শরীরে ব্যবহার করেন বা তৃণাদির উপর ছিটাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২১। যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষু-সংঘ কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া

স্বয়ং কোন ভিক্ষুণীকে উপদেশ দান করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২২। যদি কোন ভিক্ষু সন্ধ্যার পর কোন ভিক্ষুণীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যান তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৩। যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের আবাস স্থানে গমন করিয়া উপযুক্ত সময়* ব্যতীত অন্য সময়ে উহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৪। "আমিষা+ লোভে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করেন", যদি কোন ভিক্ষু এই কথা বলিয়া বেড়ান তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধী হইতে হইবে।

২৫। যদি কোন ভিক্ষু বিনিময় ব্যতীত নিঃসম্পর্কীয় কোন ভিক্ষুণীকে পরিচ্ছদ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৬। যদি কোন ভিক্ষু নিঃসম্পর্কীয় কোন ভিক্ষুণীর কাপড় ভাঁজ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৭। যদি কোন ভিক্ষু কোন ভিক্ষুণীর সহ পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত সময়* ব্যতীত অন্য সময়ে এক সঙ্গে এক পথে গমন

* উপযুক্ত সময়ের অর্থ=যখন কোন ভিক্ষুণী পীড়িত থাকেন তখন তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য ভিক্ষু তৎসমীপে গমন করিতে পারেন।

+ আমিষ শব্দের অর্থ=খাদ্য, ভৈষজ্য ইত্যাদি।

* যদি পথ এত দুর্গম ও ভয়সঙ্কুল হয় যে অস্ত্র না লইয়া ঐ পথে যাওয়া যায় না, তাহা হইলে ভিক্ষুণী ভিক্ষুসহ একত্র গমন করিতে পারেন।

করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৮। যদি কোন ভিক্ষু কোন ভিক্ষুণীর সহ পরামর্শ করিয়া এক সঙ্গে এক নৌকায় নদী পার হইতে যান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

২৯। যদি কোন ভিক্ষু কোন ভিক্ষুণীর সাহায্যে আহার অর্জন করিয়া উহা ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩০। যদি কোন ভিক্ষু কোন ভিক্ষুণীর সহ নির্জ্জনে এক আসনে উপবেশন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩১। নীরোগ ভিক্ষু কোন সাধারণ পান্থশালায় এক বেলা আহার করিতে পারেন। যদি তিনি এক বেলার অপেক্ষা অধিক কাল তথায় থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩২। কোন বিশেষ সময় ব্যতীত * অন্য সময়ে যদি চারি পাঁচ জন ভিক্ষু সমবেত হইয়া অন্নাদি ভিক্ষা করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

* যদি কোন গৃহস্থ পাড়িত হন, যখন তিনি পরিচ্ছদ বিতরণ করেন, যখন পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হয়, যখন পদব্রজে গমন করিতে হয়, যখন নৌকায় যাইতে হয়, যখন বহু ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তখন চারি পাঁচ বা বহু ভিক্ষু সমবেত হইয়া যাইতে পারেন।

৩৩। কোন বিশেষ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ভিক্ষুগণ পরম্পরা † ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

৩৪। যদি কোন গৃহস্থ কোন ভিক্ষুকে বলেন—"আপনি যত ইচ্ছা তত পরিমাণ মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদি আমার গৃহ হইতে লইয়া যান"—তাহা হইলে ঐ ভিক্ষু দুই বা তিনটী পাত্র পূর্ণ করিয়া মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি লইতে পারেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিক লইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

যে দুই তিন পাত্র মিষ্টান্ন তিনি লইয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে অন্য ভিক্ষুগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

৩৫। যে ভিক্ষু একবার ভোজন সমাপ্ত করণান্তর পুনরায় আহূত হইয়া সেই দিনেই আর একবার ভোজন করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩৬। যদি কোন ভিক্ষু একবার ভোজন সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং অপর কোন ভিক্ষু যদি তাঁহার লোভ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পুনরায় ভোজন করান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩৭। যে ভিক্ষু অবৈধ সময়ে অর্থাৎ অপরাহ্ণে কোন খাদ্য

† পরম্পরা ভোজন—বহু নিমন্ত্রণ বা বহুবিধ খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে গ্রহণ করিব—এইরূপ বাছাবাছি করার নাম পরম্পরা ভোজন। যে নিমন্ত্রণ অগ্রে হইবে তাহাই অগ্রে গ্রহণ করা উচিত। যে খাদ্য প্রথমে পাইবে তাহাই প্রথমে খাইবে। যখন কোন গৃহস্থ পীড়িত হন, যখন পরিচ্ছদ বিতরিত বা নির্ম্মিত হয়, তখন পরম্পরা ভোজনে দোষ নাই।

গ্রহণ বা ভোজন করিবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩৮। যে ভিক্ষু ভোজনের সময়ে কিছু খাদ্য সরাইয়া রাখিয়া পরে উহা ভক্ষণ করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৩৯। যে ভিক্ষু রোগাক্রান্ত না হইয়াও মধু নবনীতাদি চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪০। যে ভিক্ষু অসময়ে জল ও দন্তকাষ্ঠ ব্যতীত অপর কোন দ্রব্য আহার করিবার জন্য উহা মুখে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

৪১। যে ভিক্ষু নিজহস্তে কোন অচেলক, পরিব্রাজক, বা পরিব্রাজিকাকে আহার প্রদান করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

৪২। যদি কোন ভিক্ষু অপর ভিক্ষুকে বলেন—"ভাই আইস, অমুক গ্রাম বা নগরে ভিক্ষা করিতে যাই"। অনন্তর ভিক্ষা লাভ হউক আর না হউক তাঁহাকে বলেন—"ভাই তুমি চলিয়া যাও, তোমার সহ কথা বলায় বা একত্র অবস্থান করায় আমার কোন লাভ নাই, প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ থাকাই ভাল"। তিনি যদি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে এইরূপ বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৩। যদি কোন ভিক্ষু ভোজন বেলায় বলপূর্ব্বক কাহারও বাড়ীতে যাইয়া আসন লইয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৪। যে ভিক্ষু কোন গুপ্ত স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহ একাসনে বসিবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৫। যদি কতিপয় ভিক্ষু নির্জনে এক এক জন ভিক্ষু এক এক জন স্ত্রীলোকের সহ একাসনে উপবেশন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৬। যদি কোন দুই জন ভিক্ষু কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন, এবং যদি উঁহাদের মধ্যে এক জন অপর জনকে না বলিয়া ভোজনের পূর্ব্বে বা পরে অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। কিন্তু পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ বা বিতরণ কালে তিনি অন্যত্র থাকিলে অপরাধী হইবেন না।

৪৭। সুস্থকায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া চারিমাস কাল উহাঁর নিকট হইতে বস্ত্র, খাদ্য, আবাস ও ভৈষজ্য গ্রহণ করিতে পারেন। যদি তিনি পুনরায় নিমন্ত্রিত না হইয়া ঐ সকল দ্রব্য চারি মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৮। যদি কোন ভিক্ষু উপযুক্ত কারণ ব্যতীত যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত সেনা সমূহ দর্শন করিতে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৪৯। যদি সেই ভিক্ষুর সেনা দর্শন করিতে যাওয়ায় উপযুক্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তিনি তথায় দুই বা তিন রাত্রি বাস

করিতে পারেন। তদপেক্ষা অধিক কাল তথায় বাস করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫০। দুই তিন রাত্রি তথায় অবস্থান কালে যদি তিনি—কিরূপে সৈন্যগণ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়, কিরূপে উহাদের সংখ্যা পরিগণিত হয়, কিরূপে উহারা ব্যূহে অবস্থান করে, কিরূপে উহারা যুদ্ধ করে,—ইত্যাদি দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫১। সুরা মৈরেয় মদ্য পানে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ হয়।

৫২। অঙ্গুলি দ্বারা ধাক্কা দিলে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ হয়।

৫৩। জলে ক্রীড়া করিলে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ হয়।

৫৪। যদি কোন উপসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে বলেন "মহাশয় অমুক কার্য্য অবৈধ, উহা করিবেন না;" উক্ত ভিক্ষু যদি ঐ কথায় অনাদর প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫৫। যদি কোন ভিক্ষু অপর ভিক্ষুকে ভয় প্রদর্শন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫৬। যদি কোন সুস্থকায় ভিক্ষু উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শরীর উষ্ণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫৭। যদি কোন ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে অর্দ্ধমাসের অপেক্ষা অল্পতর কাল ব্যবধানে স্নান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দেড় মাস ও বর্ষা ঋতুর প্রথম মাস, পীড়া

কাল, কর্ম্মকাল, পথ ভ্রমণ সময় এবং যখন বাতাস ও বৃষ্টি হয়, তখন স্নানের উপযুক্ত সময়।

৫৮। যদি কোন ভিক্ষু একটী নূতন পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনি যেন উহা তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে বিকৃত করিয়া লয়েন, যথা—ঐ পরিচ্ছদের এক অংশ নীল বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারেন, অথবা উহার এক অংশ কর্দ্দম দ্বারা চিহ্নিত করিতে পারেন, অথবা উহার কতক অংশ কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া লইতে পারেন। যদি উক্ত ভিক্ষু নূতন পরিচ্ছদ উল্লিখিত তিন প্রকারের এক প্রকারে বিকৃত করিয়া না লয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৫৯। যদি কোন ভিক্ষু নিজের পরিচ্ছদ কোন ভিক্ষু ভিক্ষুণী সামণের বা সামণেরীকে প্রদান করেন এবং তাহার পরও উহা নিজের দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬০। যদি কোন ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র, পরিচ্ছদ, মাদুর (আসন), সূচি অথবা কটিবন্ধ লুক্কায়িত করিয়া রাখেন তাহা হইলে (কৌতুক করিয়া এরূপ করিলেও) তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬১। যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক কোন প্রাণীর জীবন নাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬২। যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক কীটাণু মিশ্রিত জল পান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬৩। যে বিষয় একবার ধর্ম্মানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা যদি কোন ভিক্ষু আন্দোলন করিয়া পুনরায় মীমাংসার জন্য উথাপিত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬৪। যদি কোন ভিক্ষু কোন দুষ্কট অপরাধ করেন এবং অপর ভিক্ষু উহা জানিয়াও গোপন করেন, তাহা হইলে ঐ অপর ভিক্ষু প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

৬৫। যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষু শ্রেণীতে প্রবেশ করান, এবং পরে ঐ ব্যক্তি সংঘকর্তৃক ভিক্ষুমণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং যাঁহারা উহাকে দীক্ষাদি দানের সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিন্দাভাগী হন, তাহা হইলে যে ভিক্ষু উক্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষু শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন তিনি প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

৬৬। যদি কোন ভিক্ষু সময় স্থির পূর্ব্বক তস্কর বা দস্যুগণের সহ এক পথে (নিকটবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্তও) গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬৭। যদি কোন ভিক্ষু সময় বন্ধন পূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের সহ এক পথে (নিকটবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্তও) গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬৮। যদি কোন ভিক্ষু বলেন—"আমি বুঝিয়াছি ভগবান্ এইরূপভাবে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন; যে সকল গুণকে ভয়াবহ বলা হয়, ভগবানের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সেই সকল গুণে কোন সঙ্কটের বিষয় নাই।" তাহা হইলে

ভিক্ষুসংঘ তাঁহাকে বলিবেন—"ভ্রাতঃ এরূপ কথা বলিবেন না, ভগবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না; ভগবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সমুচিত নহে, ভগবান্ কখনই এরূপ কথা বলেন নাই; ভগবান্ নানা প্রকার রূপকের সাহায্যে ভয়াবহ গুণনিচয়কে ভয়সঙ্কুল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, উহাদের অনুধাবনে কখনই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।" যদি উক্ত ভিক্ষু-সংঘ কর্ত্তৃক এইরূপভাবে তিনবার অনুশাসিত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৬৯। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুর সহিত যে ভিক্ষু একত্র আহার, বাস বা শয়ন করিবেন, তাঁহাকেও প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭০। যদি কোন সামণের ৬৮ বিধিতে উল্লিখিত প্রকার কথা বলেন এবং ভিক্ষুসংঘ কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়াও ঐরূপ বলিতে থাকেন, তাহা হইলে ভিক্ষুসংঘ তাঁহাকে বলিবেন—"হে সামণের! অদ্য হইতে আপনি আর ভগবান্‌কে নেতা বলিয়া উল্লেখ করিবেন না, এবং ভিক্ষুগণের সহ দুই তিন রাত্রি একস্থানে শয়ন করিবার আপনার যে অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে নিবৃত্ত হইল, আপনি এক্ষণে চলিয়া যান।"

যে ভিক্ষু উক্ত বহিষ্কৃত সামণের সহ একত্র আহার বা শয়ন করিবেন অথবা উহাকে অন্য প্রকারে উৎসাহিত বা পরি-পোষিত করিবেন—তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭১। যদি কোন ভিক্ষু কোন ধর্ম্ম বিধি বিষয়ে ভিক্ষুসংঘ

কর্তৃক অনুশাসিত হইয়া বলেন "আমি উক্ত বিধি অন্য ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মানিতে পারি না"—তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭২। যদি প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে কোন ভিক্ষু বলেন—"ক্ষুদ্র অনুশাসনগুলি আবৃত্তি করিয়া কি ফল হইবে? উহাতে কেবল নানা গোলমাল বাড়িবে"—তাহা হইলে তাঁহাকে অনুশাসনানাদর বশতঃ প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধী হইতে হইবে।

৭৩। যদি কোন ভিক্ষু পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে বলেন—"আজ আমি প্রথম জানিলাম যে, এই বিধিটী সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে"; কিন্তু যদি অপর কোন ভিক্ষু জানেন যে, পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু একাধিকবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। অন্য ভিক্ষুগণ তাঁহার অনবধানতার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন—"হে ভ্রাতঃ তোমার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শুনিয়া কোন লাভ নাই, ইহাতে তোমার কুফলই হইবে, যখন প্রাতিমোক্ষের আবৃত্তি হয় তখন তুমি উহাতে মন দেও না, অসতর্কতার সহ ধর্ম্ম শুনিয়া কোন ফল নাই"।

৭৪। যদি কোন ভিক্ষু অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য ভিক্ষুকে আঘাত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭৫। যদি কোন ভিক্ষু অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য ভিক্ষুর প্রতি তর্জনসূচক অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭৬। যদি অকারণে কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে সঙ্ঘাদি-

শেষ অপরাধে অভিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭৭। যদি কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে উদ্বিগ্ন করিবার জন্য তাঁহার মনে ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭৮। যখন ভিক্ষুগণ পরস্পর কলহ করেন, তখন যদি কোন ভিক্ষু সমীপে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুগণের অজ্ঞাতসারে নীরবে ঐ বিবাদ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৭৯। কোন কর্ম্মের আরম্ভকালে যদি কোন ভিক্ষু উহাতে সম্মতি প্রদান করেন কিন্তু পরে উহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮০। যখন কোন সংঘ কোন বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন, তখন যদি কোন একজন ভিক্ষুসংঘের মীমাংসায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮১। যদি কোন ভিক্ষু অপর একজন ভিক্ষুকে একটী পরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং পরে বলেন—"ঐ দ্রব্যটী আমি সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলাম, যে ভিক্ষু দাতার বন্ধু তিনিই সঙ্ঘের সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকেন", তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮২। যদি কোন ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়াইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৩। রাজা ও রাজ্ঞী যে শয়ন-গৃহ ত্যাগ করেন নাই এমন গৃহের দ্বারে যদি কোন ভিক্ষু পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৪। উপবন বা আবাস গৃহ ভিন্ন অন্য স্থানে যদি রত্ন পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কোন ভিক্ষু তুলিয়া বা তোলাইয়া লইতে পারিবেন না। যিনি তুলিয়া বা তোলাইয়া লইবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

যদি কোন ভিক্ষু উপবন বা অবাসগৃহে রত্ন দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা তথায় ফেলিয়া রাখিবেন। যথাসময়ে উহা যাহার বস্তু সে লইয়া যাইবে।

৮৫। যে ভিক্ষু উপযুক্ত কারণ ব্যতীত বৈকালে গ্রামে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৬। যে ভিক্ষু অস্থি, হস্তিদন্ত বা শৃঙ্গনির্ম্মিত সূচ্যাধার ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৭। যদি কোন ভিক্ষু নূতন শয্যা বা পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত করেন, উহার পাদ যেন অষ্ট অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ না হয়। যিনি উহা অধিকতর দীর্ঘ করিবেন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৮। যে ভিক্ষু শয্যা বা পর্য্যঙ্ক তূলা দ্বারা পূর্ণ করিয়া কোমল করিবেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৮৯। যদি কোন ভিক্ষু শয্যা বা পর্য্যঙ্ক বস্ত্র বা মাদুর দ্বারা

আবৃত করিতে চাহেন তাহা হইলে উহা যেন ছয় হাত লম্বা ও তিন হাত প্রস্থের অধিক না হয়। যদি উহা অধিকতর পরিমাণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৯০। যদি কোন ভিক্ষু কণ্ডূয়নরোগে আক্রান্ত হন তাহা হইলে তিনি একখানি খর্জন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু উহা যেন ছয় হাত লম্বা ও তিন হাত প্রস্থের অধিক না হয়। ইহার অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৯১। যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাকালের জন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে চাহেন তাহা হইলে উহা যেন ১৮ হাত লম্বা ও ৭॥ হাত প্রস্থের অধিক না হয়। ইহার অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

৯২। যদি কোন ভিক্ষু সুগতের পরিচ্ছদের তুল্য পরিমাণ বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। সুগতের বস্ত্র ২৭ হাত লম্বা ও ১৮ হাত প্রস্থ।

উল্লিখিত নিয়মগুলি আবৃত্তি করিবার পর সঙ্ঘনায়ক বলিবেন "মাননীয় ভিক্ষুগণ প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ৯২টী নিয়ম আপনাদের নিকট আবৃত্তি করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? হে মাননীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেছি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?

মাননীয় ভিক্ষুগণ মৌনভাবে বসিয়া আছেন, ইহাতেই বুঝিলাম ইহাঁরা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

প্রতিদেশনীয় ধর্ম্ম

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ প্রতিদেশনীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে চারিটী নিয়ম আপনাদের নিকট আবৃত্তি করিতেছি—

১। যদি কোন নিঃসম্পর্কীয়া ভিক্ষুণী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কোন ভিক্ষু তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষু যেন ঐ বিষয়টী স্বীকার করিয়া বলেন—"হে ভ্রাতৃগণ! আমি এক নিন্দিত অপরাধ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করা উচিত, এবং ইহা আমি আপনাদের নিকট স্বীকার করিতেছি।"

২। ভিক্ষুগণ কোন গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিতেছেন এমন সময়ে যদি কোন ভিক্ষুণী তথায় বসিয়া থাকেন তাহা হইলে ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিবেন—"হে ভগিনি স্থানান্তরে যাইয়া বসুন আমাদের ভোজন কালে এখানে বসিবেন না।" যদি ইহা তাঁহারা না বলেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিশেষে সঙ্ঘের নিকট যাইয়া বলিতে হইবে "হে ভ্রাতৃগণ! আমরা একটী নিন্দিত অপরাধ করিয়াছি ইহা স্বীকার করা উচিত, অতএব আমরা উহা স্বীকার করিতেছি।"

৩। যদি কোন সুস্থকায় ভিক্ষু নিমন্ত্রিত না হইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া স্বহস্তে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে—"হে ভ্রাতৃগণ, আমি একটী নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি, ইহা স্বীকার করা উচিত, অতএব আমি উহা স্বীকার করিতেছি।"

৪। যদি কোন সুস্থকায় ভিক্ষু অরণ্য মধ্যে কোন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে বাস করিয়া তথায় খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন এবং অন্য লোকের নিকট উহা বিপদসঙ্কুল বলিয়া খ্যাপন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভিক্ষুগণের নিকট যাইয়া বলিতে হইবে —"হে ভ্রাতৃগণ আমি একটী নিন্দিত অপরাধ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করা উচিত, অতএব ইহা আমি স্বীকার করিতেছি।"

উল্লিখিত চারিটী নিয়ম পাঠের পর সঙ্ঘনায়ক বলিবেন—

"হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! আপনাদের নিকট চারিটী প্রতি-দেশনীয় ধর্ম্ম আবৃত্তি করিলাম। এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিবেন "মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম এ বিষয়ে তাঁহারা পবিত্র আছেন।"

শৈক্ষ্য ধর্ম্ম

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ এক্ষণে আমি শৈক্ষ্য ধর্ম্মের নিয়মগুলি আপনাদিগের নিকট আবৃত্তি করিতেছি ঃ—

১। বিহারে.. [নিবাসে] অবস্থিতি কালে পরিমণ্ডল* বা মণ্ডলাকারে উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া চীবর (বস্ত্র) পরিধান করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা কর্ত্তব্য।

২। গ্রামে গমনের সময়ে পরিমণ্ডল করিয়া চীবর (বস্ত্র) পরিধান করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

* পরিমণ্ডল—নাভি ও জানু আবৃত করিয়া।

৩। অতি পরিশুদ্ধ চীবর (বস্ত্র) পরিধান করিয়া গ্রামে গমন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪। গ্রামে অবস্থান কালে অতি পরিচ্ছন্ন চীবর (বস্ত্র) পরিধান করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সুসংযত করিয়া গ্রামে গমন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬। গ্রামে উপবেশন কালে ইন্দ্রিয় সমূহকে সুসংযত রাখিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭। চক্ষুঃ অধোদৃষ্টি করিয়া (চারি হাতের অধিক দূরে দৃষ্টি না যায় এমতে) গ্রামে গমন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৮। চক্ষুঃ অধোদৃষ্টি [চারি হাতের অধিক দূরে দৃষ্টি না যায় এমন] করিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৯। অনাচ্ছাদিত শরীরে গ্রামে যাওয়া অবিধেয় ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১০। অনাচ্ছাদিত শরীরে গ্রামে অবস্থান করা বিধেয় নহে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১১। উচ্চ হাস্য করতঃ গ্রামে গমন করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১২। গ্রামে অবস্থান কালে উচ্চহাস্য করা অবৈধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৩। গ্রামে গমনকালে অল্প শব্দে কথা বলিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৪। গ্রামে অবস্থান কালে অল্প শব্দে কথা বলিতে হইবে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৫। গ্রামে যাইবার সময় শরীর দোলান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৬। গ্রামে অবস্থান কালে শরীর আন্দোলিত করা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৭। গ্রামে গমনকালে বাহু দোলান বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৮। গ্রামে অবস্থান কালে বাহু দোলান অবিধেয়; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৯। গ্রামে গমনের সময়ে মস্তক দোলান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২০। গ্রামে অবস্থান কালে মস্তক দোলান বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২১। গ্রামে গমন কালে কটিদেশে হস্তার্পণ করা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২২। গ্রামে অবস্থান কালে কটিদেশে হাত রাখা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৩। অবগুণ্ঠন করিয়া অর্থাৎ মস্তকে কাপড় জড়াইয়া গ্রামে গমন করা বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৪। গ্রামে অবস্থান কালে মস্তক অবগুণ্ঠিত রাখা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৫। চীবর [বস্ত্র] জানু পর্য্যন্ত লম্বমান রাখিয়া গ্রামে গমন করিতে হইবে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৬। গ্রামে অবস্থান কালে চীবর [বস্ত্র] জানু পর্য্যন্ত লম্বমান করিয়া রাখিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৭। সাদরে প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৮। পিণ্ডপাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৯। সময়ে (বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে) সুপক্ক পিণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩০। বেলা দ্বিপ্রহরের পর পিণ্ড গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩১। সাদরে প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩২। পিণ্ড পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৩। সর্ব্বদা পিণ্ড পাত্রে পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৪। সময়ে (বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে) সুপক্ক পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৫। অন্নস্তূপের এক পার্শ্ব হইতে অন্ন ভোজন করিতে হইবে ; কিন্তু সমস্ত অন্ন মর্দ্দিত করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৬। সামণেরগণ শাক, ব্যঞ্জন ও তণ্ডুল প্রভৃতি ভিক্ষুর উপদেশ ভিন্ন পাক করিয়া খাইতে পারিবেন না, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৭। নীরোগ শরীরে স্বেচ্ছামত শাক, ব্যঞ্জন বা অন্ন প্রভৃতি

প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিতে পারা যায় না ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৮। ভোজনের সময়ে অপরের পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৯। ভোজনের সময়ে বড় গ্রাস ধরিয়া ভোজন করা বিধেয় নহে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪০। পরিমণ্ডল করিয়া গ্রাস ধরিতে হইবে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪১। মুখের নিকট গ্রাস লইয়া যাইবার পূর্ব্বে মুখব্যাদান করা অবিধেয় ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪২। গ্রাস মুখে দিবার সময়ে মুখে অঙ্গুলি প্রবেশ করান নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৩। গ্রাস মুখে দিয়া কথা বলা বিধেয় নহে, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৪। মুখে গ্রাস নিক্ষেপ করিয়া ভোজন করা অনুচিত ; ইহা শিক্ষা করা বিধেয়।

৪৫। ভগ্ন গ্রাস মুখে দিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৬। গাল ফুলাইয়া ভোজন করা অবিধেয় ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৭। ভোজনের সময়ে হস্ত কম্পিত করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৮। ভোজনের সময়ে পাত্রের অন্ন ব্যঞ্জন ছিন্নভিন্ন করা বিধেয় নহে, ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৯। ভোজনের সময়ে জিহ্বা বাহির করা অনুচিত; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫০। চপ্ চপ্ শব্দে ভোজন করা অনুচিত; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫১। ভোজনকালে চুর্ চুর্ শব্দ করা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫২। ভোজনের সময়ে বা ভোজনের পরে হস্ত লেহন করা উচিত নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৩। ভোজনের সময়ে বা পরে পাত্র লেহন করা বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৪। ভোজনের সময়ে বা পরে ওষ্ঠ লেহন করা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৫। উচ্ছিষ্ট হস্তে জলপাত্র ইত্যাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৬। পিণ্ডপাত্রধৌত জল ঘরের মধ্যে পরিত্যাগ করা অনুচিত; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৭। ছত্রধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শুনাইবে না; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৮। যষ্টিধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫৯। অস্ত্রধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬০। ধনুর্দ্ধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সভা—২।১১।১৪

৬১। চর্ম্মপাদুকা পরিহিত নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শুনাইবে না; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬২। কাষ্ঠপাদুকা পরিহিত নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৩। যানারোহী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান বিধেয়; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৪। শয়িত নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান অনুচিত; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৫। হেলান দিয়া উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান নিষিদ্ধ।

৬৬। উষ্ণীষধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান অবিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৭। অবগুণ্ঠিত মস্তকে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শুনাইবে না; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৮। মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৬৯। উচ্চাসনে অথবা নিম্নাসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান নিষিদ্ধ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭০। অর্দ্ধ উপবিষ্ট ও অর্দ্ধ দণ্ডায়মান নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান অবিধেয়; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭১। পশ্চাতে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তি, সম্মুখোপবিষ্ট লোকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ধর্ম্মশ্রবণাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান বিধেয় নহে; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭২। সুস্থকায় ব্যক্তিকে পথিমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান অনুচিত ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭৩। সুস্থ শরীরে দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭৪। সুস্থ শরীরে পরিস্কৃত স্থানে বা প্রাণী কি উদ্ভিদের অনিষ্ট হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭৫। নীরোগ শরীরে জলে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে ; ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্যধর্ম্ম আপনাদের নিকট আবৃত্তি করিলাম। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—"এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" দ্বিতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—"এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তৃতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞসা করি—"এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" আমি বুঝিলাম—মাননীয় ভিক্ষুগণ এ বিষয়ে পবিত্র আছেন, সেই হেতু তাঁহারা নীরবে বসিয়া আছেন।

অধিকরণ শমথ ধর্ম্ম

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! এক্ষণে বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে সাতটী প্রণালী আবৃত্তি করিতেছি। সময়ে সময়ে যে সকল বিবাদীয় বিষয় উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসা ও সিদ্ধান্তের জন্য সাতটী প্রণালীর অন্যতম অবলম্বন করা যাইতে পারে। সেই সাতটী প্রণালী যথা—

১। সম্মুখ বিনয়—ধর্ম্ম ও বিনয় (গ্রন্থ), সঙ্ঘ (ভিক্ষুমণ্ডলী) এবং বিবাদী ব্যক্তি এই সকলের সমক্ষে বিচার।

২। স্মৃতি বিনয়—যিনি বলেন—"আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে আমি দোষ করি নাই"—তাঁহার সম্বন্ধে বিচার।

৩। অমূঢ় বিনয়—যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক পূর্ব্বে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু এখন বিকৃত নাই তাঁহার সম্বন্ধে বিচার।

৪। প্রতিজ্ঞা বিনয়—যে ব্যক্তি স্বীয় দোষ খ্যাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিচার।

৫। যদ্‌ভূয়সীক বিনয়—অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া বিচার। এই সকল সভ্যের পাঁচটী গুণ থাকা প্রয়োজন, যথা—(ক) পক্ষপাত শূন্যতা, (খ) ঈর্ষ্যা বিহীনতা, (গ) মূঢ়ত্ব বিহীনতা, (ঘ) নির্ভীকতা ও (ঙ) কোন্ মত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কোন্ মত গ্রহণ করা হয় নাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান।

৬। তস্স পাপীয়স্ক বিনয়—দুর্দম ব্যক্তির সম্বন্ধে বিচার।

৭। তৃণ বিস্তারক বিনয়—যদি বহু ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করেন তাহা হইলে তাঁহারা দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া দুইজন বিজ্ঞ প্রতিনিধি দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিয়া সংঘকে বিজ্ঞাপন করিবেন এবং পূর্ব্ব বিবাদ তৃণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিবেন অর্থাৎ ভুলিয়া যাইবেন।

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ বিবাদ মীমাংসা সম্বন্ধে সাতটী প্রণালী আপনাদের সমক্ষে আবৃত্তি করিলাম। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন, কি না? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করি—এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?

আমি বুঝিলাম মাননীয় ভিক্ষুগণ এ বিষয়ে পবিত্র আছেন, তজ্জন্য তাঁহারা মৌনভাবে বসিয়া আছেন।

উপসংহার *

হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আপনাদের নিকট নিদান, ৪ পারাজিক ধর্ম্ম, ১৩ সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম, ২ অনিয়ত ধর্ম্ম ৩০ নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম, ৯২ প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম, ৪ প্রতিদেশনীয় ধর্ম্ম, ৭৫ শৈক্ষ্য ধর্ম্ম, এবং ৭ অধিকরণ শমথ ধর্ম্ম—আবৃত্তি করিলাম। এই সকল ভগবদ্ বাক্য প্রতিপক্ষে আবৃত্তি করিতে হয়। সকলেরই আনন্দের সহিত নির্ব্বিবাদে এই সকল উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা উচিত।

---

* পুরাকালে উল্লিখিত ২২৭টী নিয়ম কেবল অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন আবৃত্তি করা হইত। পরবর্ত্তী সময়ে শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণাষ্টমীতেও উহা পাঠ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ষাকাল ভিক্ষুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎকৃষ্টতম সময়। শ্রাবণের পুর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকের পুর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন মাস তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। উহাকে ত্রৈমাসিক ব্রত বা বর্ষাব্রত বলে। কোন কোন গ্রন্থে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারি মাসকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাকে চাতুর্মাস্য বলে। যে দিন চাতুর্মাস্য বা ত্রৈমাসিক ব্রত সমাপ্ত হয় সেই দিন (অর্থাৎ কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন) ভিক্ষুগণ পরস্পরের সহ বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা করিয়া মহা আগ্রহে ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

যীশু খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ পাপ খ্যাপনের (Confession of sin) উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মনু পাপ খ্যাপনের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু উহার বিস্তারিত প্রণালী নির্দ্দেশ করেন নাই। খৃষ্টান জাতির বাইবেল গ্রন্থে পাপ খ্যাপনের সামান্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ এই প্রথার সম্যক্ পরিপুষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মযাজকের নিকটে গোপনে পাপ খ্যাপন করিলেই হয়, কিন্তু বৌদ্ধগণের মতে উহা সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যক্ত করিতে হইবে। রোমান্ ক্যাথলিকগণ বৌদ্ধগণের অনুকরণে খ্যাপন প্রথার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয়।

বিংশ অধ্যায়

অবগাহনের উপযুক্ত সময়

এক্ষণে আমি অবগাহনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করিব। ভারতবর্ষীয় অবগাহন ও চীনের অবগাহনে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সকল ঋতুই নাতিশীতোষ্ণ; অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বিভিন্ন। সকল সময়েই প্রচুর ফুল ও ফল পাওয়া যায়। বরফ অজ্ঞাত। অতি সামান্য পরিমাণে তুষার দৃষ্ট হয়। কোন কোন ঋতু উষ্ণ হইলেও, উষ্ণতা অত্যধিক নহে; এবং অত্যন্ত উষ্ণ ঋতুতেও অধিবাসীদের ঘামাচি হয় না। তাহারা সকল সময়ে স্নান ও দেহ ধৌত করে এবং দেহের পবিত্রতার বিষয় সদাসর্ব্বদাই চিন্তা করে বলিয়াই, অত্যন্ত শীত ঋতুতেও তাহাদের পা ফাটে না। প্রাত্যহিক জীবনে তাহারা অবগাহন না করিয়া আহার গ্রহণ করে না।

সর্ব্বত্রই সকল পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায়। পুষ্করিণী খনন পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় (১)। এক যোজনে বিশ ত্রিশটী স্নানের স্থান দৃষ্ট হয়; কোনটী এক মো (প্রায় ৭৩৩⅓ বর্গ গজ), কোনটী পাঁচ মো। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে শাল বৃক্ষ প্রোথিত হয়; ইহা চল্লিশ কি পঞ্চাশ ফীট উচ্চ। এই সকল পুষ্করিণীতেই বৃষ্টির জল পতিত হয় এবং ইহাদের জল পবিত্র নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ। অষ্ট-চৈত্যের (২) প্রায় প্রত্যেকটীর নিকট-

(১) হিউয়েন-সিয়াং উল্লেখ করিয়াছেন যে মহেশ্বরের আদেশানুযায়ী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য মঠ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন।

(২) (ক) বুদ্ধের জন্মস্থান—কপিলবস্তুর লুম্বিনী উদ্যান (খ) মগধে নৈরঞ্জন নদী তীরস্থ বোধি বৃক্ষ—তথায় বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন (গ) বারাণসীতে মৃগদাবে—তথায় বুদ্ধ সর্ব্ব প্রথমে ধর্ম্ম প্রচার করেন (ঘ) শ্রাবস্তীর জেতবনে—



বুদ্ধমূর্ত্তি

নালন্দায় প্রাপ্ত

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

বর্ত্তী পুষ্করিণীতে পৃথিবীপূজ্য অবগাহন করিতেন। এইগুলির জল অন্য পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা বিভিন্ন এবং অত্যন্ত পরিষ্কার।

নালন্দা সঙ্ঘারামের নিকটে দশাধিক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং তথায় প্রত্যহ প্রভাতে শ্রমণগণকে অবগাহনের সময় জ্ঞাপনার্থ ঘণ্টা ধ্বনিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবগাহন-বস্ত্র আনয়ন করেন। কোন কোন সময় শতাধিক বা সহস্রাধিক শ্রমণ একসঙ্গে বিহার পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পুষ্করিণীতে অবগাহনার্থ গমন করেন।

স্নানের বস্ত্র এইরূপে প্রস্তুত হইবে ঃ—পাঁচ ফীট দীর্ঘ ও দেড় ফীট প্রস্থ একখানি কোমল বস্ত্র গ্রহণ কর এবং উহা অন্তর্বাসের উপরে পরিধান কর। সাধারণ অন্তর্বাস বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়া স্নান বস্ত্রের উভয় প্রান্তদেশ সম্মুখে আনয়ন কর। তৎপরে, বাম প্রান্তের ঊর্দ্ধদেশ দক্ষিণ হস্তদ্বারা গ্রহণ কর এবং উহা যাহাতে শরীর স্পর্শ করিতে পারে তজ্জন্য কটীদেশের দিকে আকর্ষণ কর। ইহা বস্ত্রের দক্ষিণ প্রান্তের সহিত একত্র কর এবং উভয়ই একত্র করিয়া কটীবন্ধ এবং বস্ত্রের মধ্যে স্থাপন কর। ইহাই রীতি। রাত্রিবাস পরিধানেরও এই রীতি। অবগাহন-স্থান হইতে বহির্গমনের কালে জল হইতে ধীরে নির্গত হইতে ও যাহাতে গাত্রে বা বস্ত্রে কোন কীট সংলগ্ন না থাকে, তজ্জন্য "গা ঝাড়িয়া" জলমধ্য হইতে উত্থিত হওয়া আবশ্যক। বিনয় পিটকে (৩) এই সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

তথায় বুদ্ধ ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (ঙ) কান্যকুব্জ—তথায় বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন (চ) রাজগৃহ—তথায় বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ জন্য তিনি মীমাংসা করিয়াছিলেন (ছ) বৈশালী—তথায় বুদ্ধ নিজের পরমায়ুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন (জ) কুশীনগর—তথায় নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছিল।

(৩) মূলসর্ব্বাস্তিবাদ নিকায় সম্যকবস্তু, পঞ্চম খণ্ড।

পুষ্করিণীতে গমন না করিয়া বিহার মধ্যে স্নান করিতেও স্নানবস্ত্র ঠিক ঐ ভাবেই পরিধান করিবে, কিন্তু এরূপক্ষেত্রে অপর ব্যক্তি জল ঢালিয়া দিবে এবং স্নান স্থানের চতুষ্পার্শে বেষ্টনী দিবে।

পৃথিবী-পূজ্য স্নান-কক্ষ, উন্মুক্ত স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত পুষ্করিণী এবং ব্যাধি আরোগ্যার্থ চিকিৎসা-কক্ষ নির্ম্মাণের শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় তিনি সমস্ত দেহ তৈল ম্রক্ষিত করিতে, কোন সময় প্রতি রাত্রিতে পাদদেশে তৈল প্রয়োগ অথবা প্রাতে মস্তকে তৈল মাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দৃষ্টি শক্তি অক্ষত রাখিতে ও ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এইরূপ নীতি উত্তম।

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে এত বিস্তৃত প্রমাণ রহিয়াছে যে, ইহা এই স্থানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। বিনয় পিটকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। অধিকন্তু, ক্ষুধার্ত্ত হইলেই স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানের পরে আহার গ্রহণে উচ্চবিধ উপকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, দেহ হইতে সকল ময়লা দূরীভূত হয় বলিয়া উহা পবিত্র ও শূন্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্নানে আভ্যন্তরীণ ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত আহারের পরে স্নান চিকিৎসাবিদ্যায় নিষিদ্ধ রহিয়াছে। এজন্যই দৈনিক ভাষায় কথিত "ক্ষুধার্ত্ত হইলে কেশ ধৌত করিবে এবং আহারের পরে স্নান করিবে" বাক্য সকল দেশে খাটেনা। চীনদেশীয় প্রচলিত তিন ফীট দীর্ঘ অবগাহনবস্ত্রে লজ্জা নিবারিত হয় না; ইহা অতি ক্ষুদ্র। বস্ত্র ব্যতীত অবগাহন বুদ্ধদেবের অননু-মোদিত। প্রস্থ অপেক্ষা চতুর্গুণ দীর্ঘ বস্ত্র অবগাহনকালে ব্যবহার করা বিধেয়; তাহা হইলে লজ্জা নিবারিত হইবে। এই আচার যে কেবল বুদ্ধের অনুমোদিত তাহা নহে; ইহা দেবতা ও মনুষ্যের

চক্ষে লজ্জার বিষয় হয় না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণই বিচার করিবেন।

রাত্রিকালে অবগাহন করিলেও রীত্যনুযায়ী স্নান করিবে; তাহা হইলে মনুষ্যের চক্ষের সম্মুখে স্নান করিলে কি প্রকার অধিকতর ভাবে দেহ আবৃত করিতে হইবে!

একত্রিংশ অধ্যায়

উপবেশনার্থ মাদুর

পূজার সময় উপবেশনার্থ মাদুর ব্যবহার ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই প্রচলিত নাই। দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার প্রণামের কথাও চতুর্ণিকায়ের কোন স্থানে উল্লিখিত নাই। অন্যান্য অধ্যায়ে (পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশে) সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইবে। নিশিদানের জন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করা হয় এবং একখণ্ড অপর খণ্ডের উপরে স্থাপন করিয়া সীবন করা হয়। পরে ইহার প্রান্তদেশ স্যূত হয়। ইহার আকার বর্ণনার সময় আমার নাই (১)। অন্যের মাদুরে শয়নকালে যাহাতে উহা নষ্ট না হয় তজ্জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্যের ব্যবহৃত কোন দ্রব্য (নূতন বা পুরাতন হোক) ব্যবহার কালে

(১) টীকাকার কাশ্যপ লিখিয়াছেন "মাদুর বুদ্ধের দুই বিতস্তি পরিমিত দীর্ঘ ও সার্দ্ধ বিতস্তি পরিমিত প্রস্থ। বুদ্ধের অঙ্গুলি আমাদের অঙ্গুলি অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিয়া মাদুর ৪ ফীট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ফীট ৩¾ ফীট প্রস্থ হইবে।" কিন্তু, পরে বুদ্ধকে এই পরিমাপের বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল।

তদুপরি নিজ মাদুর বিস্তৃত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু উহা নিজের ও পুরাতন হইলে দ্বিতীয় আস্তরণ ব্যবহার করার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু উপহৃত দ্রব্য ময়লা করিতে বিরত হওয়া আবশ্যক। প্রণাম কালে উপবেশনার্থ মাদুর ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে শ্রমণগণ তিন কি পাঁচ ফীট দীর্ঘ বস্ত্র গামোছার ন্যায় দুই ভাঁজ করিয়া ব্যবহার করেন এবং প্রণাম কালে হাঁটু গাড়িয়া বসিবার সময় তাঁহারা ইহা ব্যবহার করেন। ভ্রমণকালে তাঁহারা ইহা স্কন্ধোপরি রক্ষা করেন। ভারতীয় ভিক্ষুগণ এই সকল দ্বীপে আগমন করিয়া এই আচার দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শয়ন ও বিশ্রামের নিয়ম

ভারতবর্ষের বিহারের কক্ষসমূহ অপ্রশস্ত এবং বিহারে অনেক শ্রমণ বাস করেন বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে শয্যাগুলিকে স্থানান্তরিত এবং শয্যাগুলিকে কক্ষের একপ্রান্তে অথবা বহির্দ্দেশে রক্ষা করা হয়। শয্যাগুলি প্রস্থে তিন ফীট এবং দৈর্ঘে ছয় ফীট। মাদুরগুলিও ঐ আকারের এবং তাহারা গুরুভার নহে। শুষ্ক গোময় লেপন করিয়া কক্ষের তলদেশ পরিষ্কৃত করা হয়। তৎপরে, চেয়ার, কাষ্ঠাসন, ক্ষুদ্রাকারের মাদুর প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। অতঃপর

শ্রমণগণ পদমর্য্যাদানুযায়ী আসন গ্রহণ করেন। আবশ্যক পাত্রগুলি তাকের উপর রক্ষিত হয়।

বস্ত্র দ্বারা শয্যা আবৃত করিবার চীনদেশীয় প্রথা কোথাও প্রচলিত নাই। কারণ কোন ব্যক্তি এক কক্ষে অপরের সহিত শয়নের অযোগ্য হইলে, তাঁহার সেরূপ করা বিধেয় নহে। এবং যদি সকলেই তুল্যরূপ গুণান্বিত হন, তবে একে অপর হইতে অপরকে ব্যবধানে রাখিবেন কেন? সঙ্ঘের শয্যা ব্যবহার কালীন শয্যা আবৃত করিবার জন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং এই জন্যই নিশিদান ব্যবহৃত হয়। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিলে "কৃষ্ণবর্ণীয় পৃষ্ঠ" (১) দোষে দূষিত হইবে। এই সম্বন্ধে বুদ্ধের কঠোর নিয়ম রহিয়াছে এবং আমরা এই বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হইব।

দক্ষিণ সমুদ্রের দশটী দ্বীপে এবং ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশেই অধিবাসীরা কাষ্ঠের উপাধান ব্যবহার করে না। কেবল চীনেই এই প্রথা প্রচলিত আছে।

উপাধান আধার পশ্চিমদেশের সর্ব্বত্র একই ভাবে প্রস্তুত হয়। রেশম অথবা ক্ষৌম ব্যবহৃত হয়; আধার বস্ত্রের বর্ণ ইচ্ছানুসারে চলে। ইহা এক হস্ত দীর্ঘ ও অর্দ্ধ হস্ত প্রস্থ করিয়া স্যূত হয়। অভ্যন্তর পশম, শণ, কোমল বৃক্ষ-পত্র, শুষ্ক শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করা হয়; ইহা উষ্ণ বা শীত

(১) "Black back." বুদ্ধ আদেশ করিয়াছিলেন যে ভিক্ষুগণ আস্তরণ ব্যতীত যেন সঙ্ঘের শয্যা ব্যবহার না করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণীয় পৃষ্ঠ বিশিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ কাশ্যপের সহায় ঐ ব্যক্তি শ্রমণ ছিল কিন্তু আস্তরণ ব্যতীত সঙ্ঘের শয্যা ব্যবহার করাতে নরকগামী ও পাঁচশত বার "কৃষ্ণবর্ণীয় পৃষ্ঠ" লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ঋতু অনুযায়ী উচ্চ বা নিম্ন করা হয়; উদ্দেশ্য—আরাম উপভোগ ও শরীরের বিশ্রাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা শক্ত হইবার ভয় নাই। কিন্তু কাষ্ঠ নির্ম্মিত-উপাধান কর্কশ ও শক্ত এবং ইহা স্কন্ধের নিম্নদেশ দিয়া বায়ু গতায়াত করিতে দেয় এবং মস্তিষ্কের পীড়া জন্মায়। যাহা হউক, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত। আমি বিদেশে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি এবং তজ্জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে। কিন্তু উষ্ণ দ্রব্য শৈত্যনিবারক এবং শণ ও সীম উপকারী এবং দৃষ্টি শক্তির সাহায্যকারী; এই জন্য এই সকল দ্রব্য তুলনা না করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে মস্তক অনাবৃত রাখিলে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে অথবা জ্বর হইতে পারে। শীতকালে কফও এই জন্য ঘটিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে মস্তক উষ্ণ রাখিলে কোন ব্যাধির আশঙ্কা থাকে না। চীনদেশীয় প্রচলিত প্রবাদে "মস্তক শীতল ও পদ উষ্ণ" সকল সময়ে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

কোন কোন সময় শ্রমণগণের বাসকক্ষে গবাক্ষোপরি বা কুলঙ্গি মধ্যে পবিত্র মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। আহার কালে মূর্ত্তি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয়। প্রত্যহ প্রভাতে এই মূর্ত্তি ধৌত করিয়া গন্ধ ও পুষ্প প্রদত্ত হয়। প্রতি দ্বিপ্রহরে শ্রমণগণ তাঁহাদের আহার্য্যাংশ ভক্তি ভাবে নিবেদন করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আধার এক পার্শ্বে স্থাপিত হয়। শয়নকালে তাঁহারা অন্য কক্ষে গমন করেন। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জেও এই নিয়ম প্রচলিত। শ্রমণগণ নিজ নিজ কক্ষে নিম্নোক্ত ভাবে পূজা করেন। প্রত্যেক বিহারেরই বিশেষ মূর্ত্তি আছে এবং এই সকল মূর্ত্তি

বিশেষ বিশেষ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। শ্রমণগণ যেন কদাপি ইহা ধৌত করিতে বিতস্পৃহ না হন। কেবল যে উপবাস দিবসেই ভোগ দেওয়া হইবে, তাহাও সঙ্গত নহে। এই সকল নিয়মাবলী আচরিত হইলে, একই কক্ষে মূর্ত্তি রক্ষা করা দূষণীয় নহে। বুদ্ধের জীবিত কালে শিষ্যগণ তাঁহার সহিত একই কক্ষে বাস করিতেন; মূর্ত্তি ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করে; আমরা বিনা দোষে একই কক্ষে বাস করিতে পারি। বহু কাল হইতে ভারতবর্ষে এই আচার প্রচলিত রহিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্যায়ামের আবশ্যকতা

ভারতবর্ষে শ্রমণ ও গৃহস্থ সকলেই রাজপথে উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করেন; তাঁহারা কোলাহলপূর্ণ স্থানে গমন করেন না। প্রাতঃকালে একাদশ ঘটিকার পূর্ব্বে এবং সায়ংকালে ভ্রমণের উপযুক্ত সময়ে শ্রমণগণ হয় ভ্রমণার্থ বিহারের বহির্ভাগে অথবা অন্য পথে গমন করেন। এরূপ ব্যায়ামে অবহেলা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় এবং অনেক সময় পদ অথবা উদরের স্ফীতি, মণিবন্ধে ও স্কন্ধে বেদনা অনুভূত হয়। সর্ব্বদা উপবিষ্ট থাকিলে কফজনক ব্যাধিও হয়। পক্ষান্তরে কেহ উপরি-উক্ত ভাবে ভ্রমণ করিলে শারীরিক সুস্থতা লাভ করিয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবেন। এই জন্যই গৃধ্রকূটে বোধিবৃক্ষের নিম্নদেশে,

মৃগদাবে, রাজগৃহ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানে বুদ্ধের ভ্রমণের পথ রহিয়াছে। এই সকল পথ প্রায় দ্বিহস্ত প্রস্থ, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ এবং দ্বিহস্ত উচ্চ—এই গুলি ইষ্টক নির্ম্মিত। এই সকল পথের উপরে চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশটী চূণ নির্ম্মিত, দ্বিহস্ত উচ্চ, এক ফুট ব্যাস ও বুদ্ধের পদ চিহ্নিত প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল পথের উভয় প্রান্তে তিন হস্ত দীর্ঘ চৈত্য রহিয়াছে; কোথাও কোথাও এই সকল চৈত্যে শাক্যমুনির দণ্ডায়মান মূর্ত্তি রহিয়াছে। চৈত্য প্রদক্ষিণ করিলে পুণ্যার্জ্জন হয়; তজ্জন্য ইহা বিশেষ ভক্তি সহ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি যে ব্যায়ামের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বায়ুসেবনার্থ এবং স্বাস্থ্য লাভ অথবা ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভার্থই আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ইহাকে রাজপথে ভ্রমণ বলিত; বর্ত্তমানে ইহাকে পরিক্রমণ বলে, উভয়ের অর্থ একই; কিন্তু চীনদেশে এই সদাচার বহু পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা সূত্রে পাঠ করি—"বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা ভ্রমণ করেন।" অধিকন্তু বজ্রাসনের সন্নিকটস্থ যে স্থানে বুদ্ধ ভ্রমণ করিতেন, আমরা সে স্থানও দেখিতে পাই; কেবল চীনদেশে যেরূপ পদ্মের আকৃতি বিশিষ্ট পাদদান নির্ম্মাণ করে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই না।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

প্রণাম

বুদ্ধের আদেশানুযায়ী প্রণাম সম্বন্ধীয় নিয়ম আচরণ করিতে হইবে যিনি পূর্ণ উপসম্পদা হইয়াছেন ও অগ্রে উপসম্পদা হইয়াছেন, তিনি কনিষ্ঠগণের প্রণম্য। বুদ্ধ বলিয়াছেন "দুই প্রকার ব্যক্তি প্রণম্য—তথাগত এবং মহাস্থবিরগণ (১)।" বুদ্ধের ইহাই স্বুবর্ণ বাণী; তবে কি জন্য আমরা নত ও অনভিমানী হওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করিব? কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া 'বন্দে' বলিবেন এবং জ্যেষ্ঠ সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া 'আরোগ্য' বলিবেন। শেষোক্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহাকে সম্বোধন করা হইতেছে তাঁহার যেন কোন ব্যাধি না হয়। উপবেশন বা দণ্ডায়মান কোন অবস্থাতেই এই আচার পরিবর্ত্তিত হইবে না। যাঁহারা প্রণম্য তাঁহারা যেন কনিষ্ঠগণকে প্রণাম না করেন। ভারতবর্ষীয় পঞ্চ প্রদেশের শ্রমণগণের মধ্যে ইহাই নিয়ম। প্রণামকালে শ্রেষ্ঠ দণ্ডায়মান হইবেন কনিষ্ঠের এরূপ ইচ্ছা করা অন্যায়। অপিচ, প্রণাম গ্রহণকালে কনিষ্ঠ অপমানিত বা অসন্তুষ্ট হইবে জ্যেষ্ঠের এ আশঙ্কা করা ন্যায় সঙ্গত নহে।' এই জন্য কেহ কেহ শীঘ্র কনিষ্ঠের হস্ত গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতে নিবারণ করেন। কখনও কখনও কনিষ্ঠ প্রণম্য হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে

---

(১) বিনয়-সংগ্রহে চারি প্রকার প্রণামের উল্লেখ আছে; যথা:—
(ক) তথাগতকে সকলেই প্রণাম করিবে।
(খ) প্রব্রাজিতাগণকে গৃহস্থগণ প্রণাম করিবে।
(গ) ভিক্ষুকে পরবর্ত্তী উপসম্পদাগ্রহণকারিগণ প্রণাম করিবে এবং
(ঘ) উপসম্পদাগণকে পরবর্ত্তী উপসম্পদাগণ প্রণাম করিবে।

কিন্তু উপযুক্ত পদ লাভ করিতে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহারা বলে "অন্য প্রকার আচরণ জন্য তাঁহারা যথাযথ ভাবে আচার প্রতিপালন করিতেছেন না।" অহো! তাহারা সেই মহান শিক্ষার মূল্য না বুঝিয়া ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং প্রণাম করিবার বা প্রণাম গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রতিপালন করে না। প্রকৃত পক্ষে এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। এই চিরাচরিত ভ্রম কে নিবারণ করিবেন?

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর ব্যবহার

ধর্ম্মের জন্য ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা উপেক্ষিত হইলে ধর্ম্মের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কর্ত্তব্য অভিনিবেশ সহকারে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এবং জাল যেরূপ মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতে দেয়, তদ্রূপ আমরা যেন কার্য্যে অত্যন্ত অনবহিত না হই।

বিনয়ে এইরূপ কথিত আছে, ছাত্র "প্রত্যূষে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া শিক্ষকের নিকট আগমন এবং তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিয়া তাঁহার আসনের নিকট গামোছা ও জলপাত্র স্থাপন করিবেন। এপ্রকারে শিক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, ছাত্র পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবেন; পরে শিক্ষকের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অঙ্গাবরণ উচ্চে ধারণ ও যুক্তকরে

নতজানু হইয়া তিনবার মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। অতঃপর, নতমস্তকে যুক্তকরে শিক্ষকের নিকট নিবেদন করিবেন, "উপাধ্যায় প্রবর অথবা আচার্য্য প্রবর! শ্রবণ করুন। আমার উপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে সুস্থ ছিলেন কিনা, তাঁহার দেহ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে কিনা, তিনি স্বচ্ছন্দ-চিত্ত আছেন কিনা, তাঁহার ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ হইয়াছে কিনা এবং তিনি প্রাতঃকালীন আহারের জন্য প্রস্তুত কিনা" এই সকল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। প্রশ্নগুলি অবস্থানুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হইবে। তখন শিক্ষক তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। অতঃপর, ছাত্র নিকটবর্ত্তী কক্ষসমূহে প্রণাম করিবার জন্য গমন করিবেন। তৎপরে তিনি শাস্ত্র পাঠ ও অধীত বিষয়ে চিন্তা করিবেন। তিনি প্রত্যহই নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র অপব্যয় না করিয়া প্রাচীন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

প্রাতর্ভোজনের (১) সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছাত্র নিজ ক্ষুধা বুঝিয়া আহার্য্যগ্রহণের অনুমতি চাহিবেন। প্রত্যূষের পূর্ব্বে শিক্ষকের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া অথবা জল পরীক্ষা না করিয়া চাউল-পিণ্ড গ্রহণের আবশ্যকতা কি? ছাত্রের অবগাহন করিবার বা শুচি হইবারও সময় থাকিবে না? এরূপ ব্যক্তি কি অবগত নহে যে, সে বুদ্ধের শিক্ষার চারিটী (২) অত্যাবশ্যক বিধি ভঙ্গ করিতেছে?

(১) কাশ্যপ বলিয়াছেন যে প্রত্যূষে সামান্য ভোজন করিবে।

(২) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আহার গ্রহণ, আহার গ্রহণের পূর্ব্বে উপাধ্যায়কে না জানান, দন্ত কাষ্ঠ চর্ব্বণ না করা এবং কীট নিবারণার্থ জল পরীক্ষা না করা।

সকল ভ্রমই এই সকল কারণে জন্মে। আমার নিবেদন এই যে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী ব্যক্তিগণ যেন যথাযথ ভাবে এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন (৩)।

গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক, কাষায় বস্ত্র পরিধান ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলে, কেবল বিনয়োল্লিখিত পঞ্চাপরাধ শিক্ষককে নিবেদন করিলে হইবে না; পরন্তু সকল কথাই বলা আবশ্যক, নতুবা নিন্দনীয় হইতে হয়। নিম্নোক্ত বিষয়ের পঞ্চাপরাধ স্বীকার করা কর্ত্তব্য—(১) দন্ত কাষ্ঠ চর্ব্বণ

(৩) এই স্থানে আই-সিং টীকা স্বরূপ লিখিয়াছেন "উপাধ্যায়—উপ অর্থাৎ নিকট এবং অধ্যায় যিনি শিক্ষাদান করেন। ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ নাম উ-সী কিন্তু ইহা বৌদ্ধ যুগের শব্দ নহে। সংস্কৃত সূত্র ও বিনয়ে উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে হো-গী শব্দ ব্যবহৃত হয়। (টীকাকার টাকাকস্থ চারি প্রকার শিক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন)। আচার্য্য অর্থাৎ যিনি আচারাদি শিক্ষা প্রদান করেন। আর্য্যদেশে শিক্ষককে নিজ কার্য্যের কথা নিবেদন করার প্রথা আছে। আর্য্য অর্থাৎ মহান্ এবং দেশ অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল। ইহাকে এরূপ আখ্যা প্রদানের কারণ এই যে, সকল সময়েই এই দেশে মহৎব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং সকলেই এই দেশকে এই নামে প্রশংসা করে। ইহা মধ্য দেশ নামেও কথিত হয় কারণ ইহা কোটী কোটী প্রদেশের মধ্য স্থলে অবস্থিত। অধিবাসীরা সকলেই এই নাম অবগত আছে। কেবল উত্তর দেশীয় জাতি সমূহ ইহাদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত করে, কিন্তু ইহা সাধারণ নাম নহে। ইহা স্বদেশীয় নাম এবং ইহার কোন বিশেষ অর্থ নাই। ভারতবর্ষের লোকে সকল সময় এই নাম জানে না এবং ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নাম হইতেছে "মহৎদেশ"। কেহ কেহ বলেন যে 'ইন্দু' অর্থাৎ 'চন্দ্র' হইতেই চীন দেশীয় প্রচলিত ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত হইয়াছে। এরূপ অর্থ হইলেও ইহাই যথার্থ নাম নহে। ভারতবর্ষে প্রচলিত চীন শব্দটীর কোন বিশেষ অর্থ নাই। অপিচ, আমাদের ইহাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে পঞ্চ প্রদেশ "ব্রহ্মরাষ্ট্র" নামে কথিত হয়। উত্তরস্থ গুলি প্রান্তসীমা বলিয়া কথিত হয়। এ গুলির নামকরণে যেন বিশৃঙ্খলা না হয়। অথবা সকল গুলিকে এক নামে উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য নহে।

(২) পানীয় জল (৩) মলত্যাগ (৪) জল পরিষ্কৃত করা (৫) চৈত্য-বন্ধন অর্থাৎ পবিত্র ভূমির ৯৮ গজের মধ্যে অবস্থিত চৈত্য পূজা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, আহার গ্রহণ কালে শিষ্য শিক্ষকের নিকট গমন ও তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া নিবেদন করিবে "আমার শিক্ষক মহাশয় অবহিত হউন; আমি নিবেদন করিতেছি যে, এক্ষণে আমি আমার হস্ত ও তৈজসাদি ধৌত করিয়াছি, এক্ষণে আহার গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছি।" শিক্ষক বলিবেন "সাবধান থাকিও।" অন্যান্য কার্য্যও উপরি-উক্ত ভাবে নিবেদন করিতে হইবে। তখন শিক্ষক ঐ বিষয়ে উপদেশ ও সময় জ্ঞাপন করিবেন। বহু বিষয় নিবেদন করিতে হইলে ছাত্র এক সময়েই সকলগুলিই নিবেদন করিতে পারিবেন। পঞ্চবর্ষাবাস কাল অতিবাহিত হইলে ছাত্রও উপাধ্যায় হইতে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে পারেন। তখন তিনি জনসঙ্ঘসকাশে গমন ও অন্য কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। তথাপি অন্যত্র গমন কালে শিষ্যকে উপাধ্যায়ের সঙ্গে যাইতে হইবে। দশটী বর্ষাবাস অতীত (অর্থাৎ বিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ) হইলে এইরূপ নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা থাকিবে না। তথাগতের শিক্ষার এই উদ্দেশ্য ছিল। কোন শ্রমণ বিনয় বোধগম্য করিতে অশক্ত হইলে তাঁহাকে চিরজীবন অন্যের আশ্রয়ে থাকা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত উপাধ্যায় না থাকিলে তাঁহাকে সহকারী উপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা লইতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে শিষ্য প্রণামব্যতীত অন্য সকল কার্য্যই করিবেন; তিনি প্রাতঃকালে উপাধ্যায়কে বিনয়ানুমোদিত প্রণাম করিতে বা তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না—

কারণ, তিনি বিনয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এবং কোন বিষয় নিবেদনের আবশ্যকতা হইলেও তিনি যথাযথ বিধি অজ্ঞাত থাকায় কি প্রকারে উহা নিবেদন করিবেন? কোন কোন সময়ে তিনি সহকারী উপাধ্যায়ের নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় শিক্ষা লাভ করিবেন। সহকারী অধ্যক্ষ এরূপ ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করিলেও উপযুক্ত প্রথানুযায়ী বিনয় শিক্ষা লাভ হইবে না। কারণ শিক্ষার্থী নিজের ভ্রম নিবেদন করিতে অসমর্থ হইলে শিক্ষক কি প্রকারে যথাযথ আদেশ করিবেন? এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিষয় নিবেদন করা সম্ভব নহে। কিন্তু অনবধনতা বহু কাল ব্যাপী হইয়াছে; সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য ব্যক্তিবর্গ যথাযথ ভাবে ধর্ম্মানুচরণে ইচ্ছুক হয় না।

বুদ্ধের আদেশানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্ম অপ্রতিহত থাকিবে। তাঁহার নিয়মাবলী অবলম্বন না করিলে অন্য আর কি গুরু বিষয় থাকিতে পারে? এই জন্যই বিনয়পিটকে এইরূপ উল্লিখিত আছে "আচার্য্য হইয়া উপসম্পদা দান ও উপসম্পদা-গ্রহণকারিগণকে অশিক্ষিত রাখা অপেক্ষা কসাই হওয়া ভাল (৫)।"

ভারতবর্ষে ছাত্র শিক্ষকের নিকট নিম্নোক্ত ভাবেও অবস্থান করেন। ছাত্র রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে শিক্ষকের নিকটে গমন করেন। প্রথমতঃ শিক্ষক ছাত্রকে স্বচ্ছন্দ ভাবে উপবেশন

(৫) অন্যত্র এরূপ কথিত আছে, "চণ্ডালগণ বহু প্রাণী বধ করিলেও তথাগতের নিয়ম ভঙ্গ করে না এবং এই জন্য নরকে গমন, পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ ও পিশাচ রূপে জন্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরকে দীক্ষা দান করিয়া যথোচিত শিক্ষা প্রদান করে না, সে স্বধর্ম্ম বিনাশ করে এবং নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে।"

করিতে আদেশ করেন। তৎপরে, ত্রিপিটক হইতে কয়েকটী স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি অবস্থানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করেন এবং কোন কথারই অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। তিনি ছাত্রের চরিত্র পরীক্ষা এবং দোষ ও বিধি লঙ্ঘন সম্বন্ধে সাবধান করেন। ছাত্রের দোষ দেখিলে তিনি তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টায় তাহাকে অনুতাপ করিতে বাধ্য করেন। ছাত্র শিক্ষকের পদসেবা, বস্ত্র বিন্যাস এবং কখন কখনও কক্ষ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার করেন। তৎপরে জলমধ্যে কীট আছে কিনা দেখিয়া ঐ জল শিক্ষককে প্রদান করেন। এবম্প্রকারে শিক্ষকের আবশ্যক সকল কার্য্যই তিনি সম্পন্ন করেন। এই প্রকারে পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ছাত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, শিক্ষক ছাত্রের শুশ্রূষা করেন, আবশ্যক ঔষধ প্রদান করেন এবং ছাত্র তাঁহার সন্তান এইরূপ ভাবে তাহার প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করেন।

যে প্রকারে চক্রবর্ত্তিরাজ নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সাবধানে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ বুদ্ধের প্রথম শিক্ষায় শিক্ষা ও উপদেশ সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এবম্প্রকার যত্নের সহিতই ছাত্র ধর্ম্মাচরণে শিক্ষিত হইয়া থাকে। বিনয়ে এই সম্বন্ধে বুদ্ধের স্পষ্ট অনুজ্ঞা আছে; এই আদেশ কি আমাদের অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য?

(উপরিলিখিত চৈত্যবন্দনা সম্বন্ধে), যখন সেই পৃথিবী-শিক্ষক লোকজ্যেষ্ঠ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্য ও দেবতাগণ অগ্নিতে তাঁহার দেহাবশেষ ভস্মীভূত করিতে সমবেত হইয়াছিলেন, তখন সকলে সকল প্রকার গন্ধদ্রব্য পুঞ্জীকৃত করিয়া-

ছিল, এই পুঞ্জকে 'চৈতি' বলা হইয়াছিল। কিন্তু, এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে; প্রথমতঃ, এরূপ বিবেচিত হয় যে এই স্থানে সেই পৃথিবীপূজ্যের গুণরাশি পুঞ্জীকৃত করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইষ্টক বা প্রস্তর এই স্থানে একত্র করা হইয়াছিল। অন্য নাম হইতেছে স্তূপ অর্থাৎ চৈত্য। প্রাচীন অনুবাদকগণ ইহার 'টা' নামক সাধারণ নাম এবং 'চিতি' নামক বিশেষ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ই ভুল; কিন্তু, তথাপি উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইতে পারে; কারণ সকলে এই সকল কথার অর্থ সম্বন্ধে তর্ক না করিয়াই বোধগম্য করিতে পারে। ভারতবর্ষে এই দুই প্রকারে নামের অর্থ করা যাইতে পারে—প্রথম নাম ও তাহার অর্থ; দ্বিতীয়তঃ, অর্থবিহীন নাম। যে নামের অর্থ আছে, সেই নামের কারণও আছে এবং শব্দের অর্থানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে নাম ও দ্রব্যের তুল্যতা রহিয়াছে।

'সান্—জু (৬) প্রভৃতি নামের প্রথমে অর্থ ছিল এবং পুণ্যময় কার্য্যের জন্য প্রদত্ত হইত কিন্তু যখন এ শব্দ লোকের নিকট পরিচিত হইল, তখন আর তাহারা উহার অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা করিত না এবং সকলে সেই ব্যক্তিকে 'সান্-জু' নামে অভিহিত করিত। এবম্প্রকারে ইহা এক্ষণে অর্থশূন্য শব্দে পরিণত হইয়াছে। বন্দনা অর্থ প্রণাম। যখন আমরা চৈত্য পূজা করিবার জন্য বহির্গত হইতে প্রস্তুত হই, এবং আমরা কোথায় যাইব লোকে জিজ্ঞাসা করে আমরা উত্তর করি "আমরা চৈত্য পূজা করিতে এরূপ স্থানে যাইতেছি।" বন্দনা ও পূজা হইতেছে গুরুজনগণকে প্রণাম ও তাঁহাদিগের নিকট নম্রতা স্বীকার। প্রণাম-

(৬) অর্থাৎ মহাযানে দক্ষতা লাভ।

কালে বা কোন কথা নিবেদন করিবার সময়, প্রথমে সংঙ্ঘতি বিন্যস্ত করিতে হইবে এবং বামস্কন্ধের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম ধারে চাপিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে ইহা শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকে। এক্ষণে নিজ বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া, অন্তর্বাস বাম পার্শ্বে ধারণ করিবে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অন্তর্বাসের ধৃত অংশ ধারণ করিয়া যাহাতে উহা জানু পর্য্যন্ত আবৃত করিতে পারে, তজ্জন্য উহা ভাঁজ করিবে। যাহাতে অঙ্গের কোন অংশ দৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্তর্বাসের পশ্চাদ্দেশ যেন দেহের সহিত সংলগ্ন থাকে। বহির্বাস ও অন্তর্বাস ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে ঐগুলি ভূমি স্পর্শ না করে। উভয় পদই একসঙ্গে স্থাপন করিতে হইবে এবং গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ এক রেখায় রাখিতে হইবে। এক্ষণে দশটী অঙ্গুলী ভূমিতে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। জানুর নিম্ন প্রান্ত যেন অনাবৃত থাকে। তৎপরে পুনর্ব্বার যুক্তকর প্রসারিত করিয়া ভূমিতে পুনর্ব্বার মস্তক স্পর্শ করিতে হইবে। এবম্প্রকারে যত্ন পূর্ব্বক তিনবার প্রণাম করিতে হইবে। সাধারণ সময়ে একবার প্রণামই যথেষ্ট। প্রণামের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইবার প্রথা নাই। ভারতীয়গণ এরূপ দৃশ্যকে অদ্ভুত বলিয়া গণ্য করে। প্রণামের পরে কপোলদেশে ধূলি থাকিবার আশঙ্কা থাকিলে, উহা ঘর্ষণ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর, পায়ের নলির ধূলি মুছিয়া ফেলিতে হইবে এবং বস্ত্র বিন্যস্ত করিয়া কক্ষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিবে অথবা দণ্ডায়মান থাকিবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পূজনীয় ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিবেন। কোন অপরাধের জন্য তিরস্কৃত

হইবার কালে নিশ্চয়ই দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার হইতে শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাত্রের প্রতি এইরূপ আদেশই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সূত্র ও বিনয়েও এইরূপ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বহুবার কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইয়া পদস্পর্শ করিয়া কক্ষের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কিন্তু আমরা কুত্রাপি উপবেশনের মাদুরের কথা শ্রবণ করি নাই। পূজনীয় স্থবিরগণের কক্ষসমূহে বহু আসন রহিয়াছে এবং অভ্যাগতগণ যথোচিত ভাবে উপবেশন করিবেন। উপবেশন কালে পাদদেশ ভূমি স্পর্শ করিবে; কিন্তু যথেচ্ছা ভাবে উপবেশনের রীতি নাই। বিনয়ে বহুবার কথিত হইয়াছে যে উভয় পদ ভূমিতে স্থাপন, উভয় জানু উচ্চ এবং দেহের চতুর্দ্দিক পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া উপবেশন করিতে হইবে। পরিচ্ছদ যেন ভূমি স্পর্শ না করে। দোষ স্বীকার করিবার কালে অথবা সঙ্ঘকে প্রণাম কালে অথবা তিরস্কৃত হইবার সময়ে ক্ষমা-প্রার্থী হইলে অথবা পূর্ণ উপসম্পদা হইলে সঙ্ঘকে প্রণাম করিবার কালে এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

গন্ধকুটী দর্শন এবং প্রশংসা করিবার কালে অন্য প্রথাবলম্বন করিতে হইবে; অর্থাৎ যুক্ত করে, উভয় জানু ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। কিন্তু চীনদেশ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি পালঙ্কে উপবেশন করিয়া প্রণামের বিধি নাই। অধিকন্তু, উপাসনা কালে পশমের মাদুর ব্যবহারের প্রথাও কোথাও প্রচলিত নাই। অপরকে প্রণাম করিবার কালে এরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করা কি সমীচীন? পালঙ্কে অথবা মাদুরে উপবিষ্ট থাকিলে সাধারণ সমবেত জনগণের প্রতিও যথোপযুক্ত সম্মান

প্রদর্শন করা হয় না। পূজনীয় শিক্ষক বা পৃথিবী-পূজ্যকে পূজা করিবার কালে ইহা আরও কত অসমীচীন! ভারতবর্ষীয় আশ্রমাগার এবং আহার গৃহগুলিতেও বৃহৎ পালঙ্ক থাকে না, কেবল কাষ্ঠখণ্ড ও ক্ষুদ্রাসন থাকে; বক্তৃতা শ্রবণ অথবা আহার গ্রহণ করিবার কালেই এইগুলি ব্যবহৃত হয়। ইহাই যথাযথ রীতি।

চীনদেশে বহুকাল হইতে যুক্ত-জানু হইয়া উপবিষ্ট হইবার প্রথা আছে। অবশ্য প্রচলিত আচারানুযায়ী উপবেশন করিলেও প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রভেদ করা কর্ত্তব্য।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

অপরিচিত বা পরিচিতের প্রতি ব্যবহার

লোক-জ্যেষ্ঠ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম-পতি রূপে প্রত্যেক অপরিচিত ভিক্ষুর উপস্থিতি কালে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। ভারতীয় শ্রমণগণ বন্ধুবর্গের অভ্যর্থনার জন্য নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করিলেও সাধারণ নিয়ম এই যে, বিহারের দিকে কাহাকেও আসিতে দেখিলে, অপরিচিত বা বন্ধু হৌন, শিষ্য বা শিক্ষার্থী হৌন, তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ "স্বাগত" উচ্চারণ করেন। স্বাগত অর্থাৎ সাদর সম্ভাষণ। কিন্তু অভ্যাগত অপরিচিত হইলে, তিনি "সুস্বাগত" বলিয়া অভ্যর্থনা করেন।

এরূপ না করিলে, তিনি এক পক্ষে সঙ্ঘের নিয়মাবলীর ব্যতি-ক্রম এবং অন্য পক্ষে বিনয়পিটকানুমোদিত নিয়ম ভঙ্গ করেন। অভ্যাগত উচ্চ বা নিম্ন পদস্থ ইহা বিবেচনা না করিয়াই এরূপ করা হয়। কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী আগন্তুকের জলপাত্র ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাচীরস্থ ভারযষ্টিতে ঐগুলি রক্ষা পূর্ব্বক অভ্যাগত শিক্ষার্থী হইলে তাঁহাকে নিভৃত স্থানে ও পূজনীয় স্থবির হইলে সম্মুখের কক্ষে সুখাসন প্রদান করেন। গৃহস্বামী আগন্তুক অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইলে, তিনি শ্রেষ্ঠের সম্মানার্থ তাঁহার পদদেশ ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে হস্তার্পণ করেন; কিন্তু আগন্তুক কনিষ্ঠ হইলে গৃহস্বামী তাঁহার সান্ত্বনার্থ পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কটীর নিম্নদেশে হস্তার্পণ করা হয় না। কিন্তু, উভয়ে সমবয়স্ক হইলে কোন প্রভেদ করা হয় না।

অভ্যাগতের ক্লান্তি দূর হইলে তিনি হস্ত ও পদ ধৌত করেন। তৎপরে তিনি পূজনীয় ব্যক্তির নিকটে অগ্রসর হইয়া একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিবার কালে তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করেন। পূজনীয় ব্যক্তি হস্ত প্রসারিত করিয়া স্নেহভাজনের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করেন; কিন্তু, বহু দিন পরে সাক্ষাৎ না হইলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গাত্রে হস্তার্পণ করেন না। তৎপরে, শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-বাদ করেন এবং তিনিও যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তৎপরে, শেষোক্ত ব্যক্তি এক পার্শ্বে গমন করিয়া যথোপযুক্ত বিনয়ের সহিত উপবেশন করেন। চীন দেশের ন্যায় তাঁহারা দণ্ডায়মান থাকেন না। ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে সকলের উপবেশন ও পদদেশ

সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা—ভারতবর্ষে ইহাই প্রচলিত নিয়ম। চীনদেশে এরূপ কোন নিয়ম নাই এবং তজ্জন্য অপরের পদস্পর্শ করার বিধি নাই।

সূত্রে বহুবার কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্য ও দেবগণ বুদ্ধের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার উভয় পদের নিকট মস্তক অবনত করিয়া, এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং আমি এক্ষণে যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহা এই প্রকার। তৎপরে গৃহস্বামী ঋতু-অনুযায়ী উষ্ণ বা অন্য কোন প্রকার পানীয় প্রদান করিবেন।

ঘৃত, মধু, চিনি বা অন্য কোন প্রকার আহার্য্য এবং পানীয় ইচ্ছানুযায়ী দে'ওয়া যাইতে পারে। অথবা বুদ্ধ কর্তৃক অনুমোদিত আট প্রকার সরবতের কোন একটী দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ সরবত ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত করিবার পরে প্রদান করিতে হইবে। ময়লা থাকিলে ইহা কদাপি অনুমোদিত হইবে না।

সিদ্ধ খুবানির রস গাঢ় তজ্জন্য আমরা অনুমোদিত সরবত হইতে ইহাকে বর্জ্জন করিতে পারি। বিনয়ে এরূপ কথিত আছে, "সরবতের বর্ণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেত্রপত্রের বর্ণের ন্যায় না হয় ততক্ষণ উহাকে ছাঁকিতে হইবে।"

শিক্ষক, ছাত্র, শিষ্য, অপরিচিত বা বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিবার ইহাই রীতি। স্বীয় বস্ত্র ও মস্তকাবরণের বিষয় বিবেচনা না করিয়া এবং শীত বা গ্রীষ্মের জন্য হস্ত পদ জড়ভাবাপন্ন বা ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় কাহারও গৃহে পৌছিয়াই "হো-নান্" করা সমীচীন নহে। এরূপ ব্যস্ততা অত্যন্ত নিয়ম বিরুদ্ধ।

ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বৃথা বাক্যালাপ কালে ছাত্রকে এক পার্শ্বে উপবেশনের পরিবর্ত্তে দণ্ডায়মান রাখা শিক্ষকের

অনুচিত। প্রকৃত পক্ষে এরূপ শিক্ষক কি ধর্ম্মের উন্নতি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে করেন ?

হো-নান্=(সংস্কৃত) বন্দনা। প্রকৃত শব্দ উচ্চারণে অশক্ত হইয়া লোকে এই শব্দ নানা ভাবে উচ্চারণ করে। প্রকৃত শব্দ হইতেছে বন্দে।

রাজপথে বা জনসঙ্ঘে উল্লিখিত বন্দনা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু, যুক্ত কর প্রসারিত করিয়া ও মস্তক নত করিয়া 'বন্দে' বলিতে হইবে। এই জন্যই সূত্রে এরূপ কথিত আছে, "অথবা নিজ যুক্ত কর প্রসারিত করিয়া মস্তক যৎ কিঞ্চিৎ এক দিকে নত কর।" সম্মান প্রদর্শনেরও ইহাই রীতি। দক্ষিণ-দেশীয় ব্যক্তি অভ্যাগতকে প্রশ্ন করেন ; ইহাতে তিনি অজ্ঞাতসারে যথোচিত প্রথাবলম্বন করেন। যদি প্রশ্ন করিয়া তিনি কেবল 'বন্দে' কথাটী উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহার কার্য্য ঠিক বিনয়ানুমোদিত হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ

আমি পূর্ব্বেই (পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে) বলিয়াছি যে, ক্ষুধানুযায়ী আহার গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ চতুর্ভূতের (১) অবস্থানুযায়ী আহার গ্রহণ বিধেয়। যথেষ্ট ক্ষুধা হইলে সাধারণ আহার গ্রহণ

(১) পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু=(মহাভূত)।

করিবে। অসুস্থ হইলে কারণ অনুসন্ধান করিবে এবং কারণ নির্দ্ধারিত হইলে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে এবং ক্ষুধাবোধ হইলে প্রথমে অল্প আহার গ্রহণ করিবে। প্রাতঃকালে রাত্রির আহার উদর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া উহাকে শ্লেষ্মার সময় বলে। এই সময়ে কোন আহার গ্রহণ করিলে উহা সহ্য হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করিলে, এই কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইবে কিন্তু যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, তাহাতে তৃণ প্রদান করিলে ঐ তৃণ যেরূপ সেইরূপই থাকিবে, পক্ষান্তরে অগ্নিও প্রজ্বলিত হইবে না।

সাধারণ খাদ্য ব্যতীত সামান্য খাদ্য গ্রহণ বুদ্ধ অনুমোদন করিয়াছেন; তণ্ডুলমণ্ডই হোক কি অন্নই হোক ক্ষুধানুযায়ী ভোজন করিতে হইবে।

কেহ যদি ধর্ম্মার্চ্চনাকালে তণ্ডুলমণ্ড ভক্ষণে জীবন ধারণে সমর্থ হইতে পারেন, তবে আর অন্য কিছু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু শরীর রক্ষার্থ তণ্ডুলের পিষ্টক গ্রহণ করিলে দূষণীয় হইবে না। শিরঃ-পীড়ায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা ব্যাধির তুল্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে এবং আহার গ্রহণ করিতে অসুবিধা বোধ করিলে উহা গ্রহণে ব্যাধি আনয়ন করিবে। ঔষধে ব্যাধিমুক্ত না হইলে, চিকিৎসকের আদেশানুযায়ী স্বেচ্ছানুসারে আহার গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুদ্ধ বলিয়াছেন "এরূপক্ষেত্রে নির্জ্জন স্থানে আহার প্রদান করিতে হইবে"। অন্যথা অসময়ে আহার গ্রহণ অবিধেয়। ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাশাস্ত্র পঞ্চবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে এরূপ বিধি রহিয়াছে যে, চিকিৎসক পীড়িতের বাক্য ও

মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের অষ্ট ভাগের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।

চিকিৎসক এই বিদ্যার মর্ম্ম অনবগত থাকিলে যথোচিত ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ভ্রমে পতিত হইবেন। চিকিৎসা-বিদ্যার অষ্টাধ্যায় এইরূপ—(২) প্রথম অধ্যায়ে সকল প্রকার ক্ষতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে মলদেশের দ্বারের উর্দ্ধস্থ কোন পীড়ার জন্য সূচ দ্বারা বিদ্ধ করণ, তৃতীয়ে শারীরিক ব্যাধি, চতুর্থে প্রেত-সম্বন্ধীয় চিকিৎসা, পঞ্চমে বিষ প্রতিষেধকরণ, ষষ্ঠে বালব্যাধি, সপ্তমে দীর্ঘজীবন লাভ করা এবং অষ্টমে পদ ও শরীর সতেজ বৃদ্ধি করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষত দ্বিপ্রকার, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দ্দেশস্থ। মস্তক ও মুখমণ্ডলের ব্যাধিই দ্বিতীয় অধ্যায় ভুক্ত, অন্যান্য ব্যাধিকে শারীরিক ব্যাধি কহে। দুষ্ট প্রেতের আক্রমণ নিবারণ ও বিষপ্রতিষেধ-করণ অন্য দুই অধ্যায়ভুক্ত। বালক অর্থে ভ্রূণ হইতে ষোড়শ বর্ষ বৎসর পর্য্যন্ত; দীর্ঘজীবন লাভ অর্থাৎ শরীর পোষণ করিয়া যাহাতে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করা যায় এবং পদ ও শরীর সতেজ করিবার অর্থ দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবল ও সুস্থ করা। পূর্ব্বে এই আটটী বিদ্যা আটটী পুস্তকে বর্ণিত ছিল কিন্তু সম্প্রতি এক ব্যক্তি এই-গুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া একত্র করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পঞ্চ-প্রদেশের চিকিৎসকগণ এই শেষোক্ত পুস্তকানুযায়ীই চিকিৎসা করেন এবং এই পুস্তকাভিজ্ঞ চিকিৎসক রাজকীয় বৃত্তিলাভে বিফল হন না। এই জন্য ভারতবর্ষে চিকিৎসকগণ অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকেন। ভারতীয়েরা বণিক্‌গণকেও সম্মান করে। কারণ

(২) শাল্য, শালক্য, কায়া-চিকিৎসা, ভূত বিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদ, রাসায়ন, ও বাজীকরণ আয়ুর্ব্বেদ এই অষ্টাংশে বিভক্ত।

ইহারা জীবহত্যা করেন না এবং নিজেদের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও হিতসাধন করেন। আমি চিকিৎসাশাস্ত্র যথোপযুক্তরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু ইহা আমার ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত নহে বলিয়া ইহা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।

অধিকন্তু, আমাদের ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে ভারতীয় ও চীনের ওষধিগুলি এক নহে, একদেশে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অন্য দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং উপাদানগুলি একই ভাবে ব্যবহার করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশীয় উৎকৃষ্ট ঔষধগুলি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে হরিতকী যথেষ্ট, উত্তর-ভারতবর্ষে কুঙ্কুম ও ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে হিঙ্গ সহজলভ্য।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে কর্পূর, দ্বারাবতীতে তিন প্রকার দারুচিনিই এবং পুলোকণ্ডোরে দুই প্রকার লবঙ্গ পাওয়া যায়। কেবল এগুলিই চীন ও ভারতবর্ষে একইরূপে ব্যবহৃত হয়; অন্যান্য-গুলি সংগ্রহযোগ্য নহে।

সাধারণতঃ, অত্যধিক আহারের জন্যই শারীরিক ব্যাধি জন্মে, কিন্তু কোন কোন সময় অত্যধিক পরিশ্রম বা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই আহার গ্রহণের জন্যও ঘটিয়া থাকে। এবম্প্রকারে ব্যাধি হইলে উদরাময় হয় এবং পীড়িত ব্যক্তির কয়েক রাত্রিব্যাপী বমন হয় ও দশদিবসের অধিককাল উদরের স্ফীতি থাকে। এরূপক্ষেত্রে ধনিগণ মূত্রাশয় হইতে প্রস্তুত মূল্যবান বটীকা অথবা সিরিয়া দেশের মূল্যবান্ গঁদ সেবন করিতে পারেন; কিন্তু দরিদ্রগণ কোনরূপ প্রতিষেধ করিতে না পারিয়া প্রাতঃকালে দেহত্যাগ করিবে। ব্যাধি প্রবল হইলে লোকে কি করিতে পারে? লুর

চিকিৎসক প্রাতঃকালে আগমন করিয়া বটিকা ও চূর্ণ অথবা পিয়েন্ চিআও সন্ধ্যাকালে আগমন করিয়া পাচন ও মলম ব্যবস্থা করিলেও কোন ফল হইবে না। পীড়িতের দেহ কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় অগ্নি দগ্ধ বা ছিদ্রযুক্ত করা হয়। পদদ্বয় ও মস্তক কম্পন ব্যতীত পীড়িত বক্তির সহিত শবের তখন প্রভেদ থাকে না।

ব্যাধির কারণ এবং প্রতিকারের উপায় অনবগত থাকার জন্যই এরূপ হইয়া থাকে। এরূপ কথিত হইতে পারে যে নদীস্রোত রোধের উদ্দেশে উৎপত্তিস্থান রুদ্ধ না করিয়া জলরাশি বৃদ্ধি করিতে দেওয়া অথবা বনভূমি বৃক্ষশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে মূলশুদ্ধ উৎপাটিত না করা এবং ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের ইচ্ছা একই প্রকার।

যাঁহারা সূত্র ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারা আর অধ্যয়নে অসমর্থ হইয়া ত্রিপিটকের দিকে বিষণ্নমনে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং যাঁহারা ধ্যান আচরণ করিতেছেন তাঁহারা চতুর্ধ্যান ও চারিটী অরূপধাতুর বিষয় চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। যাঁহারা সুপণ্ডিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে 'সুবর্ণ অশ্বের" দ্বারে (৩) বলগা কর্ত্তন করিতে হইবে এবং যাঁহারা শেষশিক্ষা গ্রহণের প্রার্থী তাঁহাদিগকে "প্রস্তর-নালী"র (৪) প্রাঙ্গণের দিকে শেষ অগ্রসর হইতে হইবে। কর্ত্তব্য ও কার্য্যে ব্যাধির জন্য প্রতিহত হওয়া কি কষ্টের বিষয় নহে? নিজ যশ ও অনুগ্রহ পরিত্যাগ কম ক্ষোভের বিষয় নহে। এই জন্যই আমি উল্লিখিত বর্ণনা করিয়াছি এবং আমি আশা করি যে পাঠক

(৩) চীনের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়—ইহার দ্বারদেশে পিত্তলের অশ্ব রহিয়াছে।
(৪) রাজকীয় পাঠাগার।

এইগুলি দীর্ঘ পুনরুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আমি মনে করি যে পুরাতন ব্যাধি যথেষ্ট ঔষধ ব্যয় না করিয়া চিকিৎসা করা যায় এবং বিনা চিকিৎসায় নূতন ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। এরূপ হইলে স্বাস্থ্য লাভ ও ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজের ও অপরের মঙ্গলসাধন কি বিধেয় নহে?

কিন্তু বিষপান বা জন্ম ও মৃত্যু অনেক সময়েই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। তথাপি, যাহাতে এই জন্মে ব্যাধি হইতে দূরে থাকা যায় তাহা পরিহার করিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে অথবা যাহাতে ব্যাধি বৃদ্ধি পায় তাহা হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা

প্রত্যেক প্রাণী মহাভূতের যথাযথ কার্য্য বা উহাদের অভাবের বশীভূত। অষ্ট ঋতু যেমন একটীর পরে অন্যটী আসিতে থাকে, তদ্রূপ শারীরিক অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্ত্তন অনবরত ঘটিয়া থাকে। ব্যাধিগ্রস্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ অবসর ও যত্ন লইতে হইবে।

এই জন্যই স্বয়ং লোকজ্যেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে একটী সূত্র প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন "চতুর্ভূতের (১) অভাব নিম্নোক্ত-প্রকারে ঘটিতে পারে—

(১) গুল্ম, শ্লেষ্মা, পিত্ত, বাত। চুল অর্থে কেহ কেহ শোণিত-সান্নিপাত মনে করেন।

১। চু-লু—অর্থাৎ ক্ষিতির আধিক্য হইলে শরীর জড়তাপূর্ণ ও ভারী হয়।

২। সি-পে—অর্থাৎ অপের আধিক্য হইলে চক্ষে বা মুখে জল হইয়া থাকে।

৩। পি-টো—অর্থাৎ তেজের আধিক্য হইলে মস্তকে ও বক্ষে অত্যন্ত জ্বরবোধ হয়।

৪। পো-টো—অর্থাৎ মরুদাধিক্য ঘটিলে অত্যধিক শ্বাস হয়।"

চীনদেশে এই সকল ব্যাধিকে আমরা (ক) অবসন্নতা (খ) শ্লেষ্মা-বৃদ্ধি (গ) পীত-জ্বর ও (ঘ) শ্বাস বলি। কিন্তু, সাধারণ রীত্যনুসারে ব্যাধির আলোচনা করিতে হইলে মাত্র তিন প্রকারের ব্যাধি রহিয়াছে—যথা বাত, পিত্ত ও কফ। অবসন্নতা ও শ্লেষ্মাবৃদ্ধি একই প্রকার ব্যাধি এবং এইজন্য এই দুই প্রকার ব্যাধিতে পার্থক্য করা হয় না। ব্যাধির কারণ নিরূপণ করিতে হইলে, প্রাতঃকালে আপনাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষান্তে চতুর্ভূতের কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, প্রথমে উপবাস করিতে হইবে। দারুণ পিপাসা হইলেও সরবৎ বা জল পান করিবে না; কারণ এই বিজ্ঞানে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর নিষেধ। ব্যাধি আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত এক, দুই, কখন কখনও চারি বা পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ উপবাস করিতে হইবে। এরূপ করিলে নিরাময় অবশ্যম্ভাবী। উদরে ভুক্তাবশিষ্ট আছে মনে করিলে নাভির নিকট চাপ দিবে অথবা উদরে আঘাত করিবে, এবং এরূপ স্থলে প্রচুর উষ্ণোদক পান করিয়া গলদেশে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বমন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তাবশেষ নিঃসারিত না হয়, ততক্ষণ জলপান ও বমন করিতে হইবে।

শীতল জল পানেও কোন দোষ নাই এবং শুষ্ক আর্দ্রক মিশ্রিত উষ্ণ জলপানও উত্তম। যে দিবস ঐ প্রক্রিয়া করা হইবে, অন্ততঃ সেই দিবস, পীড়িত ব্যক্তি আহারগ্রহণে বিরত থাকিবে এবং তৎপর দিবস প্রাতে প্রথম আহার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সুকঠিন হইলে, অবস্থানুযায়ী অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অত্যধিক জ্বর হইলে, জলপ্রয়োগে শৈত্য আনয়ন করা নিষিদ্ধ। অবসন্নতা ও কম্প থাকিলে অগ্নির নিকটে থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কিন্তু ইয়াং-সি নদীর দক্ষিণ তীরস্থ উষ্ণ ও আর্দ্র-প্রদেশে এরূপ প্রথা অবলম্বন সমীচীন নহে এবং এই সকল স্থানে জ্বর হইলে জল দ্বারা শৈত্য আনয়ন করা উপকারী। "ফেং-চি"(২) দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ক্ষত ও পীড়িত স্থানে তৈলমর্দ্দন করা এবং উত্তপ্ত বিছানার চাদর দ্বারা ঐ স্থানে সেক দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ। উত্তপ্ত তৈল প্রয়োগ করিলেও উত্তম ফল দর্শে। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, প্রায় দশ দিবস যাবৎ কফনালী শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে এবং মুখ ও নাসিকা হইতে অনবরত জল নির্গত হইতে থাকে এবং সংগৃহীত বায়ু বায়ু-নালীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গলদেশে বেদনা জন্মায়; এরূপ ক্ষেত্রে কথোপকথন অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং অত্যন্ত অরুচি জন্মে।

মস্তকে উত্তপ্ত লৌহ প্রয়োগ অথবা গলদেশ ঘর্ষণ করা অপেক্ষা উপবাসই ফলোৎপাদক ঔষধ। ইহাই চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত সাধারণ নিয়ম (অর্থাৎ কোন প্রকার পাচন বা ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া ব্যাধি আরোগ্য করা যায়)।

---

(২) ইহা ঠিক রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ ইহাকে বাত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এরূপ হইবার কারণ এই যে উদর শূন্য হইলে জ্বর অত্যন্ত হ্রাস-প্রাপ্ত হয়; আহার-রস শোষিত হইলে শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধি দূর হয় এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি অবসর প্রাপ্ত ও দুষ্টবায়ু দূরীভূত হইলে প্রচণ্ড শীতও দূর হইবে। এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ হইবে।

নাড়ী পরীক্ষায় কোনই কষ্ট নাই; সুতরাং ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট অদৃষ্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার আবশ্যকতা কি?

প্রত্যেকেই চিকিৎসকরাজ এবং প্রত্যেকেই জীবক (৩) হইতে পারেন। ধর্ম্মপ্রচারক টাম্-ল্যাং (৪) উষ্ণতা হ্রাস করাইয়া ব্যাধি আরোগ্য করিতেন—কেবল সন্ন্যাসীরাই এরূপ করিতে পারিতেন। ধ্যান-প্রভু হুই-স্ ধ্যান দ্বারা এক কক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া দুষ্টব্যাধি আরোগ্য করিয়াছিলেন—সাধারণ বিদ্যায় ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ব দিকের রাজধানী লো-ইয়াংয়ের কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা হইলে, ব্যয়াধিক্য জন্য দরিদ্র পীড়িতদের আর আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং পশ্চিম ক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট ওষধি সংগ্রহ করিতে হইলে, অনাথ ও দরিদ্রগণ পথ হারাইবে। কিন্তু আমরা যে উপবাসের কথা বলিতেছি তাহা সহজ ও প্রশংসনীয়, কারণ ইহা ধনী দরিদ্র উভয়েই আচরণ করিতে পারেন। ইহা কি প্রয়োজনীয় নহে?

পৃষ্ঠব্রণ বা ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাধিতেও আহার গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে; তদ্রূপ, অকস্মাৎ রক্তসঞ্চালনজনিত জ্বর, হস্তে ও পদে গুরুতর বেদনা, বজ্রাঘাত, ঋতু পরিবর্ত্তন, তরবারী

(৩) বুদ্ধের সমসাময়িক সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক।

(৪) সুখাবতী সম্প্রদায়ভুক্ত কুলপতি।

বা তীর জনিত শারীরিক ক্ষত, পতন জন্য ক্ষত, উদরাময় বা তরুণ জ্বর, অৰ্দ্ধদিবস ব্যাপী উদরের পীড়া, হৃৎ-পিণ্ড সংক্রান্ত ব্যাধি, চক্ষু বা দন্তের পীড়াতেও উপবাস করিতে হইবে। "সাং-টেং" (৫) নামক বটিকা অনেক প্রকার ব্যাধির প্রতিষেধক এবং সহজলভ্য। হরিতকীর ছাল, শুষ্ক আৰ্দ্রক এবং শর্করা, এই তিনটী সমভাবে লও; প্রথমোক্ত দুইটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কয়েক ফোটা জলের সহিত ঐ তিনটী মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত কর। প্রাতে এক একবারে দশটী বটিকা সেবনই বিধি এবং আহার গ্রহণে বিরত থাকিতে হইবে। উদরাময়ে দুই তিন মাত্রাই আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। এই বটিকা সেবনে প্রভূত ফল দর্শে, কারণ ইহাতে সর্দ্দি, অজীর্ণ, মস্তক ঘূর্ণন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং এই জন্যই আমি ইহার এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। শর্করা না থাকিলে মধু বা মোরব্বার রস ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যহ হরিতকী চৰ্ব্বণ করিয়া উহার রস পান করিলে জীবনে ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে না। এই সকল চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক কথা শক্র দেবেন্দ্র হইতে প্রচলিত; ইহা ভারতবর্ষের পঞ্চশাস্ত্রের অন্তর্ভূত এবং ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশেই প্রচলিত। ইহাতে উপবাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নিয়ম। প্রাচীন অনুবাদকগণ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, সাত দিবস আহার গ্রহণে বিরত থাকিলে যদি ব্যাধি আরোগ্য না হয়, তবে অবলোকিতেশ্বরের সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তব্য। অধিকাংশ চীনদেশবাসী এরূপ প্রথা অবগত ছিল না এবং ইহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র উপবাস বলিয়া গণ্য করিত, তজ্জন্য কদাচ ইহাকে বিজ্ঞানরূপে শিক্ষা বা আচরণ করে নাই। প্রাচীন

(৫) হরিতকীর বড়ি।

অনুবাদকগণের জন্যই এইরূপ ভ্রম প্রচলিত হইয়াছে। 'রক্ত প্রস্তর' গ্রাস জনিত দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধি বা উদরের স্ফীতিতেও উপরিউক্ত প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে (৬)।

সর্পদংশনজনিত বিষ নিরাময় করিতে প্রাগুক্ত প্রথা অবলম্বন করিলে চলিবে না। আহার গ্রহণে বিরত থাকিয়া ভ্রমণ কার্য্য হইতেও অবসর লইতে হইবে।

দীর্ঘ ভ্রমণ কালে উপবাসী থাকিলে অক্লেশে পদব্রজে গমন করিতে পারা যায়। কিন্তু, যে ব্যাধির জন্য রোগী উপবাস করিতেছে, তাহা নিরাময় হইলে রোগী বিশ্রাম এবং সন্তঃপক্ক অন্ন ও সামান্য মসলা মিশ্রিত উত্তমরূপে সিদ্ধ মসূরের যুষ গ্রহণ করিবে। শীতবোধ হইলে শেষোক্ত যুষ গোলমরিচ, আর্দ্রক বা পিপুলসহ সেবন করিবে। সর্দ্দি হইলে পলাণ্ডু বা বন্য সর্ষপ প্রয়োগ করিতে হইবে।

শাস্ত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে (৭) "শুষ্ক আর্দ্রক ব্যতীত কটু অথবা উষ্ণ স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্যে শৈত্য দূরীভূত হয়।" কিন্তু অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রণে ইহাতেও উপকার পাওয়া যায়। উপবাসকালে যতদূর সম্ভব শ্রম হইতে বিরত থাকিয়া অবসর লওয়া কর্ত্তব্য। শীতল জল পান হইতে বিরত থাকিতে হইবে.; চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী অন্য আহার গ্রহণ করিতে হইবে। তণ্ডুলমণ্ড ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি পায়।

(৬) টাক্বা স্বরূপ আই সিং লিখিয়াছেন আমার আশঙ্কা হয় যে কেহ কেহ সিন্দূর সেবন করেন ; ইহা ক্ষুধা নষ্ট করিলেও সেবন করা উত্তম নহে। কেবল চীনেই সিন্দূর গ্রহণ প্রচলিত রহিয়াছে।

(৭) ইহা কোন্ স্থানে উল্লিখিত আছে তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সর্দ্দিতে আহার করিলে দূষণীয় হয় না; জ্বর হইলে তিক্ত জিন-সেং (চীনদেশীয় ওষধি বিশেষ) উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে হইবে।

চাও উত্তম। আমি বিশবৎসরের অধিককাল স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘকাল আমি চা ও উল্লিখিত জিন-সেং পাচন সেবন করিয়াছি কিন্তু আমার কোন গুরুতর ব্যাধি হয় নাই।

চীনদেশে শতাধিক প্রকার ওষধি, বীজকোষ, মূল ও বৃন্ত আছে; ইহার অধিকাংশই উত্তম এবং বর্ণে ও স্বাদে দুর্লভ এবং সুমিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট; এইগুলি দ্বারা আমরা সকল প্রকার ব্যাধি নীরোগ করিতে এবং দমন রাখিতে পারি। সূচীবেধন দ্বারা রক্তনিঃসারণ এবং তপ্তলৌহ দ্বারা দগ্ধ করিতে জম্বুদ্বীপের কোন প্রদেশ চীনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই; দীর্ঘজীবন লাভের ঔষধ কেবল চীনদেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের পর্ব্বতমালা হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত এবং তাহারা গন্ধমাদনেরই অংশ বিশেষ; এই স্থানে সকল প্রকার আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিবাসিগণের চরিত্র ও গুণের জন্যই চীনকে "স্বর্গীয় ভূমি" বলা হয়। ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশে এমন কি কেহ আছে যে চীনকে প্রশংসা না করে? চতুঃসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সকলেই ইহার শাসন স্বীকার করে। ভারতীয়গণ বলেন যে মঞ্জুশ্রী (৮) বর্ত্তমানে চীনেই বাস করিতেছেন। যখন তাঁহারা শ্রবণ করে যে, কোন ব্যক্তি দেবপুত্রের শ্রমণ, [illegible] যেখানেই

(৮) টাকাকসু লিখিয়াছেন যে মঞ্জুশ্রী যে আই-সিংয়ের সময়ে চীনে বাস করিতেন, ভারতীয়গণের মধ্যে এরূপ ধারণা ছিল।

থাকুন সকলে তাঁহাকে সম্মান ও পূজা করে। দেব অর্থাৎ স্বর্গ; যথার্থভাবে দেবপুত্রের অর্থ হইতেছে "যে স্থানে চীনের স্বর্গের পুত্র (৯) বাস করেন, তথা হইতে যিনি আসিয়াছেন।"

আমরা দেখিতেছি যে, ওষধি প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দর এবং দুর্লভ গুণসম্পন্ন কিন্তু শরীর পোষণ ও রক্ষণ এবং ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান সম্বন্ধে অত্যন্ত অবহেলা করা হয়। এই জন্যই আমি সময়োপযোগী চিকিৎসা শাস্ত্রের সাধারণ প্রথাগুলি বর্ণনা করিয়াছি। উপবাসে যখন কোন ক্ষতি হয় না, তখন যথার্থ রীত্যনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ করাই সঙ্গত। তিক্ত পাচন সেবনে জ্বর দুরীভূত হয়। ঘৃত, তৈল, মধু বা সরবতে শৈত্য দূর করে। পশ্চিম ভারতবর্ষের লাটা প্রদেশে পীড়িতেরা কোন সময় অর্দ্ধ মাস, কোন সময় পূর্ণ একমাস উপবাস করে। ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় না হইলে তাহারা আহার করে না। মধ্য-ভারতবর্ষে এক সপ্তাহ উপবাসই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ; দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ-পুঞ্জে দুই কি তিন দিবস মাত্র উপবাস করা হয়। ইহাতে স্থান, আচার ও শরীরানুসারে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

চীনদেশে উপবাস দ্বারা ব্যাধি নিরাময়ের প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সাত দিবস উপবাসেই যদি মৃত্যু ঘটে, তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে শরীরে ব্যাধি ছিল না; কারণ ব্যাধি থাকিলে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকাল উপবাস করিলেও মৃত্যু ঘটে না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমি এক জনকে ত্রিশ দিবস উপবাসী থাকিয়া নিরাময় হইতে দেখিয়াছি।

(৯) চীনে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে চীন সম্রাট্ স্বর্গ পুত্র বলিয়া কথিত হইতেন।

তাহা হইলে আমরা দীর্ঘ উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইব কেন ?

প্রবল জ্বরে রোগীর পীড়ার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া এবং সে পীড়িত বলিয়াই, তাহাকে বলপূর্ব্বক তণ্ডুল-মণ্ড, উষ্ণজল বা আহার গ্রহণে বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু, ইহা বিপজ্জনক প্রথা।

এরূপ প্রক্রিয়ায় হয় ত ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু ইহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইহা বিশেষ-রূপে নিষিদ্ধ। অধিকন্তু, বর্ত্তমানকালে চীনের অধিবাসিবৃন্দ অনেক সময়েই অপক্ক মৎস্য ও শাক ভোজন করে ; কোন ভারতবাসীই এরূপ করে না। সকল প্রকার শাকই উত্তমরূপে সিদ্ধ করা আবশ্যক ; তৎপরে হিঙ্গ, ঘৃত, তৈল অথবা মসলার সহিত ভোজন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে কেহই পলাণ্ডু ভক্ষণ করে না। আমি কোন কোন সময় প্রলুব্ধ হইয়া উহা ভক্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু উপবাসকালে উহা ভক্ষণ করিলে বেদনা হয় এবং দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও ব্যাধির বৃদ্ধি ব্যতীত উদরের পীড়া জন্মে এবং শরীর অধিকতর দুর্ব্বল হয়। এইজন্য কোন ভারতবাসীই ইহা ভোজন করে না। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন এবং আপত্তিকর প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া উপকারী আচার অবলম্বন করুন ; কারণ, চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য না করিলে চিকিৎসকের কোনই দোষ হয় না।

উল্লিখিত আচার অবলম্বন করিলে, শরীরের শান্তি হইবে এবং ধর্ম্মোপাসনারও উন্নতি হইবে এবং এবম্প্রকারে নিজের এবং

অপরেরও উপকার সাধিত হইবে। উহা পরিত্যাগ করিলে, শরীর দুর্ব্বল এবং বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে এবং নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে অপরের কার্য্যের সফলতা বিনষ্ট হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

অপকারী চিকিৎসা আচরিত হওয়া অনুচিত

কোন কোন স্থানে নিন্দনীয় প্রণালী বহু দিন প্রচলিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পীড়া হইলে পীড়িতকে মূত্র ও মল, কোন সময় পাত্র বা স্থালীস্থিত শূকর বা মার্জ্জারের পুরীষ ঔষধের ন্যায় প্রদত্ত হয়। ইহাকে রাক্ষস পাচন (১) বলা হয় এবং এই নামটী সুন্দর হইলেও, দ্রব্যটী অত্যন্ত অপবিত্র। বুদ্ধ কর্ত্তৃক পলাণ্ডু-ভক্ষণ অনুমোদিত হইলেও, পলাণ্ডু-ভক্ষণকারী স্বেচ্ছানুসারে পৃথক কক্ষে থাকে এবং সঙ্ঘে আসিবার পূর্ব্বে সাত দিবস স্নান করিয়া পবিত্র হয়। দেহ অপবিত্র থাকিতে, কেহই সঙ্ঘে প্রবেশ করে না; স্তূপ প্রদক্ষিণ করা অথবা প্রণাম বা পূজা করাও বিধেয় নহে।

পলাণ্ডু দুর্গন্ধ এবং অপবিত্র বলিয়া পীড়িত না হইলে ভক্ষণ করা অননুমোদিত। বিকৃত, পরিত্যক্ত দ্রব্য দ্বারা আরোগ্য-লাভ ভিক্ষুর চতুরাশ্রমের মধ্যে একটী। পরিত্যক্ত নষ্ট পুরাতন দ্রব্য দ্বারা ব্যাধিমুক্ত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে এরূপ

(১) "Dragon Decoction" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ব্যয় সংক্ষেপ হইবে যাহাতে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। অবশ্য সকলেই মূল্যবান্ ঔষধ সেবন করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ হয় না।

উল্লিখিত কথাটী সংস্কৃতে "পুতি মুক্ত ভৈষজ্য" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

বিনয়ে মূত্র ও মল ব্যবহার অনুমোদিত হইলেও, উহা গো-বৎসের মল ও গাভীর মূত্র। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর অপরাধিগণের দেহ মল দ্বারা চর্চ্চিত করা হয়। যাহা-দিগকে মল বহন ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে হয়, তাহাদিগকে অন্যত্র গমন কালে যষ্ঠির আঘাত করিতে হয়; ইহাদের কাহাকেও ভ্রম ক্রমে স্পর্শ করিলে দেহ ও বস্ত্র উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয় (২)।

আমাদের মহাপ্রভু ঘটনানুযায়ী ব্যবস্থা কালে সর্ব্বোপরি লোকের অসন্তুষ্টি ও নিন্দা পরিহার করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কি তাঁহার সমসাময়িক লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ অপবিত্র দ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন? যে জন্য তিনি এরূপ করিতেন না, তাহা বিনয়ে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে অপরকে মূত্র বা মলের ন্যায় ঘৃণিত দ্রব্য ঔষধ স্বরূপে প্রদান করা ঘৃণার্হ। এরূপ প্রথা অবলম্বিত হইতে দেওয়া এবং নিরন্তর আচার রূপে পালিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। বৈদেশিকগণ ইহা শ্রবণ করিলে আমাদের দেশের খ্যাতি হ্রাস পাইবে। অপিচ, যে সকল সুগন্ধি ঔষধি প্রচুর

(২) অন্যতম পর্য্যটক ফা-হিয়ান্‌ও এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'সমসাময়িক ভারত,' অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা আমরা ব্যবহার করিব না কেন? আমরা দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য ঘৃণা করি, কি প্রকারে আমরা সেই-গুলির ব্যবহার সহ্য করিব? এবং সর্পবিষ নাশ করিবার জন্য আমাদের গন্ধকের প্রস্তর, গন্ধকের পুষ্প ও 'গাম্বোজ'(৩) রহিয়াছে এবং ইহার একটী নিজের নিকটে রাখাও দুষ্কর নহে। জ্বর বা ম্যালেরিয়া হইলে আমাদের যষ্টিমধুর রস, হেন্-সাং (৪) ও তিক্ত জিনসেং রহিয়াছে এবং এইগুলি প্রস্তুত রাখাও কঠিন নহে। আর্দ্রক, গোলমরিচ এবং লঙ্কা ব্যবহারে সকল সময়েই সর্দ্দির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। শুষ্ক এবং ঘন শর্করা ভক্ষণে ক্ষুধানাশ ও তৃষ্ণার তৃপ্তি হয়। ঔষধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে, আবশ্যকানুযায়ী অর্থের অভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা যদি শিক্ষায় অবহেলা করি এবং যথোচিতরূপে ইহা আচরণ না করি, তবে কি আমরা দোষ হইতে মুক্ত থাকিব? লোকে অপর্য্যাপ্ত রূপে অর্থ ব্যয় করে এবং আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অবহেলা করে; আমি যদি ইহাদিগকে জ্ঞাপন না করি, তবে তাহারা উত্তম ঔষধ সেবন করিবে না এবং অল্পব্যয়ে রাক্ষস-পাচন ব্যবহার করিবে। যদিও এরূপ ঔষধ হইতে কথঞ্চিৎ উপকার পাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য, তথাপি তাহারা সেই মহান্ শিক্ষায় অবহেলা করিবার কথা অবগত নহে। আর্য্যসম্মিতি সম্প্রদায় ভুক্ত কেহ কেহ পূতিমুক্ত ভৈষজ্যের কথা উল্লেখ করেন; কিন্তু এই সম্প্রদায় আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আমাদের সহিত কোন সম্পর্ক

(৩) "Gamboge." একপ্রকার মশলা।

(৪) হেন-সাং (কাশ্যপের মতে) এক প্রকার বন্য চা।

নাই। "বিনয়-দ্বাবিংশতি-প্রসন্নার্থ" শাস্ত্রে এই ঔষধের উল্লেখ থাকিলেও ইহা আর্য্যসর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ে পঠিত হয় না।

ত্রিংশ অধ্যায়

উপাসনাকালে দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন (১)

দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণকেই সংস্কৃতে প্রদক্ষিণ বলে। উপসর্গ 'প্র' র অনেক অর্থ আছে এবং এই শব্দের অংশ-রূপে ইহার অর্থ চতুর্দ্দিকে গমন করা। দক্ষিণ অর্থে সম্মান এবং সুবিধাজনক বুঝায়। ভারতীয়গণ এই জন্যই দক্ষিণ হস্ত বলে; তদ্দ্বারা তাহারা যাহা সম্মানীয় এবং সুবিধাজনক তাহাই অর্থ করে। এইজন্য এই শব্দ প্রদক্ষিণ করার আচারের উপযোগী। স্ত্রীলিঙ্গে দক্ষিণা অর্থে দান, এরূপ স্থলে আমি পূর্ব্বে যে রূপ বলিয়াছি (২) তাহা হইতে ইহা ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশে অধিবাসীরা পূর্ব্বকে সম্মুখ এবং দক্ষিণকে দক্ষিণ বলে, (যদিও দক্ষিণ ও বামকে সেইরূপ ভাবে বলা যায় না)।

সূত্রে এই ছত্রটী আমরা দেখিতে পাই "দক্ষিণ দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ" (৩), কিন্তু ছত্রটীকে কেবল "বুদ্ধের পার্শ্বে ভ্রমণ" এরূপ করিয়া অনুবাদ করিলে ভুল হয়।

(১) মুদ্রাঙ্কণ দোষে ভূমিকায় 'আবর্ত্তন' স্থলে 'আবেশন' হইয়াছে। আই-সিং এই অধ্যায়ে প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা আলোচনা করিয়াছেন।

(২) নবম অধ্যায়।

(৩) মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র, ৬।৬৪।

অপিচ সূত্রের "দক্ষিণ দিকে তিনবার আবর্ত্তন" ভ্রমণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা; আর একটী সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে—"দক্ষিণ দিকে" না বলিয়া "লক্ষবার প্রদক্ষিণ।"

প্রকৃত পক্ষে, কোন্‌টী দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ ও কোন্‌টী বাম দিকে পরিভ্রমণ তাহা নির্দ্ধারণ করা কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য। নিজের দক্ষিণ হস্তের দিকে অগ্রসর হইলে কি যথাযথ প্রদক্ষিণ হয় (৪) অথবা নিজের বাম দিকে অগ্রসর হওয়া ঠিক? এক সময়ে আমি চীনের একটী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাখ্যায় শুনিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ অর্থে এইরূপ—"যে বৃত্তাকারে ভ্রমণ করা হয়, সেই বৃত্তের ভিতরে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করা" এবং বাম দিকে পরিভ্রমণ অর্থ এইরূপ "বৃত্ত মধ্যে বাম হস্ত রক্ষা করা" এবং এই জন্য, প্রকৃত পক্ষে যখন কেহ নিজ বাম হস্তের দিকে পরিভ্রমণ করেন, তখনই দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ করা হয়। ইহাই উপরিউক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির মত, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এইরূপ অর্থে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যথাযথ প্রক্রিয়া অধিগম্য করিতে হতবুদ্ধি হয়, এমন কি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি অত্যনুবর্ত্তী হইয়া ইহা প্রতিপালন করিয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল অনুমান করিয়া আমরা কি প্রকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইব? দক্ষিণ হস্তের দিকে পরিক্রমণই (অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে না ঘোরা) হইতেছে দক্ষিণ দিকে বৃত্তাকারে অগ্রসর হওয়া এবং বামদিকে অগ্রসর হওয়াই হইতেছে বামদিকে বৃত্তাকারে অগ্রসর হওয়া। বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ইহা অখণ্ডনীয়।

(৪) ভারতবর্ষে এইরূপই প্রথা, কিন্তু আই-সিং ইহার বিপরীত বলিয়াছেন।
—ঢাকাকস্থ।

অতঃপর, আমরা যথাযথ ও অনুপযুক্ত সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সূত্রে সময় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে, তথায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনানুযায়ী সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্ণিকায়ভুক্ত বিনয়ে একবাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বিপ্রহরই (দ্বাদশ ঘটিকাই) আহার গ্রহণের উপযুক্ত সময়। যদি ঘড়ির চিহ্ন এক সূত্রও অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে আহার গ্রহণের অনুপযুক্ত সময় হইবে। যথাযথ সময় যাহাতে অতিবাহিত না হয় এই উদ্দেশ্যে যিনি যথার্থ সময় অবগত হইতে ইচ্ছুক, তিনি ঠিক দিক্‌নির্দ্দেশের জন্য যেন রাত্রিতে ধ্রুবতারা স্থির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ মেরু লক্ষ্য করেন; এরূপ করিলে তিনি ঠিক রেখা (মেরু দণ্ড) নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। অপিচ, তাঁহাকে উপযুক্ত স্থান দেখিয়া মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই স্তূপ গোলাকার একফুট ব্যাসবিশিষ্ট ও পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ হইবে; ইহার মধ্যস্থলে একটী সরু দণ্ড স্থাপন করিতে হইবে। অথবা, আহার গ্রহণে ব্যবহার্য্য বংশ খড়িকার (৫) ন্যায় সরু চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ পেরেক প্রস্তরের উপরে প্রোথিত করিতে হইবে। ঠিক দ্বিপ্রহরে যষ্ঠির ছায়া মাপিতে হইবে। ছায়া চিহ্ন অতিক্রম করিলে আহার করিবে না। ভারতবর্ষে এরূপ সূর্য্যঘড়ি সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হয়; ইহাদিগকে বেলাচক্র বলে। যখন যষ্ঠির ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র থাকে, তখনই ইহা মাপিতে হয়—সেই সময়ই ঠিক দ্বিপ্রহর। কিন্তু জম্বুদ্বীপে, স্থানভেদে ছায়ার দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোপ্রদেশে (৬) কোন ছায়াই

(৫) "Bamboo chop-stick." বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(৬) সম্ভবতঃ মধ্য-ভারতবর্ষ।

পতিত হয় না; কিন্তু অন্যত্র এরূপ হয় না। শ্রীভোজে অষ্টম মাসের (৭) দ্বিপ্রহরে ছায়ার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। ঐ দিবস দ্বিপ্রহরে দণ্ডায়মান মনুষ্যের ছায়া দৃষ্ট হয় না। বসন্ত ঋতুর মধ্যভাগেও (৮) এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বৎসরে দুইবার করিয়া সূর্য্য মস্তকের উপর দিয়া গমন করে। সূর্য্য দক্ষিণে থাকিলে, মনুষ্যের ছায়া উত্তর দিকে পতিত হয় এবং দুই কি তিন ফীট দীর্ঘ হয় এবং সূর্য্য উত্তর দিকে থাকিলে মনুষ্যের দক্ষিণ দিকৃস্থ ছায়াও ঐরূপ দীর্ঘ হয়। চীনদেশে, উত্তর দেশীয় ছায়ার দৈর্ঘ্য দক্ষিণ দেশীয় ছায়া হইতে বিভিন্ন; উত্তর দেশস্থ গৃহের দ্বার সকল সময়েই সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া প্রস্তুত হয়। দ্বিপ্রহরে, চীনের পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকূলে যখন দ্বিপ্রহর, কোয়াংসিতে তখন দ্বিপ্রহর নহে। সুতরাং যখন স্বাভাবিক পার্থক্য রহিয়াছে, তখন সর্ব্বত্র এক প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই জন্যই বিনয়ে কথিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দ্বিপ্রহরানুযায়ী সময় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যখন প্রত্যেক শ্রমণ পবিত্র নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এবং প্রত্যহই যখন আহার গ্রহণ আবশ্যক, তখন আহার গ্রহণের নির্দ্ধারিত সময়ে ছায়া পরিমাপে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা করিতে বিরত হইলে, তিনি অন্যান্য নিয়ম কি প্রকারে প্রতিপালন করিবেন? ধর্ম্মপ্রচারে এবং নিয়ম প্রতিপালনে ব্রতী যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও জটিল নিয়মে আশ্চর্য্যান্বিত হন না, তাঁহারা যেন সমুদ্রে যাতায়াত কালেও সঙ্গে সূর্য্য-ঘটিকা গ্রহণ করেন; স্থলপথে গমনাগমন কালে ত কথাই

(৭) জলবিষুবের সময়ে।
(৮) মহাবিষুবের সময়ে।

নাই। ভারতবর্ষে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে "যিনি জলে কীট পরীক্ষা করেন ও দ্বিপ্রহর লক্ষ্য করেন, তিনিই বিনয়-শিক্ষক নামে কথিত হইয়া থাকেন।"

বিশেষতঃ, জলঘড়ী ভারতবর্ষের বৃহৎ সঙ্ঘারামে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এইগুলি এবং যে সকল বালক শ্রমণগণকে সময় জ্ঞাপনার্থ এই-গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখে, পূর্ব্ববর্ত্তীকালের রাজন্যগণ কর্ত্তৃক তাহা-দিগকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। একটী তাম্র পাত্র জলপূর্ণ করা হয় ও তাহাতে একটী তাম্রের বাটী ভাসান থাকে। এই বাটী পাতলা ও নরম এবং ইহাতে দুই সাং (১) জল ধরে। ইহার তলদেশে সূচের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করা হয় এবং এই ছিদ্রপথে জলপ্রবেশ করে; বৎসরের সময়ানুযায়ী এই ছিদ্র ছোট কি বড় করা হয়। ঘণ্টা নিরুপণার্থ ইহা যথাযথ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রথমবার পাত্র নিমজ্জিত হইবার কথা একবার দামামা ধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়; দ্বিতীয়-বারে দুই বার, এবং তৃতীয় বারে তিন বার। কিন্তু, চতুর্থ নিমজ্জন কালে দামামায় চারি বার ধ্বনি ব্যতীত, দুই বার শঙ্খনিনাদ ও দামামায় অতিরিক্ত আর একবার ধ্বনি করিতে হয়। ইহাই প্রথম ঘটিকা—অর্থাৎ সূর্য্য যখন পূর্ব্ব দিকে চক্রবাল ও মস্তকোপরি বিন্দু এই দুইয়ের মধ্যে থাকে। পাত্রটী দ্বিতীয় পক্ষে চারি বার নিমজ্জিত হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় দামামা ধ্বনি করা হয়; শঙ্খধ্বনি এবং দামামায় অতিরিক্ত দুইবার আঘাত করা হয়। ইহাই দ্বিতীয় ঘটিকা অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের আরম্ভ। শেষোক্ত দুই বার দামামা ধ্বনি করা হইলে, কেহ আহার গ্রহণ করিবেন না

(১) প্রস্থ।

এবং কেহ আহার গ্রহণ করিলে সঙ্ঘের নিয়মানুযায়ী তিনি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় অপরাহ্নেও দুই ঘটিকা ঘোষণা করা হয়। রাত্রির চারি ঘটিকাও দিনের ন্যায়। এবম্প্রকারে দিবা ও রাত্রি আট ভাগে বিভক্ত। রাত্রির প্রথম ঘটিকার অবসান হইলে, কর্ম্মদান বিহারের কোন উচ্চ স্থান হইতে ইহা ঘোষণা করেন। নালন্দা সঙ্ঘারামস্থ জলঘড়ী সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে যে, সন্ধ্যা ও প্রাতে দ্বারদেশের বহির্ভাগে দামামা ধ্বনি করা হয়। এই সামান্য কার্য্যগুলি ভৃত্য ও বাহকবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সূর্য্যাস্ত হইতে অরুণোদয় পর্য্যন্ত, শ্রমণগণকে কদাপি ঘণ্টাধ্বনি করিতে হয় না এবং ইহা ভৃত্যগণেরও কার্য্য নহে—ইহা কর্ম্মদানেরই কর্ম্ম। ঘণ্টায় চারিটী কি পাঁচটী আঘাত করিবার বিভিন্নতা আছে—ইহা অন্যত্র বর্ণিত হইতেছে (১০)।

মহাবোধি এবং কুশীনগরের জলঘড়ীর সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা স্বতন্ত্র; এই দুই স্থানে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নের মধ্যে পাত্র ষোড়শ বার নিমজ্জিত করা হয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের পুলোকণ্ডোরে জলপূর্ণ সুবৃহৎ তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার তলদেশস্থ ছিদ্র দ্বারা জল বহির্গত হয়। পাত্র প্রত্যেকবার নিঃশেষ হইলে একবার মাত্র দামামা ধ্বনি করা হয় এবং দ্বিপ্রহরে চারিবার দামামা ধ্বনি করা হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই রীতিই প্রতিপালন করা হয়। দিনের ন্যায় রাত্রিতেও আট ঘটিকা এবং এবম্প্রকারে দিবা রাত্রে ষোড়শ ঘটিকা হয়। এই জলঘড়ীও তদ্দেশীয় রাজার উপহার।

(১০) ইহা কোথায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

এই সকল জলঘড়ীর ব্যবহারের জন্য, ঘনমেঘ এবং অন্ধকারাবৃত দিবসেও দ্বিপ্রহর সম্বন্ধে কোন ভ্রম হয় না এবং রাত্রিকালে বৃষ্টি হইলেও, সময় নির্দ্ধারণে কোন ক্লেশ হয় না। চীনের বিহার সমূহেও এইরূপ ঘড়ী স্থাপনে রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক, কারণ সঙ্ঘের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক দ্রব্য।

জলঘড়ী স্থাপন কালে প্রথমে রাত্রি ও দিবসের সময়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া উহাকে ঘটিকায় পরিণত করিতে হইবে। প্রাতঃ-কাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাত্র আটবার নিমজ্জিত হইতে পারে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আটবার নিমজ্জিত না হইলে পাত্রের ছিদ্র বৃহত্তর করিতে হইবে। ইহা যথাযথ ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে উত্তম শিল্পী হওয়া আবশ্যক। রাত্রি বা দিবস ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হইলে আধ হাতা অতিরিক্ত জল দিতে হইবে এবং যখন ক্রমান্বয়ে দিবা বা রাত্রি বৃদ্ধি পায়, তখন আধ হাতা জল বাহির করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু, সময় নির্দ্ধারণ যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন কর্ম্মদানের নিজ কক্ষে ক্ষুদ্র পাত্র ব্যবহার সঙ্গত ও অনুমোদনীয়।

চীন দেশে রাত্রি পাঁচ প্রহরে ও ভারতবর্ষে চারি প্রহরে বিভক্ত হইলেও পুরুষ-দম্য-সারথির (১১) শিক্ষানুযায়ী রাত্রি মাত্র তিন অংশে (১২) বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয় প্রহরে স্মরণ, প্রার্থনা ও ধ্যানে নিরত থাকিতে হইবে এবং মধ্য প্রহরে চিন্তা সংযত করিয়া শ্রমণগণ নিদ্রা যাইবেন। যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত না হইয়া এই পথ হইতে বিচলিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন এবং যদি তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ চিত্তে ইহা প্রতিপালন

(১১) বুদ্ধ।

(১২) তাহা হইলে দিবারাত্র ছয় ঘটিকায় বিভক্ত হয় (টাকাকসু)।

করেন, তবে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে অপরের হিতসাধন করেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

দেবমূর্ত্তি পরিষ্কারের নিয়ম

ত্রিরত্ন পূজার ন্যায় ভক্তির পূজা আর নাই এবং চতুর্মার্গ ধ্যানের ন্যায় উচ্চপথ নাই। কিন্তু মার্গসমূহের অর্থ এরূপ দুরূহ যে ইহা ইতর লোকের পক্ষে প্রণিধান করা অসাধ্য; কিন্তু পবিত্র মূর্ত্তিকে স্নান করান সকলের পক্ষেই সুসাধ্য। যদিও সেই মহা-শিক্ষক নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিয়া আমরা ইহা পূজা করিব। যাঁহারা অনবরত ইহার সম্মুখে গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্প প্রদান করেন, তাঁহাদের মনোভাব পবিত্র হয় এবং যাঁহারা অবিরত স্নান করাইয়া থাকেন তাঁহাদের অন্ধকাররূপ পাপ ধৌত হয়। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন, তাঁহারা অবিজ্ঞপ্ত পুরস্কার পাইবেন এবং যাঁহারা অপরকে এই কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা নিজেদের মঙ্গল সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞপ্ত কার্য্য দ্বারা অপরেরও হিতসাধন করিবেন। এই জন্য যাঁহারা পুণ্যার্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন এই সকল কার্য্য করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হন।

ভারতীয় সঙ্ঘারামে, প্রাহ্ণে যখন শ্রমণগণ মূর্ত্তিকে স্নান করাইতে যান, তখন কর্ম্মদান ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করেন। বিহারের আঙ্গিনার উপরে রত্নখচিত চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া এবং মন্দির পার্শ্বে সুগন্ধি জলপূর্ণ পাত্র শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপন করিয়া, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা প্রস্তরের মূর্ত্তি ঐ ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে এবং একদল বালিকা তথায় বাদ্যধ্বনি করিবে। মূর্ত্তিকে গন্ধ সিক্ত করিয়া ইহার উপরে সুগন্ধি জল ঢালিতে হইবে (১)।

স্নানান্তে মূর্ত্তিকে শুভ্র পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা মুছিতে হইবে, তৎপরে ইহা মন্দির মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, তথায় সকল প্রকার সুন্দর পুষ্প রক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মদানের অধীন বিহার-বাসী শ্রমণগণ দ্বারা এই আচার প্রতিপালন করিতে হইবে।

বিহারের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে, শ্রমণগণ মূর্ত্তিগুলি এরূপ যত্নসহকারে ধৌত করেন, যে কোন আচারই পরিত্যাগ করা হয় না। যে কোন বৃক্ষের বা লতার পুষ্প উপহার স্বরূপ প্রদান করা যাইতে পারিবে। সকল ঋতুতেই সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং রাজপথে অনেকে উহা বিক্রয় করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীনে গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতুতে পাটল ও পদ্ম পুষ্প সময় সময় পাওয়া যায়, বসন্তে 'সুবর্ণ কণ্টক', পীচ ও খুবানী সর্ব্বত্রই পুষ্পিত হয়। দাড়িম্ব, লোহিত চেরী ও বদরি পুষ্প একটীর পর একটী দৃষ্ট হয়।

(১) আই-সিং পাদটীকাস্বরূপ লিখিয়াছেন "সংস্কৃত কর্ম্মদান—কর্ম্ম=কার্য্য এবং দান=যিনি অপরকে বিভিন্ন কার্য্য দান করেন।

নিম্নোক্তপ্রকারে গন্ধসিক্ত করা হয়—চন্দন বা মুসব্বর কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া সমতল প্রস্তরের উপরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্দ্দমের ন্যায় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা ঘর্ষণ কর; পরে মূর্ত্তিতে ইহা অবলেপন কর; তৎপরে ইহা জল দ্বারা ধৌত কর।"

উদ্যানের লতা, বনভূমির সুগন্ধি তৃণ সংগ্রহ ও আনয়ন করিয়া পূজার জন্য বিন্যস্ত করিতে হইবে। কেবল উদ্যানে এইগুলি ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু, শীত ঋতুতে হয় ত ফুল একেবারে সংগৃহীত না হইতে পারে ; এরূপ ক্ষেত্রে রেশমের কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুত করিয়া ঐগুলি সুগন্ধ-সিক্ত করিয়া বুদ্ধের মূর্ত্তির সম্মুখে স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহাও সুন্দর প্রথা।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ তাম্রমূর্ত্তি পরিষ্কার ভস্ম বা ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা উজ্জ্বলিত করিয়া যতক্ষণ তাহারা সর্ব্বোত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও দর্পণের ন্যায় সুন্দর না দেখায় ততক্ষণ তদুপরি জল ঢালিতে হইবে। মাসের মধ্য ও শেষ ভাগে বৃহৎ মূর্ত্তি শ্রমণ-সঙ্ঘ দ্বারা এবং ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শ্রমণ দ্বারা, প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) স্নান করাইতে হইবে। এরূপ করিলে স্বল্প ব্যয়ে যথেষ্ট পুণ্যার্জ্জন করা যায়।

মূর্ত্তি ধৌত করিবার জল দুই অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে অর্পণ করিলে ইহাকে “শুভচিহ্ন জল” বলা যাইতে পারে এবং ইহা দ্বারা লোকে শুভাদৃষ্ট ইচ্ছা করিতে পারে। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদত্ত পুষ্পের ঘ্রাণ লওয়া অনুচিত এবং ইহা অন্যত্র নীত হইলেও পদদলিত করিবে না, ইহা পরিষ্কার স্থানে রাখিয়া দিবে। শ্রমণের পক্ষে সারা জীবনে মূর্ত্তি ধৌত না করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে এবং সর্ব্বত্র সুলভ সুন্দর পুষ্প যদি কোন শ্রমণ প্রদান না করেন, তবে তিনি নিন্দনীয় হইবেন। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া কেবল ক্ষেত্র ও পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া এবং পুষ্পাহরণে ও মূর্ত্তি ধৌত কার্য্যে বিরত থাকিয়া অলস বা অনবহিত থাকিবেন না ; পক্ষান্তরে, তিনি কেবল কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ও সাধারণ ভাবে পূজা করিয়া অলস ভাবে পূজা শেষ করিবেন না। এরূপ হইলে শিক্ষক ও



বুদ্ধমূর্ত্তি

তিব্বত

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

ছাত্রের ক্রমান্বয় সম্পর্ক ছিন্ন হইবে এবং নিয়মানুযায়ী পূজা হইবে না।

ভারতবর্ষে শ্রমণ ও গৃহস্থগণ যেখানেই গমন করুন, তথায় মৃত্তিকা দ্বারা চৈত্য বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অথবা রেশম বা কাগজের উপরে বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া এইগুলির সম্মুখে উপহার স্থাপন করিয়া পূজা করেন। কোন কোন সময়ে তাঁহারা মৃত্তিকাস্তূপের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক স্থাপন করিয়া বুদ্ধের স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা কোন কোন সময় নির্জ্জন ভূমিতে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সেইগুলি ধ্বংস হইতে দেন। এবম্প্রকারে সকলেই পূজার্থ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। অপিচ, যখন লোকে স্বুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, মৃত্তিকা, লাক্ষা, ইষ্টক এবং প্রস্তর দ্বারা মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণ করে, অথবা যখন তুষার-নিভ বালুকা পুঞ্জীকৃতকরে, তখন তাহারা চৈত্যে দুইপ্রকার শরীর-চিহ্ন স্থাপন করে [১] মহাশিক্ষকের অবশেষ [২] ও হেতু—গাথা।

গাথা এই প্রকার ঃ—

যে ধম্মাহেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবংবাদি মহাসমণোতি। (২)

আমরা মূর্ত্তি বা চৈত্যে এই দুইটী স্থাপন করিলে প্রভূত পুণ্যার্জ্জন করি। এই জন্যই সূত্রে গল্প দ্বারা, মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণে যে অসংখ্য পুণ্যার্জ্জন হয় তাহারই প্রশংসা আছে। যদি কেহ

---

(২) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার নিম্নোক্ত বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন—
"দুঃখময় এ ভবের উৎপত্তি কোথায়,
শ্রমণ জানেন তার তথ্য সমুদায়।
কেমনে হয় বা সেই দুঃখের নিরোধ,
তথাগত যথাযথ করিছেন বোধ।"

একটী যবের ন্যায় ক্ষুদ্র একটী মূর্ত্তি অথবা কুলের ন্যায় একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে একটী গোলাকার মূর্ত্তি বা ক্ষুদ্র সূচের ন্যায় দণ্ড স্থাপন করে, তবে শুভজন্মের বিশেষ কারণ উদ্ভূত হয় এবং সপ্তসমুদ্রের ন্যায় এই কারণ অসীম হয় এবং ভাবী চারিজন বুদ্ধের জন্মের সময় পর্য্যন্ত পুণ্য থাকে। বিভিন্ন সূত্রে এই বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

শিক্ষক ও অন্যান্য সকলে সকল সময়েই এই বিষয়ে অবহিত থাকিবেন। পবিত্র মূর্ত্তিকে স্নান করান পুণ্যময় কার্য্য—ইহাতে প্রতি জন্মে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং গন্ধ ও পুষ্প উপহারে ভবিষ্যৎ জন্মসমূহে ধন ও সুখের হেতু হয়। ইহা স্বয়ং করিবে এবং অপরকেও ইহা করিতে শিক্ষা দিবে; তাহা হইলে তুমি অপরিসীম আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।

চতুর্থ মাসের অষ্টম দিবসে আমি চীনের কোন স্থানে কয়েক জন শ্রমণ ও গৃহস্থকে রাজপথের নিকটে একটী মূর্ত্তি আনয়ন করিতে দেখিয়াছিলাম; তাঁহারা যথাযথ ভাবে মূর্ত্তিটী ধৌত করিলেন কিন্তু তাঁহারা উহা মার্জ্জনা করিতে জানিতেন না এবং যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া বায়ু ও রৌদ্রে মূর্ত্তিটী শুকাইবার জন্য পরিত্যাগ করিলেন (৩)।

(৩) এখনও জাপানে বুদ্ধমূর্ত্তিকে স্নান করান হয়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মন্ত্রোচ্চারণ

বুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার বিধি স্বর্গদেশে (১) বহুকাল হইতে প্রচলিত ও অবলম্বিত হইলেও, তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। শেষোক্তটী প্রথমোক্ত হইতে গুরুতর। কেবল তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে তাঁহার বিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করা যায় না; কিন্তু বর্ণনাসূচক গাথা আবৃত্তি করিলে তাঁহার জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিমে (২) শ্রমণগণ চৈত্য ও সাধারণ পূজা অপরাহ্ণে শেষ সময়ে অথবা গোধূলি কালে সম্পন্ন করেন। সমবেত সকল শ্রমণ বিহারের দ্বারের বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া তিনবার স্তূপ প্রদক্ষিণান্তে গন্ধ ও পুষ্প উপহার দিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলে জানু পাতিয়া উপবেশন করেন এবং যিনি উত্তমরূপে গান করিতে পারেন, তিনি উত্তম লয় সহকারে পবিত্র ও মিষ্ট স্বরে মহাশিক্ষকের গুণাবলীর বর্ণনাসূচক দশ কি বিশটী শ্লোক গান করেন। তাঁহারা, তৎপরে বিহারে যে স্থানে সাধারণতঃ সমবেত হইয়া থাকেন, তথায় প্রত্যাগমন করেন। সকলে উপবেশন করিলে, একজন সূত্রগারিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র সূত্র পাঠ করেন। উপযুক্ত আয়তন বিশিষ্ট সিংহাসন মহাস্থবিরের নিকটে স্থাপন করা হয়। এই সময়ে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে "ত্রিবিবৃতসেবা" (৩) অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। ইহা

(১) চীন। (২) ভারতবর্ষ।

(৩) "Service in three parts."—পুস্তকের নাম। ত্রিপ্রকার সেবা—যথা কায়, বাক্য ও মন দ্বারা প্রকাশিত সেবা।

পূজনীয় অশ্বঘোষের সঙ্কলন। দশটী শ্লোক সমন্বিত প্রথমাংশ ত্রিরত্নের (৪) প্রশংসাসূচক স্তোত্র। দ্বিতীয়াংশ বুদ্ধের বাণী, ইহা পঠিত হইলে একটী অতিরিক্ত স্তোত্র পূজার তৃতীয়াংশ স্বরূপে গীত হয়। ইহা দশটী শ্লোক সমন্বিত এবং নিজ পুণ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যসূচক প্রার্থনা।

এই তিনটী কার্য্যই ধারাবাহিকরূপে আচরিত হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামোল্লেখ হইয়াছে। ইহা শেষ হইলে সমবেত শ্রমণগণ "সুভাষিত" বলেন। কোন কোন সময় তাঁহারা "সাধু" উচ্চারণ করেন ইহাদ্বারা তাঁহারা উত্তমরূপে কার্য্য হইয়াছে ইহাই জ্ঞাপন করেন। এই সকল শব্দ দ্বারা শাস্ত্রসমূহকে প্রশংসা করা হয়।

সূত্র গায়ক অবতরণ করিলে, মহাস্থবির মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া সিংহাসনকে প্রণাম করেন। তৎপরে, তিনি ঋষিগণের (৫) আসন প্রণাম করিয়া নিজ আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার অধস্তন শ্রমণ গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমোক্তের ন্যায় প্রণাম করিয়া মহাস্থবির মহাশয়কে প্রণাম করেন।

তাঁহার নিজ আসনে প্রত্যাগমনের পরে, তৃতীয় শ্রমণ পূর্ব্বোক্ত আচরণ প্রতিপালন করিলে অন্যান্য সকলেই এই প্রথানুযায়ী প্রণাম করেন। কিন্তু, অত্যধিক লোক সমাগম হইলে, তিনজন কি পাঁচ জন পূর্ব্বোক্ত আচার প্রতিপালন করিলে, শ্রমণগণ একই সময়ে জনসঙ্ঘকে প্রণাম করেন। অতঃপর, প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কক্ষ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্ব-আর্য্যদেশে তাম্রলিপ্তিতে যেরূপ আচার প্রতিপালন করা হয়, তাহাই উপরে বর্ণিত হইল।

(৪) বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।
(৫) বোধিসত্ত্ব এবং অর্হৎগণ।

নালন্দা সঙ্ঘারামে বহু শ্রমণ বাস করেন—তিন সহস্রেরও অধিক হইবে। এক স্থানে এত অধিক সংখ্যক শ্রমণ একত্র করা কষ্টসাধ্য। এই বিহারে আটটী বৃহৎ কক্ষ ও তিন শত ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। প্রত্যেক সদস্যের সুবিধানুযায়ী পূজা সম্পন্ন হয়। এইজন্য প্রত্যহ গন্ধ ও পুষ্প বহনকারী সঙ্ঘ-ভৃত্য ও বালককে অগ্রবর্ত্তী করিয়া একজন আচার্য্য স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করেন। তিনি এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে গমন কালে তিনটী কি পাঁচটী শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন এবং এই শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। গোধূলি সময়ে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হয়। সাধারণতঃ, এই আচার্য্যকে বিহার হইতে বিশেষ কোন উপহার প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকজন গন্ধকুটীর সম্মুখে একাকী উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে বুদ্ধের প্রশংসা করেন। অন্যান্য কয়েকজন ক্ষুদ্র-দলবদ্ধ হইয়া, মন্দিরে গমন পূর্ব্বক ও সোজাভাবে বসিয়া ও ভূমিতে হস্ত স্পর্শ করিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করেন এবং এবম্প্রকারে ত্রিবিধ প্রণাম সম্পন্ন করেন। ভারতবর্ষে পূজা করিবার ইহাই বিধি। বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল শ্রমণগণের পূজাকালে মাদুর ব্যবহার অনুমোদনীয়। যদিও চীনে বুদ্ধের প্রশংসাসূচক স্তোত্র বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, তথাপি ব্রহ্মরাষ্ট্র (৬) ও চীনে এইগুলি কার্য্যে ব্যবহার করিবার কালে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। চীনে বুদ্ধকে পূজা করিবার জন্য "বুদ্ধের চিহ্নসমূহকে প্রশংসা করা হউক" এই কথাগুলি সমন্বিত বাক্য, সমস্বর বিশিষ্ট দীর্ঘ সুরে ব্যবহার করিতে হয় এবং দশটী কি বিশটী শ্লোক এইরূপে উচ্চারণ করাই বিধি।

(৬) ভারতবর্ষ।

অপিচ, 'হে তথাগত' প্রভৃতি গাথাগুলি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের প্রশংসা-সূচক স্তোত্র।

ইহা সত্য যে, স্বর দীর্ঘ করিলে স্তোত্র বোধগম্য হইবার পক্ষে সুকঠিন হয়। কিন্তু 'সার্দ্ধ শতক বুদ্ধ প্রশংসাগাথা' অথবা "চারিশত গাথা" অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাত্রিতে আবৃত্তি শুনিতে (যখন সমবেত শ্রমণগণ উপবাস দিবসে শান্তভাবে থাকেন) অত্যন্ত মনোরম বোধ হয়। ভারতবর্ষে পূজাকালে গেয় প্রশংসা-সূচক বহুসংখ্যক গাথা প্রথলিত আছে, কারণ প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যেক পূজার্হ ব্যক্তির পদ্যে প্রশংসা করিয়াছেন। পূজনীয় মাতৃচেত এই প্রকার ব্যক্তিই ছিলেন; ইনি নিজ সাহিত্যিক ক্ষমতা ও গুণাবলী দ্বারা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গল্প প্রচলিত আছে। বুদ্ধের জীবিত কালে, বুদ্ধ এক দিবস নিজ শিষ্যগণকে শিক্ষাদানার্থ বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। বনমধ্যস্থ একটী বুলবুল, সুবর্ণ মেরুর ন্যায় রাজসিক শ্রীসম্পন্ন ও সর্ব্বোত্তম চিহ্ন সমন্বিত বুদ্ধকে দেখিয়া, যেন তাঁহারই প্রশংসার্থ, সুমিষ্ট স্বর উচ্চারণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ স্বীয় শিষ্যগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "পক্ষী আমার দর্শনে আহ্লাদ-পরবশ হইয়া অজ্ঞাতসারে সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। এই উত্তম কার্য্যের জন্য,আমার নির্ব্বাণান্তে এই পক্ষী মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মাতৃচেত নাম ধারণ করিয়া যথোচিত ভক্তি সহকারে আমার গুণগান করিবে।" পূর্ব্বজন্মে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অবস্থায় মাতৃচেত সন্ন্যাসী ছিলেন এবং মহেশ্বর-দেবকে পূজা করিতেন। এই সময়ে তিনি দেবতার প্রশংসাসূচক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইলে

তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সাংসারিক মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই বুদ্ধের প্রশংসা ও স্তুতিগান করিতেন, গত পাপের জন্য অনুতাপ করিতেন এবং মহাশিক্ষকের দর্শনলাভ করিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন তজ্জন্য দুঃখিত চিত্তে বুদ্ধের সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতা অনুযায়ী বুদ্ধের প্রশংসাসূচক স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে চারি শত শ্লোক সমন্বিত ও পরে সার্দ্ধ শত শ্লোক সমন্বিত স্তোত্র রচনা করেন। তিনি সাধারণতঃ ষট্‌-পারমিতা সম্বন্ধীয় শ্লোক রচনা এবং পৃথিবী-পূজ্যের সর্ব্বোত্তম গুণাবলীর ব্যাখ্যা করেন। এই সুমিষ্ট গাথাগুলি স্বর্গীয় পুষ্পের সমতুল্য এবং ইহাতে যে মহান্ আদর্শ প্রতিফলিত হয়, তাহা পর্ব্বতের সুউচ্চ চূড়ার ন্যায়। এই জন্য ভারতবর্ষে যাঁহারা স্তোত্র রচনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে "সাহিত্য-জনক" বিবেচনা করিয়া তাঁহারই অনুকরণ করেন। বোধিসত্ত্ব অসংগ ও বসুবন্ধুর (৭) ন্যায় লোকে তাঁহারও যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

• ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রতি শ্রমণকেই, পঞ্চ ও দশশীল (৮)

(৭) অসংগ ও বসুবন্ধু ভ্রাতা ও সমসাময়িক ছিলেন ৪৫০—৫৫০ খৃঃ ইঁহাদের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১২র Indian Antiquaryতে বসুবন্ধুর সময় সম্বন্ধে এক সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

(৮) পঞ্চশীল—জীবহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, সুরাপান এই পঞ্চপাপ হইতে নিবৃত্তি—সাধারণ নিষেধ। অকালভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্তি, গন্ধমাল্য প্রভৃতি ব্যবহার, আরাম শয্যায় শয়ন, সুবর্ণরৌপ্য প্রভৃতি গ্রহণ—এই পঞ্চ ব্যসন হইতে নিবৃত্তি —একুনে দশটী।

আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেই, মাতৃচেতার দুইটী স্তোত্র শিক্ষা দান করা হয়।

মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ই এই প্রথা প্রতিপালন করেন। ইহার ছয়টী কারণ আছে। প্রথম, এই স্তোত্রগুলি আমাদিগকে বুদ্ধের মহৎ ও গভীর গুণ শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, কি করিয়া শ্লোক রচনা করা যায়, তাহা ইহাদ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ইহা দ্বারা ভাষার বিশুদ্ধি হয়। চতুর্থতঃ, এইগুলি গান করিলে বক্ষ প্রসারিত হয়। পঞ্চমতঃ, এইগুলি জনসঙ্ঘে আবৃত্তি করিলে ভয় দূর হয়। ষষ্ঠতঃ, এই গুলি দ্বারা ব্যাধি দূর হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। এইগুলি আবৃত্তি-শিক্ষা হইলে সূত্র শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু, এই সকল মনোরম সাহিত্যিক লেখাগুলি অদ্যাপি চীনে আনীত হয় নাই। অনেকে এই গুলির উপরে টীকা লিখিয়াছেন এবং ইহাদের অনুকরণও স্বল্প নহে। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব জিন এই প্রকার একটী অনুকরণ করিয়াছিলেন। তিনি সার্দ্ধ শত গাথার প্রত্যেক গাথার পূর্ব্বে একটী করিয়া গাথা যোগ করিয়াছিলেন, ফলে সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত গাথা হয়। মৃগদাবের শাক্যদেব নামক একজন প্রখ্যাত শ্রমণ জিনের প্রত্যেক শ্লোকে একটী করিয়া শ্লোক যোগ করেন—সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ সার্দ্ধ চারি শত শ্লোক হয়।

যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক শ্লোক রচনা করেন, তাঁহারাই এইগুলি আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন পদ্যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—এই পত্রকে 'সুহৃল্লেখ' নামে (৯) অভিহিত

(৯) নাগার্জ্জুনের সুপ্রসিদ্ধ পত্র কবিতা। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে আই-সিং ইহার অনুবাদ করেন।

করা হয়—অর্থ "ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট পত্র,"—ইহা তাঁহার পুরাতন দানপতি জেতককে উৎসর্গ করা হইয়াছিল; শতবাহন (১০) নামক এই নরপতি দক্ষিণ ভারতের সুবৃহৎ দেশাধিপতি ছিলেন এই পত্রের সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য এবং সৎপথের জন্য উপদেশ গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ। তাঁহার দয়া কুটুম্বিতা অপেক্ষাও অধিক এবং ঐ পত্রের বহুপ্রকারের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "ত্রিরত্নকে (১১) সম্মান ও বিশ্বাস কর এবং আমাদের মাতাপিতার ভরণ পোষণ কর। আমাদের শীল রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং পাপজনক কার্য্য পরিহার করিবে।"

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত চরিত্র অবগত না হইব, ততক্ষণ কাহারও সংসর্গে থাকিবে না। অর্থ ও সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য দ্রব্য বলিয়া মনে করিব। আমাদের সাংসারিক কার্য্যের সুব্যবস্থা করিব এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিব যে, এই পৃথিবী অনিত্য।" তিনি প্রেতাত্মা ও তির্য্যগ্ যোনি, দেব, মনুষ্য ও নরকের প্রেতের অবস্থাও সম্পূর্ণ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, আমাদের মস্তকের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, উহা নির্ব্বাণ করিতে আমরা সময় নষ্ট করিব না কিন্তু সর্ব্বদাই মোক্ষলাভের উপায় ও দ্বাদশ নিদান (১২) চিন্তা করিব।

যাহাতে আমরা অষ্ট আর্য্যমার্গ সম্যক্রূপে প্রণিধান করিতে

(১০) এই রাজা কে ঠিক অবগত হওয়া যায় না। হিউয়েন-সিয়াং ইঁহাকে দক্ষিণ কোশলের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আই-সিং 'সদবাহন' রাজার উদ্দেশ্যে এই কবিতা লিখিত হয় বলিয়াছেন। তারানাথ উদায়ন বলিয়াছেন। কেহ কেহ ইঁহাকে "শতবাহন" রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(১১) বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

(১২) অষ্টাবিংশ ও শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পারি তজ্জন্য তিনি আমাদের ত্রিপ্রাজ্ঞ (১৩) আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; এবং দ্বিভাবে (১৪) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জন্য চতুরার্য্যসত্য শিক্ষা দিয়াছেন। অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় আমরা শত্রুমিত্রে কোন প্রভেদ করিব না। তাহা হইলে অতঃপর আমরা বুদ্ধ অমিতাভের বলে চিরকাল সুখাবতীতে বাস করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরে নির্ব্বাণ লাভের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থ হইব।

ভারতবর্ষে ছাত্রগণ শিক্ষার প্রারম্ভেই এই শ্লোক সমন্বিতপত্র শিক্ষা করে, কিন্তু অত্যন্ত ভক্তগণ চিরজীবনই ইহা তাঁহাদের শিক্ষার বিশেষ অঙ্গীভূত করেন। চীনে যেরূপ যুবক শ্রমণগণ অবলোকিতেশ্বর-সংক্রান্ত সূত্র ও মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র আবৃত্তি করেন, গৃহস্থ ছাত্রগণ যেরূপ "সহস্র চৈনিক অক্ষর" (১৫) ও 'পিতৃভক্তি' বিষয়ক পুস্তক পাঠ করেন, ভারতবর্ষেও তদ্রূপ উল্লিখিত পুস্তক বিশেষ যত্ন সহকারে পঠিত এবং এই গ্রন্থ আদর্শ সাহিত্য রূপে গণ্য হয়। 'জাতকমালা' নামে এই প্রকার আর একখানি গ্রন্থ আছে। 'জাতক' অর্থাৎ "পূর্ব্বজন্ম" এবং 'মালা' অর্থাৎ "পুষ্পমাল্য"; ভাবটী এই যে বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই একস্থানে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইলে দশ খণ্ডে বিভক্ত হইবে (১৬)। মনোরম ভাষায়, সাধারণ লোক ও

(১৩) শিক্ষা, চিন্তা ও ধ্যান—এই তিনটী প্রাজ্ঞ।

(১৪) মোক্ষ ও দয়া।

(১৫) চীনদেশীয় প্রচলিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক।

(১৬) জাতক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতেছেন।

পাঠকের মনোরঞ্জনকারী জাতকের এই গল্পগুলি সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল। এক সময়ে অত্যধিক সাহিত্য-প্রিয় রাজা শিলাদিত্য (১৭) আদেশ করিয়াছিলেন "কবিতা-প্রিয় ব্যক্তিগণ যেন আগামী কল্য প্রভাতে আমার নিকট তাহাদের কবিতা আনয়ন করে"। এইগুলি সংগৃহীত হইলে পাঁচ শত পুলিন্দা হইয়াছিল এবং পরীক্ষান্তে দৃষ্ট হইল যে তাহাদের অধিকাংশই জাতকমালা। এইজন্য অনুমান করা হয় যে, প্রশংসাসূচক কবিতার জন্য জাতকমালাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। দক্ষিণ সমুদ্রে দশটীর অধিক দ্বীপ আছে, এই স্থানে শ্রমণ ও গৃহস্থগণ জাতক ও উল্লিখিত কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন; কিন্তু প্রথমোক্তটী এখনও চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। নরপতি শিলাদিত্য বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের (১৮) গল্পটী অনুবাদ করিয়াছিলেন; ইনি এক নাগের পরিবর্ত্তে নিজে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই গল্প সুরলয়ে গ্রথিত হইয়াছিল। তিনি নৃত্য ও অভিনয় সহকারে একদল বাদ্যকর দ্বারা ইহা অভিনয় করাইয়া ঐ সময়ে ইহা লোকপ্রিয় করিয়াছিলেন। মহাসত্ত্ব চন্দ্র নামক পূর্ব্ব-ভারতবর্ষের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি রাজকুমার বেস্‌সান্তর (১৯) সম্বন্ধীয় একটী কবিতা-গান রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে সুদান নামে অভিহিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশের সর্ব্বত্রই লোকে গীত ও নৃত্যের সহিত ইহা অভিনয় করে।

(১৭) কনোজরাজ। হিউয়েন-সিয়াং ইঁহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৮) গ্রন্থের নাম নাগানন্দম্।

(১৯) বেস্‌সান্তর জাতক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অশ্বঘোষও কয়েকটী কবিতা ও 'সূত্রালঙ্কার সূত্র' রচনা করিয়াছিলেন। তিনি 'বুদ্ধ চরিত কাব্য'ও (২০) রচনা করিয়াছিলেন। এই সুবৃহৎ পুস্তক অনুবাদিত হইলে দশাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে তথাগত সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব ও রাজপ্রাসাদে বাস হইতে শালবৃক্ষের তোরণ মধ্যে তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জীবনের সকল ঘটনাই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা ভারতবর্ষের পঞ্চপ্রদেশের এবং দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্রই পঠিত ও গীত হয়। তিনি বিভিন্ন অর্থ ও ভাব অল্পকথায় রচনা করিয়াছেন, ইহাতে পাঠকের মনে এরূপ আনন্দ হয় যে পাঠ করিতে কোন ক্লেশ হয় না। অধিকন্তু, সংক্ষিপ্ত ভাবে মহান্ মতগুলি বিবৃত হইয়াছে বলিয়া, ইহা পাঠ করিলে পুণ্যার্জ্জন হয়। আমি আপনাকে 'সার্দ্ধ শত শ্লোকের' স্তোত্র ও নাগার্জ্জুনের পত্র— অনুবাদ করিয়া পাঠাইতেছি। ভরসা করি, যাঁহারা প্রশংসা-সূচক সঙ্গীত ভাল বাসেন, তাঁহারা এই গুলি 'সদাসর্ব্বদা আচরণ ও আবৃত্তি করিবেন।

(২০) এই মহাকাব্য তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

অনুমোদনীয় প্রণাম (১)

প্রণাম সম্বন্ধে স্পষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। হস্ত ও পদ অভিনিবেশ সহকারে নাড়িয়া দিবারাত্রে ছয় বার উপাসনা করিবে; অথবা, শান্ত ভাবে এক কক্ষে থাকিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ, ধূতাঙ্গ (২) আচরণ এবং আত্ম সন্তোষের বিধান করিবে। কেবল ত্রিচীবর পরিধানই কর্ত্তব্য—বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে; সংসারের প্রলোভন হইতে সদাসর্ব্বদা পলায়ন করিয়া মোক্ষের দিকে সকল সময়েই দৃষ্টি রাখিবে। বিভিন্ন প্রকারে সঙ্ঘের নিয়ম ও আচার প্রতিপালন উচিত নহে। কাষায়-পরিহিত ভিক্ষুকের পক্ষে হাট প্রভৃতি স্থানে সাধারণ গৃহস্থকে অভিবাদন করাও বিধেয় নহে। বিনয়—পিটক পরীক্ষা কর—এরূপ প্রথা তাহাতে নিষিদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন "কেবল দুই শ্রেণীর লোককে তোমাদের প্রণাম করা বিধেয়। প্রথম, ত্রিরত্ন; দ্বিতীয়, অধিক বয়স্ক ভিক্ষু। কেহ কেহ লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহার্থ বুদ্ধ-মূর্ত্তি রাজপথে আনয়ন করে এবং এবম্প্রকারে পূজার দ্রব্য ধূলি ও কর্দ্দম দ্বারা অপবিত্র করে। কেহ কেহ অর্থ উপার্জ্জনার্থ শিক্ষাপূর্ব্বক দেহ বঙ্কিম, বদনে ক্ষত, শরীরের সন্ধি কর্ত্তন অথবা চর্ম্ম ছেদন করিয়া থাকে—যেন এই কার্য্যদ্বারা সদুদ্দেশ্য সাধিত হয়! এই সকল প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই। আর এরূপ আচরণ দ্বারা লোককে বিপথগামী করিও না।

(১) আই-সিং ভূমিকায় এই অধ্যায়ের অন্য নাম দিয়াছেন।

(২) পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ভারতবর্ষে শিক্ষার নিয়ম

বুদ্ধের একটী বাণীতে ত্রিসহস্র পৃথিবীর ভাষা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা 'পঞ্চগতির' (১) পথিকগণের সামর্থ্যানুসারে সাতটী সুবন্তপদ ও নয়টী বিভিন্ন পুরুষ ও বচনের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহাতেই মুক্তির উপায় প্রদর্শিত হয়। ইহাতে অনুধাবনার যোগ্য অসংখ্য সূত্র আছে এবং সুরপতি দেবেন্দ্র এই অবক্তব্য ভাবের ধর্ম্মপুস্তক রক্ষা করেন। এই সূত্র কথায় প্রকাশিত হইয়া ভাষান্তরিত (যেমন চৈনিক ভাষায়) হইলে চীনদেশের লোক মূল ধ্বনির অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিবে (২)। বাক্যে ভাব প্রকাশ দ্বারা বিবিধ অবস্থা ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী মানবের বুদ্ধি শক্তির বিকাশ হয়। ইহাতে মানব সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া সত্যের সহিত ঐক্য লাভ করিয়া পূর্ণশান্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

পরমার্থ সত্য, বাক্য বা ভাষার অতীত কিন্তু সংবৃতি-সত্য বাক্য বা কথা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে (৩)।

---

(১) পঞ্চগতি—দেবতা, মনুষ্য, পশু, প্রেতাত্মা ও নরক।

(২) ডাঃ টাকাকসু বলিতেছেন যে এই স্থানের অর্থ দুর্ব্বোধ্য :

(৩) টীকা স্বরূপ আই-সিং লিখিয়াছেন "পরমার্থ সত্য=শ্রেষ্ঠ সত্য এবং সংবৃত্তি সত্য=গুপ্ত বা গৌণ সত্য। প্রাচীন অনুবাদকেরা এই শেষোক্ত কথায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন "সাংসারিক সত্য", কিন্তু ইহাতে মূলের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ পদার্থ তাহার প্রকৃত অবস্থা গুপ্ত রাখে। দৃষ্টান্ত—কুম্ভে প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা আছে কিন্তু লোকে ভ্রান্তধারণা করিয়া ইহাকে কুম্ভই মনে করে। সঙ্গীতের সকল স্বরগুলিই ধ্বনি মাত্র, কিন্তু লোকে ভ্রমবশতঃ ইহাতে সঙ্গীতের আরোপ করে। মানসিক বুদ্ধিশক্তিই কার্য্য

কিন্তু, প্রাচীন অনুবাদকগণ কদাচিৎ আমাদিগকে সংস্কৃত ভাষার নিয়মাবলী জানাইয়াছেন। যাঁহারা সম্প্রতি সূত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল প্রথম সাতটী কারকের কথা বলিয়াছেন। ইহা অজ্ঞতা নিবন্ধন নহে, অনাবশ্যক বোধেই তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। আমি আশা করি যে এক্ষণে সংস্কৃত ব্যাকরণ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিলে অনুবাদকালে যে সকল অসুবিধা ঘটে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই আশায়, পরবর্ত্তী কয়েকটী অনুচ্ছেদে আমি ব্যাকরণের ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটী বিষয় বর্ণনা করিব (৪)।

সংস্কৃতে ব্যাকরণকে শব্দবিদ্যা বলা হয়—ইহা পঞ্চবিদ্যার অন্ত-ভুর্ক্ত (৫) শব্দের অর্থধ্বনি এবং বিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান। ভারতবর্ষে

করে, বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যা বুদ্ধিশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তজ্জন্য বস্তুর নানাবিধ কাল্পনিক রূপের উৎপত্তি হয়; তজ্জন্য কেহই জানিতে পারে না তাহার বুদ্ধিশক্তি কি এবং বিবেচনা করে যে, চিত্তের বাহিরে বস্তুর অস্তিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যেখানে কাহারও সম্মুখে রজ্জু রহিয়াছে সেখানে সে সর্পের অস্তিত্ব দেখিতে পায়। রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিলে, যথার্থ বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পায় না। সত্য বা প্রকৃত অবস্থা এইরূপে আচ্ছন্ন হইলে ভ্রমবশতঃ সংবৃতি অর্থাৎ আচ্ছাদন বলা হয়। চৈনিক ফুসো (সংস্কৃত সংবৃত্তি) কর্ম্মধারয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।"

(৪) টীকাস্বরূপ আই-সিং লিখিয়াছেন "(দক্ষিণে) পুলোকন্দোর দ্বীপে ও (উত্তরে) সুলিদেশে লোকে সংস্কৃত সূত্রের প্রশংসা করে সুতরাং স্বর্গীয় রাজ্য (চীন) ও স্বর্গীয় জ্ঞান রাজ্যের (ভারতবর্ষ) লোকে ভাষায় প্রকৃত নিয়ম কত অধিক শিক্ষা দিবে! ভারতবাসীরা (চীনের) প্রশংসাবাদ করিয়া বলিয়াছে "জ্ঞানী মঞ্জুশ্রী এক্ষণে পিংচোতে আছেন; তজ্জন্য সেখানকার লোক সৌভাগ্য-শালী। সুতরাং এরূপ দেশের সম্মান ও প্রশংসা করা উচিত। ইহাদের বিবরণ এরূপ দীর্ঘ যে সকলাংশ উল্লেখ করা যায় না"।

(৫) পঞ্চবিদ্যা যথা—শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, এবং আধ্যাত্মবিদ্যা।

সাধারণ লৌকিক সাহিত্যের নাম ব্যাকরণ (৬)। এসম্বন্ধে চীন-দেশের ন্যায় এখানেও প্রায় পাঁচটী পুস্তক রহিয়াছে।

১। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সিদ্ধ রচনা

ইহাকে 'সিদ্ধি-রস্তু' বলে (সফলতা হোক) কারণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ এই নামেই অভিহিত হয়।

বর্ণমালায় ৪৯টী অক্ষর আছে, এই গুলির একের সহিত অপরটী সংযুক্ত ও অষ্টভাগে বিন্যস্ত, দশ সহস্রাধিক শব্দাংশ ও তিন শতাধিক শ্লোক আছে। সাধারণতঃ, প্রতি শ্লোকে চারিটী পদ থাকে এবং প্রত্যেক পদে আটটী শব্দাংশ থাকে; প্রতি শ্লোকে দ্বাত্রিংশটী শব্দাংশ থাকে।

অপিচ, দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র শ্লোক আছে; এই স্থানে এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা অসম্ভব।

বালক বালিকাগণ ছয় বৎসর বয়সে এই পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিয়া ছয় মাসে শেষ করে। কথিত আছে যে সর্ব্বপ্রথমে ইহা মহেশ্বরদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২। সূত্র

সূত্রই ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই নাম 'ক্ষুদ্র সূত্র' বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে এবং আবশ্যক তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ অর্থ বুঝায়। ইহা এক সহস্র শ্লোকপূর্ণ এবং প্রাচীনকালে পাণিনী নামক এক সুপণ্ডিত কৃত; কথিত আছে যে, ইনি মহেশ্বরদেব কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ ও সাহায্য পাইয়া-

(৬) হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণগণের পুস্তকের নাম ব্যাকরণ; এইগুলি সংখ্যায় অত্যধিক এবং দশ লক্ষ শ্লোক-সমন্বিত।"

ছিলেন এবং তৎকর্তৃকই তিন চক্ষু বিশিষ্ট হইয়াছিলেন; বর্ত্তমান-কালের ভারতবাসিগণও ইহাই বিশ্বাস করে। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক বালিকাগণ এই সূত্র শিক্ষা আরম্ভ করে এবং আট মাসের মধ্যে ইহা আবৃত্তি করিতে পারে।

৩। ধাতু

এই পুস্তক সহস্র শ্লোক সমন্বিত এবং বিশেষ ভাবে ব্যাকরণের মূল অনুসন্ধান করে। ইহাও উপরি-লিখিত সূত্রের ন্যায় প্রয়োজনীয়।

৪। ত্রিখিল

খিল অর্থাৎ পতিত ভূমি; যে প্রকারে কৃষক শস্যোৎপাদনের জন্য নিজ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, ইহাও সেই প্রকার। এই পুস্তককে ত্রিখিল বলা যাইতে পারে (১) সহস্র শ্লোক সমন্বিত অষ্ট ধাতু (২) তদ্রূপ সংখ্যা সমন্বিত মণ্ড (৩) ঐরূপ সংখ্যা সমন্বিত উনাদি।

১। অষ্ট ধাতু—ইহা সপ্তকারক, দশ লট ও অষ্টাদশ তিংয়ের ব্যাখ্যা করে।

ক। সপ্তকারক—প্রত্যেক বিশেষ্যের সাতটী কারক আছে এবং প্রত্যেক কারকের তিনটী সংখ্যা আছে, যথা এক বচন, দ্বিবচন, বহু বচন; সুতরাং প্রত্যেক বিশেষ্যের এ কবিংশটী আকার রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মনুষ্য' শব্দটী গ্রহণ কর। একটী মনুষ্য 'পুরুষ,' দুইটী 'পুরুষৌ', এবং তিন বা বহু বলিলে 'পুরুষা' বলিতে হয়। এই সকল বিশেষ্যের আকারগুলি লঘু ও ভারী অথবা উন্মুক্ত এবং রুদ্ধ শ্বাস দ্বারা উচ্চারিত হয়। সপ্তম কারক ব্যতীত অষ্টম আর একটী কারক আছে—আমন্ত্রিত। প্রথম কারকে

যেরূপ তিনটী সংখ্যা আছে, অন্যান্য কারকেও সেইরূপ আছে। এইগুলি অসংখ্য বিধায় আর উল্লেখ করা হইল না। বিশেষ্যকে সুবন্ত বলা হয় এবং ইহার চতুর্ব্বিংশটী রূপ আছে।

(খ) দশটী ল—ল সংক্রান্ত দশটী চিহ্ন আছে; ক্রিয়ার ধাতুরূপ কালে, অতীত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করা হয়।

(গ) অষ্টাদশ তিঙ্ন্ত—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের অনুরূপ। এবম্প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার অষ্টাদশটী অনুরূপ আছে—ইহাদিগকে তিঙন্ত বলে।

২। সংযোগ দ্বারা শব্দ 'প্রস্তুত-মণ্ডে' বিবৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংস্কৃতে বহুবিধ নামের মধ্যে একটী নাম বৃক্ষ। এবম্প্রকারে সূত্রানুসারে শব্দাংশ যোগ করিয়া একটী দ্রব্য হয়; সূত্রে কুড়ির অধিক শ্লোক রহিয়াছে।

৩। উনাদি—ইহা পূর্ব্বোক্তেরই ন্যায়; ব্যতিক্রম এই যে একটীতে যাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হয় তাহা অন্যটীতে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়।

দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকগণ ত্রিখিল শিক্ষা আরম্ভ করে এবং তিন বৎসর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বোধগম্য করে।

৫। বৃত্তি-সূত্র

ইহা পূর্ব্ব কথিত পাণিনীর টীকা। পুরাকালে অনেকগুলি টীকা লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ।

ইহা সূত্র উল্লেখ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং ইহা অষ্টাদশ শ্লোক সমন্বিত। ইহা পৃথিবীর

সকল নিয়ম এবং দেবতা ও মনুষ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করে। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে শিক্ষার্থীগণ এই টীকা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে এবং পাঁচ বৎসরে ইহা আয়ত্ত করিতে পারে।

চীন দেশবাসীগণ ভারতবর্ষে শিক্ষার্থ গমন করিলে, সর্ব্ব প্রথমে তাহাদিগকে এই ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া পরে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়া অবশেষে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে হয়; অন্যথা তাহাদের শ্রম পণ্ড হইবে। এই সকল পুস্তকই মুখস্থ করিতে হইবে। কিন্তু, এ ব্যবস্থা কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু অন্যান্যের পক্ষে বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহারা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত না করিয়া দিবারাত্র অধ্যয়ন করিবে। গভীর অধ্যয়নের জন্য যে কন্‌ফিউসিয়াসের ইকিংয়ের চর্ম্ম নির্ম্মিত বাঁধাই (৭) তিনবার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও এইরূপ হইতে হইবে; অথবা স্থই-সির (যিনি এক এক খানি পুস্তক শতবার পাঠ করিতেন) ন্যায় হইতে হইবে। যণ্ডের সহস্র সহস্র কেশ গণনা করিতে পারা যায় কিন্তু 'ইউনিকর্ণের' কেবল একটী শৃঙ্গ। উল্লিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়নের পরিশ্রম বা পুণ্য মিং-কিংয়ের ন্যায় পদমর্য্যানুযায়ী হওয়ার সমান।

এই বৃত্তসূত্র গয়াদিত্য পণ্ডিত (৮) কৃত। তিনি সুদক্ষ ব্যক্তি-ছিলেন; তাঁহার সাহিত্যিক ক্ষমতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই তিনি বুঝিতে সমর্থ হইতেন; তাঁহার

(৭) চীনের প্রথম ঐতিহাসিক স্থমাচীন বলিয়াছেন যে "ভবিষ্যৎ কথন" সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠকালে কনফুইসিয়াসের পুস্তকের মলাট তিনবার ক্ষয় পাইয়াছিল। ইউনিবার্ণ-কল্পিত জন্তু।

(৮) "কাশিকাবৃত্তি"র অন্যতম লেখক। গয়াদিত্য ৬৬১—৬৬২ সালে দেহত্যাগ করেন।

দুইবার শুনিবার আবশ্যক হইত না। তিনি ত্রিরত্নকে সম্মান করিতেন এবং সর্ব্বদাই পুণ্যার্জ্জন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই টীকা অধ্যায়নান্তর, ছাত্রগণ গদ্য ও পদ্যে রচনা করিতে শিক্ষারম্ভ এবং হেতুবিদ্যা ও অভিধর্ম্মকোষে মনোনিবেশ করে। "ন্যায় দ্বারা তর্কশাস্ত্র" (৯) শিক্ষাকালে তাহারা অনুমান আনয়ন ও জাতকমালা শিক্ষাকালে তাহাদের ধীশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারে শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা মধ্য-ভারতবর্ষের নালন্দায় বা পশ্চিম-ভারতবর্ষের বল্লভিতে দুই কি তিন বৎসর অতিবাহিত করে। এই দুইটী স্থান চীনের চিন্-মা, সি-চু, লাং-মে এবং চুলি-র ন্যায়(১০) এবং এই স্থানদ্বয়ে বহু প্রবীণ এবং সুদক্ষ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া সকল প্রকার তত্ত্বালোচনা করেন এবং সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তাঁহাদের মতের বিশেষত্বে অসন্দিগ্ধ হইয়া দেশ বিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের বিদ্যার প্রখরত্ব পরীক্ষার্থ তাঁহারা রাজদরবারে গমন করেন করেন; তথায় তাঁহারা নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কার্য্যকরী শাসনতন্ত্রে নিযুক্ত হইবার অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তর্ক স্থানে উপস্থিত থাকা কালীন তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া (১১) নিজেদের অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দানে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

বিধর্ম্মিগণের মত খণ্ডনকালে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্বাধীন-

(৯) নাগার্জ্জুন লিখিত—আই-সিং ইহা চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

(১০) চীনের অধ্যয়নের স্থান ভুইয়।

(১১) টীকাকার কাশ্যপ লিখিয়াছেন যে তর্কে পরাজিত হইলে আসনত্যাগ করিতে হয় এবং জেতা সেই আসন অধিকার করেন।

ভাবে মনের কথা বলিতে অপারগ হইয়া নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে। তখন তাঁহাদের খ্যাতিতে ভারতবর্ষের পঞ্চপর্ব্বত কম্পিত হইতে থাকে এবং তাঁহাদের সুযশ সীমান্তের বহির্দ্দেশে গমন করে। তাঁহারা ভূমি দান পাইয়া থাকেন এবং উচ্চপদে আরূঢ় হন; তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত নাম পুরস্কার স্বরূপে তাঁহাদের সুউচ্চ দ্বার-দেশের উর্দ্ধে শ্বেতাক্ষরে লিখিত হয়। অতঃপর, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন।

৬। কূর্ণি (১২)

চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক সমন্বিত বৃত্তিসূত্রের কূর্ণি নাম্নী টীকা আছে। ইহা সুপণ্ডিত পতঞ্জলি কর্ত্তৃক লিখিত। ইহাতেও দুর্ব্বোধ স্থানগুলি ব্যাখ্যা-কালে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ মতগুলি বিশ্লেষণ ও অনেক স্থান সুবোধ্য করিয়া পরবর্ত্তী টীকা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উন্নত ছাত্রগণ ইহা তিন বৎসরে শিক্ষা করে। চীনের চুন-চু এবং ই-কিং শিক্ষার ন্যায় ইহাতেও সমপরিমাণ পরিশ্রমের আবশ্যক হয় ও তদ্রূপই খ্যাতি লাভ হয়।

৭। ভর্ত্তৃহরি-শাস্ত্র

তৎপরে ভর্ত্তৃহরি-শাস্ত্র। ইহা পূর্ব্বোক্ত কূর্ণির টীকা এবং ইহা মহাপণ্ডিত ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক লিখিত। ইহা পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোক সমন্বিত এবং জীবন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা-করা ব্যতীত অনেক বংশের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বিদ্যামাত্রের বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন

(১২) পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'।

এবং সুকৌশলে হেতু ও উদাহরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশেই এই শিক্ষক সুবিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার গুণ সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। তিনি রত্নত্রয়ে গভীর আস্থাবান ছিলেন এবং দ্বৈত শূন্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় যত্নপূর্ব্বক অভিনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন কিন্তু সাংসারিক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এবম্প্রকারে তিনি সাতবার সন্ন্যাস গ্রহণ ও সাতবার সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হেতু ও ফলে সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে তাঁহার ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে কর্ম্ম করা যায় না। তিনি আত্মগ্লানিপূর্ণ নিম্নোক্ত বাক্য কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

"মায়ায় প্রলুব্ধ হইয়া আমি গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। আবার ঐহিক মায়া হইতে মুক্ত হইয়া আমি পুনর্ব্বার কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলাম।

এই দুইটী শক্তি কি প্রকারে আমাকে বালকের ন্যায় উত্তেজিত করে?"

তিনি ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। এক সময়ে বিহারে শ্রমণের ন্যায় থাকা কালে তিনি সাংসারিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গৃহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়চিত্তে একটী ছাত্রকে বিহারের বহির্দ্দেশে শকট আনিতে আদেশ করেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর প্রদান করেন "এস্থানে লোকে পুণ্যার্জ্জন করে এবং যাহারা শীলরক্ষা করে, এই স্থান তাহাদের জন্যই নির্ম্মিত। আমার অন্তঃকরণে রিপুর প্রাধান্য রহিয়াছে এবং আমি এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে অসমর্থ।

আমার ন্যায় ব্যক্তির, চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত শ্রমণগণের সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার নাই।"

তৎপরে তিনি উপাসক শ্রেণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিহারে বাস করিয়া সত্যধর্ম্মের বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল (১৩)।

৮। বাক্য

এতদ্ব্যতীত বাক্যপদিয় আছে। ইহাতে সাতশত শ্লোক আছে। এবং ইহার টীকায় সপ্ত সহস্র শ্লোক। ইহাও ভর্ত্তৃহরি প্রণীত—পবিত্র শিক্ষা ও আরোহ পদ্ধতির তর্কের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান-সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

৯। বেদ (১৪)

তৎপরে বেঁদ। ইহাতে তিন সহস্র শ্লোক ইহার টীকায় চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোক আছে। শ্লোকাংশ ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল; টীকা শাস্ত্র-শিক্ষক ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া কথিত আছে। এই পুস্তক স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের গভীর গুহ্য বিষয় ও মানব প্রকৃতির সার সৌন্দর্য্য সংক্রান্ত দর্শনের বিষয় আলোচনা করে। কোন ব্যক্তি এই পুস্তক অধ্যয়ন করিলে, তাঁহার ব্যাকরণ পাঠ শেষ হয় এবং চীন দেশীয় যিনি শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন তাঁহার সহিত তুলনা করা

(১৩) ৬৫১।৬৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(১৪) চৈনিক "Pei-na"—এই পুস্তকখানি কি তাহা ডাঃ টাকাকসু স্থির করিতে পারেন নাই।

যাইতে পারে। উল্লিখিত সকল পুস্তকগুলিই শ্রমণ ও গৃহস্থ উভয়েই পাঠ করেন; অন্যথা তাঁহারা বহুশ্রুতের সুযশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন না।

অধিকন্তু, শ্রমণগণ সকল বিনয় পুস্তক এবং সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সমতলক্ষেত্রে মৃগ যেরূপ দূরীভূত হয় তাঁহারা বিধর্ম্মী-দিগকেও সেইরূপে পরাস্ত করেন; উষ্ণ জল যেরূপ তুষার বিনষ্ট করে, তাঁহারাও সেইরূপ তর্কের প্রশ্ন সমাধান করেন। এবম্প্রকারে তাঁহারা সমগ্র জম্বুদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেব ও মনুষ্যের সম্মানভোগী হইয়া থাকেন এবং বুদ্ধের সেবা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সকল লোককে নির্ব্বাণাভিমুখে লইয়া যান। প্রতি যুগে এরূপ একজন কি দুইজন আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতে হয় অথবা দৈত্য এবং হস্তীর ন্যায় গণ্য করিতে হয়। প্রাচীন যুগের নাগার্জ্জুন, দেব ও অশ্বঘোষ, মধ্য-যুগের বসুবন্ধু, অসংগ, সঙ্ঘভদ্র, ভববিবেক ও পরবর্ত্তীকালের জিন, ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শীলভদ্র, সিংহচন্দ্র, স্থিরমতি, গুণমতি, প্রজ্ঞাগুপ্ত, গুণপ্রভা, জিনপ্রভা এইরূপ ছিলেন।

এই সকল প্রবীণ শিক্ষকগণের উল্লিখিত কোন গুণেরই অভাব ছিল না। ইঁহারা লোভশূন্য হইয়া ও সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া অতুলনীয়ভাবে জীবনাতিপাত করিতেন। বিধর্ম্মী বা অন্য কাহারও মধ্যে এরূপ লোক কদাচিৎ দৃষ্ট হয় (১৫)।

ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়শাস্ত্রে আরও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; গুণ-প্রভা দ্বিতীয়বার বিনয়পিটক অধ্যয়ন সকলের আদৃত করিয়াছিলেন;

---

(১৫) আই-সিং টীকাস্বরূপ লিখিয়াছেন যে ইঁহাদের জীবনী জিনপ্রভ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

গুণমতি ধ্যানশাস্ত্রে অভিনিবেশ করিয়া এবং প্রজ্ঞাগুরু বিরুদ্ধবাদী-মত খণ্ডন করিয়া সত্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যেরূপ অমূল্য মণি সমূহ বিশাল ও সুগভীর সমুদ্রে (যথায় কেবল তিমিই বাস করিতে পারে) নিজ নিজ সুন্দর বর্ণ প্রকাশ করে এবং যেরূপ সুউচ্চ গন্ধমাদন পর্ব্বতে ওষধিগণ গুণ প্রকাশ করে, সেইরূপ সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সকল প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়। যে বিষয়েই হোক, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন। তবে তাঁহাদের চতুর্দ্দশ পদের কি আবশ্যকতা ছিল? এরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া দুইখানি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইতেন। সুতরাং একশত বার কোন পুস্তক অধ্যয়নের কি আবশ্যকতা ছিল (১৬)?

ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কোন স্থানে একত্র হইলে তাঁহারা অপর তিন জাতির সহিত মিশ্রিত হন না এবং তাঁহাদের সহিত সঙ্কর জাতির সংস্পর্শ আরও কম। তাঁহারা প্রায় লক্ষ শ্লোক সমন্বিত চারি বেদের সম্মান করেন; ইতঃপূর্ব্বে বেদ চীন ভাষায় 'উই-টো' বলিয়া লিখিত হইত; ইহা ভুল, বেদ অর্থাৎ—জ্ঞান। মুখে মুখে এই বেদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—কদাপি ইহা কাগজে বা পত্রে লিখিত হয় নাই। প্রতি পুরুষেই এমন বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণ থাকেন, যাঁহারা এই লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতে

(১৬) টীকাস্বরূপ আই-সিং লিখিয়াছেন "একজন বিধর্ম্মী ছয় শত শ্লোকে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া ধর্ম্মপালের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মপাল একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।" হিউয়েন-সিয়াং এই ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

পারেন। ভারতবর্ষে জ্ঞান লাভের পরম্পরাগত দুই প্রকার প্রথা রহিয়াছে। প্রথম, পুনঃ পুনঃ কণ্ঠস্থ করিয়া, জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়তঃ, বর্ণমালা পাঠকের কল্পনা স্থির করে। এবম্প্রকারে দশ দিবস কি একমাস অভ্যাসে ছাত্রের কল্পনা উৎসের ন্যায় উদ্ধে উঠিতে থাকে এবং ছাত্র একবার যাহা শ্রবণ করে তাহাই কণ্ঠস্থ করিতে পারে। ইহা অলৌকিক ঘটনা নহে, আমি স্বচক্ষে এরূপ লোক দেখিয়াছি।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষে চন্দ্র নামে একজন মহাসত্ত্ব বাস করিতেন; বোধিসত্ত্বের ন্যায় ইনি মহৎ গুণাবলীভূষিত ছিলেন। আমি যখন ঐ দেশে গমন করি, তখন ইনি জীবিত ছিলেন। এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রলোভন এবং বিষ এই দুইটীর কোন্টী অধিকতর হানিকর?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট প্রভেদ আছে; বিষ পান করিলে অমঙ্গল হয়, কিন্তু অপরটী চিন্তা করিলেই বিচারশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

কাশ্যপ-মাতঙ্গ এবং ধর্ম্মরক্ষ (১৭) পূর্ব্বদিকের রাজধানী লো-তে সুসমাচার প্রচার করিতেন; পরমার্থের (১৮) সুযশ দক্ষিণ-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পূজনীয় কুমারজীব (১৯) বৈদেশিক রাজ্যে ধর্ম্মের আদর্শ হইয়াছিলেন। পরে, হিউয়েন-সিয়াং স্বদেশে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে শিক্ষকেরা

(১৭) ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথমে এই দুই জন বৌদ্ধ শ্রমণ চীনদেশে গমন করেন। ইঁহারা ৬৭ খৃষ্টাব্দে চীনে গমন করিয়াছিলেন।

(১৮) পরমার্থ ৫৪৮ খৃষ্টাব্দে চীনে গমন করিয়াছিলেন।

(১৯) কুমারজীব আন্দাজ ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীনে গমন করেন।



নালন্দায় প্রাপ্ত
বজ্রবরাহী-মূর্তি

অতীতে ও বর্ত্তমান কালে বুদ্ধ-সূর্য্যের কিরণ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

যাঁহারা সত্ত্বা ও অসত্ত্বা শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, ত্রিপিটকই তাঁহাদের আচার্য্য হইবে, যাঁহারা ধ্যান ও প্রজ্ঞা আচার করিতে অভিলাষী, বোধাঙ্গই (২০) তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে।

পশ্চিমাঞ্চলে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত আচার্য্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—মগধের তিলঢ়া (২১) বিহারের জ্ঞানচন্দ্র; নালন্দা বিহারস্থ রত্নসিংহ; পূর্ব্ব ভারতবর্ষের দিবাকর মিত্র; দক্ষিণ জনপদে তথাগতগর্ভ। দক্ষিণ সমুদ্রের শ্রীভোজে শাক্যকীর্ত্তি বাস করেন; ইনি শিক্ষার্থ ভারতবর্ষের পঞ্চ প্রদেশের সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে সুমাত্রার অন্তর্গত শ্রীভোজে বাস করিতেছেন।

এই সকল শিক্ষকই প্রাচীন শিক্ষকগণের ন্যায় তাঁহাদের গৌরবান্বিত জীবনের জন্য সুবিখ্যাত এবং ঋষিগণের প্রদর্শিত পথাবলম্বনের জন্য ব্যগ্র। হেতুবিদ্যার তর্কবোধে সমর্থ হইলে, তাঁহারা জিনের ন্যায় হইবার আশা করেন; যোগাচার্য্যের মত-বাদ পাঠকালে তাঁহারা অসঙ্গের মতানুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া থাকেন।

অসত্ত্বা সম্বন্ধে বিচারকালে তাঁহারা সুকৌশলে নাগার্জ্জুনের অনুকরণ করেন; সত্ত্বা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সঙ্ঘভদ্রের শিক্ষা পর্য্যালোচনা করেন। আমি, আই-সিং এই আচার্য্যগণের সহিত কথোপকথন কালে, তাঁহাদেরই শ্রীমুখাৎ বহুবিধ অমূল্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

---

(২০) ৩০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২১) নালন্দা হইতে দুই যোজন দূরবর্ত্তী বলিয়া হিউয়েন-সিয়াং বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিহার মহকুমায় অবস্থিত তিলোঢ়া গ্রাম।

আমার যে সকল শিক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহাদের প্রমুখাৎ সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিয়াছি এবং যে সকল পুরাতন টিপ্পনী লইয়াছিলাম সেইগুলির সহিত নূতন টিপ্পনী তুলনা করিয়া আমার স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করি।

পরম্পরাগত শিক্ষা গ্রহণই আমার অভিলাষ এবং আমি (প্রাতে) ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছি, ইহাতেই আমার সন্তুষ্টি এবং ধূলির ন্যায় প্রবহমান সহস্র সন্দেহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইলে, আমি সন্ধ্যাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে দুঃখিত হইব না।

গৃধ্রকূটে পরিত্যক্ত কয়েকটী রত্নের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; আমি নাগনদীতে রক্ষিত কয়েকটী অত্যুত্তম রত্ন পাইয়াছি। ত্রিরত্নের অদৃশ্য সাহায্যে রাজকীয় অনুগ্রহে আমি অবশেষে পূর্ব্ব দিকে গতি ফিরাইয়া এবং তাম্রলিপ্তি হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীভোজে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

এইস্থানে আমি চারি বৎসর বাস করিতেছি এবং নানাপ্রকারে আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছি সুতরাং স্বদেশ প্রত্যাগমনের কথা এখনও স্থির করি নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

কেশসম্বন্ধীয় নিয়ম (১)

ভারতবর্ষে পঞ্চপ্রদেশের কুত্রাপি অমুণ্ডিতমস্তক-বিশিষ্ট কেহই উপসম্পদা গ্রহণ করিতে পারে না; বিনয়েও ইহার অন্যথা করিবার কোন পূর্ব্বনিদর্শন নাই; এরূপ প্রথার অন্যায়াচরণ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। শ্রমণ গৃহস্থের ন্যায় একই আচার অনুষ্ঠান করিলে তিনি দোষমুক্ত হইতে পারেন না। কেহ নিয়ম প্রতিপালনে অশক্ত হইলে, ঐগুলি আচরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

সুতরাং কেহ যতিব্রত গ্রহণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, তিনি যেন মুণ্ডিত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান ও চিত্তশুদ্ধ করিয়া মোক্ষলাভই লক্ষ্য করিবেন। তিনি নিঃসংশয়ে পঞ্চ ও দশশীল প্রতিপালন করিবেন। যিনি স্থিরচিত্তে সকল শীল প্রতিপালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবেন, তিনি সেইগুলি বিনয়-পিটকানুমোদিত উপায়ে প্রতিপালন করিবেন

যোগাচার্য্যশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তাঁহার অসঙ্গের অষ্টশাস্ত্র (২) অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

(১) আই-সিং ভূমিকায় "On the propriety of long hair" (দীর্ঘ কেশ রাখিবার ঔচিত্য) বলিয়াছেন।

(২) পাদটীকাস্বরূপ আই-সিং লিখিয়াছেন "আটটী শাস্ত্র যথা:—

(ক) বিদ্যামাত্র—বিংশতি-শাস্ত্র অথবা বিদ্যামাত্র সিদ্ধি (খ) বিদ্যামাত্র সিদ্ধি-ত্রিদশ-শাস্ত্রকারিকা (গ) মহাযান সংপরিগ্রহ—শাস্ত্রমূল (ঘ) অভিধর্ম্মশাস্ত্র (ঙ) মধ্যান্তবিভাগ-শাস্ত্র (চ) নিদান শাস্ত্র (ছ) সূত্রালঙ্কার-টীকা (জ) কর্ম্মসিদ্ধি শাস্ত্র।" যদিও বসুবন্ধু প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ উল্লিখিত শাস্ত্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথাপি যোগশাস্ত্রের সফলতা অসঙ্গ দ্বারা হইয়াছে বলিয়া বসুবন্ধুর পুস্তকগুলি অসঙ্গের পুস্তকের মধ্যেই পরিগণিত করা হয়।

[হেতুবিদ্যায় পারদর্শিতালাভে ইচ্ছুক হইলে জিন প্রণীত অষ্টশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য (৩)।].

অভিধর্ম্ম পাঠকালে, তাঁহার ষট্‌পদ (৪) সম্যক্‌রূপে পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং আগম (৫) পাঠকালে তিনি যেন চতুর্ণিকায় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করেন। এই সমুদয় আয়ত্ত হইলে, শ্রমণ বিধর্ম্মী ও তার্কিকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি এরূপ উৎসাহের সহিত অপরকে শিক্ষা দিবেন যে, তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করিবেন না। তিনি অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। অষ্টমার্গদ্বারা চিত্তকে সান্ত্বনা প্রদান, চতুর্ধ্যানে মনোনিবেশ এবং স্কন্ধ (৬) সম্বন্ধীয় নিয়ম যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবেন।

যাঁহারা এবম্প্রকারে জীবনাতিপাত করিবেন, তাঁহারাই উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত। গৃহে থাকা আবশ্যক বলিয়া কেহ কেহ উল্লিখিত

(৩) আই-সিং পাদটীকায় বলিয়াছেন "এইগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) পৃথিবীর ধ্যান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র (খ) সর্ব্বলক্ষণ ধ্যানশাস্ত্র (গ) বস্তুর ধ্যান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র (ঘ) হেতুদ্বার বিষয়ক শাস্ত্র (ঙ) কার্য্যকারণসূত্র শাস্ত্র (চ) ন্যায়দ্বার শাস্ত্র (ছ) প্রজ্ঞাপ্তিহেতু সংগ্রহ (জ) অনুমান শাস্ত্র।"

(৪) সর্ব্বাস্তিবাদভুক্ত বিভিন্ন পুস্তক।

(৫) আগম—ত্রিপিটকের বিভাগ—দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সমুক্তাগম ও একোত্তরাগম।

(৬) বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের জীবন সঙ্গঠিত, তাহাদের নাম স্কন্ধ ; এই স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এইগুলি ন্যূনাধিক মাত্রায় সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। সেই পাঁচটি এই—বিষয়প্রপঞ্চ-রূপ ; বিষয়জ্ঞানপ্রপঞ্চ-বেদনা ; সংজ্ঞাপ্রপঞ্চ-নাম ; সংস্কারপ্রপঞ্চ-বাসনা ; বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ। কিন্তু এইস্থলে আই-সিং পারাজিক, সঙ্ঘাদিদেশন, ইত্যাদি দোষের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্তের জন্য প্রাতিমোক্ষ সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ভাবে জীবনাতিপাত করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা গৃহধর্ম্মে বিশেষ আসক্ত নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণতার সহিত জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক মায়া কাটাইতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তাঁহারা উপযুক্ত পাত্রকে স্বতঃই তাহা প্রদান করেন।

ইঁহারা লজ্জানিবারণার্থ সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তাঁহারা যথাযথভাবে অষ্টশীল (৭) প্রতিপালন করেন এবং সারা-জীবন অবহিতচিত্তে অতিবাহিত করেন।

তাঁহারা ত্রিরত্নের প্রতি আস্থা স্থাপন ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং নির্ব্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

উচ্চশ্রেণীর পরেই এই ব্যক্তিগণ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

কেহ কেহ সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করেন। তাঁহারা পূজনীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং নিম্নস্থ সকলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন।

তাঁহারা পঞ্চশীল রক্ষা এবং চারি দিবস উপবাস করেন (৮)।

এই সকল দিবসে অষ্টশীল গ্রহণ করা আবশ্যক এবং এই আচারকে "পবিত্র আচার" বলা হয়। অন্য সাতটী শীল গ্রহণ

(৭) আই-সিং নিম্নোক্ত পাদটীকা দিয়াছেন :—

(১) "জীবহত্যা, (২) চুরি, (৩) ব্যভিচার, (৪) মিথ্যা কথন, (৫) মদ্যপান, (৬) সঙ্গীত উপভোগ, মাল্য পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার, (৭) উচ্চ ও প্রশস্ত পর্য্যঙ্ক ব্যবহার এবং (৮) নিষিদ্ধ সময়ে আহার গ্রহণ এই আটটী হইতে বিরত থাকা।"

(৮) পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে :—

(ক) কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম ও চতুর্দ্দশ দিবস (অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী) অথবা দশম ও পঞ্চদশ। (খ) শুক্লপক্ষের অষ্টম ও পঞ্চদশ দিবস (অষ্টমী ও পূর্ণিমা)।

না করিয়া কেবল অষ্টমটী গ্রহণ করিলে অত্যন্ত অল্প পুণ্যার্জ্জন হয়। অষ্টমশীলের উদ্দেশ্যই হইতেছে যাহাতে অন্য সাতটীর ব্যতিক্রম না হয়— উদরে বৃথা ক্ষুধা রাখার জন্য নহে।

ইঁহারা সহানুভূতির সহিত অপরের সহিত ব্যবহার করেন এবং যত্নপূর্ব্বক নিজেকে সংযত রাখেন। তাঁহারা কোন দোষশূন্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন এবং রাজকর প্রদান করেন। ইঁহারাও সাধু মনুষ্যনামে পরিগণিত হইয়া থাকেন (৯)।

সারা বৎসরে বহুকোটী জীবহত্যা হয়। দোষশূন্য মনে করিলেও, এরূপ আচরণ দীর্ঘকাল করিলে, ভবিষ্যৎ জন্মে নানা-প্রকারে শাস্তি পাইতে হইবে। যিনি এরূপ আচরণ না করেন, তিনি 'দোষশূন্য' জীবনাতিপাত করেন।

কিন্তু, কতকগুলি পাপী লোক আছে যাহারা লক্ষ্যশূন্য, ত্রিরত্নকে জানে না এবং জীবনের কোন সময়েই একটী শীলও আচরণ করে না; এই প্রকার লোকে জানে না যে, নির্ব্বাণই চরম শান্তি আনয়ন করে, সুতরাং তাহারা কি প্রকারে জানিবে যে জন্ম মৃত্যু চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইবে?

এইরূপ অজ্ঞানতার জন্য তাহারা ক্রমান্বয়ে পাপ করে। এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীভুক্ত।

(৯) পাদটীকা :—
"জীবহত্যা হয় না বলিয়া বাণিজ্যকে সাধু ব্যবসায় বলা হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কৃষকগণ অপেক্ষা বণিক্‌গণকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইহার কারণ এই যে, কৃষিকার্য্যে অনেক কীটহত্যা হয়। গুটীপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত ও পশুহত্যায় বিশেষ ক্লেশের কারণ হইতে হয়।"

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দেহান্তে কার্য্যাদির ব্যবস্থা (১)

মৃত ভিক্ষুর দ্রব্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিনয়ে বিস্তারিত বর্ণন আছে—আমি এই স্থানে সংক্ষেপে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, মৃত ভিক্ষুর ঋণ আছে কিনা, তিনি কোন উইল রাখিয়াছেন কিনা এবং পীড়াকালে কেহ তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিল কিনা, এই সকল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহা থাকিলে, সম্পত্তি আইনানুসারে ভাগ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি ন্যায্যমত বিভাগ করিতে হইবে।

নিম্নে উদান (ত্রিপিটকের অংশ) হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'ভূমি, গৃহ, বিপণি, শয্যা,
তাম্র, লৌহ, বস্ত্র, ক্ষুর, পাত্র,
বসন, দণ্ড, পশু, পানীয়, খাদ্য,
ঔষধ, পর্য্যঙ্ক, সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি
তিন জাতীয় মূল্যবান্ দ্রব্য নির্ম্মিত বা
অনির্ম্মিত হোক্, এইগুলি দ্রব্যাদি অনুসারে
বিভক্তব্য বা অবিভক্তব্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে।
পৃথিবীপূজ্য বুদ্ধ এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।'

নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা যাইতেছে—

ভূমি, গৃহ, বিপণি, শয্যা পশমের আসন এবং লৌহ ও তাম্র

(১) ভূমিকার অধ্যায় বিভাগে আই-সিং যৎসামান্য ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

পাত্রাদি বিতরণীয় নহে। তথাপি শেষোক্তগুলির মধ্যে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ লৌহপাত্র, ক্ষুদ্র তাম্রপাত্র, দরজার চাবী, সূচী, ভমরী, ক্ষুর, ছুরি, লৌহের হাতা, অঙ্গারপাত্র, কুঠার, বাটালী প্রভৃতি ও তাহাদের থলি; মৃৎপাত্র যথা বাটী, জল-পানার্থ ও পরিস্কৃত করিবার জন্য কুণ্ডী, তৈলপাত্র ও জলপাত্র বিতরণ করা যাইতে পারে; অন্যগুলি নহে। বংশ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, চর্ম্ম-শয্যা, ক্ষৌর কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্য; পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্য; মদ্য, খাদ্য; শস্য; ভূমি ও গৃহ—এইগুলি চারিদিক হইতে সমাগত শ্রমণগণের সম্পত্তি হইবে। এইগুলির মধ্যে, যেগুলি হস্তান্তর যোগ্য, সেগুলি সঙ্ঘের ব্যবহারার্থ কোষজাত করিতে হইবে। ভূমি, গৃহ, গ্রাম্য-বাটীকা, গৃহ—স্থানান্তরের অযোগ্য এই সকল দ্রব্যও সঙ্ঘভুক্ত হইবে। পরিচ্ছদ বা পরিধানোপযোগী কোন দ্রব্য (যথা অঙ্গাবরণ, অবগাহনবস্ত্র, বর্ষানিবারক আবরণ, চর্ম্মপাদুকা অথবা কাষ্ঠপাদুকা) থাকিলে সেই স্থানে সমাগত শ্রমণমণ্ডলী মধ্যে বিতরিত হইবে। দুই আস্তীন বিশিষ্ট পরিচ্ছদ বিভক্ত হইতে পারে না, কিন্তু, শুভ্র পরিচ্ছদ (যাহা ভাঁজ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে) ইচ্ছানুসারে বিভক্ত হইতে পারে।

দীর্ঘদণ্ডসমূহ জাম্বুনদবর্ণীয় (২) বুদ্ধের সম্মুখে ধ্বজাস্তম্ভরূপে

(২) পাদটীকায় আই-সিং লিখিয়াছেন—

"জাম্বুনদবর্ণ" মূর্ত্তির কারণ বিনয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধ যখন শিষ্যগণের সঙ্গে ছিলেন না তখন সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন না; এই ঘটনায় ধনী অনাথ পিণ্ডদ বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন "আমি সঙ্ঘের সম্মুখে আপনার একটী জাম্বুনদ বর্ণীয় (সুবর্ণ বর্ণীয়) মূর্ত্তি স্থাপন করিতে চাই।" লোকজ্যেষ্ঠ এই মূর্ত্তি গঠন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

ব্যবহৃত হইবে। সরুগুলি ভিক্ষুগণের ধাতুনির্ম্মিত দণ্ডের জন্য ব্যবহারার্থ প্রদত্ত হইবে।

ধাতু নির্ম্মিত দণ্ডকে সংস্কৃতে 'খথ্‌খর' (৩) বলে—ভ্রমণ কালে এই দণ্ডের শব্দের জন্য ইহার এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন অনুবাদক ইহাকে ঐরূপে অনুবাদ করিয়াছেন; আপনার ইচ্ছা হইলে ইহাকে ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড বলিতে পারেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে দণ্ডের উর্দ্ধদেশে লৌহের একটী বৃত্ত রহিয়াছে; ইহার ব্যাস দুই কি তিন ইঞ্চি এবং ইহার মধ্যদেশে চারি কি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ধাতুনির্ম্মিত নলের ন্যায় স্থূল থাকে। এই দণ্ডটী মসৃণ বা কর্কশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং ইহা মনুষ্যের পাদদেশ হইতে ভ্রূপর্য্যন্ত দৈর্ঘের ন্যায় লম্বা। উর্দ্ধদেশের বৃত্ত হইতে দুই ইঞ্চি নিম্নে একটী লৌহ শৃঙ্খল বদ্ধ থাকে; ইহার আংঠাগুলি গোলাকার বা বৃত্তাভাষের ন্যায় এবং একটী তার বক্র করিয়া ও অন্য একটী আংঠার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মিত হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট হইতে পারে আংঠাগুলি এইরূপ বড়। উর্দ্ধের বৃত্ত-মধ্য দিয়া এইরূপ ছয়টী কি আটটী শৃঙ্খল বন্ধন করা হয়। এই শৃঙ্খলগুলি লৌহ বা তাম্র নির্ম্মিত। গ্রামে ভিক্ষা করিবার সময় গো বা কুক্কুরকে দূরে রাখিবার জন্য এই গুলি ব্যবহৃত হয়। নিজের হস্ত অবশ করিবার জন্য ইহা বহন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। অধিকন্তু, কেহ কেহ দণ্ডটী লৌহ নির্ম্মিত করিয়া উহার উর্দ্ধদেশে লৌহের চারিটী বৃত্ত স্থাপন করে। ইহা অত্যন্ত ভারী এবং সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বহন করা কষ্টসাধ্য। প্রথম প্রচলিত নিয়মে এরূপ বলে না।

---

(৩) সংস্কৃতে এরূপ শব্দ পাওয়া যায় না।

চতুষ্পদ জন্তু—যথা হস্তী, অশ্ব, অশ্বতর, আরোহণের গর্দ্দভ—এইগুলি রাজাকে প্রদান করিতে হইবে। ষণ্ড ও মেষ বিতরিত হইবে না, সঙ্ঘভুক্ত হইবে। শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম প্রভৃতিও রাজ-কোষে প্রদান করিতে হইবে। বিবিধ প্রকারের অস্ত্র হইতে সূচী, ভমরী, ছুরি অথবা ধাতু নির্ম্মিত দণ্ড সমূহের শীর্ষদেশ প্রস্তুত করিয়া সমবেত শ্রমণগণের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। সকল শ্রমণগণের পক্ষে সঙ্ঘের ইহা পর্য্যাপ্ত না হইলে কেবল উপস্থিত শ্রমণগণই এগুলি গ্রহণ করিবেন।

জালের ন্যায় দ্রব্য দ্বারা গবাক্ষ আবরণোপযোগী জাল প্রস্তুত করিতে হইবে। উত্তম রং (যথা পীত, লোহিত, নীল, হরিৎ) মূর্ত্তির ও অলঙ্কারের রং করিবার জন্য মন্দিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

সমবেত শ্রমণদের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত মৃত্তিকা এবং নিকৃষ্ট নীলবর্ণীয়দ্রব্য বিতরিত হইবে। মদ্য অম্লের ন্যায় হইলে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে হইবে এবং ইহা আরকে পরিণত হইলে শ্রমণগণ ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু মিষ্ট থাকিলে ইহা কদাপি ব্যবহৃত হইবে না এবং ইহা বিক্রয় করাও কদাপি বিধেয় নহে। কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন "হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের মধ্যে যাহারা আমার নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছ, তাহারা কদাপি অপরকে মদ্য প্রদান করিবে না। অথবা নিজেরাও কখনই মদ্য পান করিবে না। একটী নলের অগ্রভাগ দ্বারা যেটুকু মদ্য পতিত হয়, তাহাও তোমরা মুখ-মধ্যে প্রদান করিবে না।" মদ্যমিশ্রিত শস্য-চূর্ণ বা মদ্যের ময়লা দ্বারা সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলেও দোষী হইতে হয়। বিনয়ে নিষেধাজ্ঞাসূচক এরূপ বিধি আছে যাহাতে এই সম্বন্ধে

কেহই যেন সন্দিহান না হয়। আমি অবগত হইয়াছি যে পবিত্র পর্ব্বতোপরি (৪) অবস্থিত বিহারে শস্যচূর্ণ মিশ্রিত করিতে জল ব্যবহৃত হয়। এই বিহারের পূর্ব্বতন শ্রমণগণ এই কার্য্যের জন্য মদ্য ব্যবহার করিতেন না এবং এবম্প্রকারে দূষণীয় হন নাই।

আবশ্যকানুযায়ী, পীড়িতকে ঔষধ দিবার জন্য ঔষধ ও তৎ-সংক্রান্ত দ্রব্য নিচয় পবিত্র কোষে রক্ষা করিতে হইবে। মূল্যবান্ প্রস্তর, মণি এবং এই প্রকার অন্যান্য দ্রব্য দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—একভাগ ধর্ম্মার্থ ও অন্যভাগ সঙ্ঘের জন্য। প্রথমাংশ শাস্ত্র নকল করিতে এবং গৃহ নির্ম্মাণ ও সিংহাসন সজ্জিত করিতে ব্যয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়াংশ সমবেত শ্রমণ-গণের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। রত্নখচিত আসন বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

কাষ্ঠাসনগুলি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্র ও টীকাসমূহ সঙ্ঘের সকলের পাঠের জন্য পাঠাগারে রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল পুস্তক বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নহে, তাহা বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ যে সকল শ্রমণ তৎকালে বিহারে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যেই বিভক্ত করিতে হইবে। যদি দলিল বা চুক্তি পত্রের জন্য অর্থ পাওনা থাকে, তবে ঐ অর্থ আদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ বিতরণ করিতে হইবে; যদি অর্থ তৎক্ষণাৎ আদায় না করা হয়, তবে দলিলগুলি কোষাগারে রক্ষা করিয়া, যখন টাকা আদায়ের সময় হইবে, তখন টাকা

(৪) চীনের পর্ব্বত। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আদায় করিয়া ঐ অর্থ সঙ্ঘের ব্যবহারার্থ ব্যয় করিতে হইবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যনিচয় অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য ও কপর্দ্দক, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। বুদ্ধের জন্য রক্ষিত অংশ বিহার, পবিত্র কেশ বা নখর যে সকল স্তূপে আছে সেইগুলি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ সংস্কারে ব্যয় করা হইবে।

ধর্ম্মের জন্য রক্ষিত অংশ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এবং বিহার নির্ম্মাণ ও সিংহাসন সজ্জায় ব্যয় করা হইবে। সঙ্ঘের অংশ সমবেত শ্রমণগণের মধ্যে বিতরিত হইবে।

শ্রমণের আবশ্যকোপযোগী ছয়টী দ্রব্য পীড়িতের শুশ্রূষাকারীকে দান করিতে হইবে। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য যথাযথ ভাবে বিভক্ত করিতে হইবে (৫)।

বৃহৎ বিনয়ে এই বিষয় অধিকতর বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

সঙ্ঘের দ্রব্যাদির ব্যবহার

সকল ভারতীয় বিহারেই ভিক্ষুর পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইয়া থাকে। উদ্যান ও ক্ষেত্রের উৎপাদিত শস্য এবং বৃক্ষ ও ফলজাত আয় পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি বৎসর বিতরিত হইয়া থাকে। "মৃতের

(৫) দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আহার্য্য বা অন্যান্য খাদ্য যখন সঙ্ঘের সম্পত্তিভুক্ত হয়, তখন কি ব্যক্তিগত ভাবে কেহ সঙ্ঘের সম্পত্তি হইতে নিজ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে যাহাতে শ্রমণগণ সঙ্ঘে বাস করিতে পারেন তজ্জন্যই দাতা গ্রাম বা ক্ষেত্র দান করেন। সুতরাং যিনি আহার দান করিয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছা করিবেন যে গ্রাহক উলঙ্গ থাকিবেন? অপিচ, আমরা যদি দৈনিক কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে গৃহস্থ ভৃত্যবর্গকে পরিচ্ছদ প্রদান করেন। তাহা হইলে সঙ্ঘের মহাস্থবির এরূপ দান করিতে অস্বীকার করিবেন কেন? এই জন্য আহার্য্য ও বস্ত্র উভয়ই সরবরাহ করা ন্যায়সঙ্গত।

ভারতবর্ষের শ্রমণগণের ইহাই মত, কিন্তু বিনয়পিটক কোন কোন স্থলে কোন নিয়ম প্রকাশ করেন নাই এবং কোন কোন স্থলে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভারতীয় বিহারগুলি বিশেষ নিষ্কর ভূমি ভোগ করে এবং এই সকল ভূমির উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা শ্রমণগণের বস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। চীনের কয়েকটী বিহারে এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ভূমি দানকারীর প্রথম উদ্দেশ্যানুযায়ী, বিহার-বাসী শ্রমণ বা অন্য কেহ, উহা হইতেই উপহার পাইতে পারেন। কিন্তু আহার গ্রহণ না করিলে, কেহই নিন্দনীয় হইবেন না। সঙ্ঘকে ক্ষেত্র, গৃহ বা যে কোন যৎসামান্য দ্রব্যই প্রদান দ্বারা হৌক না কেন উহা শ্রমণগণের বস্ত্র ও আহারের জন্যই প্রদত্ত হইল, মনে করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। যদি দান করাই দাতার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে কেবল সঙ্ঘে প্রদত্ত হইলেও ঐ দানের ফল সকলকেই প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত দাতার উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সঙ্ঘ ইচ্ছানুসারে নির্দ্দোষভাবে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

কিন্তু, চীনে সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি সঙ্ঘের সম্পত্তি হইতে পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন না এবং এই জন্য স্বকীয় যথাযথ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। অবশ্য যিনি আহার ও বস্ত্র পান তিনি যে শারীরিক কোন পরিশ্রম করিবেন না, তাহা নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কাহারও যদি আহার্য্য ও পরিচ্ছদের চিন্তা না করিতে হয় তবে তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ-চিত্তে ধ্যান ও পূজায় বিহারে সময়াতিপাত করিতে পারেন।

পাংশু হইতে ত্রিচীবর সংগ্রহ, (১) দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, অরণ্য-স্থিত বৃক্ষতলে (২) বাস করিয়া শ্রমণ জীবনাতিপাত করিতে পারেন। মোক্ষ লাভের পথে যতই স্থিরচিত্ত হওয়া যায়, ধ্যান ও জ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত। স্নেহ ও করুণার বাহ্যিক প্রকাশে মন নির্ব্বাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবম্প্রকারে জীবনাতিপাতই শ্রেষ্ঠ উপায়। সমবেত শ্রমণগণের সাধারণ সম্পত্তি হইতেই তাঁহাদের পরিচ্ছদ সরবরাহ করিতে হইবে এবং শয্যা প্রভৃতির ন্যায় দ্রব্য, সমভাবে সকলের জন্যই (ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে) বিতরণ করিতে হইবে। এবম্প্রকারে সঙ্ঘের সম্পত্তি নিজ নিজ দ্রব্য-অপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে হইবে। যদি অনেক দান পাওয়া যায়, তবে বৃহত্তরগুলি বিতরণ করিয়া সঙ্ঘ ক্ষুদ্রতরগুলি নিজ ব্যবহারার্থ রাখিবেন। ইহাই বুদ্ধের শিক্ষানু-

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ সম্বন্ধীয় টীকা দ্রষ্টব্য।
(২) দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মোদিত। কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যদি তুমি দ্রব্যাদি যথাযথ ভাবে ব্যবহার কর, তবে তোমাতে কোন দোষ বর্ত্তিবে না। তুমি তোমাকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে এবং জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্ট ও ব্যয় হইতে অব্যাহতি পাইবে।"

বিহারের পক্ষে প্রচুর অর্থ, শস্যপূর্ণ গোলা, বহু ভৃত্য (স্ত্রী ও পুরুষ) অর্থ ও ধনপূর্ণ কোষাগার রক্ষা করা উচিত এবং যখন সঙ্ঘের সকলে দারিদ্র্যতার অভাব বোধ করিবেন, তখন এইগুলি ব্যবহার না করা অন্যায়। ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া জ্ঞানিগণ সদাই কার্য্য করিবেন।

কোন কোন বিহার বিহারস্থ সকলের আহার প্রদান করে না; ইহাদের সকলকে নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিতে হয় এবং এই সকল বিহারে অপরিচিতকে বাস করিতেও দেয় না। সুতরাং যাঁহারা অন্যত্র হইতে আসেন তাঁহাদিগকে এই সকল বিহার অন্যায় ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য করে। যাহারা এরূপ কদাচার করিতে বাধ্য করে, তাহাদের শাস্তি অবশ্যই ঘটিবে এবং কেবল তাহারাই ভবিষ্যতে ফল ভোগ করিবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

দেহ-দাহন দূষণীয়

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের পক্ষে অধ্যয়নের একমাত্র পথ রহিয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ না হইলেও সাহসী ও

বুদ্ধিমান হইবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অঙ্গুলি দাহ পুণ্য কার্য্য ও অগ্নি দ্বারা দেহ ধ্বংস করা পবিত্র বলিয়া মনে করেন, প্রথম শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদেরই অনুসরণ করেন। তাঁহারা অন্তঃকরণে এই সকল কর্ম্ম সাধু মনে করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। সত্য বটে, সূত্রে এই প্রকার আচারের কয়েক স্থানে উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি গৃহস্থের জন্য; তাহাদের পক্ষে কেবল তাহাদের অধিকারস্থ অর্থাদি দান নহে, আবশ্যকানুযায়ী নিজ জীবন দান করিতে যাওয়াও কর্ত্তব্য। এই জন্যই অনেক সময়ে সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রাণ হন ইত্যাদি" কিন্তু এবম্প্রকারে ইহা ভিক্ষুগণের প্রতি উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ গৃহশূন্য ভিক্ষুগণ বিশেষ কঠোরতার সহিত বিনয়োক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। যদি তাঁহারা ঐগুলি ভঙ্গ করিবার দোষে দোষী না হন, তবেই তাঁহারা সূত্র-লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন বলিতে হইবে। অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহাদের বশ্যতার দোষ হয়।

শ্রমণরূপে তাঁহারা এক গুচ্ছ তৃণও ধ্বংস করিবেন না; এমন কি বিহার তৃণদ্বারা আবৃত থাকিলেও তাঁহারা তৃণ ধ্বংস করিবেন না। নির্জ্জন ক্ষেত্রে অনাহারে থাকিলেও তাঁহারা একটী শস্যও অপহরণ করিবেন না। কিন্তু সর্ব্বসত্ত্বপ্রিয়দর্শনের ন্যায় ব্যক্তিকে নিজ হস্ত ঝলসাইয়াও আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। বোধিসত্ত্ব নিজ পুত্র ও কন্যা (১) দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুকের দান করিবার স্ত্রী-পুত্র নাই। মহাসত্ত্ব নিজ চক্ষু ও

(১) বেস্‌সান্তর জাতক দ্রষ্টব্য। মহাসত্ত্ব (শিবিরূপে) ও সিয়েন্-উর জন্যও জাতক দ্রষ্টব্য।

দেহ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুর উহা দান করার আবশ্যকতা নাই। সিয়েন্-উ নিজ জীবন দান করিয়াছিলেন—বিনয়পাঠাসক্ত ছাত্রের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য নহে। নরপতি মৈত্রবান নিজ জীবন নিবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুর ঐরূপ করা উচিত নহে। সম্প্রতি আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, (চীন অথবা ভারতবর্ষের—সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত দেশের) ধর্ম্মাসক্ত যুবকগণ দেহদাহ ও একের পর অন্যের জীবননাশ করা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপায় বলিয়া মনে করে।

ইহা উচিত নহে। কারণ দীর্ঘকালব্যাপী পুনর্জন্মের পরে মনুষ্যদেহ লাভ সুকঠিন। সহস্রবার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও সে ব্যক্তি জ্ঞানী না হইতে পারে, সপ্ত বোধাঙ্গ (২) শ্রবণ না করিতে পারে অথবা রত্নত্রয়ের সন্দর্শন না পাইতে পারে। এক্ষণে আমরা অত্যুত্তম স্থানে বাস করিতেছি এবং সুন্দর শিক্ষা অবলম্বন করিয়াছি। সূত্রের কয়েকটী শ্লোক অধ্যয়ন করিয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকর দেহ পরিত্যাগ করা অন্যায়। অনিত্য সম্বন্ধে ধ্যান আরম্ভ করিয়াই আমরা এ রূপ অকিঞ্চিৎকর দানের কথা চিন্তা করিতে পারি।

যে চতুর্বর্গ ফল (৩) লাভ করিয়াছি তাহা পরিশোধ করণ এবং ত্রিভব (৪) উদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগের শীল যথাযথ রূপে আচরণ করা কর্ত্তব্য। যৎসামান্য দোষ কিরূপ বিপজ্জনক তাহা অগাধ সমুদ্রে বায়ুপূর্ণ থলিয়ার সাহায্যে সন্তরণ ক্রিয়ার

(২) স্মৃতি, ধর্ম্মরক্ষা, বীর্য্য, প্রীতিঃ, শ্রদ্ধা, সমাধি ও উপেক্ষা।

(৩) বুদ্ধ, নরপতি, মাতাপিতা ও উপকারকগণ হইতে প্রাপ্ত ফল।

(৪) কামলোক, রূপলোক এবং অরূপলোক।

সহিত তুলনা করিতে হইবে। পাতলা বরফের উপরে অশ্ব চালনা করিবার ন্যায় জ্ঞান উপার্জ্জন কালে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানতার সহিত থাকিতে হইবে।

এবম্প্রকার আচরণ করিয়া বন্ধুদের সাহায্যে আমাদের চিত্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে। যথাযথ রূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমাদিগকে আগামী বুদ্ধমৈত্রেয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা হীনযানোক্ত সোপানদ্বারা আরোহণ করিবার ইচ্ছুক হইলে অষ্টপ্রকারে (৫) অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু মহাযানোক্ত মার্গ দ্বারা অগ্রসর হইতে হইলে তিনটী অসংখ্য কল্প মধ্য দিয়া আমাদিগের কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

আমরা অবিমৃষ্যকারিতা সহকারে কেন যে দেহপাত করিব, ইহার কোন কারণ আমি শ্রবণ করি নাই। আত্মহত্যা পারাজিক সংক্রান্ত প্রতিষেধের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বিনয়পিটক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিলেও আমরা আত্মহত্যা সংক্রান্ত কোন কথার উল্লেখ পাই না।

বুদ্ধের স্বীয় বাণী হইতেই আমরা ইন্দ্রিয় দমন সম্বন্ধীয় আবশ্যক প্রক্রিয়া জানিতে পারি। আমাদের রিপু দমনের জন্য শরীর দাহ করিবার আবশ্যকতা কি? বুদ্ধ মূলচ্ছেদনও অনুমোদন করেন নাই এবং স্বয়ং পুষ্করিণীতে মৎস্য মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মূল্যবান্ আদেশ অমান্য করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে বুদ্ধের বাণী আমাদিগকে

---

(৫) স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই চারিটী গতিমার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে আট প্রকার গতি হয় যথা স্রোতাপন্ন মার্গস্থ, স্রোতাপন্ন ফলস্থ, সকৃতাগামী ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ, অনাগামী ফলস্থ ও অর্হত্ব মার্গস্থ ও অর্হত্ব ফলস্থ ইত্যাদি সম্বোধি মার্গের অষ্টবিধ সোপান।

নিষেধ করে। আমাদের দেহ ভস্ম করিলে আমরা তাঁহার শিক্ষা অমান্য করিব। কিন্তু যাঁহারা বিনয়ের নিয়ম গ্রহণ না করিয়াই বোধিসত্ত্বের ন্যায় আচার প্রতিপালন ও অপরের মঙ্গলের জন্য দেহত্যাগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি না।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

পার্শ্বচরগণের অপরাধ

শরীর দাহন করা আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনের প্রথা বলিয়া সাধারণতঃ পরিগণিত হয়। দুই তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধু একত্র হইয়া যুবক বিদ্যার্থিগণকে প্ররোচিত করিবার জন্য সঙ্কল্প স্থির করেন। যাঁহারা প্রথমে এরূপে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা স্থূল অপরাধে ও যাঁহারা, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রথমোক্তগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাঁহারা পারাজিক (১) অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন; কারণ, ইঁহারা আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞা সূচক বিধি অবহেলা করিয়া পুণ্যার্জ্জন এবং নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মৃত্যুকামনায় পাপসঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি কদাপি বুদ্ধের নিয়মাবলী অধ্যয়ন করেন নাই। যেরূপ সূচের শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর তাহা বিন্যস্ত করা যায় না তদ্রূপ, সতীর্থগণ এইরূপ পাপের জন্য উৎসাহিত

(১) প্রাতিমোক্ষ সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

করিলে তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। যাঁহারা কাহাকেও এরূপ বলেন "অহো! তুমি অগ্নিতে নিজেকে নিক্ষেপ কর না কেন?" তাঁহারা, যেরূপ ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড আর যুক্ত করা যায় না, তদ্রূপ পাপ করেন, ইহা আর মোচন করা যায় না। এই বিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, স্বীয় জীবন ধ্বংস করা অপেক্ষা অপরের অনুগ্রহ-জনিত ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য এবং অপরের নিন্দা করা অপেক্ষা চরিত্র গঠন করা কর্ত্তব্য।" বোধিসত্ত্ব ক্ষুধিত ব্যাঘ্রকে (২) নিজ দেহ দান করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জীবিত পারাবতের পরিবর্ত্তে নিজের দেহের মাংস কর্ত্তন করা শ্রমণের কর্ত্তব্য নহে। বোধিসত্ত্বের অনুকরণ আমাদের ক্ষমতাতীত। ত্রিপিটক (৩) ভাল মন্দ আমি সংক্ষেপে বর্ণনা

---

(২) ব্যাঘ্রী-জাতক দ্রষ্টব্য।

(৩) 'বিনয়' পিটক, 'সুত্ত' পিটক ও 'অভিধম্ম' পিটক।

বিনয় পিটক—ভিক্ষুর নিয়মাবলী

১। সুত্ত বিভঙ্গ { পারাজিকা / প্রায়শ্চিত্ত বিধান }

২। খন্ধক— { মহাবগ্‌গ, (মহাবর্গ) / চুল্ল বগ্‌গ, (ক্ষুদ্রবর্গ) }

৩। পরিবার পাঠ—পরিশিষ্ট।

সুত্ত পিটক (বুদ্ধের উপদেশ)

১। দীর্ঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘসূত্র সংগ্রহ (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র প্রভৃতি) ২। মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সূত্র সংগ্রহ। ৩। সংযুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সূত্র সংগ্রহ। ৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সূত্র-সংগ্রহ। ৫। ক্ষুদ্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ (ইহার মধ্যে নিম্নোক্ত ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত—ক্ষুদ্রক পাঠ, ধনপদ, উদান, ইতিবুত্তক (বুদ্ধ কথাবলী), সুত্ত নিপাত (৭০ সূত্র), বিমান বত্তু (স্বর্গ কথা), প্রেতবত্তু (প্রেত কথা), থেরাগাথা (স্থবির গাথা), থেরী গাথা (স্থবিরা গাথা), জাতক (পূর্ব্ব জন্ম কাহিনী), নিদ্দেস (সারিপুত্রের

করিয়াছি। যথার্থ আচার প্রতিপালন সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত থাকিবেন।

গঙ্গায় দৈনিক বহুলোক নিমজ্জনে দেহত্যাগ করে। বুদ্ধগয়ার পর্ব্বতোপরিও অনেক সময় বহুলোকে আত্মহত্যা করে। কেহ কেহ অনশনে থাকে। কেহ বৃক্ষারোহণ করিয়া তথা হইতে আপনাকে নিক্ষেপ করে।

পৃথিবীপূজ্য এই সকল লোককে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত করিতেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মুষ্কছেদন করিয়া ক্লীব হয়।

এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বিনয়পিটকানুমোদিত নহে। যাঁহারা এই সকল আচরণ গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারাও এরূপ কার্য্য নিষেধ ও পাপজনক বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু, এবম্প্রকারে জীবন ধারণের মহদুদ্দেশ্যের হানি হয়।

এই জন্যই বুদ্ধ ইহা নিষেধ করিয়াছিলেন। মহাস্থবির ও অভিজ্ঞ উপাধ্যায়গণ উল্লিখিত মন্দ ভাবে কোন দিন কার্য্য করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ হইতে যে সকল কিংবদন্তী পরম্পরা অবগত হওয়া যায়, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমি তাহাই বর্ণনা করিব।

ব্যাখ্যান, পতিসম্বিধামাগ্‌গ (প্রতিসম্বোধমার্গ), অপদান (অর্হৎ চরিত্র), বুদ্ধবংশ (গৌতম ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবন পিটক), চরিয়া পিটক (বুদ্ধ চরিত)।

অভিধম্ম পিটক (দর্শন)।

১। ধম্ম সঙ্গ ২। বিভঙ্গ ৩। কথা বত্তু প্রকরণ ৪। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, সত্ত্ববোধ ৫। ধাতু কথা, নরনারী চরিত্র ৬। যমক (পরস্পর বিরোধী যুগল সংগ্রহ) ৭। পথান পকরণ, কার্য্য কারণ নির্ণয়।

চত্বারিংশ অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্ম্মিকগণ এরূপ আচরণ করিতেন না

এক্ষণে আমার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে বর্ণনা করিব। পূজনীয় সান্-উ আমার উপাধ্যায়, এবং আমার কর্ম্মাচার্য্য হুই-সি আমার ধ্যানশিক্ষকও ছিলেন। আমার বয়স সাত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ হয়। উভয়েই ধার্ম্মিক শিক্ষক ছিলেন এবং টৈ-শার চিন-উ উপত্যকার প্রাজ্ঞ ধ্যান-শিক্ষক ল্যাং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেং-টাং য়ো (১) বিহারে বাস করিতেন। সান্-উ, টে-চো এবং হুই-সি পৈ-চোয়ের অধিবাসী ছিলেন। উভয়ে বিবেচনা করিলেন যে, নির্জ্জনে বনে-বাস নিজের পক্ষে উত্তম হইলেও, অপরের উপকার সাধনোপযোগী নহে, এবং তজ্জন্য তাঁহারা পিংলিনে আগমন করিলেন। নিয়মানুযায়ী তাঁহারা স্বচ্ছ স্রোতস্বতী "নত ব্যাঘ্রের" (২) কূল স্থিত টুকু (৩) বিহারে আবাস স্থির করিলেন। এই বিহার চি-চৌ রাজধানীর পশ্চিমে চীনদেশীয় চল্লিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

তাঁহারা প্রচুর খাদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা অধিবাসিগণকে দান ও বুদ্ধগণের পূজা ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারিতেন। তাঁহারা যে সকল উপহার পাইতেন, তাহাই স্বচ্ছন্দচত্তে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বিতরণ করিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের প্রণিধান করিবার ক্ষমতা স্বর্গ হইতে

(১) ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।
(২) "Stooping-Tiger" (টাকাকসু)।
(৩) "Earth-Cave" (টাকাকসু)।

হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহাদের 'সংগ্রহবস্তু' (৪) দ্বারা লোক শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল এবং বালুকা বা ধূলির ন্যায় অসংখ্য ব্যক্তিগণকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাসোপযোগী মন্দির নির্ম্মাণ ও পুণ্যার্জ্জনকারী বহু কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি আমার উপাধ্যায় সান্-উর গুণাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

১। আমার শিক্ষকের বিস্তৃত জ্ঞান

১। ত্রিপিটকে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; তদ্ব্যতীত তিনি বহু গ্রন্থ সুন্দররূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কনফিউসিয়াস্ (৫) ও বুদ্ধ উভয়ের ধর্ম্মই সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন ও প্রথমোক্তের ষড়্‌বিধ জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ, ভূগোল, অঙ্ক, শকুনি বিদ্যা ও পঞ্জিকাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য ইচ্ছা করিলেই তিনি যে কোন বিষয়ের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্র সর্ব্বদাই প্রবাহিত থাকিত। সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প পরিপূর্ণ তাঁহার সাহিত্যিক উদ্যান কিরূপ উজ্জ্বল ছিল! তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমূহ—ত্রিপিটক উচ্চারণের অভিধান এবং কয়েকখানি শব্দকোষ পরবর্ত্তী যুগেও প্রচলিত আছে। তিনি বলিতেন যে চীনে এরূপ কোন অক্ষর নাই, যাহা আমি অবগত নহি।

(৪) "Four Elements of Popularity" (চতুর্ব্বিধ লোক-সংগ্রহ)

(৫) কন্‌ফিউসিয়াস্—৫৫১—৪৭৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ। চীনের সর্ব্বপ্রথম ধ' প্রবর্ত্তক।

২। আমার শিক্ষকের অসাধারণ ক্ষমতা

আমার শিক্ষক চুয়ান, চৌ, চাং ও চ্যাং সকল প্রকারের অক্ষর লিখনেই পারদর্শী ছিলেন। পো-ইয়ার বংশী, পর্ব্বত কি নদীর ভাব প্রকাশ করিতেছে জু-চি যেরূপ তাহা বুঝিতে পারিতেন, আমার শিক্ষকও সেইরূপ সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের স্বর বুঝিতে পারিতেন। মক্ষিকার পাখার ন্যায় সামান্য কর্দ্দমও যেরূপ শিল্পী সি দূরীভূত করিতে পারিত, তিনিও সেইরূপ সুকৌশলে কুঠার ব্যবহার করিতে সুদক্ষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞব্যক্তি কেবল এক খানি পাত্র নহেন।

৩। আমার শিক্ষকের বুদ্ধি

মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র পাঠকালে, আমার শিক্ষক একদিনে ইহা শেষ করিয়াছিলেন। যখন তিনি উহা পুনর্ব্বার প্রথম পাঠ করেন, তখন তিনি উহার গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া চারিমাসে পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বালকের শিক্ষাকালে তিনি অর্দ্ধ অক্ষর লইয়া আরম্ভ করিতেন; ছাত্রের শিক্ষাকালে ক্রোধবশতঃ তাঁহার তরবারী গ্রহণের কথা (৬) কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। সুপণ্ডিতকে শিক্ষাদান কালে বোধ হইত যে, তিনি যেন সম্পূর্ণ পাত্র পূর্ণ করিতেন এবং শিক্ষার্থী যেন মূল্যবান রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত হইতেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে, সুই বংশের (৭) রাজত্বের শেষ ভাগে জন সাধারণের মতভিন্ন

---

(৬) ছাত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাসনার্থ বেত্র গ্রহণ ও তাহা হইতে অতিরঞ্জিত করিয়া তরবারী গ্রহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) ৫৮৯—৬১৭।

হইবার সময়ে, আমার শিক্ষক মহাশয় ঐ গোলমালের জন্য ইয়াং শহরে স্থানান্তরিত হন। সেস্থানে অনেক শ্রমণ তাঁহাকে সাধারণ ভাবাপন্ন দেখিয়া নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা নবাগতকে মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র পাঠে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তিনি প্রতিপদ পাঠ করেন তজ্জন্য নিম্নস্থ দুই জন শিক্ষককে আদেশ করিয়াছিলেন। পাঠকালে তাঁহার স্বর গম্ভীর ও দুঃখপূর্ণ ছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি সকল সূত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসা ও অভিনন্দন না করিয়াছিল এরূপ কেহ সেখানে ছিল না এবং তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অবসর গ্রহণের আদেশ করিয়াছিল। এই ঘটনা সকলেই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে এবং ইহা কেবল আমার প্রশংসাই নহে।

৪। আমার শিক্ষকের বদান্যতা

দ্রব্যাদির মূল্য প্রদান সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দ্রব্যের যে মূল্যই বিক্রেতা প্রার্থনা করুক, তিনি সেই মূল্যই দিবেন। মহার্ঘ্য হৌক বা সুলভ হৌক, তিনি কিছুই মনে করেন না এবং কদাচ মূল্য হ্রাস করেন না। ঋণাবশিষ্ট তাঁহার প্রাপ্য থাকিলে এবং অধমর্ণ উহা আনয়ন করিলে তিনি উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অতুলনীয় বদান্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিত।

৫। আমার শিক্ষকের স্নেহজনিত করুণা

তিনি ধন অপেক্ষা সাধুতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ন্যায় আচরণ করিতেন, এবং ভিক্ষা প্রার্থনা

করিলে কোন সময়েই অস্বীকার করিতেন না। তিনি প্রত্যহ তিনটী ক্ষুদ্র মুদ্রা দান করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন। এক সময়ে শীত ঋতুতে টাও-আন্ নামক এক পর্য্যটক-শ্রমণ দীর্ঘপথ চলিয়া ও ঘন শিলাবৃষ্টি ভোগ এবং পাদদেশ তুষার-পীড়িত করিয়া আগমন করিলেন। তিনি গ্রামে কয়েক দিবস বাস করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার স্ফীত পদযুগল আহত ও ক্ষতপূর্ণ ছিল। গ্রামবাসিগণ শকটে করিয়া তাঁহাকে আমার শিক্ষক যে বিহারে বাস করিতেন তথায় লইয়া গেল। শিক্ষক দ্বারদেশে আসিয়া দরিদ্র ব্যক্তির পদদেশ দেখিয়া, নিজের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় অঙ্গাবরণ দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিলেন। ঐ পরিচ্ছদ সম্প্রতি প্রস্তুত ও ঐ দিবসই প্রথম বার পরিধান করা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তিগণ পুরাতন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে নূতন বস্ত্র প্রদানে তাঁহাকে বাধা দিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "গভীর ক্লেশ নিবারণ জন্য সাহায্যকালে, নিকটবর্ত্তী দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্য ব্যবহারের সময় কোথায়?" যাহারা এই ঘটনা দেখিয়াছিল না ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিল। যদিও এইরূপ কার্য্য করা কষ্ট সাধ্য নহে, তথাপি এইরূপ কার্য্য লোকে সকল সময়ে করে না।

৬। আমার শিক্ষকের কার্য্যানুরক্তি

আমার শিক্ষক প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের অষ্টাধ্যায় একশত বার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ ত্রিপিটক পাঠকালেও ইহা পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সুখাবতী প্রবেশের জন্য আবশ্যক পুণ্যময় কার্য্যসম্পাদনের জন্য

বুদ্ধ-মূর্ত্তি যে সকল স্থানে রক্ষিত হইত ও যথায় শ্রমণগণ বাস করিতেন, সেই সকল স্থান তিনি দিবারাত্রি পরিষ্কার করিতে ব্রতী থাকিতেন। তাঁহার জীবনে কদাচিৎ তাঁহাকে অলস দেখা গিয়াছিল। কীটপতঙ্গাদির অনিষ্টাশঙ্কায় তিনি সাধারণতঃ নগ্ন পদে ভ্রমণ করিতেন। সর্ব্বদা মন ও চিন্তাকে শিক্ষা দেওয়াতে কদাচিৎ তাঁহাকে অলস এবং অনবহিত দেখা যাইত। গন্ধদ্রব্য রক্ষার পাত্রগুলি তাঁহার দ্বারা ধূলি-মুক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়া সুখাবতীর পদ্মের ন্যায় (যাহা পরিমুক্ত নর শ্রেণীর জীবের জন্য উন্মুক্ত হইত) সুন্দর থাকিত। সূত্র-গৃহ তৎকর্ত্তৃক সজ্জিত ও শোভিত হইয়া, গৃধ্রকূটের ঊর্দ্ধস্থ আকাশের ন্যায় দেখাইত।

মন্দির মধ্যে তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিলে তাঁহার পুণ্যার্জ্জনের জন্য প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিত না। তিনি নিজে কদাপি ক্লান্তি বোধ করেন নাই, জীবনান্তে তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইবে, তিনি এইরূপই মনে করিতেন। পাঠ হইতে অবসর কালে তিনি অমিতাভের ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সম্ভ্রমের চিহ্নের কদাপি অভাব দেখা যাইত। দিবা ভাগের এক মুহূর্ত্তও তিনি অলস থাকিতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা একত্র হইয়া আকাশ ও স্বর্গ পরিপূর্ণ করে। মোক্ষলাভোপযোগী কার্য্য বিভিন্ন প্রকারের হয়।

৭। স্বর্গের আদেশ জানিবার পূর্ব্বক্ষমতা

তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, তিনি স্বলিখিত ও সংগৃহীত সকল পুস্তক একত্র ও পুঞ্জীকৃত করিয়া সেই

সময়ে যে দুইটী বজ্রপাণি (৮) নির্ম্মিত হইতেছিল তাহাদের উপাদানের জন্য ঐ গুলি ছিন্ন করিয়া চূর্ণীকৃত করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সমবেত হইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল "হে সম্মানীয় শিক্ষক, যদি আমাদের কাগজই ব্যবহার করিতে হয়, তবে আমাদের সাদা কাগজই ব্যবহার করা হোক।" শিক্ষক উত্তর করিলেন, "বহু কাল এই সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আমি বিপথগামী হইয়াছি। এই গুলি যাহাতে অপরকে বিপথগামী করিতে পারে, তাহা কি আমি করিতে পারি? তাহা কখনই হইতে পারে না। বৈষয়িক কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে শ্রমণের নিজ কার্য্য বিস্মৃত হইতে হয়। কেবল অত্যন্ত মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তির উভয় কার্য্য করা বুদ্ধির অনুমোদিত ছিল, কিন্তু স্বকীয় যথাযথ কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্রতী হইবে। নিজে যাহা করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহা অপরকে করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ ইহা উত্তম বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় সুও-ওয়েন (৯) এবং অন্যান্য অভিধানগুলি ছাত্রগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি তৎপরে তাহাদিগকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে শিক্ষা দিলেন "মোটামুটী ভাবে চৈনিক প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাস পাঠ এবং সাধারণ অক্ষর জ্ঞান হইলে, তোমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। প্রথমটির মায়ায় যেন তোমরা আকৃষ্ট হইও না।" তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তিন দিন পরে নিঃসন্দেহই এই পৃথিবী

(৮) ইন্দ্রের মূর্ত্তি—বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষাকারী অন্যতম দেব।
(৯) প্রসিদ্ধ অভিধান—সু-সেন কর্ত্তৃক ১০০ খৃষ্টাব্দে রচিত।

‘সমসাময়িক ভারত’ একাদশ খণ্ড



বুদ্ধমূর্তি

(নেপাল)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

পরিত্যাগ করিবেন; তিনি সম্মার্জ্জনী হস্তে (১০) দেহত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার শব যেন জলাভূমিতে পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় দিবসের প্রত্যূষে তিনি স্বচ্ছসলিলা নদীতীরে ভ্রমণ করিলেন এবং হরিদ্বর্ণ নলের সন্নিকটস্থ একটী শুভ্র 'উইলো' বৃক্ষের তলদেশে ধীরে সম্মার্জ্জনী হস্তে উপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অন্যতম ছাত্র, ধ্যানশিক্ষক হু-লি সেই দিবস প্রাতে তাঁহার শিক্ষকের সহিত সাক্ষাদাভিলাষে গমন করিলেন। কিন্তু কি হইল? শিক্ষক নির্ব্বাক্। ছাত্র অগ্রসর হইয়া হস্ত দ্বারা শিক্ষকের গাত্র স্পর্শ করিলেন। শিক্ষকের মস্তক তখনও উষ্ণ ছিল কিন্তু হস্ত ও পদ ইতঃপূর্ব্বেই শীতল হইয়াছিল। তৎপরে, ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি দূরবর্ত্তী সকল বন্ধুকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে, শ্রমণগণ দুঃখিত হইলেন এবং এরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, এই দৃশ্যকে পৃথিবীতে লোহিত নদীর রক্তস্রোতের ন্যায় তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যগণও রোদন করিতে লাগিলেন, সুতরাং সেই হতবুদ্ধি জনসঙ্ঘকে পর্ব্বতোপরিস্থ মূল্যবান্ ভগ্নমণির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে বোধিবৃক্ষ এত শীঘ্র শুষ্ক হইবে; ধর্ম্মপাত্র যে এত অকস্মাৎ নিমজ্জিত হইবে তাহাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহার বিহারের পশ্চিম উদ্যানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে তাঁহার কেবল তিনপ্রস্থ পরিচ্ছদ, একজোড়া চর্ম্মপাদুকা ও শয্যা বস্ত্র ছিল।

(১০) অর্থাৎ তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে তিনি পবিত্রস্থান পরিষ্কার করিতেছেন।

আমার শিক্ষকের মৃত্যুকালে আমি দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক ছিলাম। মহাশিক্ষকের দেহাবসানে আমি আশ্রয়শূন্য হইলাম।

সাংসারিক সাহিত্য পাঠ স্থগিত রাখিয়া আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক পাঠে অভিনিবেশ করিলাম। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম এবং আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আমি ভারতবর্ষ ভ্রমণে সঙ্কল্প করিলেও ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আমার যাত্রাকালে আমি আমার পরলোকগত শিক্ষকের সমাধিস্থলে প্রার্থনা ও বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলাম। এই সময়ে বৃক্ষের দগ্ধ পত্রসমূহে সমাধির অর্দ্ধাংশ এবং বন্যতৃণে সমাধিস্থল আবৃত হইয়াছিল। ভৌতিক জগৎ আমাদের অদৃশ্য হইলেও, তিনি উপস্থিত থাকিলে আমি তাঁহাকে যেরূপ সম্মান করিতাম, সেইরূপ সম্মানই প্রদর্শন করিলাম। প্রদক্ষিণ এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতকালে আমি ভ্রমণের সঙ্কল্প নিবেদন করিলাম। আমি তাঁহার ঐশ্বরিকশক্তি প্রার্থনা করিয়া তিনি যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহার প্রতিদান করিবার জন্য আমার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

আমার দ্বিতীয় আচার্য্য, ধ্যান-অধ্যাপক হুই-সি কেবল বিনয় পাঠে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত স্থির ও অবিমিশ্র ছিল। দিবারাত্রে প্রয়োজনীয় ছয় বার উপাসনা করিতে তিনি কোনরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিপর্য্যন্ত চারি প্রকার (১১) শিক্ষার্থীকে শিক্ষাপ্রদানে তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে

(১১) ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

যে বিশৃঙ্খলার সময়েও তিনি নির্ব্বিকার থাকিতেন—অধিক কি, সে সময়ে তিনি অধিকতর শান্তি ও নির্জ্জনতা বোধ করিতেন এবং শ্রমণ বা গৃহস্থ কেহই তাঁহাকে কোন দিন পক্ষপাতী হইতে দেখে নাই।

সধর্ম্মপুণ্ডরীকই তাঁহার প্রিয়তম পুস্তক ছিল; ছয় বৎসরের অধিককাল তিনি ইহা দৈনিক একবার করিয়া পাঠ করিতেন; এবম্প্রকারে তিনি ইহা কুড়িসহস্রবার পাঠ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি সুই বংশের বিশৃঙ্খলার সময়ে অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হইয়া যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেন, তথাপি তিনি কদাপি অধ্যয়নের স্থিরসঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহার ষষ্টিবৎসর জীবনে কোন দিন ব্যাধি হয় নাই। তিনি যখনই নদীতীরে সূত্র আবৃত্তি করিতেন, তখনই একটী মাঙ্গলিক পক্ষী আবির্ভূত হইয়া কক্ষের একপ্রান্তে অবতরণ করিত। আবৃত্তিকালে, পক্ষীও চীৎকার করিত—যেন সে তাঁহার শব্দে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার আবৃত্তি শ্রবণ করিত। তাঁহার মনোরম স্বভাব ছিল এবং তাঁহার সুরবোধ ছিল। তিনি 'জড়ান' লেখা এবং মসীজীবীগণের লেখা উভয় প্রকারেই অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে পথ প্রদর্শন ও শিক্ষা দিতে কদাপি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। তিনি সাংসারিক পুস্তক পাঠে বিশেষ আসক্ত না থাকিলেও, স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং ঐ সকল পুস্তকে অভিজ্ঞ ছিলেন। ষট্‌পারমিতার (১২) উপরে রচিত গাথা এবং প্রার্থনা-সূত্র উভয়ই মৃত্তিকা-গহ্বর মন্দিরের বর্ত্তিকা-দণ্ডের উপরে লিখিত

(১২) বুদ্ধের দশ পারমিতা বা দশটী মহাগুণ ছিল—দান, শীল, নিষ্কর্ম্ম, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্যবাদিতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

হইয়াছিল। তৎপরে, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নকল করিবার কালে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন হস্তাক্ষর তুলনা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমটী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। অপবিত্র বায়ু প্রশ্বাসে বহির্গত করিয়া এবং মুখমধ্যে সুগন্ধি রাখিয়া তিনি অবগাহন পূর্ব্বক ধৌত হইয়া পবিত্র থাকিতেন। অকস্মাৎ এক সময়ে আশ্চর্য্য ভাবে এক সূত্রে এক দিবস বুদ্ধের শরীরচিহ্ন প্রকাশ পাইল। সূত্র শেষ হইলে, প্রতি পত্রের অধ্যায় সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইল এবং এইগুলি রৌপ্যসজ্জিত পুস্তকের পাতার পার্শ্বে সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তিনি এইগুলি মুক্তাখচিত আধার সমূহে রক্ষা করিলেন এবং এই আধারগুলিও উজ্জ্বল হওয়াতে রত্নখচিত লেখাগুলির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিল। তৎকালীন সম্রাট্ তৈ-শান্ আগমন করিলে তিনি এই সংবাদ শ্রুত হইয়া পুস্তক-স্বামীকে উহা রাজকীয় সংসারে পূজার্থ ব্যবহারের জন্য প্রদানের আদেশ করিলেন।

আমার এই উভয় শিক্ষক—সান্-উ এবং হুই-সি পূর্ব্বতন ধ্যানশিক্ষক সেং-ল্যাংরই পরবর্ত্তী।

ধ্যানশিক্ষক ল্যাং চীনের দুই বংশের (১৩) রাজত্বের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সকল দেশ হইতেই উপহার প্রাপ্ত হইতেন এবং প্রত্যেক ভিক্ষাদাতার দ্বারদেশে স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। তিনি ঘটনা ও সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষা দিতেন। বিদ্যার্থিগণের আবশ্যকানুযায়ী তিনি কার্য্য করিতেন। তাঁহার স্বকীয় ক্ষমতা সাংসারিক আকর্ষণ অপেক্ষা অত্যধিক ছিল। এই জন্যই নেং-টাংয়ের বিহার তাঁহারই নামানুসারে হইয়াছিল।

(১৩) প্রথম ৩৫০—৩৯৪ এবং দ্বিতীয় ৩৮৪—৪১৭।

তাঁহার ধর্ম্মজীবন অনুধাবন আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। তাঁহার জীবনীতে এই সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

সেই সময়ে শাসনকর্ত্তৃগণ বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মান করিতেন ও অধিবাসীরা ভক্তিমান্ ছিল (১৪)।

এই বিহার নির্ম্মাণের সঙ্কল্পকালে বনভূমি প্রবেশ করিলে তাঁহারা তৈ-শানের উত্তর নদী-কূলে এক ব্যাঘ্রনাদ শ্রবণ করিলেন। বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহারা পর্ব্বতের উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অশ্বের হ্রেষা (১৫) রব শ্রবণ করিলেন। স্বর্গীয় কূপের জল অনবরত ব্যয় হইলেও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই এবং ঐশ্বরিক ভাণ্ডার (১৬) হইতে অনবরত ব্যয় হইলেও পরিমাণে কম হয় নাই। তিনি বহুপূর্ব্বে তিরোধান করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। আমার এই দুই জন আচার্য্য ও বিহারবাসী পূজনীয় ধ্যানশিক্ষক মিংটে বিনয়ে সুদক্ষ এবং সূত্রের অর্থ সম্যক রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। শিষ্যগণের উপাধ্যায় রূপে তাঁহারা অঙ্গুলি বা দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করা (১৭) কঠোর রূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কদাপি এই গুলি শিক্ষা দেন নাই। আমি স্বয়ং এই শিক্ষক-গণেরই নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং শ্রুতিপরম্পরায় কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। আপনিও বিশেষ যত্নসহকারে

(১৪) ৩৫০—৪১৭ খৃষ্টাব্দ।

(১৫) সম্ভবতঃ আই-সিং এই স্থলে অশ্বঘোষ যে একটী অশ্বকে নরপতির সম্মুখে হ্রেষাধ্বনি করিতে ঐশ্বরিক উপায়ে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই মনে করিতেছেন।

(১৬) সম্ভবতঃ এইগুলি ঋষি সেং-যোংয়ের স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(১৭) আই-সিং অবান্তর কথা বলিয়া পুনর্ব্বার এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

প্রাচীন ঋষিগণ উল্লিখিত ঐ বিষয়গুলি পরীক্ষা ও প্রাচীনগণের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।

যে দিন হইতে শ্বেতাশ্ব বল্গামুক্ত হইয়াছিল, সেই দিবস হইতে, যে দিন কৃষ্ণ হস্তীকে বল্গা পরিধান করান হইয়াছিল, কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্ম রক্ষক (১৮) নিজ নিজ জ্ঞান রশ্মি দ্বারা পৃথিবী উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বর্গভূমির সূর্য্য ও চন্দ্র হইয়াছিলেন। কাং-সেং-হুই ও ফা-হিয়ান্ (১৯) তাঁহাদের সুদৃষ্টান্ত দ্বারা স্বর্গীয় কোষাগার (২০) গমনের সন্তরণযোগ্যস্থান ও সেতু হইয়াছিলেন। টাও-আন্ এবং হুই-ইয়ে ইয়াসি ও হান্ নদীর দক্ষিণে ব্যাঘ্রের ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন; সিই এবং লি হোয়াং ও চি নদীর উত্তরে শ্যেনের ন্যায় উচ্চে উড্ডীয়মান রহিয়াছেন।

সঙ্ঘের পদানুবর্ত্তিগণকে ব্যবস্থানুযায়ী এবং ক্রমান্বয়ে পাওয়া যাইতে লাগিল, এই জন্য জ্ঞান-সমুদ্র অবিকৃত অবস্থায় স্থায়ী রহিয়াছে। ভক্তিমান্ গৃহস্থগণ ধর্ম্মের অফুরন্ত সুগন্ধির প্রশংসা করিয়া গুণগ্রাহিতা দেখাইতে লাগিলেন। আমরা কদাপি শ্রুত হই

(১৮) কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষক চীনে ৬৭ খৃষ্টাব্দে গমন করেন—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদক। কথিত আছে যে প্রথম গ্রন্থগুলি শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল। "শ্বেতাশ্ব বিহার" লো-ইয়াংয়ে স্থাপিত হইয়াছিল।

(১৯) কাং-সেং-হুই চীনে ২৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে গমন করেন। ফা-হিয়নের পর্য্যটন সমসাময়িক ভারত' অষ্টমখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ "কৃষ্ণ হস্তী"র যাত্রা অর্থে গ্রন্থকার ফা-হিয়ানের দেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২০) ভারতবর্ষ। টাও-য়ান্ ৩৮৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। হুই-ইয়েন (৩১৭—৪১৯) ৪০৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থ আনয়নের জন্য উদ্যানে শিষ্য প্রেরণ করেন।

নাই যে, ঐ শিক্ষকগণের কেহ অঙ্গুলি দাহন অনুমোদন করিয়াছিলেন।

আমরা দেহ ভস্ম করিবার প্রথাও তাঁহাদিগের দ্বারা অনুমোদিত হইতে দেখি নাই। ধর্ম্মের দর্পণ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে এবং জ্ঞানিগণ তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিবেন।

আমার বাল্যকালে ধ্যানশিক্ষক হুই-সি সন্ধ্যাকালে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন এবং অনেক করুণাসূচক বাক্য দ্বারা প্রবোধ দান করিতেন। মাতার প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কোন সময় তিনি অনিত্যতা সম্বন্ধে আলাপ করিতেন।

কোন সময় তিনি বায়স শাবকের (২১) অভ্যাসের কথা বলিয়া, যে মহাস্নেহে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি তাহা পরিশোধের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেন। কোন সময়ে তিনি বলিতেন, "ত্রিরত্নের সম্যক্ উন্নতির জন্য তুমি অশেষ যত্ন করিবে যাহাতে তাহা বিনষ্ট না হয়; অপিচ, যাহাতে তোমার জীবন বৃথা অতিপাত না করিতে হয়, তজ্জন্য ঐহিক পুস্তক পাঠে বিরত থাকিবে।" আমার দশম বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি কেবল তাঁহার শিক্ষা শ্রবণ করিতাম কিন্তু আমি অর্থ প্রণিধান করিতে পারিতাম না। প্রতি প্রভাতে পঞ্চম ঘটিকায় আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহার কক্ষে গমন করিতাম। মাতা যেরূপ সন্তানকে আদর করেন, তিনিও তদ্রূপ প্রত্যেক বারে আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন

---

(২১) চীনে প্রচলিত প্রবাদ এই যে বায়স বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাপিতা'র প্রদত্ত খাদ্যের প্রতিদান করে।

করিতেন। সুখাদ্য হইলেই তিনি তাহার উত্তমাংশ আমাকে প্রদান করিতেন। যে কোন সময় যাহাই প্রার্থনা করিতাম, তিনি আমাকে নিরাশ করিতেন না। আমার উপাধ্যায় সান্-উ আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতা ও ধ্যানশিক্ষক হুই-সি আমার স্নেহময় জননী ছিলেন। এবম্প্রকারে আত্মীয়ের ন্যায় আমাদের সম্পর্ক ছিল।

উপসম্পদা গ্রহণের বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, হুই-সি আমার উপাধ্যায় হইলেন। উপসম্পদাগ্রহণের পরে, এক সুবিমল রাত্রিতে যখন তিনি বায়ু সেবন কালে গন্ধ প্রজ্বলিত করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া আমাকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে শিক্ষা দিলেন "মহাঋষি বহু বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহার শিক্ষার বিভিন্ন রূপ অর্থ করা হইতেছে। শাস্ত্রকে প্রণাম করিতে অনেকেই ইচ্ছুক, কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবার লোকসংখ্যা অত্যল্প। তুমি নিষেধসূচক দ্রব্য হইতে দৃঢ় চিত্তে বিরত থাকিবে এবং পারাজিক অপরাধে দূষণীয় হইও না। তুমি যদি কোন অনাচার কর তবে নরকে আমিই ক্লেশ ভোগ করিব। অধিকন্তু, অঙ্গুলি দাহ বা অগ্নি দ্বারা দেহ দাহন করিও না।" যে দিন উপসম্পদা গ্রহণ করি, সেই দিবসই আমি উক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হই এবং সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার করুণা লাভে সমর্থ হই।

সেই সময় হইতে আমি এরূপ আগ্রহ সহকারে কার্য্য করিতেছি" যে যখনই আমার পদস্খলনের সম্ভাবনা হয়, তখনই ক্ষুদ্র অপরাধ হইলেও আমার আশঙ্কা হয় যে আমি বুঝি অপরাধ করিয়াছি। আমি পাঁচ বৎসর বিনয় অধ্যয়ন করিয়াছি।

বিনয়শিক্ষক ফা-লির টীকার(২২) গুরুত্ব এবং অন্যতম বিনয়শিক্ষক টাও-সুয়ান্ (২৩) যে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাহাও ব্যাখ্যা করিতে পারি। বিনয়ের নিয়ম অবগত হইলেই আমার শিক্ষক ঐ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলেন।

মহত্তর সূত্র সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ কালে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতাম, মাত্র এক বেলা আহার করিতাম এবং শয়ন না করিয়া সমস্ত রাত্রি উপবিষ্ট থাকিতাম।

গ্রাম হইতে বনমধ্যে অবস্থিত বিহার বহু দূরে অবস্থিত থাকিলেও, আমি কদাপি এই আচার অবহেলা করি নাই। আমার শিক্ষকের দয়ালু উপদেশের কথা বিবেচনা করিলেই আমার চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হয়, কোথা হইতে যে এই অশ্রু আইসে তাহা আমি জানি না।

আমরা দেখিতে পাই যে, যখন কোন বোধিসত্ত্ব দয়াবশতঃ ব্যাধিতকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তখন তিনি যেন সুবৃহৎ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেও ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, এবং যখন কোন বিশ্বপ্রেমিক দরিদ্র বালকের হিতার্থের বিষয় চিন্তা করেন, তখন তিনি ক্ষুদ্র গৃহের সূক্ষ্ম দ্বারদেশও লক্ষ্য করেন। ইহাতে ভুল নাই। আমি তাঁহার নিকট হইতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং লোক পরম্পরাগত কিছু শ্রবণ করি নাই। তিনি এক দিবস অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলিলেন, "বর্ত্তমানে আমার পরিচর্য্যা করিবার লোকের অভাব নাই

(২২) ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ফা-লির দেহত্যাগ হইয়াছিল; ইনি চতুর্বর্গবিনয় লিখিয়াছিলেন।

(২৩) অন্যতম বিনয় শিক্ষক।

এবং তোমার আমার নিকট অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, ইহাতে তোমার পাঠের ক্ষতি হয়।" তখন আমি ধাতু-দণ্ড হস্তে পূর্ব্বদিক্ হইতে গমন করিয়া অভিধর্ম্ম এবং সংপরিগ্রহ-শাস্ত্রাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলাম। তথা হইতে আমি ক্ষুদ্র থলিয়া স্কন্ধে পশ্চিম রাজধানীতে যাইয়া কোষ এবং বিদ্যামাত্র-সিদ্ধি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি এই রাজধানী হইতে আমার স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম (২৪)। আমি আমার মহা-শিক্ষক হুই-সির নিকট নিম্নোক্ত মর্ম্মে নিবেদন করিয়া পরামর্শ প্রার্থনা করিলাম "পূজনীয় মহাশয়, আমি সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; কারণ যাহা আমি এতাবৎ জ্ঞাত হই নাই, তাহা দর্শন করিলে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। কিন্তু আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, সুতরাং আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।" আমার শিক্ষক নিম্নোক্ত মর্ম্মে উত্তর করিলেন "এরূপ সুবিধা তোমার পক্ষে দুই বার ঘটিবে না। আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি, তোমার উত্তম সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমার ব্যক্তিগত স্নেহের আকর্ষণে আর আবদ্ধ থাকিবে কেন?

'যদি তোমার প্রত্যাগমনের সময় পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে তোমাকে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী দেখিলে আমি আহ্লাদিত হইব। তুমি দ্বিধাশূন্য হইয়া যাত্রা কর; পরিত্যক্ত দ্রব্যের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিও না। আমি নিশ্চয়ই পবিত্র স্থানসমূহ

---

(২৪) তাঁহার নিবাসস্থল ছিল ফাং-ইয়াংয়ে (বর্ত্তমান চাও-চে)।

দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রা অনুমোদন করি। অধিকন্তু, ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা বিশেষ আবশ্যক কর্ত্তব্য। সন্দেহ হইতে মুক্ত থাক।"

সুতরাং আমার সঙ্কল্প যে কেবল প্রসন্ন ভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল তাহা নহে; আমি তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইলাম এবং এই আদেশ আমি কোন রূপেই অমান্য করিতে পারি নাই।

অবশেষে আমি কোয়াং-চৌর (২৫) উপকূল হইতে সিয়েন-হেং-এর দ্বিতীয় বৎসরের (২৬) একাদশ মাসে দক্ষিণ সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এবম্প্রকারে আমি এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন ও তীর্থ যাত্রার জন্য ভারতবর্ষে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সিয়েন-হেং রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসে আমি তাম্রলিপ্তে উপনীত হইলাম; ইহা পূর্ব্ব ভারতবর্ষের একটী বন্দর। আমি পঞ্চম মাসে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া মধ্যে মধ্যে সহযাত্রী পাইতে লাগিলাম। তৎপরে আমি নালন্দা সঙ্ঘারাম, তথা হইতে রত্নসিংহাসন এবং অবশেষে সকল তীর্থেই গমন করিলাম। তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি শ্রীভোজে উপনীত হইলাম।

তাঁহার সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে তিনি মহৎ, উত্তম ও বিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন; তিনি ব্রহ্মচর্য্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং পুরুষ-দম্য-সারথীর শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এরূপ বলাতে আমরা ভুল করিতেছি না। বস্তুতঃ পক্ষে, তিনি তৎকালে আদর্শ হইয়া পৃথিবীর অভাব মোচন ও মনুষ্যজীবন পরিচালনা করিয়াছিলেন।

প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাঁহার দ্বারাই পালিত ও

---

(২৫) ক্যাণ্টন।

(২৬) ৬৭১ খৃষ্টাব্দ।

শিক্ষিত হইয়াছিলাম। জীবন-সমুদ্রে এইরূপ ভেলার সাহায্য পাইয়াই আমি উপকূলের একদিবস পথ অগ্রগামী হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই দুই জন শিক্ষকের সাহায্যেই আমি জীবনে পার হইবার পথ অবগত হইয়াছিলাম। সদয় কার্য্য বা বদান্যতা অকিঞ্চিৎকর হইলেও, গীতে বা বাদ্যে প্রশংসিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে আমার এরূপ শিক্ষকগণের মহাজ্ঞান ও বদান্যতা কি প্রকার বা রচনায় প্রশংসিত হইতে পারে?

আমার কবিতা এইরূপ :—

"হে স্নেহময় পিতা ও মাতা (২৭)। আপনারা আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রক্ষা করিয়াছেন। আপনারাই আমাকে লালন-পালন করিয়া বাল্যে এই দুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। আমি যখন অনাথ বালক ছিলাম তখন আপনারা যেন আপনাদের স্নেহ ও দুঃখ দমন করিয়া, এরূপ করিয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণকালে আমি যাহা শিক্ষা করিতাম, তাহাই মধ্যে মধ্যে আচরণ করিতাম। উত্তম উপদেশ ও নিয়মের ভূমিতে আমি আমার চরিত্রকে প্রোথিত করিয়াছিলাম। ঐ শিক্ষকদ্বয়, আমার নিকট রশ্মিপ্রদানকারী চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদের গুণাবলী 'ইন' এবং 'ইয়াং'য়ের (২৮) ন্যায় তুলনা করা যাইতে পারে। জ্ঞান-তরবারীর অগ্রভাগ তাঁহাদিগের দ্বারাই তীক্ষ্ণধার হইয়াছিল। এবং আমার ধর্ম্ম-দেহও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বয়ং আমাকে শিক্ষাপ্রদান করিতে কদাচ ক্লান্তিবোধ করিতেন না। কোন কোন সময়ে

(২৭) এই স্থানে তিনি তাঁহার জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর কথা উল্লেখ করিতেছেন।

(২৮) অনুকূল ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক নিয়ম। এই স্থানের অর্থ দুর্ব্বোধ।

তাঁহারা অনিদ্রায় রাত্রি ও অনাহারে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া আমাকে শিক্ষা দিতেন। অত্যন্ত গুণান্বিত ব্যক্তিও মনে করেন যে তাঁহার কোন গুণ নাই, অথচ এরূপ ব্যক্তির গুণরাশি এরূপ গভীর যে আমরা ইহার পরিমাণও করিতে পারি না। এইরূপ ব্যক্তিগণই আমার শিক্ষক ছিলেন।

তৈ পর্ব্বত হইতে আলোক অন্তর্ধ্যান করিল। ধর্ম্ম চৈ নদীর তীরে (২৯) লুক্কায়িত হইল। তাঁহাদিগের জ্ঞান-সমুদ্র অগাধ ছিল এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ধ্যানকুঞ্জ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত মনোরম ছিল, তাঁহাদের মানসিক চিন্তা অদ্ভুত ছিল। "চূর্ণ কর, কিন্তু তুমি স্তূপ ধ্বংস করিতে পারিবে না; যতই রং ব্যয় কর, তুমি উহাকে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিতে পারিবে না।" মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ে আমার শিক্ষক একটী আশ্চর্য্য চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। পক্ষীর মনুষ্যের পাঠ শ্রবণ করা একটী অদ্ভুত ঘটনা। আমার বাল্যকালেই একজন অন্যজনকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যে পুণ্যার্জ্জনই করিয়া থাকি তাহা আমি মৃতের জন্য প্রদান করিতেছি। তিনি জীবিতকালে আমার যে উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি সেই সকল উপকার শোধ দিব। দূরে থাকিলেও অন্য জন যে উপকার করিয়াছেন তাহা যেন আমি শোধ দিতে পারি। আমরা যেন কোন দিন একত্র হইয়া আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারি।

(২৯) উভয় শিক্ষকই চি-তে বাস করিতে লাগিলেন; একজন চি-তেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আই-সিং ইঁহাদের স্থান পরিত্যাগের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।

"মোক্ষলাভার্থ যেন আমি প্রতি জন্মেই তাঁহাদেরই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি। আমি আশা করি যে ধর্ম্মাচরণ দ্বারা যেন আমার বদান্যতা পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইতে পারে।

হ্রদের ন্যায় যেন আমার জ্ঞান পবিত্র ও নিশ্চল হয়। নাগ-বৃক্ষের নিম্নদেশে যখন আমি বুদ্ধ মৈত্রেয়ের গভীর তরঙ্গিত শব্দ শুনিব তখনই যেন প্রথমবার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি। চারি প্রকার (৩০) জন্মলাভ করিয়া আমি আমার চিত্তকে সম্পূর্ণ করিতে চাই এবং এবম্প্রকারে বুদ্ধত্বলাভের তিন সুদীর্ঘকল্প পূর্ণ করিতে পারি।"

যদি আমার পাঠকগণ বিবেচনা করেন যে আমার শিক্ষকের সাহিত্যিক ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার কোন ভিত্তি নাই, আমি সেই আশঙ্কায় এই স্থানে তাঁহার রচনার নিদর্শন দিতেছি। এক দিবস, দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে, শ্রমণ ও গৃহস্থগণ দক্ষিণ-পর্ব্বতে (যথায় ধ্যান-শিক্ষক ল্যাং বাস করিতেন) একত্রীভূত হইলেন। তাঁহারা স্বর্গীয় কূপ ও ঐশ্বরিক ভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়া পবিত্র কুলুঙ্গি ও পবিত্র মন্দির পূজা করিলেন। তথায় তাঁহারা মহাপূজা ও প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা দান করিলেন। এই সময়ে চি নরপতির রাজ্যের সকল সাহিত্যিক সমবেত হইলেন—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই লিখন-সমুদ্র ও সাহিত্য-পর্ব্বত আয়ত্ত ছিল। তাঁহারা সকলেই খ্যাতি লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিজ নিজ সুচরিত্রের প্রশংসা করিতেছিলেন।

(৩০) গর্ভ, ডিম্ব, শৈত্য ও ঐশ্বরিক জন্ম।

এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় যে, তাঁহারা মৃত ল্যাংয়ের মূর্ত্তি ও মন্দিরের প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করিবেন এবং তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমার শিক্ষক হুই-সিকে এই কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। তিনি দ্বিধা শূন্য হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

এরূপ মনে হইতে লাগিল যে স্রোতস্বতীর ঢেউ উত্তেজিত হইয়া প্রাচীরগাত্রে যখন তিনি লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। তিনি এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত হইলেন না কিন্তু অনর্গল লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি বিলম্ব না করিয়া রচনা শেষ করিলেন—ইহাতে পরিশুদ্ধি বা সংযোগ আবশ্যক হইল না।

তাঁহার কবিতা এইরূপ ছিল—

"প্রাচীন ঋষি বিশেষ উজ্জ্বলতার সহিত দীপ্তি পাইতেছিলেন।
সমুদ্রের ন্যায় দূরে ও বিস্তৃত হইয়া তাঁহার মহান্ উপদেশ
প্রচারিত হইতেছিল।
তিনি নির্জ্জন উপত্যকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং এই
স্থানেই তাঁহার আবাস ছিল :
শুভাদৃষ্ট প্রসন্ন হইলেও তাঁহার কোন কার্য্যে আসিল না।
পর্ব্বত ও নদীমালা চিরকাল সুবৃহৎ ও পরিত্যক্ত।
মনুষ্য এবং বংশ গতিশীল সময়ের সহিত চলিয়া যায়।
কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানই অনিত্যের পরিত্রাণ করিতে পারে।
প্রাচীন ঋষির আলেখ্য ব্যতীত আমরা অন্য কি দেখিতে পাই?"

আমার শিক্ষকের এই কবিতা দেখিয়া সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ একবাক্যে উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নিজ লেখনী পাইন-বৃক্ষের শাখায় স্থাপন করিলেন, কেহ কেহ পর্ব্বত পার্শ্ব

হইতে মস্তাধার নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "সি-সী (৩১) তাঁহার বদন দেখাইয়াছেন; এক্ষণে মুমো (৩২) কেমন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে?" অনেক সুচতুর ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেহই ঐরূপ কবিতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই। আমার শিক্ষকের অন্যান্য পুস্তক অন্যত্র একত্র করা হইয়াছে।

আমি, আই-সিং, চীনের সকল পূজনীয় ব্যক্তিকে (যাঁহাদিগের সহিত সাংসারিক কথা বলিতাম বা ধর্ম্মালোচনা করিতাম), যাঁহাদিগের সহিত বাল্যে পরিচিত হইয়াছিলাম, যাঁহাদিগের সহিত যৌবনে বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম (যাঁহাদিগের গুণশালীগণ পারত্রিকশিক্ষক হইয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ সামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন) তাঁহাদিগের সকলকেই অভিবাদন জানাইতেছি। বর্ত্তমান পুস্তকের চল্লিশটী অধ্যায়ে আমি কেবল আবশ্যক বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি এবং আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা বর্ত্তমানকালে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রচলিত। আমার পুস্তক বুদ্ধের বাণীর উপরেই পরিষ্কাররূপে নিহিত এবং আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আমাদের জীবন নদীর ন্যায় দ্রুতগামী। সন্ধ্যাকালে কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে আমরা প্রাতঃকালে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না। সুতরাং পাছে, আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ না হয়, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহা নিজে ব্যক্ত করিতে সমর্থ না হই, তজ্জন্য আমি এই পুস্তক পাঠাইলাম এবং আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই ইহা উপহার দিলাম। সময় থাকিলে, ইহা অধ্যয়ন

(৩১) অলোকসামান্যারূপসী।
(৩২) কুৎসিতা স্ত্রী।

করিবেন, এই প্রার্থনা করি এবং এবম্প্রকারে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিবেন। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আর্য্যমূল-সর্ব্বাস্তিবাদনিকায়ভুক্ত এবং অন্য কোন সম্প্রদায়ের কথা নহে।

পুনর্ব্বার আমি শ্লোকে আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি ঃ—

"আমাদের প্রভুর উত্তম উপদেশ আমি সবিনয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।
অহো, সেই মহান্ ও প্রসন্ন পরামর্শ।
ইহা সকলই বুদ্ধের মহান্ শিক্ষার উপরে নির্ভর করে।
আমি বলিতে পারি না যে আমার হীনশক্তি ইহা প্রচার করিতেছে।
আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা না হইতে পারে।
এই জন্য পূর্ব্বেই আমি আমার পুস্তক পাঠাইলাম।
ইহা রক্ষিত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেই আমি সুখী হইব।
ইহা যেন আপনার শকটেও আপনার অনুগমন করে।
আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বাক্যও যেন গৃহীত হয়।"

শত শত পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া আমি আগামী সহস্র বৎসরের জন্য বীজবপণ করিতেছি। আমার বন্ধুগণের কক্ষে গৃধ্রকূট যাহাতে বিরাজ করে এবং চীনের স্বর্গীয় ভূমিতে দ্বিতীয় রাজগৃহ নগর নির্ম্মাণই আমার প্রকৃত আশা ও ইচ্ছা।

"যাহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সার বিশিষ্ট, এবং যিনি লোকসমাজের কেতু সদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধশালী, মনোহর, শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে নমস্কার করি।"

অতিরিক্ত পাদটীকা

১। ভৌগোলিক

উলঙ্গ অধিবাসীর দ্বীপ—ইহা বর্ত্তমান নিকোবার দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নবম শতাব্দীর আরব-বণিকগণ এবং মার্কোপলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ণনা কালে এই দ্বীপবাসিগণকে উলঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আই-সিং অনেক স্থলে **দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের** কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মালয় আর্কিপেলাগো অর্থে আই-সিং এই পুঞ্জ ব্যবহার করিয়াছেন এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও তৎকালীন পরিজ্ঞাত নিকটবর্ত্তী সকল দ্বীপই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি দশটার অধিক প্রদেশের কথা এবং সকলগুলিই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল বলিয়াছেন। দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপগুলি এই :—পুলুসি, মালয়ু (শ্রীভোজ), মহাসীন, কলিঙ্গ, নতুন, পেম্-পেল, বলি, পুলু কণ্ডোর, ভোজপুর, ওসান্, মঘমন্। অনুল্লিখিত আরও দ্বীপ আছে। পুলুসি—বর্ত্তমান ডায়মণ্ড পইণ্ট (Diamond Point)। মালয়ু বা শ্রীভোজ—এই স্থানে আই-সিং দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি ভোজ ও শ্রীভোজ এই দুইটী কথা অনির্ব্বিশেষে ব্যবহার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, এই প্রদেশের রাজধানী প্রথম হইতেই ভোজনামে কথিত হইত এবং হয়ত ইহা যবদ্বীপের উপনিবেশ ছিল। পরে রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে প্রদেশ ও রাজধানী উভয়ই শ্রীভোজ নামে কথিত হইতে থাকে। অনুমিত হয় যে আই-সিংয়ের ঐ স্থানে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বা তাঁহার ঐ স্থানে

বাসকালীনই রাজধানীর নাম শ্রীভোজ হয়। কারণ, যে স্থলেই তিনি মালয়ুর উল্লেখ করিয়াছেন তথায়ই তিনি "ইহা এক্ষণে শ্রীভোজ বা ভোজে পরিণত হইয়াছে।" সর্ব্ব প্রথমে আই-সিংই এই নাম-গুলি উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি ঃ—

(১) রাজধানী ভোজ-নদীর তীরে অবস্থিত-চীনের সহিত বাণিজ্য করিবার ইহাই প্রধান বন্দর ছিল এবং পারসীক্ বণিক্গণ সর্ব্বদাই এই স্থান হইতে চীনে গমনাগমন করিত। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে তৎকালে পারস্য, ভারতবর্ষে, মালয় ও চীনে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

(২) মালয়ু বা শ্রীভোজ রাজধানী ভোজ হইতে পঞ্চদিবসের পথ ছিল এবং মালয়ু হইতে কচও ঐ পরিমাণ ব্যবধান ছিল।

(৩) ভোজরাজের বাণিজ্যপোত ছিল এবং ঐ পোতগুলি ভারতবর্ষ ও ভোজের মধ্যে গতায়াত করিত।

(৪) ভোজরাজ ও নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিই আস্থাবান ছিলেন, এবং এই সকল দেশে হীনযানই প্রচলিত ছিল।

(৫) এই দেশগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল ও প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ উৎপাদন করিত।

(৬) শ্রীভোজে দ্বিপ্রহরে ছায়া পড়িত না।

২। আই-সিংয়ের পুস্তক রচনার কাল

৬৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে আই-সিং নালন্দা পরিত্যাগ করেন; তৎপরে তিনি চারি বৎসর শ্রীভোজে অতিবাহিত করেন। সুতরাং ৬৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। অধিকন্তু, তিনি সর্ব্বত্র চীনের রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বংশ ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ৬৯২ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম মাসে গ্রন্থ চীনে প্রেরণ করেন সুতরাং ৬৯০-৬৯২র মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ভূমিকা ও অষ্টাবিংশ অধ্যায় ইহার স্বপক্ষতা করে।

৩। বুদ্ধের বৈশালীর উপদেশ নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে দেওয়া হইয়াছিল ঃ—

চারিটী স্মৃতি উপস্থান (ধ্যান)—

১। কায় অপবিত্র
২। সংসার দুঃখময়
৩। চিত্ত চঞ্চল
৪। পদার্থ সমূহ অলীক

চারিটী ধর্ম্মচেষ্টা—

১। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ
২। অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন
৩। পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ
৪। নূতন পাপের অনুৎপত্তি

অলৌকিক সিদ্ধিলাভের চারিটি ঋদ্ধিপাদ—

১। অভিলাষ
২। চিন্তা
৩। উৎসাহ
৪। অন্বেষণ

পঞ্চবল—

১। অশ্রদ্ধা
২। সমাধি
৩। [illegible]
৪। স্মৃতি
৫। প্রজ্ঞা

সভা—২।১১।২২

৪। দশশীল—পূর্ব্বে কয়েকস্থানে বিনয়পিটকানুসারে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাবস্তু, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি মহাযানগ্রন্থে দশশীলের যে বর্ণনা আছে, পালিগ্রন্থের বর্ণনা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। মহাবস্তুর মতে (১) প্রাণাতিপাত (২) অদত্তাদান (৩) কামেষু মিথ্যাচার (৪) সুরামৈরেয় মদ্যপান (৫) মৃষাবাদ (৬) পিশুন বাক্ (৭) প্রলাপ (৮) অভিদধ্যা (৯) ব্যাপাদ (১০) মিথ্যাদৃষ্টি এই দশটী বিষয় হইতে নিবৃত্তির নাম দশকুশল বা দশশীল।

মনুসংহিতায়ও দশ প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। পরদ্রব্যে অভিধ্যা, মনে অনিষ্ট চিন্তা, মিথ্যাভিনিবেশ, পারুষ্য, অনৃত্য, পৈশুন্য, অসম্বন্ধ প্রলাপ, পরদ্রব্যহরণ, অবৈধ প্রাণিহত্যা, পরদার সেবা মনুর মতে এই দশটীই পাপ। খৃষ্টানদের মধ্যেও দশ ধর্ম্মের (Ten Commandments) উল্লেখ আছে।

৫। বোধিসত্ত্বের গুণ—পালিধর্ম্মগ্রন্থে দশ পারমিতার বা মহাগুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—দান, শীল, নিষ্কর্ম্ম, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্যবাদিতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, মৈত্রী, উপেক্ষা। এই সকল আধ্যাত্মিক গুণব্যতীত বোধিসত্ত্বের উচ্চ মানসিক গুণ থাকাও আবশ্যক। এই সকল গুণের নাম বোধিপক্ষ ধর্ম্ম; এই গুণ সংখ্যায় ৩৭টী। এই গুণগুলি সাতভাগে বিভক্ত। যথা—

১। দেহ, অনুভূতি, উপস্থিত চিন্তা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্মৃতি

২। চারি প্রকারের প্রয়োগ বা সৎ চেষ্টা

৩। চারি প্রকারের অলৌকিক ক্ষমতা

৪। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ৫। পঞ্চ বাক্ ৬। সংবোধাঙ্গ ৭। অষ্ট মার্গ।

নির্ঘণ্ট